ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি
(Matthew Henry Commentary)

লূক লিখিত সুসমাচারের টীকাপুস্তক
Commentary on the Gospel of Luke

Part 2 : Luke Chapter 13-24
২য় অংশ : লূক ১৩-২৪ অধ্যায়

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

লূক লিখিত সুসমাচারের উপর লিখিত
ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

২য় অংশ

লূক ১৩-২৪ অধ্যায়

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাস্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Gospel According to Luke

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)
   Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

লূক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১৩

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো, ক. একটি সংবাদের ভিত্তিতে খ্রীষ্ট লোকদের মাঝে যে শিক্ষা দান করলেন; সংবাদটি ছিল: কয়েকজন গালীলীয় পীলাতের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিল, যারা যিরূশালেমের মন্দিরে পশু উৎসর্গ দিয়েছিল (পদ ১-৫)। খ. ফলহীন ডুমুর গাছের দৃষ্টান্ত, যার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে আমাদের অনুতাপের জন্য ফলযুক্ত করার জন্য শিক্ষা পাই, যার বিষয়ে আমরা আগের অধ্যায়েও জানতে পেরেছি (পদ ৬-৯)। গ. বিশ্রামবারে একজন কুঁজো মহিলাকে খ্রীষ্ট সুস্থ করেন এবং এর স্বপক্ষে নিজের যুক্তি উপস্থাপন করে (পদ ১১-১৭)। ঘ. সরিষাদানা এবং খামির দৃষ্টান্তটি পুনরায় বলা (পদ ১৮-২২)। ঙ. তিনি পরিত্রাণপ্রাপ্তদের সংখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন (পদ ২৩-৩০)। চ. তিনি হেরোদের রাগ এবং ঘৃণার সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি করেন এবং যিরূশালেমের ধ্বংস সম্পর্কে যে কথা বললেন (পদ ৩১-৩৫)।

লূক ১৩:১-৫ পদ

আমরা এখানে দেখি:

ক. কয়েকজন গালীলীয়ের মৃত্যুর সংবাদ খ্রীষ্টের কাছে আনা হয়েছে, যাদের রক্ত পীলাত তাদের উৎসর্গের রক্তের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, পদ ১। আমরা এখানে বিবেচনা করতে পারি:

১. কত না মর্মান্তিক ঘটনা এটি! এখানে সংক্ষিপ্তভাবে এই ঘটনাটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সে সময়কার অন্য কোন ঐতিহাসিক তা উল্লেখ করেন নি। যোসেফাস নিশ্চয়ই পীলাতের হাতে কয়েকজন সামেরীয়ের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছিলেন। পীলাত কয়েকজন বিদ্বেষপরায়ণ নেতার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সামেরীয় অধ্যুষিত গরিষীম পর্বতে একটি প্রলয়ঙ্কারী কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সেই ঘটনাটির সাথে এই ঘটনাটিকে মেলাতে পারি না। অনেকে মনে করেন যে, এই গালীলীয়েরা ছিল যিহূদা গলোনিটার অনুসারী, যাকে গালীলের যিহূদার বলা হত (প্রেরিত ৫:৩৭)। তিনি কৈসরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছিলেন এবং তাঁকে কর দিতে অস্বীকার করেছিলেন। সে কারণে তাকে বর্বরভাবে হত্যা করা হয়েছিল, কিন্তু সেই দলে অন্যান্য যারা ছিল তারা কৈসরের ধরাছে সোর বাইরে ছিল। গালীলীয়েরা ছিল হেরোদের অধীনস্থ। সম্ভবত পীলাত এই কাজটি সে সময় করেছিলেন যখন তাঁর এবং হেরোদের মধ্যে তুমুল বিবাদ চলছিল; যা আমরা জানতে পারি লূক ২৩:১২ পদ থেকে। আমাদেরকে বলা হয় নি তারা সংখ্যায় কতজন ছিল, তবে সম্ভবত তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাদের বিরুদ্ধে পীলাত কিছু পৃথক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং এ কারণেই ঘটনাটি উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা আমাদেরকে বলে যে, তাদের রক্ত উৎসর্গের রক্তের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল মন্দিরের

প্রাঙ্গনে বসে। যদিও সম্ভবত পীলাতের ক্রোধকে ভয় পাওয়ার তাদের যথেষ্ট কারণ ছিল, কিন্তু তারা তা করে নি। তারা ভয় পেয়ে তাদের কাজ থামিয়ে রাখে নি, বরং তারা যিরূশালেমে বসেই তাদের উৎসর্গ দেওয়ার কাজ করে গেছে। ড. লাইটফুট মনে করেন যে, খুব সম্ভবত তারা নিজেরাই তাদের উৎসর্গের পশুগুলোকে হত্যা করে উৎসর্গ দিচ্ছিল। তারা বলতো যে, পুরোহিতের কাজের জন্য এটি অনুমোদিত ছিল, যা শুরু হত রক্ত ছিটানোর মধ্য দিয়ে। পীলাতের সৈন্যরা সেখানে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিল ঠিক তখনই, যখন তাদের চারপাশে কোন প্রতিরক্ষা ছিল না; কারণ অন্য সময় গালীলীয়েরা সর্বদা যুদ্ধংদেহী মনোভাবে থাকতো এবং তাদের সাথে যথোপযুক্ত অস্ত্র থাকতো। সৈন্যরা উৎসর্গ দানকারীদের রক্ত উৎসর্গের পশুর রক্তের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল; যদি তা ঈশ্বরের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে! সেই স্থানের পবিত্রতা কিংবা সেই কাজ, কোন কিছুই তাদেরকে একটি অন্যায় বিচারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি। যারা ঈশ্বরকে ভয় করে না, তারা মানুষকেও পরোয়া করে না। যে বেদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে উপাসনা এবং আশ্রয় গ্রহণের স্থান হিসেবে, তা এখন ব্যবহৃত হচ্ছে ধ্বংসযজ্ঞ এবং ফাঁদ হিসেবে; যেখানে বিপদ ওৎ পেতে আছে এবং যেখানে হত্যা করা হয়।

২. কেন এটি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সময়ে ঘটেছিল?

(১) সম্ভবত শুধুমাত্র একটি সাধারণ খবর হিসেবে। এ ধরনের খবর তারা আগে কখনো শোনে নি। নিহতদের জন্য তারা শোক করেছিল এবং তারা ভেবেছিল যে, খ্রীষ্টও তাদের সাথে শোক করবেন; কারণ গালীলীয়েরা ছিল তাদেরই নিজেদের জাতভাই। লক্ষ্য করুন, আমরা দুঃখের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করে থাকি এবং সেই ঘটনার থেকে লব্ধ জ্ঞান অন্যান্যদের মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়। তারা এর দ্বারা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয় এবং তারা এর দ্বারা উত্তম কাজ সাধন করে।

(২) সম্ভবত এই ঘটনাটিকে একটি নিশ্চয়তা হিসেবে দেখা হয়েছিল, যা খ্রীষ্ট বিগত অধ্যায়টির শেষ বলেছিলেন। তিনি সেখানে আমাদের সাথে ঈশ্বরের শান্তি সময়ানুসারে স্থাপন করার কথা বলেছিলেন, যাতে করে আমরা মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হওয়ার আগে এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগে পরিত্রাণ পেতে পারি। সে কারণে এখনই তাঁর সাথে চুক্তি স্থাপন না করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। “এখনই,” তারা বলেছেন, “প্রভু, এখানে স্পষ্ট কিছু প্রমাণ আমাদের সামনে রয়েছে যে, তারা হঠাৎ করেই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়েছে। তারা যখন একেবারেই আশা করছিল না তখনই মৃত্যু তাদেরকে বন্দী করেছে এবং সে কারণেই আমাদের সকলকে অবশ্যই এখনই প্রস্তুত হতে হবে।” লক্ষ্য করুন, আমাদের সকলের জন্যই এটি খুব মঙ্গলজনক হবে, যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্য ব্যাখ্যা করি এবং ঈশ্বরের কার্য সাধন প্রত্যক্ষ করে তা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করি।

(৩) সম্ভবত তারা তাঁকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল; কারণ তিনি নিজে ছিলেন একজন গালীলীয়, একজন ভাববাদী এবং এমন একজন ব্যক্তি, নিজের দেশের প্রতি যাঁর অপরিসীম আগ্রহ রয়েছে। তারা তাঁকে উত্তেজিত করছিল, যেন তিনি গালীলীয়দের মৃত্যুর

জন্য হেরোদের উপর প্রতিশোধ নেন। যদি তাদের মনে এ ধরনের কোন চিন্তা আদৌ থেকে থাকতো, তাহলে তারা মস্ত বড় ভুল করেছে; কারণ খ্রীষ্ট তখন যিরূশালেমের দিকে রওয়ানা করছিলেন। তিনি সেখানে পীলাতের হাতে গ্রেপ্তার হতে চলেছিলেন এবং নিজের রক্তপাত করতে চলেছিলেন। তিনি তাঁর রক্ত তাঁরই করা উৎসর্গের রক্তের সাথে মেশাতে যাচ্ছিলেন না, বরং নিজেই উৎসর্গ হতে চলছিলেন।

(৪) সম্ভবত তারা খ্রীষ্টকে যিরূশালেমে প্রার্থনা করতে যাওয়ার জন্য নিষেধ করেছিল (পদ ২২); কারণ হয়তোবা তাহলে পীলাত সেই গালীলীয়দেরকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, সেভাবে খ্রীষ্টকেও অভ্যর্থনা জানাবেন। তিনি হয়তো খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তাঁর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করার জন্য সেই ব্যবস্থা নেবেন, যা তিনি সেই গালীলীয়দের বিরুদ্ধে নিয়েছিলেন। তারা সেখানে উৎসর্গ দিতে এসেছিল সেভাবে, ঠিক যেভাবে অবশালোম উৎসর্গ দিতে এসেছিল। উৎসর্গের কাজের অন্তরালে তাদের ছিল একটি মন্দ অভিসন্ধি, তাদের ইচ্ছা ছিল বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলা। পীলাত যেন খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোন কাজ করতে না পারেন, সে কারণে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বলেছিল যেন তিনি আর সামনে এগিয়ে না যান।

(৫) খ্রীষ্টের উত্তর আমাদেরকে বলে যে, তারা খ্রীষ্টের সাথে অত্যন্ত স্পর্ধার সাথে কথা বলেছিলেন। যদিও পীলাত সেই গালীলীয়দেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন, তবুও নিঃসন্দেহে তারা ছিল মন্দ মানুষ; নতুবা ঈশ্বর এই লোকগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার জন্য পীলাতকে আদেশ দিতেন না। তাদের কাজ ছিল শঠতাপূর্ণ, তাই তাদেরকে মোটেও শহীদ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। যদিও তাদেরকে উৎসর্গ উৎসর্গ করার সময় হত্যা করা হয়েছিল, তারা তাদের প্রার্থনা করার সময় মৃত্যুবরণ করেছিল, তাদেরকে কোন বিষয়ের প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করা হয়েছিল, তথাপি তারা ছিল খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের থেকে আলাদা। অবশ্যই তাদের ভেতরে ব্যাপক পার্থক্য ছিল। তাদের এই ভাগ্য অবশ্যই তাদের জন্য মোটেও সহনীয় ছিল না কিংবা কোন সম্মানজনক পরিস্থিতি ছিল না, কিন্তু তা ছিল তাদের উপর ঈশ্বরের ন্যায্য বিচার; যদিও তারা সে সময় জানতে পারে নি কি জন্য তাদেরকে মরতে হচ্ছে।

খ. এই বিষয়টির প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট কি প্রত্যুত্তর দিলেন:

১. তিনি আরেকটি গল্প বলার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টির জবাব দিলেন, যা লোকদের কাছ থেকে হঠাৎ করে তাদের জীবন কেড়ে নেওয়ার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। ঘটনাটি ছিল শীলোহে অবস্থিত উঁচু গৃহ বা দুর্গের পতনের ঘটনা, যেখানে আঠারো জন মানুষ চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল এবং সেই ধ্বংসস্তূপের নিচে তাদের কবর হয়েছিল। ড. লাইটফুটের ধারণা হচ্ছে, সেই দুর্গটি শীলোহের পুকুরের সাথে সংযুক্ত ছিল, যার আরেক নাম ছিল বৈৎসৈদা পুকুর। পুকুরটি ছিল সেই উঠোনের সাথে সংযুক্ত, যেখানে রোগীরা এসে শুয়ে থাকতো এবং পুকুরের জল কেঁপে ওঠার জন্য অপেক্ষা করতো (যোহন ৫:৩)। সেখানকারই কেউ নিহত হয়েছিল, কিংবা মন্দিরের বিশেষ উপাসনা কাজ করার জন্য সেই পুকুরে নিজেদেরকে শুদ্ধ করতে নেমেছিল এমন কেউ সেখানে নিহত হয়েছিল; কারণ এটি ছিল মন্দিরের খুব

কাছেই অবস্থিত। তারা যেই হোক না কেন, তা ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক একটি ঘটনা। তবে এর চেয়ে ভয়াবহ অনেক দুর্ঘটনার কথা আমরা অনেক সময় শুনতে পাই: *কারণ যেমন করে মাছ নিষ্ঠুর জালে ধরা পড়ে আর পাখিরা ফাঁদে পড়ে, তেমনি করে বিপদ হঠাৎ মানুষের উপর এসে পড়ে এবং তাকে ফাঁদে ফেলে* (উপদেশক ৯:১২)। যে দুর্গ মানুষের নিরাপত্তার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, সেই দুর্গ অনেক সময় মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদের বলেছেন তারা যেন আর এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন না হয়, কিংবা আর যেন তাদের এ ধরনের ভুক্তভোগী হতে না হয়, কারণ তারা এতে করে মহা পাপী হিসেবে গণ্য হবে: *তোমাদের কি মনে হয় যে, সেই গালীলীয়রা ঐভাবে যন্ত্রণা ভোগ করেছে বলে তারা অন্য সব গালীলীয়দের চেয়ে বেশী পাপী ছিল? আমি তোমাদের বলছি, তা নয়, তবে মন পরিবর্তন না করলে তোমরাও সবাই বিনষ্ট হবে,* পদ ২,৩। সম্ভবত যারা তাঁকে সেই গালীলীয়দের মৃত্যুর ঘটনাটি বলেছিল, তারা সকলে ছিল যিহূদী। তারা গালীলীয়দের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া যে কোন ঘটনা রং চড়িয়ে বলতে এবং গল্প করতে বেশ মজা পেত। সেই কারণেই খ্রীষ্ট তাদেরকে যিরূশালেমের লোকদের বিষয়ে এই গল্পটি বললেন। যে পরিমাণ আমরা মেপে দেব, ঠিক সেই পরিমাণই আমাদেরকে মেপে দেওয়া হবে। "সেই আঠারো জন গালীলীয়, যারা শীলোহের দুর্গে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল, সে সময় তারা হয়তোবা সেই পুকুরে নেমে সুস্থ হওয়ার চিন্তা করছিল। যিরূশালেমে যে সকল মানুষ বাস করে, তাদের সকলের চেয়ে ঋণী কেউ কি স্বর্গীয় অনুগ্রহ লাভ করতে পারে? আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের কি মনে হয় যে, জেরুজালেমের বাকী লোকদের চেয়ে তাদের বেশী দোষ ছিল? আমি তোমাদের বলছি, তা নয়; কিন্তু মন পরিবর্তন না করলে তোমরাও সবাই বিনষ্ট হবে," পদ ৪,৫। এই বিষয়টি আমাদের পাপের দোষে দোষী করুক আর না করুক, আমাদেরকে অবশ্যই এই নিয়মের বাইরে গেলে হবে না: আমরা কখনোই কোন লোককে তার পাপের জন্য কিংবা এই জগতে তার দুঃখ কষ্টের জন্য বিচার করতে পারি না; কারণ অনেককেই স্বর্ণের মত করে আগুনের চুল্লিতে শুদ্ধ করার জন্য ছুঁড়ে ফেলা হবে, কিন্তু তার থেকে খাদ কখনোই গলবে না। আমাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করলে চলবে না, যারা তাদের প্রতিবেশীর চেয়ে আরও কষ্টকর পরিস্থিতিতে রয়েছে। ইয়োবের বন্ধুরা তাঁকে সান্ত্বনা জানাতে এসেছিলেন, যেন আমরা ধার্মিকদের কাছে দোষীকৃত না হই (গীতসংহিতা ৭২:১৪)। যদি আমরা বিচার করি, তাহলে আমাদের অবশ্যই আগে নিজেদের বিচার করার প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে আমরা কোনমতেই কাউকে ভালবাসতে পারবো না কিংবা যুক্তিসঙ্গতভাবে ঘৃণা করতে পারবো না। সকল বস্তুই সকলের কাছে সমহারে আসে (উপদেশক ৯:১,২)। আমাদেরকে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, সেই অত্যাচারীরা এবং পীলাত, যাদের পক্ষে ছিল সমস্ত ক্ষমতা এবং সাফল্য, তারা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি, ঠিক সেই অত্যাচারিতদের মত। কিন্তু অন্যান্যদের মধ্যে সেই গালীলীয়েরা, যারা সকলে চোখের জলে ভাসছিল এবং যাদের কোন সান্ত্বনাদাতা ছিল না, যাদের বেদিতে কোন লেবীয় কিংবা পুরোহিত যোগদান করে নি, তারাই সবচেয়ে মহা পাপী। অন্যদের সমালোচনা করতে গেলে আমাদেরকে

অবশ্যই এ সমস্ত বিষয় চিন্তা করতে হবে; কারণ আমরা যা করি না কেন, তার ভিত্তিতেই আমাদের সমস্ত বিচার নিষ্পত্তি হবে। আমরা যেভাবে বিচার করবো, সেভাবেই আমাদের বিচার করা হবে: সে কারণেই বলা হয়েছে: *বিচার কোরো না, পাছে তোমরাও বিচারিত হও* (মথি ৭:১)।

৩. এই গল্পগুলোতে তিনি অনুশোচনার জন্য একটি আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি সেখানে সকলের জন্য তার সতর্কতামূলক বাণী উপস্থাপন করেছেন: *তোমরা সতর্ক হও, নতুবা তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে,* পদ ৩-৫।

(১) এটি আমাদের কাছে এই সত্যকে প্রকাশ করে যে, তারা সেভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে। যেভাবে তারা এতকাল সকলের সাথে আচরণ করে এসেছে এবং তারা যেভাবে পাপ করেছে সেভাবেই তাদের বিচার করা হবে। আমাদেরকেও আমাদের পাপের ভিত্তিতে বিচার করা হবে। আমরা যে সমস্ত অপবিত্র কাজ করেছি তার ভিত্তিতে আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। আমাদের রক্তকে ঈশ্বরের বিচারে আমাদের উৎসর্গের পশুর রক্তের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে। এটি অবশ্যই আমাদের সমস্ত সমালোচনাকে প্রশমিত করবে। আমরা যে শুধু পাপী তাই নয়, সেই সাথে আমরা জঘন্য অপরাধীদের মত মহা পাপ করেছি। আমরা এত বেশি পরিমাণ পাপ করেছি যে, তা অনুশোচনার সীমার বাইরে চলে গেছে। আমাদেরকে এর জন্য অবশ্যই কষ্টভোগ করতে হবে।

(২) আমাদের সকলকে অবশ্যই অনুশোচনা করার প্রতি মনযোগী হতে হবে। আমরা যে ভুল করেছি তার জন্য অবশ্যই আমাদের দুঃখিত হতে হবে এবং তা আর না করার শপথ করতে হবে। অন্যদের উপর ঈশ্বরের প্রেরিত শাস্তি দেখে আমাদেরকে নিজেদের অনুতাপের বিষয় সচেতন হতে হবে এবং একে ঈশ্বরের তরফ থেকে প্রেরিত অনুতাপ কর-ার জোরালো আহ্বান হিসেবে ধরে নিতে হবে। দেখুন, কিভাবে খ্রীষ্ট আমাদের প্রতি সেই মহান আদেশের জন্য আমাদেরকে চালিত করেছেন এবং তা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি শুধু আমাদেরকে নিয়ম-কানুন বাৎলে দেন নি; সেই সাথে তিনি আমাদের মনের মাঝে আশা জাগিয়েছেন। তিনি এর জন্য আমাদেরকে অনুতাপ করতে বলেছেন।

(৩) ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পথ এড়াতে আমাদের জন্য প্রয়োজন অনুতাপ। এটি একটি নিশ্চিত উপায়। তাই আমরা অপবিত্রতা সাধন করে আর ধ্বংস হব না, বরং আমরা অনুশোচনা ও অনুতাপ করলে উদ্ধার পাব।

(৪) যদি আমরা অনুশোচনা না করি, তাহলে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব, যেভাবে আমরা অন্যদের ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেছি। অনেকেই এই "তাদের মত করে" শব্দটি ব্যবহার করে এবং এটি দিয়ে তারা যিহূদীদের উপর আসন্ন ধ্বংসের কথা বুঝিয়ে থাকে; বিশেষ করে যিরূশালেম শহরের, যারা ঠিক তাদের উদ্ধার পর্বের সময় রোমীয় সৈন্যদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এখানে গালীলীয়দের ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা ঘটলো। তাদের রক্ত তাদের উৎসর্গের পশুর রক্তের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হল। যিরূশালেম ও অন্যান্য স্থান থেকে অনেককেই সেই শহরগুলোর দেয়াল এবং দালানগুলোর ধ্বংসস্তূপের নিচে ফেলে হত্যা করা হয়েছিল, যা তাদের চোখের সামনেই ধ্বংস করা হয়েছিল। ঠিক

সেভাবেই তারা শীলোহের উঁচু ঘরটির নিচে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। কিন্তু নিশ্চয়ই আমাদেরকে অবশ্যই এর ভিত্তিতে নিজেদের পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে অনুশোচনা করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি অনুশোচনা না করি, তাহলে আমরা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাব; যেভাবে তারা এই পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে। যে খ্রীষ্ট আমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের আগমনের প্রেক্ষিতে অনুতাপ করতে বলেছেন, সেই খ্রীষ্টই আমাদেরকে বলছেন আমরা যেন অনুতাপ করি; কারণ তা না করলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। তিনি এভাবে আমাদেরকে জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছেন। ভাল এবং মন্দ তিনি আমাদের সামনে এনে উপস্থিত করেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব হল সঠিক পছন্দটি বাছাই করে নেওয়া।

(৫) যারা অনুশোচনা করে নি, যারা অন্যদের বিষয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে এবং বিচার করতে গিয়ে নির্দয় আচরণ করে, তাদের এই আচরণ অত্যন্ত কঠোরভাবে বিচার করা হবে।

লূক ১৩:৬-৯ পদ

এই দৃষ্টান্তটি আমাদেরকে বলা হয়েছে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য যে, আমরা যেন তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে সচেতন হতে পারি এবং সময় পার হয়ে যাওয়ার আগেই প্রস্তুত হতে পারি: “তোমরা সাপের বংশধর। তোমরাও তাদের মত করে ধ্বংস হয়ে যাবে, যদি না তোমাদেরকে পুনরায় গঠন করা হয়। তোমাদেরকে সেই ফলহীন গাছের মত করে ধ্বংস করে ফেলা হবে, যদি তোমরা কোন ফল না উৎপন্ন করতে পার।”

ক. এই দৃষ্টান্তটি প্রাথমিকভাবে যিহূদী জাতি এবং লোকদের ব্যাপারে নির্দেশ করে। ঈশ্বর তাঁর নিজের জন্য তাদেরকে বেছে নিয়েছেন, তাদেরকে আপন করেছেন, তাদেরকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন, যেন তারা তাঁর সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাঁর উপাসনা করে। অন্য যে কোন জাতির লোকদের চেয়ে তিনি তাদের প্রতি অনেক বেশি আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন। তিনি তাদেরকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তা পালনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন, যেন তারা সঠিকভাবে তাঁর সেবা ও উপাসনা করে যেতে পারে এবং তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে। তিনি তাদের কাছ থেকে সেই অনুসারে ফল লাভের আশা করেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁর সেই প্রত্যাশাকে হতাশায় পরিণত করেছে। তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে নি; তাই তারা তাদের কাজের জন্য প্রশংসার বদলে তিরস্কার লাভ করেছে। এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তিনি ন্যায্যভাবেই তাদেরকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি তাদেরকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার চিন্তা নিয়েছেন। তিনি তাদেরকে মণ্ডলীবিহীন এবং জাতিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু যেভাবে এক সময় মোশি মধ্যস্থতা করেছিলেন, সেভাবে এখানে খ্রীষ্ট মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আ-শীর্বাদে পূর্ণ হয়ে তাদেরকে আরও সময় দিয়েছেন এবং তাদেরকে আরও অনেক দয়া করেছেন। তিনি চেয়েছেন যেন তারা বুঝতে পারে যে, তারা পুনরায় জীবন লাভ করেছে। সে কারণে তাদের মাঝে প্রেরিতগণকে পাঠানো হয়েছে, যাতে করে তাঁরা তাদের মাঝে

অনুশোচনার বাণী প্রচার করেন এবং তারা নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে; তারা যেন খ্রীষ্টের নামে ক্ষমা চায় এবং অনুতাপ করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনুশোচনা করেছে এবং ফল প্রদান করেছে; তাদের ক্ষেত্রে সমস্ত মঙ্গল সাধিত হবে। কিন্তু জাতির মূল অংশ এখনো অনুশোচনা করে নি এবং ফল প্রদান করে নি; তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন কিছুই তাদের এই ধ্বংসকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। চল্লিশ বছর পরেই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, যেভাবে বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাদেরকে বলেছিলেন (মথি ৩:১০)। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা খ্রীষ্টের বলা এই দৃষ্টান্তের ব্যাপারে আমাদের উপর আলোকপাত করে।

খ. তবুও তা নিঃসন্দেহে একটি দূরবর্তী ঘটনার বিবরণ। এটি আমাদের কাছে এবং সেই সাথে সকলের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, যারা অনুগ্রহের মাধ্যম উপভোগ করতে পারি, দৃশ্যমান মণ্ডলীর সুযোগ লাভ করতে পারি এবং সহযোগিতা পেতে পারি। এটি প্রকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে করে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের কাজের এবং সুযোগ সুবিধার উপর ভিত্তি করেই তাদের মনের অবস্থা এবং এবং তাদের জীবন যাপনের ধরন বিবেচনা করতে হবে। সেটিই বলে দেয় তাদের সঠিক পরিস্থিতি, কারণ তাদের কাছ থেকে ফল লাভ করার প্রয়োজন রয়েছে। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. সেই ডুমুর গাছটি যে সুযোগ লাভ করেছিল। এটি লাগানো হয়েছিল কোন একটি আঙ্গুরের ক্ষেতে, খুব ভাল মাটি আছে এমন জায়গায়। সেখানে সেটি অনেক যত্ন পাচ্ছিল এবং কোন ধরনের অযত্ন তার সেখানে হচ্ছিল না। সেখানে তার কোন ধরনের কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছিল না। যে সমস্ত ডুমুর গাছ অন্যান্য জায়গায় বেড়ে ওঠে, সেগুলোর মত কোন কষ্ট স্বীকার তার করতে হচ্ছিল না (মথি ২১:১৯)। এই ডুমুর গাছটি ছিল বিশেষ একজন ব্যক্তির, তিনি এর সত্ত্বাধিকারী ছিলেন এবং এর জন্য তিনি অনেক খরচ করেছেন। তিনি সেখানে গাছটিকে দেখতে নিজেই এলেন, তিনি আর কাউকে পাঠালেন না। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের মণ্ডলী হচ্ছে তাঁর আঙ্গুর ক্ষেত। তা অন্য সমস্ত সাধারণ আঙ্গুর ক্ষেত থেকে আলাদা এবং তা অত্যন্ত সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে (যিশাইয় ৫:১,২)। আমরা আমাদের বাপ্তিস্ম লাভের পর এই আঙ্গুর ক্ষেত্রে এই ডুমুর গাছের মত করে রোপিত হই। আমরা একটি জায়গা খুঁজে পাই এবং দৃশ্যমান মণ্ডলীর কাছ থেকে আমরা একটি বিশেষ নাম পাই। এটিই আমাদের জন্য দেওয়া সুযোগ এবং আমাদের সুখ-শান্তি। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি আর কারও মাঝে নয়, কেবল আমাদের মাঝেই এই সমস্ত অনুগ্রহ দান করেছেন।

২. এখান থেকে মনিবের প্রত্যাশা: তিনি আসলেন এবং সেই গাছটি থেকে ফল খুঁজলেন। তা চাওয়ার বা খোঁজার অবশ্যই যুক্তি রয়েছে তাঁর। তিনি কাউকে পাঠালেন না, কিন্তু তিনি নিজেই আসলেন। তিনি সেখানে এসে ডুমুর গাছটির খোঁজ নিলেন, যা তাঁর অতি আপন; প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে সেই যিহূদীরা। লক্ষ্য করুন, স্বর্গীয় ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে ফল লাভ করার আশা করেন এবং তা বাধ্যতামূলক বলেই মনে করেন, কারণ তিনি আমাদেরকে তাঁর আঙ্গুর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুন্দর একটি স্থান দিয়েছেন। তিনি তাদের

উপর চোখ রাখেন, যারা তাঁর সুসমাচার লাভ করে উপকৃত হয়। তিনি দেখেন যে তারা প্রকৃত অর্থে বেঁচে আছে কি না। তিনি দেখেন যে, তাদের মধ্যে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে বেড়ে ওঠার সেই সুফল পরিলক্ষিত হচ্ছে কি না। পাতা কখনো সেবা প্রদান করবে না, তা কখনো চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলবে না, *প্রভু, প্রভু*। ফুল কখনো সেবা দান করবে না; তারা ফুটবে এবং এক সময় সৌন্দর্য বিলিয়ে ঝরে যাবে। কিন্তু ফলই হচ্ছে সেই বস্তু যা ঈশ্বর আমাদের কাছে কামনা করেন। আমাদের চিন্তা, কথা এবং কাজ অবশ্যই সুসমাচার, আলো এবং ভালবাসা অনুসারে পরিচালিত হতে হবে।

৩. তাঁর আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে হতাশা: তিনি সেখানে কোন ফল পেলেন না। তিনি সেখানে একটি ডুমুরও পেলেন না। লক্ষ্য করুন, এটি ভাবাটা খুবই দুঃখজনক যে, অনেকেই সুসমাচারের সুফল লাভ করে এবং তবুও তারা ঈশ্বরের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে না। তারা ঈশ্বরের সম্মান ও প্রশংসা প্রকাশ করার জন্য কোন কিছুই করে না। এমন কি ঈশ্বর তাদেকে যে এ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন তার জন্য তারা কোন ধরনের কৃ তজ্ঞতাস্বরূপ ধন্যবাদ বা কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করে না। এটি ছিল তাঁর অনুগ্রহের আত্মার জন্য একটি হতাশার বিষয় এবং তাঁর আত্মার জন্য একটি চরম দুঃখের বিষয়।

(১) এখানে তিনি এ সম্পর্কে সেই বাগানের মালীর কাছে অভিযোগ করেছেন: *আমি এলাম এবং ফলের জন্য খোঁজ করলাম; কিন্তু আমি হতাশ হয়েছি। আমি কিছুই খুঁজে পেলাম না। আমি আঙ্গুরের খোঁজ করলাম, কিন্তু সেখানে শুধু কিছু বুনো আঙ্গুর রয়েছে*। তিনি এই প্রজন্ম নিয়ে দুঃখে অত্যন্ত জর্জরিত।

(২) তিনি এর বিষয়ে যে কোন দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা চিন্তা করলেন:

[১] তিনি বহু সময় ধরে অপেক্ষা করেছেন এবং তবুও তিনি হতাশ হয়েছেন। তাঁর তেমন কোন উচ্চাকাঙ্খা ছিল না। তিনি শুধুমাত্র কিছু ফল চেয়েছিলেন, তাও খুব বেশি পরিমাণে নয়। তিনি কেবলমাত্র অল্প কিছু ফল চেয়েছিলেন, তাই তিনি মোটেও তাড়াহুড়ো করেন নি। তিনি তিন বছর ধরে এসেছেন, পর পর তিন বছর। যদি যিহূদীদের ক্ষেত্রে বিষয়টির প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তিনি বন্দীত্বের আগের কোন একটি সময়ে এসেছিলেন, আরেকবার এসেছিলেন বন্দীত্বের পরপরই এবং আরেকবার এসেছেন বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচারের পর। তিনি শেষবারে নিজেই খ্রীষ্টের রূপ ধরে এসেছেন। কিংবা এটিকে খ্রীষ্টের তিন বছরে প্রকাশ্যে প্রচার করার সময়কে বুঝানো যায়, যা খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। এখান থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বরের ধৈর্য তাদের প্রতি বহু সময় ধরে প্রশমিত থাকে, যারা সুসমাচারের আনন্দ লাভ করতে গিয়ে যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করে। কিন্তু তারা যখন তাদের জীবনে কোন ফল প্রদর্শন করে না, তখন এই ধৈর্যের অপব্যবহার ঘটে। সে সময় ঈশ্বরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং তিনি চরম কোন সিদ্ধান্ত নিতে উদ্যত হন। তিন বছর ধরে কতবারই না তিনি আমাদের কাছে আসছেন, ফলের জন্য খোঁজ করছেন; কিন্তু তিনি কোন ফলই পান নি। পাশের কারও কাছ থেকেই কোন ফল পান নি, এমন কি সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রজাতির একটি ফলও পান নি!

[২] সেই ডুমুর গাছটি যে শুধু ফল উৎপন্ন করে নি তাই নয়, সেই সাথে সে ক্ষতি

সাধনও করেছে। সে মাটি দখল করে বসেছে, সে একটি ফলবান গাছের স্থান দখল করে নিয়েছে এবং তার ক্ষতি করেছে। লক্ষ্য করুন, যারা ভাল স্বভাবের নয়, তারা সাধারণত তাদের খারাপ অভ্যাস দিয়ে এবং কার্যকলাপ দিয়ে অন্যদের ক্ষতি করে থাকে। তারা তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে এবং তাদেরকে নিরুৎসাহিত করে, যারা আসলে ভাল প্রকৃতির। তারা সেই সব লোকদেরকে উৎসাহিত করে এবং তাদের ব্যাপারে ভাল বলে, যারা আসলে মন্দ। তাদের এই কাজ সবচেয়ে বেশি অন্যায়সূচক এবং তারা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকায় ভূমিকে আরও কলুষিত করে। সে হয়ে ওঠে উঁচু, বড়, ছড়িয়ে থাকা একটি গাছ এবং সে অনেক দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে, কিন্তু কোন ফল তার থাকে না।

৪. তার উপর ধ্বংস নেমে আসবে এবং তাকে কেটে ফেলা হবে। বাগানের মনিব মালীকে অর্থাৎ খ্রীষ্টকে এই আদেশই দিলেন, যিনি সকল আদেশ এবং বিচার পালন করে থাকেন। তিনি সেই পরিচর্যাকারী, যিনি ঈশ্বরের নামে সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করবেন। লক্ষ্য করুন, অন্য কেউই বন্ধ্যা কোন গাছের জন্য কেটে ফেলার চাইতে আর কোন ভাল সমাধান আশা করতে পারে না; কারণ ফলহীন আঙ্গুরের লতা ছেটে ফেলা হয় এবং তা আগুনে নিক্ষেপ করা হয় (যিশাইয় ৫:৫,৬)। সে কারণে সেই বাগানের ফলহীন গাছগুম্মেৃতদেহের ছেটে ফেলার কথা বলা হয়েছে এবং তা ছেটে বাইরে ফেলে দেওয়া হবে, যেন তা শুকিয়ে খড়ে পরিণত হয় (যোহন ১৫:৬)। ঈশ্বরের বিচারের দ্বারা সেই গাছ কেটে ফেলা হবে। তাকে মৃত্যুর দ্বারা কেটে ফেলা হবে এবং নরকের আগুনে ফেলে দেওয়া হবে। এর পেছনে যুক্তিযুক্ত কারণ হচ্ছে, কেন তা ভূমি নষ্ট করছে? সেটাকে বাগানের মধ্যে স্থান দেওয়া এবং মাটি আঁকড়ে ধরে থাকার সুযোগ দেওয়ার কি যুক্তি রয়েছে?

৫. এর জন্যে মালীর অনুরোধ ও মধ্যস্থতা: খ্রীষ্ট হচ্ছেন এক মহান মধ্যস্থতাকারী। তিনি যত দিন থাকবেন, তিনি আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করবেন। পরিচর্যাকারীরা হচ্ছেন মধ্যস্থতাকারী, যারা সেই আঙ্গুরের বাগানের পরিচর্যা করে থাকেন; অবশ্যই তাদের সেই বাগানের পরিচর্যা করা উচিত। যাদের প্রতি আমরা প্রচার করি, অবশ্যই তাদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত; কারণ আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনার কাছে সমর্পণ করতে হবে। এখন লক্ষ্য করুন:

(১) তিনি বিনয় সহকারে কী আবেদন করছেন: *সদাপ্রভু, এই বছরও ওটাকে থাকতে দিন*। তিনি এই আবেদন করেন নি যে, “মালিক, ওটাকে কখনো কেটে ফেলবেন না,” কিন্তু তিনি এই আবেদন করলেন যে, “মালিক, এখন নয়। মালিক, এর পাতা ছিঁড়বেন না, এর গায়ে জমা শিশির মুছে ফেলবেন না, গাছটি তুলে ফেলবেন না।” লক্ষ্য করুন:

[১] একটি ফলহীন গাছের মধ্য দিয়ে ফল পাওয়ার ইচ্ছা প্রচণ্ড ব্যাকুল হতে পারে। অনেকেই অনুগ্রহ পেয়েও অনুশোচনা করে না; কিন্তু তাদের জন্য এটি একটি দয়ার বিষয় যে, তারা অনুশোচনা করার সময় ও সুযোগ পেয়েছে। এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে তারা ঈশ্বরের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সময় কাটাতে পারে।

[২] আমরা এর জন্য খ্রীষ্টের নিকট দায়বদ্ধ, যিনি আমাদের মহান মধ্যস্থতাকারী। সেই

ফলবিহীন গাছগুলো এখনই কেটে ফেলা হবে না। এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর মধ্যস্থতার জন্যই, নতুবা সেই আদমের পর থেকে গোটা পৃথিবীকেই কেটে ফেলা হত। তিনি বললেন, *মালিক, ওটা থাকতে দিন এবং তা থেকে ফল আসার সুযোগ দিন*।

[৩] আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে ফলহীন ডুমুর গাছের ফল লাভের প্রত্যাশায় প্রার্থনা করার জন্য উৎসাহিত হতে পারি: "সদাপ্রভু, ওগুলোকে থাকতে দিন। ওগুলোকে পরীক্ষায় রাখুন; ওগুলোকে আর কিছুটা বাড়তে দিন এবং একটু দয়া করুন।" এভাবে আমাদেরকে অবশ্যই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদেরকে ধ্বংস থেকে দূরে থাকতে হবে।

[৪] দয়ার ফল লাভ করা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার: *এই বছরও ওগুলোকে থাকতে দিন*। এটি সামান্য কিছুটা সময়, কিন্তু পরীক্ষা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময়। যখন ঈশ্বর অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করবেন তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি আর সামান্য সময় অপেক্ষা করবেন। কিন্তু তিনি যে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবেন এমনটি ভাবা উচিত নয়।

[৫] আমাদের জন্য অন্যদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দয়া লাভ করা যায়, কিন্তু ক্ষমা নয়। ক্ষমা লাভের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের মাঝে বিশ্বাস করতে হবে এবং অনুতাপ করতে হবে। সেই সাথে প্রার্থনা করতে হবে, নতুবা আমরা ক্ষমা পাবো না।

(২) তিনি কিভাবে এই ক্ষমা প্রদান করার জন্য ওয়াদা করেছেন, যদিও আমরা তা লাভ করার উপযুক্ত নই: *আমি আবার এর গোড়া খুঁড়ে দেব এবং এর গোড়ায় সার দেব*। লক্ষ্য করুন:

[১] প্রার্থনায় অবশ্যই আমাদের আকাঙ্খাকে সংযত রেখে প্রার্থনা করতে হবে। মালী এই কথা বলতে পারতেন, "সদাপ্রভু, এগুলো দেখা আমার কাজ, আমিই এর দেখভাল করবো। কিন্তু এই বছরের জন্য এটাকে রেখে দিন। এর থেকে ফল পাওয়ার জন্য আমি এ পর্যন্ত যা করেছি তার চেয়েও বেশি করবো।" এভাবে আমাদের সকল প্রার্থনায় অবশ্যই আমাদের ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ কামনা করতে হবে এবং আমাদের কর্তব্যের প্রতি নজর রেখে নম্রভাবে তা চাইতে হবে। আমাদেরকে এই মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে যে, আমরা এই দয়া লাভ করার জন্য উপযুক্ত নই।

[২] বিশেষ ক্ষেত্রে, যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য কিংবা অন্য কারও জন্য দয়া কামনা করি, তখন আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রার্থনাকে শুধুমাত্র অনুগ্রহ কামনা করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হবে। বাগানের মালী তাঁর নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য নিবেদিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর পরিচর্যাকারীদেরও সেই শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি গাছটির চারদিকের মাটি খুঁড়ে দেবেন এবং তার গোড়ায় সার দিয়ে দেবেন। ফলহীন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্রের কথা চিন্তা করে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা উচিত। পবিত্র শাস্ত্রের বিধান ফলবিহীন জমি ধ্বংস করে দেয়। সুসমাচারের ওয়াদা অনুসারে তাদের উৎসাহিত হওয়া উচিত, কারণ তা প্রেরণাদায়ক এবং আনন্দদায়ক; যা গাছের জন্য সারের মত কাজ করে। উভয় প্রকার পদ্ধতিই প্রয়োগ করা উচিত। একটি আরেকটির পথ প্রস্তুত করে এবং

পুরো প্রক্রিয়াটির পথে অগ্রগতি সৃষ্টি করে।

(৩) তিনি বিষয়টির জন্য নিজেই দায়িত্ব নিলেন: "আসুন, আমরা এক বছর এর পেছনে চেষ্টা করি, যাতে করে এই গাছটি ফল দিতে পারে এবং সেই ফল উত্তম হয় (পদ ৯)। নিশ্চয়ই এই গাছে ফল হওয়ার আশা রয়েছে এবং তা অনেক ফলে ফলবান হবে।" এই আশাতেই সেই মনিব ধৈর্য ধারণ করেছিলেন এবং তিনি গাছটিকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন নি। আর সেই মালী তার সকল ব্যথা বহন করলেন এবং তাঁর আকাঙ্খিত সাফল্য লাভের জন্য কাজ করে চললেন। তাঁরা দু'জনেই খুশি হলেন গাছটিকে আর কাটতে হল না বলে।

লূক ১৩:১০-১৭ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. একজন মহিলার আশ্চর্যজনক সুস্থতা লাভ, যে কি না বহু বছর যাবৎ মন্দ-আত্মার কবলে ছিল। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট উপাসনালয়ে তাঁর বিশ্রামবারের দিনগুলো কাটাতেন, পদ ১০। আমাদেরকে অবশ্যই এ ধরনের কাজ করার চেতনা ভেতরে রাখতে হবে, কারণ আমাদের সেই সুযোগ রয়েছে। আমরা যদি মনে করি যে, আমরা বিশ্রামবারগুলো বাড়িতে বসে ভাল ভাল বই পড়ে কাটাতে পারি, তাহলে তা খুবই ভুল হবে; কারণ ধর্মীয় সমাবেশ হচ্ছে স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান। সেখানে অবশ্যই আমাদের জীবনের সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে হবে। খ্রীষ্ট যখন বিশ্রামবারে সেই উপাসনালয়ে ছিলেন, সে সময় তিনি সেখানে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এটি একটি ধারাবাহিক ঘটনার প্রতি নির্দেশ করে। তিনি তখনও মানুষের মাঝে জ্ঞান প্রদান করতেন ও শিক্ষা দিতেন। তিনি যখন শিক্ষা দিতেন, সে সময় তিনি প্রাসঙ্গিক আলোচ্য বিষয়টি নিয়েই কথা বলতেন। এখানে তিনি তাঁর প্রচারকৃত শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, তা সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য একটি আশ্চর্য কাজ সাধন করলেন; একটি দয়াসূচক আশ্চর্য কাজ করলেন।

১. তিনি যার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন, সে ছিল সেই সমাজ-ঘরের উপস্থিত একজন নারী, যে আঠারো বছর ধরে মন্দ-আত্মার কারণে কষ্ট পাচ্ছিল, পদ ১১। সে মন্দ-আত্মাটির কারণে যন্ত্রণাভোগ করছিল, কিন্তু সেই মন্দ-আত্মা স্বর্গীয় নির্দেশেই তার উপরে কর্তৃত্ব করছিল। সে এমনভাবে সেই মন্দ-আত্মার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল যে, সে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। অনেক দিন হয়ে যাওয়ায় এই রোগটি নিরাময়ের অযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। সে সোজা হয়ে হাঁটতে পারতো না, যা পশুদের মধ্যে মানুষের মর্যাদা লাভের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। লক্ষ্য করুন, যদিও তার এই অসুস্থতা ছিল, যার কারণে সে অনেকখানি অক্ষম হয়ে পড়েছিল, তাকে নীচ মনে হত এবং চলাফেরা করা তার জন্য খুবই কষ্টকর ছিল, তবুও সে প্রতি বি-শ্রামবারে উপাসনালয়ে যেত। লক্ষ্য করুন, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা খুব বেশি মারাত্মক না হলে আমাদের মোটেও ঈশ্বরের উপাসনালয়ে গিয়ে তাঁর সেবা করা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়; কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে সাহায্য করবেন। তিনি

আমাদেরকে আমাদের চাওয়ার অতিরিক্ত দেবেন।

২. এই রোগ থেকে সুস্থতা লাভের আহ্বান, যা খ্রীষ্টের দয়া এবং অনুগ্রহের একটি অন্যতম সাক্ষর: যখন খ্রীষ্ট তাকে দেখতে পেলেন, তিনি তাকে তাঁর নিজের কাছে ডাকলেন, পদ ১২। তবে আমরা এটি দেখতে পাই না যে, সেই নারী খ্রীষ্টের প্রতি কোন ধরনের আবেদন জানিয়েছিল কি না, কিংবা তাঁর কাছে কোন কিছু আকাঙ্খা করেছিল কি না। কিন্তু সে কোন কিছু চাওয়ার আগেই খ্রীষ্ট তাকে উত্তর দিলেন। সে খ্রীষ্টের কাছে শিক্ষা নিতে এসেছিল এবং তার আত্মার মঙ্গল সাধন করার জন্য এসেছিল। সেখানে খ্রীষ্ট তাকে তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি দিলেন। লক্ষ্য করুন, যাদের প্রথম এবং প্রধান চিন্তা হচ্ছে তাদের আত্মার মঙ্গল সাধন, তারা পরোক্ষভাবে তাদের শরীরের যন্ত্রণারও উপশম লাভ করে; কারণ যারা তাদের আত্মার জন্য চিন্তা করে, তাদের জন্য অন্য সব কিছুই দেওয়া হবে। খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচারে তাদেরকে আহ্বান করেছেন এবং সুস্থতা লাভ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যারা তাদের আত্মার যন্ত্রণা লাঘবের জন্য পরিশ্রম করছে। যেহেতু তিনি আমাদেরকে আহ্বান করেছেন, সেহেতু অবশ্যই তিনি নিঃসন্দেহে আমাদেরকে সাহায্য করবেন যখন আমরা তাঁর কাছে যাব।

৩. তাৎক্ষণিকভাবে এবং কার্যকরীভাবে খ্রীষ্ট যে আশ্চর্য কাজ সাধন করলেন, সেটি তাঁর সর্বময় ক্ষমতার কথা বলে। তিনি তার উপরে নিজের হাত রাখলেন এবং বললেন, "হে নারী, তোমার অসুখ থেকে তুমি মুক্ত হলে। যদিও তুমি বহু দিন ধরে এর থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছ, কিন্তু এখন তুমি সত্যিকারভাবে মুক্ত হলে।" যাদের রোগ দুরারোগ্য, যারা বহু দিন ধরে যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তাদের মোটেও হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। ঈশ্বর একটি নিরূপিত সময় শেষে ঠিকই তাদেরকে সুস্থ করবেন। সে কারণে সবাইকে অবশ্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যদিও সেই নারী যে আত্মার কবলে বন্দী ছিল, তা ছিল একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী আত্মা, একটি মন্দ-আত্মা; তথাপি সেই শয়তানের চাইতে খ্রীষ্টের ক্ষমতা ছিল অনেক শক্তিশালী। যদিও তার নিজেকে তুলে ধরার মত শক্তি ছিল না, খ্রীষ্ট তাকে তুলে ধরলেন এবং তার নিজেকে তুলে ধরার শক্তি দিলেন। যে কুঁজো ছিল, সে নিমিষেই সোজা হয়ে গেল এবং সেখানে পবিত্র শাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করলো (গীতসংহিতা ১৪৬:৮): *যারা নুয়ে পড়েছে সদাপ্রভু তাদের তুলে ধরেন*। এই মঙ্গলবাদ প্রকাশ করে যে, খ্রীষ্ট লোকদের আত্মার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করতে এসেছেন।

(১) পাপীদের মন পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে: অপবিত্র হৃদয় এই সকল মন্দ-আত্মার অধীনে থাকে। তারা থাকে বিক্ষিপ্ত, তাদের আত্মার চিন্তাধারা স্থান-কাল-পাত্র কোন কিছুই মানে না। তারা পার্থিব সমস্ত বস্তুর অধীনে মাথা নত করে। এ ধরনের কুঁজো আত্মা খ্রীষ্টের খোঁজ করে না; বরঞ্চ তিনিই তাদেরকে ডাকেন। তিনি তাঁর ক্ষমতাশালী হাত এবং অনুগ্রহ তাদের উপর রাখেন। তিনি তাদের সুস্থতালাভের জন্য কথা বলেন, যার মাধ্যমে তারা তাদের অপবিত্রতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত হয়। তারা তাদের আত্মাকে সোজা করে, তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, তাকে পার্থিব চাহিদার উর্ধ্বে স্থাপন করে এবং স্বর্গীয় উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এবং আগ্রহের প্রতি চালিত করে। যদিও ঈশ্বর যা বক্র করেছেন মানুষ তা সোজা

করতে পারে না (উপদেশক ৭:১৩), তথাপি ঈশ্বরের অনুগ্রহ তা সোজা করতে পারে, যা মানুষের পাপ বাকা করে দিয়েছিল।

(২) উত্তম ব্যক্তিদের সান্ত্বনা দেওয়ার ক্ষেত্রে: ঈশ্বরের অনেক সন্তান বহু দিন ধরে মন্দ-আত্মার কবলে রয়েছে, বন্দীত্বের আত্মার অধীনে রয়েছে। কষ্ট এবং ভীতির মধ্যে ক্রমাগতভাবে বাস করার ফলে তাদের আত্মা সেই মন্দ-আত্মার মাঝে বন্দী রয়েছে এবং পতিত হয়েছে। তারা সমস্যাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে, তারা তীব্রভাবে নিচু অবস্থানে রয়েছে, তারা সারা দিনই শোক করে ও বিলাপ করে (গীতসংহিতা ৩৮:৬)। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর সান্ত্বনাদানকারী আত্মার মধ্য দিয়ে তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে এই অপবিত্রতা ও বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করবেন এবং তাদেরকে উচ্চে তুলবেন।

৪. মহিলাটির আত্মা এবং শরীরের প্রতি এই সুস্থতার বর্তমান প্রভাব: সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল এবং কৃতজ্ঞতা জানালো। সে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করলো, তার সুস্থতার জন্য প্রশংসা করলো; যাঁর সেই প্রশংসা এবং ধন্যবাদ প্রাপ্য রয়েছে। যখন বক্র আত্মা সোজা করা হয়, তখন তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে তা প্রদর্শন করে।

খ. এ সময় মন্দিরের পরিচালক একটি অন্যায্য কথা বললেন, যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কোন বিশেষ অপরাধ করে বসেছেন এই নারীটিকে সুস্থ করে। সেই পরিচালক এই কাজটিকে অন্যায় বলেই মনে করছিলেন। তিনি লোকদের দিকে ফিরে খ্রীষ্টের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে বললেন, *সপ্তাহে আরও ছয় দিন রয়েছে কাজ করার জন্য, সে সময়ে লোকদেরকে সুস্থ করা সম্ভব, কিন্তু বিশ্রামবারে নয়*। দেখুন এখানে কিভাবে তিনি খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, খ্রীষ্টকে অবশ্যই নিয়ম মেনে চলতে হবে। তিনি খ্রীষ্টের এই আশ্চর্য কাজকে লোকদের প্রতিদিন করা হাতুড়ে চিকিৎসা এবং যাদু চিকিৎসার চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে করেন নি: "তুমি সপ্তাহের যে কোন দিনে এসে সুস্থ হতে পারতে।" খ্রীষ্টের করা সুস্থতাদানের কাজ তার চোখে হয়ে উঠেছিল সস্তা এবং সাধারণ বিষয়। দেখুন তিনি কিভাবে এর পিছনে ব্যবস্থার আইনের যথার্থতা তুলে ধরেছেন, কিংবা এর পেছনে কিভাবে যে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি তুলে ধরা যায়। খ্রীষ্ট কোনভাবে হাত দিয়ে স্পর্শ না করেই কেবলমাত্র তাঁর মুখের কথাতেই মহিলাটিকে সুস্থ করেছিলেন। কিন্তু এই কাজ বিশ্রামবারে করা নিষিদ্ধ ছিল। এই কাজটি ছিল অবশ্যই ঈশ্বরের নির্দেশে সাধিত একটি কাজ। যখন ঈশ্বর আমাদেরকে সেই দিনে কাজ করা থেকে বিরত রাখেন, তিনি কি নিজেকেও বিরত রাখেন নি? দয়া এবং সেবার কাজ ধার্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত (১ তীমথিয় ৫:৪) এবং সে কারণে তা বিশ্রামবারে অত্যন্ত যথার্থ একটি কাজ।

গ. খ্রীষ্ট নিজে যা করেছেন তার স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি প্রদর্শন (পদ ১৫): তখন প্রভু যীশু সেই লোকটিকে উত্তর দিলেন; যেভাবে তাঁর প্রতি অন্য যে কোন তিরস্কারকারীদের তিনি উত্তর দিয়েছেন সেভাবেই তিনি এই লোকটিকেও উত্তর দিলেন, হে ভণ্ড। খ্রীষ্ট, যিনি মানুষের হৃদয় সম্পর্কে জানেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে ভণ্ড বলে ডাকতে পারেন, যারা এ

ধরনের কাজ করে থাকে। তাদেরকে আমরাও ভণ্ড বলে বিবেচনা করি। আমাদেরকে অবশ্যই দয়াপূর্ণভাবে বিচার করতে হবে এবং আমরা শুধুমাত্র বাহ্যিক সমস্ত কার্যকলাপ দেখে বিচার করতে পারি। খ্রীষ্ট জানতেন যে, তাঁর এবং তাঁর সুসমাচারের প্রতি এই লোকটির একটি সত্যিকারের শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব রয়েছে, যা তিনি ঠিকই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তা তিনি করেছিলেন বিশ্রামবারে আশ্চর্য কাজ করার জন্য অভিযোগ করার ছুতোয় এবং তখন তিনি লোকদেরকে সপ্তাহের অন্য ছয় দিনে আসতে বলেছিলেন সুস্থ হওয়ার জন্য; কিন্তু আসলে তিনি চান নি যে তারা সপ্তাহের কোন দিনই সুস্থ হোক। খ্রীষ্ট তাকে এই কথা বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি তার সাথে এর যুক্তি নিয়ে কথা বললেন।

১. তিনি যিহূদীদের সাধারণ অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে যুক্তি দেখালেন, যা কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না; আর তা হচ্ছে বিশ্রামবারে গবাদিপশুকে জল খেতে দেওয়া। যে সমস্ত গবাদিপশু সব সময় বেঁধে রাখা হয়, তাদেরকে আইন অনুসারে বি-শ্রামবারে ছেড়ে দেওয়া হয়। এটি তাদের নিয়ে কাজ করার চেয়েও খারাপ, কারণ তাদের সেই দিন অবশ্যই উপবাস রাখা উচিত, যেভাবে নীনবীর গবাদি পশুদেরকে না খাইয়ে রাখা হত; সে সময় তাদেরকে খেতে বা পান করতে দেওয়া হত না (যোহন ৩:৭)।

২. তিনি এই বিষয়টি বতর্মান পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করেছেন (পদ ১৬): "ষাঁড় এবং গাধাগুলোকে অবশ্যই বিশ্রামবারে দয়া দেখানো হয়। প্রতি বিশ্রামবারে তাদের জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম এবং কষ্ট স্বীকার করতে হয়; কারণ তাদেরকে গোয়াল ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যেতে হয়, অনেক দূরের কোন জলের উৎসের কাছে নিয়ে গিয়ে জল খাওয়াতে হয় এবং এরপর আবার ফিরে আসতে হয়। তাহলে কেন এই মহিলাটির ক্ষেত্রে দয়া করা হবে না, যেহেতু গবাদি পশুগুলোকে সারাদিন না খাইয়ে না রেখে দূরে জল খাওয়াতে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই মহিলাটিকে কেবলমাত্র হাত দিয়ে স্পর্শ করে এবং মুখ দিয়ে একটি কথা উচ্চারণ করে সুস্থ করা অনেক বেশি দয়ার কাজ।" এখানে আমাদের বিবেচনা করতে হবে:

(১) "সে অব্রাহামের বংশের একজন কন্যা, যাঁর সাথে সম্পর্ক থাকবার কারণে তোমরা সবাই গর্ববোধ কর। সেদিক থেকে এই মহিলাটি তোমাদেরই বোন, তাহলে যে দয়া আপনারা একটি ষাঁড় কিংবা একটি গাধার প্রতি দেখান, সেই দয়া কেন এই নারীটি পাবে না? কেন বিশ্রামবারে কঠোরতার এমন বৈষম্য দেখা দেবে? সে হচ্ছে অব্রাহামের কন্যা, আর সেই কারণে তাকে বলা হবে খ্রীষ্টের অনুগ্রহপ্রাপ্ত, যাঁর কাছ থেকে আসা অনুগ্রহ সকলেরই প্রাপ্য।"

(২) "সে এমন এক নারী, যাকে শয়তান বহু দিন ধরে আটকে রেখেছিল। তার শরীরে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, আর সেই কারণে এই নারীটিকে দয়া করা কেবলমাত্র দয়ার কাজ নয়, বরং সেই সাথে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিকতারও কাজ; শয়তানকে পরাজিত এবং ধ্বংস করার কাজ।"

(৩) "সে এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতিতে রয়েছে গত আঠারো বছর ধরে এবং সেই কারণে তার এখন মুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করা উচিত। তাকে সুস্থ করতে এক দিনও

দেরি করা উচিত নয়। আপনারা কেউ কি নিজেদের জীবনে এই ঘটনা ঘটলে এক দিনও দেরি করতেন? তার জন্য এই আঠারো বছরই যথেষ্ট।”

ঘ. যারা তাঁর কথা শুনছিল তাদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত প্রভাব পড়ল। তিনি পর্যাপ্তভাবেই এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এটি শুধুমাত্র আইন সম্মতই নয়, বরং সেই সাথে এটি খুবই যথাযথ এবং যথার্থ, আর সেই কাজটি হচ্ছে খ্রীষ্টের করা বিশ্রামবারে এক কুঁজো নারীকে সুস্থ করা। তিনি তা করেছিলেন জনসমক্ষে সমাজ-ঘরে, যার কারণে সকলেই তাঁর এই আশ্চর্য কাজ দেখতে পেয়েছিল। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তাঁর প্রতি নির্যাতনকারীদের জন্য এটি কি দ্বিধাগ্রস্ততার একটি মুহূর্ত ছিল: যখন তিনি এই সমস্ত কথা বলা শেষ করলেন, তখন তাঁর প্রতি যারা বিরোধিতা করছিল, তারা সকলেই লজ্জিত হল, পদ ১৭। তারা তখন নিশ্চুপ হয়ে গেল এবং সেই সাথে তারা রাগেও ফুসছিল, কারণ তাদের মুখে বলার মত কোন ভাষা ছিল না। এই লজ্জা তাদের অনুতাপের কথা প্রকাশ করে না; বরং তারা এই ভেবে লজ্জা পাচ্ছিল যে, তারা অপমানিত হয়েছে। লক্ষ্য করুন, এখন কিংবা পরে খ্রীষ্টের, তাঁর সুসমাচারের এবং তাঁর শিক্ষার প্রতি বিরোধিতাকারী সকলেই লজ্জিত হবে।

২. খ্রীষ্টের বন্ধুদের বিশ্বাসের প্রতি এই কথাগুলো কতটা নিশ্চয়তা এনে দিয়েছিল: সকল মানুষ, যাদের সব কিছু সম্পর্কে ভাল মন্দ বোঝার ধারণা আছে এবং যারা তাদের শাসনকর্তাদের মত পক্ষপাতিত্ব করে চিন্তা করে না, তারা সেই সকল গৌরবময় বিষয়ের জন্য আনন্দ করবে, যা খ্রীষ্টের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর শত্রুদের লজ্জা তাঁর বন্ধুদের আনন্দস্বরূপ। তাঁর আগ্রহের বিষয় হচ্ছে, কেউ এই বিষয় নিয়ে নিজেকে পরাজিত মনে করছে আর কেউ এই বিষয়টির কারণে জয়োল্লাস করছে। খ্রীষ্ট যা করেছেন তা হচ্ছে গৌরবময় কাজ; তাঁর সকল কাজই ছিল গৌরবময়। যদিও এখন তা মেঘে ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু এক সময় তা নিশ্চয়ই উদ্ভাসিত হবে এবং তখন আমরা সেই সকল বিষয় নিয়ে আনন্দ করবো। যে সকল বিষয় খ্রীষ্টের জন্য সম্মানসূচক, সেগুলো খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য স্বস্তির বিষয়।

লূক ১৩:১৮-২২ পদ

এখানে আমরা দেখবো:

ক. দু’টি দৃষ্টান্ত কথায় বর্ণিত সুসমাচারের অগ্রগতির বিবরণ, যা আমরা এর আগেও পেয়েছি (মথি ১৩:৩১-৩৩)। খ্রীষ্টের রাজ্য হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্য, কারণ এটি তাঁর মহিমাকে প্রকাশ করে। এই রাজ্য তবুও ছিল রহস্যে ঘেরা একটি রাজ্য। লোকেরা সাধারণত অন্ধকারেই থাকতো এবং তারা এই বিষয়টিকে ভুল বুঝতো, এ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতো। এখন, যখন আমরা কোন অপরিচিত লোকের কাছে এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে যাব, সে সময় আমাদের অবশ্যই রূপক গল্পের দ্বারা তা ব্যাখ্যা করতে হবে। “এ ধরনের লোককে তোমরা চেন না, কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলে দেব সে কি রকম হতে

পারে;" তাই খ্রীষ্ট এখানে ঈশ্বরের রাজ্য কি রকম হতে পারে সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন (পদ ১৮): "স্বর্গ-রাজ্যকে আমি কিসের সাথে তুলনা করবো? (পদ ২০) তোমরা যা আশা কর তার থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এটি তার লক্ষ্যে পরিচালিত হয় সম্পূর্ণ আলাদা উপায়ে।"

১. "তোমরা আশা কর যে, এটি হবে অত্যন্ত ব্যাপক বিস্তৃত আয়োজন এবং এটি তার পূর্ণতা প্রাপ্তির পরই হঠাৎ করে আবির্ভূত হবে। কিন্তু তোমরা ভুল করছো, এটি ঠিক যেন একটি সরিষা দানার মত খুব ক্ষুদ্র একটি জিনিস; খুবই অল্প স্থান দখল করে এটি। এর আকার অনেক ছোট আর এর ওয়াদাও স্বল্প; কিন্তু তবুও যখন এটি কোন যথোপযুক্ত মাটিতে রোপণ করা হয়, তখন এটি এক বিশাল গাছ হয়ে ওঠে," পদ ১৯। অনেকেই হয়তোবা সুসমাচারের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল এবং এর অধীনে এর বাধ্যতায় সমর্পিত হওয়ার জন্য প্রত্যাখ্যান করেছিল; কারণ এর সূচনা ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তারা খ্রীষ্টকে এ কথা বলতে প্রস্তুত ছিল যে, *এই লোকটি কি আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে? আর তার সুসমাচার, এটি কি কোন সময় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে?* এখানে খ্রীষ্ট সেই অভিযোগ খণ্ডালেন। তিনি তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিলেন যে, যদিও এটি তার সূচনার সময় অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এটি বৃহৎ আকৃতিতে পরিণত হবে। এতে করে তার কাছে অনেকেই আসবে; তারা আসবে পাখায় ভর করে, মেঘের মত ভেসে ভেসে, যাতে তারা এর শাখা-প্রশাখায় নবুখদ্‌নিৎসরের গাছের চেয়ে আরও নিরাপত্তা এবং সন্তুষ্টির সাথে বাস করতে পারে (দানি ৪:২১)।

২. "তোমরা আশা করে থাক যে, এটি কোন বাহ্যিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এর পথ করে নেবে, এটি হয়তোবা জাতিদের মধ্যে তার প্রভাব বিস্তার করবে এবং তার শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দেবে। অথচ এটি কাজ করবে খামির মত নিঃশব্দে, ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিগোচরে না এসে এবং কোন ধরনের শক্তি কিংবা হিংস্রতা প্রকাশ না করে (পদ ২১)। অল্প একটু খামি সমস্ত রুটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে; সেভাবেই খ্রীষ্টের মতবাদ আশ্চর্যজনকভাবে এই পৃথিবীতে মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। সুসমাচারের অনুসারীরা জয়োল্লাস করবে, কারণ সেই জ্ঞানের রক্ষাকর্তা প্রতিটি স্থানে অপরিমেয়ভাবে নিজেকে প্রকাশ করবেন; যা কেউ কোন দিন আশাও করতে পারে নি (২ করিন্থীয় ২:১৪)। কিন্তু তোমাদেরকে অবশ্যই এর জন্য সময় দিতে হবে। তোমাদেরকে পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তখনই তোমরা দেখতে পাবে এর বিস্ময় কোথায়; আর তখন মানুষের হৃদয়ের সকল সম্পদ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এক সময় তার পুরোটাই খামিতে পরিণত হয়ে যাবে এবং তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে; যেমনভাবে খামি খাব-ারকে বৃদ্ধি করে। তখন তারা পরিত্রাণকর্তাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে।"

খ. যিরূশালেমের উদ্দেশে খ্রীষ্টের অগ্রযাত্রার প্রস্তুতি: তিনি গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে শিক্ষা দিতে দিতে যিরূশালেমের উদ্দেশে এগিয়ে চলছিলেন, পদ ২২। এখানে আমরা খ্রীষ্টকে দেখি একজন ভ্রমণকারী হিসেবে। তথাপি তিনি ছিলেন একজন ভ্রমণকারী এবং শিক্ষাদানকারী। তিনি যিরূশালেমের উদ্দেশে যাত্রা করছিলেন। সেখানে তিনি নিস্তার পর্বের

ঈদে অংশগ্রহণ করার জন্য যাচ্ছিলেন, যা শীতকালে অনুষ্ঠিত হত। সে সময় ভ্রমণ করা ছিল কষ্টকর, তবুও তিনি তাঁর পিতার কাজ সম্পন্ন করার জন্য যাচ্ছিলেন। আর সে কারণেই তিনি যত বেশি পেরেছেন গ্রাম এবং শহরের ভেতর দিয়ে গিয়েছেন, যেন তিনি সে সমস্ত জায়গায় তাঁর শিক্ষাদান করতে পারেন। তিনি শুধু শহরেই যান নি, তিনি প্রতিটি গ্রামেও গিয়েছেন। আমাদেরকে ঈশ্বরের আদেশ যেখানেই নিয়ে যাক না কেন, আমাদের উচিত হবে আমাদের সাধ্যমত তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা।

লূক ১৩:২৩-৩০ পদ

এখানে আমরা দেখবো:

ক. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি করা একটি প্রশ্ন। আমরা অবশ্যই জানি না যে এই প্রশ্নটি কে করেছিল, তাঁর কোন শত্রু না কি কোন বন্ধু; কারণ তাঁকে প্রশ্ন করার এবং তাঁর উত্তর লাভ করার জন্য তিনি সকলকেই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি সকলকে উত্তর দান করতেন তাঁর হৃদয়ের চিন্তা এবং ইচ্ছা অনুসারে। সেই প্রশ্নটি ছিল, *হুজুর, পরিত্রাণ কি কেবল অল্প লোকেই পাবে?* পদ ২৩: "প্রভু, যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে, তাদের সংখ্যা কি অল্প? প্রভু, আমি অনেকের মুখে শুনেছি যে, এই কথা নাকি আপনি নিজেই বলেছেন। বলুন প্রভু, এটি কি সত্যি?"

১. সম্ভবত এটি ছিল একটি পরীক্ষামূলক এবং ষড়যন্ত্রমূলক প্রশ্ন। এই প্রশ্ন করার মাধ্যমে প্রশ্নকারী লোকটি খ্রীষ্টকে একটি প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করেছিল; যাতে করে সে খ্রীষ্টকে অপদস্থ করতে পারে এবং তাঁর সম্মান হানি করতে পারে। যদি তিনি বলতেন যে অনেকেই পরিত্রাণ পাবে, তাহলে তারা তাঁকে আর তেমনভাবে গুরুত্ব দিত না এবং তাঁর পরিত্রাণকে সস্তা মনে করতো। যদি তিনি অল্প বলতেন, তাহলে তারা তাঁকে তিরস্কার করতো এই বলে যে, তিনি অনেক বেশি কাটছাট করেছেন এবং তিনি অনেক বেশি সোজাসাপ্টা। যিহূদী ধর্মগুরুরা বলে থাকেন, যে সমস্ত লোকেরা এই পৃথিবীতে আসে তাদের প্রত্যেকেরই এই জগতে একটি স্থান রয়েছে। তিনি কি এই মতবাদটির বিরোধিতা করার স্পর্ধা দেখাবেন? যারা একটি দুর্নীতিগ্রস্ত জাতির মাঝে ডুবে আছে, তারা সেটিকেই তাদের আদর্শ বলে মেনে নিতে প্রস্তুত। সেটি সকল মানুষের বিচার করার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হয়। মানুষ তাদের অজ্ঞতা, অভিযোগ এবং পক্ষপাতিত্বের ক্ষেত্রে যতটা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার চেয়ে বেশি করে কোন মানুষের পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাব্যতা নিয়ে।

২. সম্ভবত এটি ছিল কৌতূহল থেকে জাত একটি প্রশ্ন, একটি চমৎকার চিন্তার স্ফূরণ। এই প্রশ্ন নিয়ে লোকটি পরবর্তীতে তার সঙ্গীদের সাথে আলোচনা করেছিল এবং তারা সকলে এ বিষয়টি খ্রীষ্টকে জিজ্ঞেস করার জন্য একমত হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, অনেকেই এ ব্যাপারে অনেক বেশি কৌতূহলী যে, কে কে পরিত্রাণ পাবে এবং কে কে পাবে না; অথচ তারা এ বিষয়ে মাথা ঘামায় না যে, তাদের সকলেরই পরিত্রাণ পেতে হলে কি করা উচিত। সাধারণত এভাবে জিজ্ঞেস করা হয়, "এই এই কাজ করে কি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে?" এটি

আমাদের জন্য অত্যন্ত উত্তম যে, আমরা পরিত্রাণ সম্পর্কে না জেনেই পরিত্রাণ পেতে পারি।

৩. সম্ভবত এটি ছিল একটি মর্যাদাসূচক প্রশ্ন। লোকটি হয়তোবা এই বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছিল যে, খ্রীষ্টের আইন কতটা কঠোর এবং এই পৃথিবী কতটা খারাপ। সে হয়তো এই দু'টি বিষয় তুলনা করে খ্রীষ্টের কাছে ক্রন্দন করে বলেছিল, "যারা পরিত্রাণ লাভ করবে, তাদের সংখ্যা কতই না কম!" লক্ষ্য করুন, আমাদের এই ভেবে অবাক হওয়ার কারণ রয়েছে যে, এই পৃথিবীতে অনেকের কাছেই পরিত্রাণের বাক্য প্রেরণ করা হয়েছে; কিন্তু মাত্র অল্প কয়েক জনের কাছেই কেবলমাত্র তা জীবনদানকারী বাক্য হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে।

৪. সম্ভবত এটি ছিল একটি অনুসন্ধানী প্রশ্ন: "যদি মাত্র অল্প কয়েকজন লোক পরিত্রাণ পেয়ে থাকে, তাহলে কি হবে? আমার ওপর এর প্রভাব কেমন হবে?" লক্ষ্য করুন, আমাদের সকলেরই সচেতনভাবে ও গুরুত্ব সহকারে এই স্বল্পত্বের উপর নজর দেওয়া উচিত এবং গুরুত্ব প্রদান করা উচিত, কারণ যারা পরিত্রাণ পাবে তারা সংখ্যায় সত্যিই অল্প।

খ. এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে খ্রীষ্টের উত্তর, যা আমাদেরকে সেই বিষয়টির দিকে পরিচালিত করে যে, আমাদের এই সত্যের আলোকে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। আমাদের ত্রাণকর্তা এই অনুসন্ধানী প্রশ্নের জন্য কোন ধরনের প্রত্যক্ষ জবাব দেন নি, তার কারণ তিনি লোকদের চেতনাকে পরিচালনা দান করতে এসেছিলেন, তাদের কৌতূহল মেটাতে নয়। তার এই প্রশ্ন করা উচিত হয় নি যে, "কতজন পরিত্রাণ পাবে?" বরং সেই পরিত্রাণ প্রাপ্তেরা সংখ্যায় বেশি হোক আর কম হোক, তাদের সকলের উচিত ছিল এই প্রশ্ন করা, "আমি কি তাদের মধ্যে একজন?" "এদের এবং এদের ভাগ্যে কি ঘটবে, ঐ লোকটির কি করতে হবে?" এভাবে নয়, বরং তার বলা উচিত ছিল, "আমি কি করবো, আমার ভাগ্যে কি ঘটবে?" এখন খ্রীষ্টের উত্তরটি পর্যালোচনা করা যাক:

১. দ্রুততা লাভ করার জন্য উদ্বুদ্ধকারী এবং পরিচালনা দানকারী একটি উত্তর: *সরু দরজা দিয়ে ঢুকতে প্রাণপণে চেষ্টা করুন*। এটি কেবলমাত্র তার প্রতি বলা হয় নি, যিনি প্রশ্নটি করেছিলেন; বরং তা সকলের জন্যই বলা হয়েছিল: *আপনারা চেষ্টা করুন*। লক্ষ্য করুন:

(১) যারা উদ্ধার পাবে তাদের প্রত্যেকেরই অবশ্যই সরু দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই তাদের পুরো ব্যক্তিসত্তা পরিবর্তন করেই সেখানে প্রবেশ করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে সেখানে প্রবেশ করতে হবে যেন তারা সম্পূর্ণ নতুন জন্মলাভ করে এসেছেন। তাদেরকে অবশ্যই কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।

(২) যারা সেই সরু দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে তাদের অবশ্যই সেখানে ঢোকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। স্বর্গে গমন করা অত্যন্ত কঠিন বিষয় এবং এক দিক থেকে এটি প্রচুর পরিমাণে কষ্ট স্বীকার এবং পরিমিত যত্ন ছাড়া লাভ করা সম্ভব হয় না। আপনাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে মিনতি সহকারে প্রার্থনা করতে হবে, যাকোবের মত

কুস্তি লড়তে হবে, পাপ এবং শয়তানের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করতে হবে। আমাদের অবশ্যই প্রাণপণে আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই হৃদয় দিয়ে সেই চেষ্টা করতে হবে। আমাদের হৃদয়ের ভেতরে অবশ্যই সেই আগ্রহ থাকতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সেই পথ পাড়ি দিতে হবে। তাদের মত করে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে, যারা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। আমাদের নিজেদেরকে উৎসাহিত করতে হবে এবং আমাদের সাধ্যের মধ্যে সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করতে হবে।

২. বিবেচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ, যা এই সকল উৎসাহকে তরান্বিত করে: *হে প্রভু, আমরা যেন সকলে জাগ্রত হতে পারি এবং সেই উৎসাহের দ্বারা দ্রুত উত্তর লাভ করতে পারি!* এখানে এমন কিছু বিষয় আমাদের বিবেচনা করতে হবে যার মধ্য দিয়ে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সক্ষম হব: *যারা পরিত্রাণ পাবে তাদের সংখ্যা কি খুবই অল্প?*

(১) চিন্তা করুন, কত লোক পরিত্রাণের জন্য কষ্টভোগ করবে, কিন্তু তবুও তারা ধ্বংস হয়ে যাবে; কারণ তাদের চেষ্টার মধ্যে ত্রুটি ছিল। সুতরাং আপনি বলবেন যে, *যারা পরিত্রাণ পাবে তারা সংখ্যায় অল্প*। আমাদের সর্বাগ্রে এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে যে, আমাদেরকে অবশ্যই পরিত্রাণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে। অনেকেই ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু সকলে তা পারবে না; কারণ তারা খোঁজ করবে, কিন্তু প্রাণপণে খোঁজ করবে না। লক্ষ্য করুন, অনেকেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং মহিমা থেকে বঞ্চিত হবে; তার কারণ হচ্ছে তাদের সকলে অলসভাবে তাঁর খোঁজ করবে এবং তারা কেউ শ্রম সহকারে খোঁজ করবে না। তাদের মনের মাঝে অনেক সুখ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে পবিত্রতা লাভের আকাঙ্খা রয়েছে। তারা এ দু'টোর প্রতিই পদক্ষেপ নিতে উৎসাহী; কিন্তু তাদের ইচ্ছা অনেক দুর্বল। তারা কি জানে এবং কি বিশ্বাস করে সে বিষয়ে তারা বিবেচনা করতে উৎসাহী নয়। অবধারিতভাবে তাদের এই আকাঙ্খা শীতল হয়ে যায় এবং তাদের উৎসাহ নির্জীব হয়ে যায়। তাদের মধ্যে আর সেই শক্তি কিংবা সেই সামর্থ্য অবশিষ্ট থাকে না, যা শুরুতে তাদের মধ্যে ছিল। আর এভাবেই তারা পিছিয়ে পড়ে এবং তাদের পুরস্কার গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়; কারণ তারা সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদেরকে বাধ্য করে নি। খ্রীষ্ট এই বিষয়টিকেই তাঁর কথায় তিরষ্কৃত করেছেন: *আমি আপনাদেরকে বলছি*। তিনি এই বিষয়টিকে তাঁর নিজের কথা বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং মানুষের হৃদয় - এই উভয় সম্পর্কেই জানেন।

(২) সেই নির্দিষ্ট দিনটির কথা চিন্তা করুন এবং সেই দিনের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। নিশ্চয়ই আপনারা বলবেন যে, *অল্প কয়েকজন লোকই পরিত্রাণ পাবে এবং সে জন্য আমাদেরকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে*। ঘরের কর্তা উঠবেন এবং নিজ হাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবেন, পদ ২৫। খ্রীষ্ট হচ্ছেন ঘরের কর্তা, যিনি তাঁর ঘরে আসা সকলকে এবং যারা ইতোমধ্যে বাস করছেন তাদের সকলকে পর্যবেক্ষণ করবেন। যারা সেখানে আসে এবং সেখান থেকে চলে যায় তাদের সকলকে তিনি পরীক্ষা করবেন। তিনি

যখন দেখবেন তাঁর আকাঙ্খা অনুযায়ী পরিমাণ পূর্ণ হয়েছে, তখন তিনি উঠবেন এবং সেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবেন। কোন দরজা?

[১] পার্থক্য করার দরজা: মণ্ডলীর মন্দিরের মধ্যে অনেক পার্থিব ধর্মগুরুরা রয়েছে যারা বাইরের প্রাঙ্গনে বসে উপাসনা করে। আর অনেক সত্যিকার আত্মিক ধর্মগুরু রয়েছেন যারা পর্দার আড়ালে বসে উপাসনা করেন। এদের মধ্যেকার দরজাটি এখন খোলা রয়েছে এবং তারা সেই বাহ্যিক উপাসনাকারীদের সাথে দেখা করতে পারেন। কিন্তু যখন ঘরের কর্তা উঠে দাঁড়াবেন, তখন সেই দরজা তাদের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে। সে সময় যারা বাইরে থাকবে তারা বাইরেই পড়ে থাকবে; আর তাদেরকে অযিহূদীরা এসে পায়ে দলিত-মথিত করবে (প্রকা ১১:২)। একইভাবে যারা সে সময় পাপী থাকবে, তাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তারাও বাইরেই পড়ে থাকবে। আর যারা দরজা বন্ধ করার আগে ভেতরে থাকবে, তারা ভেতরেই থাকবে। যারা পবিত্র ও ধার্মিক ছিল তারা তাই থাকবে। দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ধার্মিক এবং দুষ্টদের ভেতরে পার্থক্য তৈরি করার জন্য, যেহেতু পাপীরা কখনো ধার্মিকদের সভায় গিয়ে বসতে পারে না।

[২] প্রত্যাখ্যানের এবং বিয়োগের একটি দরজা: একটি দয়া এবং অনুগ্রহের দরজা তাদের জন্য বহু সময় ধরে খোলা ছিল। কিন্তু তারা কেউ এর কাছে আসে নি। তারা কেউ এই দরজা থেকে অনুগ্রহ গ্রহণ করতে চায় নি। তারা ভেবেছে যে, হয়তোবা অন্য কোন সময় কোন এক পাশ দিয়ে তারা দরজার ওপারে যেতে পারবে এবং ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে। তারা নিজেদের মেধার বলে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে বলে ভেবেছিল। এ কারণেই যখন সেই গৃহের কর্তা উঠবেন, তিনি ন্যায্যভাবেই সেই দরজা বন্ধ করে দেবেন। তিনি তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করার জন্য কোন ধরনের আশাও করতে দেবেন না, বরং তিনি তাদেরকে নিজেদের রাস্তা মাপতে বলবেন। এভাবে যখন নোহ বন্যার সময় সেই জাহাজের ভেতরে নিরাপদে ছিলেন, তখন ঈশ্বর জাহাজের দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং অন্যান্য সকল পাপী মানুষকে তাদের প্রতি আসন্ন বন্যা থেকে রক্ষার সব পথ বন্ধ করে দিলেন।

(৩) চিন্তা করে দেখুন, যারা নিজেদেরকে এই ভেবে আত্মবিশ্বাসী বলে মনে করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে এবং তারা রক্ষা পাবে, তাদের মধ্যে কতজনই না শেষ বিচারের দিনে বাদ পড়ে যাবে। তাদের আত্মবিশ্বাসই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। আপনি হয়তোবা বলবেন যে, *সেই অল্প কয়েকজন পরিত্রাণের জন্য প্রাণপণ করে থাকলে আমরাও তাদের মধ্যে রয়েছি, কারণ আমরাও প্রাণপণ করছি*। বিবেচনা করুন:

[১] তাদের নিয়োগের ব্যাপারে তারা কতটা নিশ্চয়তা লাভ করেছে এবং তাদের আশা তাদেরকে কত দূর নিয়ে গেছে, এমন কি স্বর্গের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে তারা দাঁড়িয়েছে এবং কড়া নেড়েছে। তারা এমনভাবে কড়া নেড়েছে যেন তাদের সেখানে কর্তৃত্ব রয়েছে। তারা এমনভাবে তারা কড়া নেড়েছে, যেন এই ঘরে তাদেরই প্রবেশের অধিকার রয়েছে। তারা বলেছে, "প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন, কারণ আমরা মনে করি আমাদের এখানে প্রবেশ করার অধিকার রয়েছে। আমাদেরকে পরিত্রাণপ্রাপ্তদের

মাঝে যেতে দিন, যাতে করে আমরা তাদের সাথে বসে আনন্দ করতে পারি।” লক্ষ্য করুন, অনেকেই স্বর্গে প্রবেশ করার ব্যাপারে এক ধরনের অসুস্থ আশা নিয়ে বেঁচে থাকার কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যে আশা সম্পর্কে তারা কখনোই অবিশ্বাস করে না কিংবা এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে না। এভাবেই তারা তাদের অবস্থানকে ভাল বলে মনে করে, কারণ তারা এ সম্পর্কে কোন সন্দেহই করে না। তারা খ্রীষ্টকে ডাকে *প্রভু*, যেন তারা তাঁর দাস। শুধু তাই নয়, কোন কোন সময় কোন বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করতে গেলে তারা এর দ্বিরুক্তিও করে থাকে, *প্রভু, প্রভু*। তারা এখন সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, যার খোঁজ তারা এর আগেই পেয়েছিল। কিন্তু এখন তারা এর থেকে পৃথকীকৃত। এখন তারা যে সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ করতে চাইছে, তাদেরকেই এক সময় এরা চরম অবিশ্বাস করেছিল।

[২] তাদের এই আত্মবিশ্বাসের কী ভিত্তি রয়েছে? আসুন আমরা দেখি তাদের আবেদনের ভাষা কি, পদ ২৬।

প্রথমত, তারা ছিল খ্রীষ্টের মেহমান। তারা তাঁর সাথে অন্তরঙ্গভাবে আলাপচারিতা করেছে এবং তাঁর সাথে নিজেদের জন্য অনুগ্রহ লাভ করেছে: *আমরা আপনার সাথে পান এবং ভোজন করেছি, আপনারই টেবিলে বসে*। ইষ্কারোতীয় যিহূদা খ্রীষ্টের সাথে বসে রুটি খেয়েছিল, একই পাত্রের পানীয়তে ডুবিয়ে রুটি গ্রহণ করেছিল। ভণ্ডেরা তাদের বাহ্যিক ধর্মগুরুর বেশ ধারণ করে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, তারা ছিল খ্রীষ্টের বাক্য শ্রবণকারী। তারা তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা লাভ করেছে এবং তারা তাঁর শিক্ষা এবং আইনের সাথে অত্যন্ত ভালভাবে পরিচিত ছিল: “আপনি আমাদেরকে রাস্তায় বসে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি আমাদেরকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন, যা খুব কম লোকই লাভ করতে পারে। এখনও নিশ্চয়ই আপনি সেভাবেই আমাদেরকে আলাদাভাবে অনুগ্রহ দান করবেন; যেহেতু আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে রক্ষা করবেন, তাই নয় কি?”

[৩] তাদের আত্মবিশ্বাস কি করে তাদেরকে পরাজিত করলো এবং তাদের সকল আবেদন কি চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করা হল। খ্রীষ্ট তাদেরকে বলবেন, *আমি জানি না তোমরা কারা,* পদ ২৫। তিনি আরও বলবেন, *আমি তোমাদেরকে বলছি, আমি তোমাদেরকে চিনি না, আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও,* পদ ২৭। তিনি এ কথা অস্বীকার করেন নি যে, তারা যে আবেদন করেছে এবং যে যুক্তি দেখিয়েছে তা সত্যি ছিল। তারা তাঁরই সাথে বসে পান করেছে এবং খাবার খেয়েছে। সেই সাথে তাদের মনে এই চিন্তাও ছিল যে, তাঁর সাথে বসে খাওয়া শেষ করেই তারা তাঁর বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাবে। তিনি তাদেরকে রাস্তায় বসে শিক্ষা দিয়েছেন। সেই সাথে তারা সেখানে বসেই তাঁর শিক্ষাকে উপহাস করেছে এবং মিথ্যে প্রমাণের চেষ্টা করেছে। এই সমস্ত কারণেই–

প্রথমত, তিনি তাদেরকে নিজের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান করেছেন: “আমি তোমাদেরকে চিনি না, তোমরা আমার পরিবারের কেউ নও।” প্রভু জানেন যে, কারা তাঁর

নিজের লোক। কিন্তু যারা তাঁর নিজের লোক নয় তাদেরকে তিনি চেনেন না। তাদের সাথে তাঁর কোন কাজ নেই: “আমি জানি না তোমরা কারা, তোমাদের সাথে আমার কোন কাজ নেই। তোমরা উপর থেকে আসো নি; তোমরা আমার শাখা-প্রশাখা নও, আমার পরিবারের কেউ নও।”

দ্বিতীয়ত, তিনি তাদেরকে বর্জন করেছেন: আমার কাছ থেকে চলে যাও। খ্রীষ্টের কাছ থেকে চলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে নরকের মধ্যে নিম্নতর নরকে চলে যাওয়ার সামিল; ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মূল লক্ষণ। তিনি আর কখনোই তাদেরকে গ্রাহ্য করবেন না।

(৪) কারা শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণ পাবে সে বিষয়ে ভাবুন: *পূর্ব ও পশ্চিম থেকে এবং উত্তর ও দক্ষিণ থেকে লোকেরা এসে ঈশ্বরের রাজ্যে বসবে। আর দেখ, যারা শেষের, এমন কোন কোন লোক প্রথম হবে এবং যারা প্রথম, এমন কোন কোন লোক শেষে পড়বে*, পদ ২৯,৩০। খ্রীষ্ট এখানে যা বললেন তার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তারাই শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণ পাবে এবং উদ্ধার লাভ করবে, যাদের কথা আমরা কেউই চিন্তা করি নি। তাঁর ভাষ্য অনুসারে পুরো পৃথিবীর চারপ্রান্ত থেকে অযিহূদীরা এসে স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করবে এবং তারাই কেবলমাত্র স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি লাভ করবে। তাদের ভাষা, পরিবেশ, বৈশিষ্ট্য সবই ভিন্ন হবে। কিন্তু তাদের ভেতরে অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে; আর তা হচ্ছে তারা সকলে সুসমাচারের সেই মহান দান গ্রহণ করেছিল। তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সেই সরু দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল, আর তাই এখন তারা স্বর্গ-রাজ্যের বিস্তৃত পরিসরে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে। ওদিকে যারা সেই সরু দরজা দিয়ে প্রবেশ করে নি এবং সুসমাচারের মহান বাণীর প্রতি কর্ণপাত করে নি, তারা সকলে নিকৃষ্টতম নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে; যেখানে কেবল দন্ত ঘর্ষণ এবং কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়।

লূক ১৩:৩১-৩৫ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. খ্রীষ্টের কাছে হেরোদের নিকট থেকে আসা বিপদ সম্পর্কে পূর্বাভাস, কারণ তিনি সে সময় গালীলে, হেরোদের এলাকার মধ্যে অবস্থান করছিলেন (পদ ৩১): তখন নির্দিষ্ট কিছু ফরীশী খ্রীষ্টের কাছে এল (কারণ তারা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল)। তারা বন্ধুত্বের বাণী নিয়ে এসেছিল এবং তারা খ্রীষ্টকে সতর্ক করতে এসেছিল। তারা বলল যে, খ্রীষ্ট যেন এই দেশ ছেড়ে চলে যান এবং এখনই চলে যান; নতুবা হেরোদ তাঁকে হত্যা করবেন, যেভাবে তিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে হত্যা করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, ফরীশীদের এই কথার কোন ভিত্তি ছিল না। হেরোদ নিজে কোন কথাই বলেন নি, বরং তারা এই মিথ্যে বানোয়াট কথাটি তৈরি করেছিল, যাতে করে তারা খ্রীষ্টকে গালীল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে; কারণ সেখানে খ্রীষ্টের জনপ্রিয়তা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তারা হয়তোবা চেয়েছিল খ্রীষ্টকে যিহূদিয়ায় পাঠিয়ে দিতে, যেখানে সত্যিকার অর্থেই এমন কিছু মানুষ ছিল যারা খ্রীষ্টের জীবন নাশের জন্য চেষ্টা করছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের উত্তর ছিল সরাসরি হেরোদের প্রতি লক্ষ্য করে। এ কারণে আমরা মনে করতে পারি যে, ফরীশীরা যা বলেছিল

তার পেছনে নিশ্চয়ই ভিত্তি ছিল। হেরোদ হয়তোবা সত্যিই খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিলেন এবং তাঁর ক্ষতি সাধন করার পরিকল্পনা করছিলেন। এর কারণ, খ্রীষ্ট বাপ্তিস্মদাতা যোহনের অনুশোচনার বা অনুতাপের শিক্ষা প্রচার করেছিলেন। হেরোদ খ্রীষ্টের সকল জনপ্রিয়তা দূর করে দেওয়ার চিন্তায় ছিলেন। তাঁকে হত্যা করার চিন্তা না থাকলেও তাঁকে ভয় দেখিয়ে এবং এই বিপদ সংবাদ প্রদান করে দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা হেরোদের ছিল।

খ. হেরোদ এবং ফরীশীদের ক্রোধের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের প্রতিরোধ: *তোমরা গিয়ে সেই শৃগালকে বল, পদ* ৩২। তিনি হেরোদকে শৃগাল বা শিয়াল বলে সম্বোধন করলেন। তিনি হেরোদকে তার প্রকৃত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সম্বোধন করলেন, কারণ হেরোদ তার ষড়যন্ত্র, কুটিলতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং শঠতা প্রকাশ করার জন্য শিয়ালের মত করে তার গর্ত ছেড়ে বের হয়ে এসেছেন। আর যদিও তা একটি কালো এবং কুৎসিত চরিত্র, তথাপি তা হেরোদকে আখ্যায়িত করা খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে মোটেও ভুল হয় নি; বরং যথার্থ হয়েছে। এতে ব্যবস্থার এই আইনকেও অমান্য করা হয় নি: *তোমরা শাসকদের সম্পর্কে লোকদের কাছে বাজে কথা বলবে না*। কারণ খ্রীষ্ট ছিলেন একজন ভাববাদীর চেয়েও বেশি কিছু। তিনি ছিলেন একজন রাজা; তিনি ছিলেন রাজাদের রাজা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। আর এ কারণেই তিনি এই গর্বিত এবং উদ্ধত রাজাকে এই নামে ডেকেছেন। কিন্তু এটি আমাদের সামনে কোন উদাহরণ হিসেবে প্রকাশ করা হয় নি। “যাও, তোমরা গিয়ে সেই শিয়ালকে বল এবং এই শিয়ালটিকেও বল” (কারণ প্রকৃত লিপিতে এমনটিই লেখা রয়েছে); “ সেই ফরীশী, সে যেই হোক; যে আমার কানে এই সমস্ত কথা বলে গেছে, সে জেনে নিক যে, আমি তাকে একদমই ভয় পাই না কিংবা তার রাগেরও কোন ধার ধারি না। কারণ:”

১. “আমি জানি যে, আমাকে অবশ্যই মরতে হবে। আমাকে খুব শীঘ্রই মরতে হবে। আমি তা আশা করছি, এমন কি সেই প্রহরও গুনে চলেছি, সেই তৃতীয় দিনের প্রহর,” এর অর্থ হচ্ছে, “সময় আর বেশি নেই, আমার হাতে সময় খুবই কম।” লক্ষ্য করুন, এই কথা আমাদেরকে মৃত্যুর ভীতির উপরে অনেকখানি কর্তৃত্ব আনতে সাহায্য করবে, যারা ইচ্ছা করলেই মৃত্যুকে জয় করতে পারে তাদেরকে মৃত্যুর সাথে পরিচিত করতে পারবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে পারি, কথা বলতে পারি এবং আমরা তাকে আমাদের দ্বারে স্বাগত জানাতে পারি। “যদি হেরোদ আমাকে হত্যা করে তাহলে তা আমার জন্য কোন বিস্ময়ের ব্যাপার হবে না।”

২. “আমি জানি যে, মৃত্যু আমার জন্য কোন বিচার নয়; বরং মৃত্যুই আমার কাম্য হওয়া উচিত। তাহলে কেন আমি তাকে ভয় করবো? তাকে গিয়ে বল যে, আমি তাকে ভয় করি না। যখন আমি মারা যাব, তখন আমি পূর্ণতা লাভ করবো। তখন আমি আমার দায়িত্বের সবচেয়ে কঠিন অংশটি সম্পন্ন করবো। তখন আমার সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবে।” যখন খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করবেন, তখন তিনি নিজেকে তাঁর নিজ রক্ত দিয়ে পুরোহিতদের মত করে পবিত্র করবেন।

৩. “আমি জানি যে, আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে বা অন্য কেউ আমাকে

হত্যা করতে পারবে না। যাও, তাকে গিয়ে বল যে, আমি তার এই ক্রোধকে মোটেও গুরুত্ব দিই না। আর মাত্র কয়েকটা দিন আমি মন্দ-আত্মা তাড়াবো, আজকে এবং আগামীকাল মাত্র।" এর অর্থ হচ্ছে, "এখন থেকে আমার সময় শেষ হতে মাত্র অল্প কিছু দিন বাকি আছে, তারপরই আমি তার রাগ কিংবা ক্রোধের বা আর সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে চলে যাব। আমাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে, আমাকে অবশ্যই আমার যাত্রা সম্পন্ন করতে হবে। আমাকে বাধা দেওয়ার মত ক্ষমতা তার নেই। আমাকে এগিয়ে যেতেই হবে, যেভাবে আমি এতকাল গিয়েছি। আমি শিক্ষা দেব এবং মানুষকে সুস্থ করবো; আজ, কাল এবং পরশু দিন।" লক্ষ্য করুন, আমাদের হাতে যে সময়টুকু আছে, তাতে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকানো আমাদের জন্য ভাল। হতে পারে তা দুই অথবা তিন দিন মাত্র; তবে এতে করে আমাদের চলার গতি অনেকাংশে বেড়ে যাবে এবং আমরা আমাদের দিনের সকল কাজ দিনেই শেষ করে ফেলতে উৎসাহী হব। এটি আমাদের জন্য একটি স্বস্তির বিষয় যে, আমাদের শত্রুর রাগ এবং ঘৃণা আমাদের জন্য কোন ক্ষতির কারণ হতে পারবে না; কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে যে কাজ দিয়েছেন তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সাক্ষী যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সাক্ষ্য প্রদান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হবে না।

৪. "আমি জানি যে, হেরোদ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তার কারণ যে শুধু আমার সময় শেষ হয় নি তাই নয়, বরং সেই সাথে এই কারণে যে, আমার মৃত্যুর স্থান হিসেবে যিরূশালেম চিহ্নিত হয়ে আছে," এর অর্থ হচ্ছে, "আর কোথাও নয়, বরং যিরূশালেমেই।" যদি একজন সত্যিকারের ভাববাদী মৃত্যুর মুখে পতিত হন, তাহলে তিনি একজন মিথ্যে ও ভণ্ড ভাববাদী হিসেবে আখ্যায়িত হন। সে সময় কেউ ভাববাদীদেরকে পরীক্ষা করা চেষ্টা করতো না। ভাববাদীদেরকে পরীক্ষা করতো মহান সেনহেড্রিন, যা সব সময় যিরূশালেমেই বসতো। এর কারণ ছিল এই যে, অন্য কোন আদালত এই ধরনের বিচারের ভার নিতে পারতো না; আর সে কারণেই ভাববাদীদের মৃত্যু হলে যিরূশালেমেই হত।

গ. যিরূশালেমের জন্য খ্রীষ্টের বিলাপ এবং শহরটির বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের ক্রোধ ও অভিযোগ, পদ ৩৪,৩৫। আমরা এই অংশটি মথি ২৩:৩৭-৩৯ পর্বের পেয়ে থাকি। সম্ভবত এই কথাগুলো গালীলে বসে বলা হয় নি, কিন্তু সুসমাচার লেখক অন্য কোন যথার্থ স্থান না পেয়ে এখানেই কথাগুলো সংযোজন করেছেন; কারণ একটু আগেই খ্রীষ্ট যিরূশালেমে তাঁর মৃত্যু হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। লক্ষ্য করুন:

১. মানুষ এবং স্থানের দুষ্টতা, যা ধর্ম এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ উপায়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে দোষীকৃত করেছে এবং দুঃখ দিয়েছে। কত না করুণভাবে তিনি পবিত্র শহরটির পাপ এবং ধ্বংসের কথা বলছেন! *হে যিরূশালেম! যিরূশালেম!*

২. যারা এখানে এক সময় মহা অনুগ্রহ লাভ করেছে, তারা মাঝে মাঝেই তার দ্বারা লাভবান না হয়ে তাকে দোষারোপ করেছে। তারা ভাববাদীদেরকেকে আঘাত দিয়েছে, ঈশ্বর যাদেরকে প্রেরণ করেছেন তাদেরকে তারা হত্যা করেছে এবং পাথর মেরেছে। যদি

মানুষের অন্যায়কে দমন করা না যায়, তখন তারা অন্যান্য সকলকে প্ররোচিত করতে শুরু করে।

৩. প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজেকে ইচ্ছুক হিসেবে দেখিয়েছেন, যে সমস্ত হতভাগ্য আত্মা তাঁর কাছে আসবে, তিনি তাদেরকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তিনি সাদরে তাদেরকে গ্রহণ করবেন এবং তিনি তাঁর প্রতিরক্ষার অধীনে তাদেরকে রাখবেন: *পক্ষীমাতা যেমন আপন শাবকদেরকে পক্ষের নিচে একত্র করে, আমি কত বার তেমনি তোমার সন্তানদেরকে একত্র করতে ইচ্ছা করেছি!*

৪. কেন পাপীরা খ্রীষ্টের অধীনে এসে রক্ষা পায় নি? তার কারণ হচ্ছে, তারা ইচ্ছুক ছিল না: *আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা চাও নি*। খ্রীষ্টের ইচ্ছার বিপরীতে পাপীরা অনিচ্ছুক ছিল। তারা নিজেদের মাথার উপরেই নিজেদের রক্তের নিশানা রেখে গেছে।

৫. খ্রীষ্ট যে ঘর ত্যাগ করেছেন তা এখন শূন্য হয়ে পড়ে আছে। সেই মন্দির, যা এক সময় প্রচুররূপে জাঁকজমকপূর্ণ ছিল এবং সাজসজ্জায় পূর্ণ ছিল, যেখানে বহু লোকের সমাগম ছিল এক সময়, তা এখন হয়ে যাবে বিরান স্থান; কারণ খ্রীষ্ট সেখান থেকে চলে যাবেন। তিনি সেই স্থান তাদের কাছে রেখে যাচ্ছেন। তারা সেখানে এক প্রতিমা নির্মাণ করবে এবং তাকেই তারা পূজা করতে শুরু করবে। সেখানে আর খ্রীষ্টের কোন স্থান থাকবে না।

৬. যারা খ্রীষ্টকে সেখান থেকে বের করে দিয়েছে, তিনি ন্যায্যভাবেই তাদেরকে বর্জন করেছেন। তারা সেখানে খ্রীষ্টের কারণে একত্রিত হয় নি। সে কারণেই তিনি তাদেরকে বলছেন, "তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না, তোমরা আমার কথা আর শুনতেও পাবে না, একটুও না।" এ ধরনের কথাই মোশি ফেরাউনকে বলেছিলেন, যখন তিনি মোশিকে তার সামনে আসতে নিষেধ করেছিলেন (যাত্রা ১০:২৮,২৯)।

৭. শেষ দিনের বিচার ক্রমান্বয়ে অবিশ্বাসীদেরকে সেই কথা বিশ্বাস করাবে, যা এখন তারা বিশ্বাস করছে না: "ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন"। এর অর্থ হচ্ছে, "তোমরা তাদের মধ্যে থাকতে পেরে খুশি হবে, যারা সেই কথা বলে। কিন্তু আমি যত দিন না ফিরে আসি, ততদিন পর্যন্ত আর তোমরা আমাকে খ্রীষ্ট হিসেবে দেখতে পাবে না।"

লূক লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৪

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো, ক. বিশ্রামবারে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট একজন শোথ রোগীকে সুস্থ করেন এবং সেখানে সেই দিনে তাঁর এই আশ্চর্য কাজের বিরুদ্ধে যারা কথা বলেছিল, তাদের বিপক্ষে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং নিজেকে যথার্থ প্রমাণ করেন (পদ ১-৬)। খ. যারা উঁচু স্থানে যাওয়ার জন্য লালায়িত ছিল, তাদেরকে নম্র হতে বলার জন্য একটির শিক্ষা (পদ ৭-১১)। গ. দয়া করার জন্য সেই সমস্ত লোকদের প্রতি একটি শিক্ষা, যারা ধনীদেরকে ভোজে আপ্যায়িত করে থাকে কিন্তু দরিদ্রদেরকে খাওয়ায় না (পদ ১২-১৪)। ঘ. সুসমাচারের সাফল্য সম্পর্কে বলা একটি দৃষ্টান্ত কথা, যেখানে একটি ভোজে নিমন্ত্রিত মেহমানদের কথা বলা হয়েছে। এটি এই তাৎপর্য বহন করে যে, যিহূদীরা এবং অন্যান্য যারা এই জগতের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাদের মনকে সন্নিবেশিত করেছে তাদের বর্জন করা হবে; এবং যারা অযিহূদী ও যারা খ্রীষ্টের কাছে এসে পূর্ণ হতে চেয়েছে তাদের সকলকে আপ্যায়িত করা হবে (পদ ১৫-২৪)। ঙ. শিষ্যত্বের মহান আইন প্রকাশ করা হয়, সেই সাথে একটি সতর্কবাণী প্রদান করা হয় যে, যারা খ্রীষ্টের শিষ্য হবে, তাদেরকে অবশ্যই দায়িত্বপূর্ণভাবে এবং আন্তরিকতার সাথে তা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিত্রাণকর্তাকে পাওয়ার জন্য অবশ্যই তাদেরকে তাঁর পরিচর্যাকারী হতে হবে (পদ ২৫-৩৫)।

লূক ১৪:১-৬ পদ

এই অংশের গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই:

ক. মনুষ্যপুত্র আসলেন এবং সবার সাথে বসে ভোজন এবং পান করলেন। তিনি সব ধরনের লোকের সাথে বসে আলাপচারিতা করলেন। তিনি কর-আদায়কারীদেরকে বর্জন করলেন না, যদিও তারা ছিল কুখ্যাত ব্যক্তি; কিংবা ফরীশীদের কাছ থেকেও দূরে থাকলেন না, যদিও তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। বরং তিনি তাদেরকে সকলের কাছ থেকে পাওয়া ভোজের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন। তাই নিশ্চয়ই তিনি তাদের উভয়ের জন্যই মঙ্গল সাধন করতে চেয়েছিলেন। এখানে আমরা দেখি, তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ফরীশীর বাড়িতে গেলেন। হতে পারে তিনি একজন শাসনকর্তা ছিলেন, কিংবা সেই অঞ্চল বা গ্রামের একজন প্রশাসক ছিলেন। তিনি সেখানে বিশ্রামবারের রুটি গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন, পদ ১। দেখুন, ঈশ্বর আমাদের প্রতি কত না অনুগ্রহ প্রদান করেন যে, তিনি এমন কি বিশ্রামবারেও আমাদেরকে শারীরিক সজীবতা লাভের জন্য সময় দিয়েছেন। আমাদের উচিত সেই সুযোগ যাতে কোনভাবেই অপব্যবহৃত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, কিংবা নিজেকে ভোগ-বিলাসে মত্ত না করা। খ্রীষ্ট সেখানে শুধুমাত্র রুটি খেতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে শুধুমাত্র কিছু পানাহার করতে গিয়েছিলেন, যা বিশ্রামবারে প্রয়োজন ছিল।

আমাদের বিশ্রামবারের খাবার অবশ্যই বিশেষ যত্নের সাথে তৈরি করতে হবে এবং সেখানে অবশ্যই সকল প্রকার বাড়াবাড়ি পরিহার করতে হবে। বিশ্রামবারে আমাদেরকে অবশ্যই মোশি এবং যিথ্রো যা করেছিলেন তেমনই করতে হবে। আমাদেরকে ঈশ্বরের সামনে বসে রুটি খেতে হবে (যাত্রা ১৮:১২) এবং যেভাবে প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানদের সম্পর্কে বলা হয়, সেভাবেই আমাদেরকে প্রভুর দিনে অবশ্যই তাদের মত করে খাবার খেতে এবং পান করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্রামে যাওয়ার আগে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে করে আমরা সে জন্য অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত না হই।

খ. তিনি মঙ্গল সাধন করার জন্য গিয়েছিলেন। তিনি যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি মঙ্গল সাধন করার জন্য চেষ্টায় ছিলেন এবং যারা তাঁর পথের সামনে এসে পড়েছে তিনি তাদেরকে সাহায্য না করে পারেন নি। এখানে আমরা একজন বিশেষ ব্যক্তির উল্লেখ পাই যার শোথ রোগ ছিল, পদ ২। আমরা এটি জানতে পারি না যে, লোকটি এসে নিজেকে খ্রীষ্টের কাছে দেখিয়েছিল কি না, কিংবা তার বন্ধুরা তাকে খ্রীষ্টের রোগী হতে বলেছিল কি না। কিন্তু খ্রীষ্ট নিজেই তার জন্য স্বর্গীয় অনুগ্রহ কামনা করলেন এবং তাকে নিজ মঙ্গলময়তা দান করলেন। তিনি তাকে সামনে ডাকলেন এবং তাকে জবাব দিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যেখানে রয়েছেন সেখানে থাকাটা কত আনন্দের বিষয়। তাঁর সামনে উপস্থিত থাকাটাই কত না আনন্দের বিষয়, যদি আমরা নিজেকে তাঁর সামনে উপস্থাপন না করি তবুও। এই লোকটির শোথ রোগ ছিল এবং সম্ভবত তার মাত্রা অনেক বেশি ছিল। তাকে সেই রোগে অনেকটাই জর্জরিত মনে হচ্ছিল। সম্ভবত সেই ফরীশীর সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল এবং সে তার বাড়িতে বসবাস করতো; কারণ অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এই লোকটি সেই ভোজে নিমন্ত্রিত মেহমান ছিল না।

গ. তিনি তাঁর বিরুদ্ধে পাপীদের সকল মতবিরোধকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন: *তারা তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলো*, পদ ১। যে ফরীশী তাঁকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল, সে সম্ভবত খ্রীষ্টের সাথে কিছুটা বিরোধে জড়াতে চাইছিল। যদি তাই তাই হয়ে থাকে এবং খ্রীষ্ট তা বুঝতে পেরেও সেখানে গিয়ে থাকেন, তাহলে বলতেই হবে তিনি তাদের বিপক্ষে দাঁড় করানোর মত যুক্তি অবশ্যই সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, কি করে তিনি তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর প্রতি লক্ষ্যকারীদের প্রতি দৃষ্টি রেখে নির্ধারণ করবেন। যাদেরকে লক্ষ্য করা হয়, তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হয়। এটি পর্যালোচনা করে ড. হ্যামন্ড বলেছেন, "আপনি যাকে আপনার বাড়িতে ভোজের জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তার কাছ থেকে সুযোগ খোঁজা আতিথেয়তার বিপরীতধর্মী একটি কাজ, কারণ সে বলতে গেলে আপনার আশ্রয়েই রয়েছে।" এই সব আইনজ্ঞ এবং ফরীশীরা ছিল শিকারীদের মত, যারা পাখি ফাঁদে আটকানোর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতো। তারা তাদের শান্তি হরণ করতো এবং খুব নীরবে তাদের সমস্ত কাজ সারতো। যখন খ্রীষ্ট তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তারা বিশ্রামবারে কাউকে সুস্থ করাটাকে আইন সঙ্গত বলে মনে করে কি না, তখন তারা হ্যাঁ অথবা না কোন কিছুই বলল না। কারণ তাদের পরিকল্পনা ছিল তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানানো, তাঁর কাছ থেকে তথ্য গ্রহণ করা নয়। এখানে তিনি তাদেরকে জবাব দেওয়ার জন্য কথা বলেছেন, কারণ এটি ছিল তাদের চিন্তার জন্য একটি জবাব এবং আমাদের

মনের চিন্তা খ্রীষ্টের কাছে কথার সমতুল্য। তারা এ কথা বলবে না যে, এই কাজটি করা অর্থাৎ বিশ্রামবারে কাউকে সুস্থ করা আইনসঙ্গত, কারণ তা হলে তারা নিজেদেরকে তাঁর এই তথাকথিত অপরাধের অংশী হিসেবে প্রমাণ করবে। তথাপি বিষয়টি এতটাই পরিষ্কার এবং প্রমাণ সাপেক্ষ ছিল যে, তারা লজ্জায় আর এটিকে আইনসঙ্গত নয় বলে আখ্যায়িত করতে পারলো না। লক্ষ্য করুন, ভাল মানুষেরা অনেক সময় এমন কিছু কাজ করার কারণে নির্যাতিত হন, যে কাজ তাদের প্রতি নির্যাতনকারীরা আইনসঙ্গত বা ন্যায্য বলে মনে করলেও তা তারা স্বীকার করতে চায় না এবং স্বীকৃতি দেয় না। এ ধরনের অনেক ভাল কাজ খ্রীষ্ট করেছেন, যার কারণে তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর নামের উদ্দেশ্যে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে।

ঘ. খ্রীষ্ট পাপীদের বিরোধিতা এবং প্রতিবন্ধকতার জন্য ভাল কাজ করা থেকে বিরত হন নি। তিনি তাকে কাছে ডাকলেন, সুস্থ করলেন এবং যেতে দিলেন, পদ ৪। সম্ভবত তিনি অসুস্থ লোকটিকে পাশের অন্য আরেকটি কক্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তাকে সুস্থ করেছিলেন; কারণ তিনি কখনো নিজেকে প্রচার করতে চাইতেন না, এমনই ছিল তাঁর নম্রতা। তিনি কখনো তাঁর প্রতি নিন্দাকারী এবং বিরোধিতাকারীদের প্রতিও তিরস্কার করতেন না। এমনই ছিল তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর জ্ঞানের নম্রতা। লক্ষ্য করুন, যদিও আমাদের শত্রুদের বিরোধিতা এবং ঘৃণার কারণে আমাদের দায়িত্ব থেকে অবশ্যই সরে আসা উচিত নয়, তথাপি আমাদের অবশ্যই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত, যাতে করে তা আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে না যায়। তিনি তার উপরে নিজের হাত রাখলেন, যাতে করে তিনি তাকে সুস্থ করতে পারেন। তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর নিজের বাহুতে টেনে নিলেন; যা তাঁর হৃদয়ের মতই প্রশস্ত এবং নির্ভরযোগ্য (কারণ লোকেরা সে সময় শোথ রোগীদেরকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতো)। তিনি তাঁর মহানুভবতায় লোকটিকে সুস্থ করে তাকে আবার তার আগের আকৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। শোথ রোগের (স্ফীতিরোগ) চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেকেই মনে করতে পারেন যে, এর চিকিৎসার প্রক্রিয়াও অন্যান্য রোগের মতই ধারাবাহিক। কিন্তু খ্রীষ্ট সেই রোগটিকে নিরাময় করে দিলেন এবং সেটি তিনি করলেন এক মুহূর্তেই। এরপর তিনি তাকে যেতে দিলেন, যাতে করে ফরীশীরা তাকে সুস্থ করার জন্য খ্রীষ্টের উপর হামলে না পড়ে; যদিও তিনি ছিলেন পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত। কারণ লোকটি এমন কোন দোষ বা অপরাধ ছিল না যে তাকে এই রোগ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে।

ঙ. যারা সে সময় আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং বিরোধিতা করলো, তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। বরং তিনি একেবারেই চুপচাপ থাকলেন এবং নিজ যুক্তি প্রদর্শন করলেন, পদ ৫,৬। তিনি তখনও তাদের বিভিন্ন চিন্তার জবাব দিচ্ছিলেন এবং তিনি তাদেরকে লজ্জিত করে তাদেরকে শান্ত রেখেছিলেন; যিনি একটু আগেই তাদের ঔদ্ধত্যকে শান্ত করে রেখেছিলেন। তিনি তা করেছেন তাঁর নিজের কাজের মধ্য দিয়েই। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাঁকে প্রায়শই পড়তে হত এবং এক সময় তারা নিজেরাই বুঝে যেত যে, খ্রীষ্টকে দোষারোপ করে তারা নিজেরাই দোষীকৃত হয়ে

পড়েছে: *বিশ্রামবারে যদি তোমাদের কারও ছেলে বা বলদ কূয়ায় পড়ে যায় তবে তোমরা কি তাকে তখনই তোল না? না কি তোমরা অপেক্ষা কর, কখন বিশ্রামবার শেষ হবে, আর তোমরা গিয়ে তাকে তুলতে পারবে?* লক্ষ্য করে দেখুন, হতভাগ্য প্রাণীদের প্রতি তারা যে দয়া দেখায় তা কোন সহানুভূতি থেকে নয়, তা তারা প্রদর্শন করে তাদের স্বার্থের কারণে। এটি তাদের নিজেদের ষাঁড়, এটি তাদের নিজেদের গাধা, এটি তাদের টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে। আর এখন কি তারা কেবলমাত্র বিশ্রামবার পালনের আইন অমান্য না করার জন্য সেটিকে মরে যেতে দেবে? এটি হচ্ছে তাদের ভণ্ডামির এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে তারা বিশ্রামবারে সুস্থ করার বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছে, সেটি আসলে বিশ্রামবার সম্পর্কিত কোন অভিযোগ ছিল না। বিশ্রামবারের বিষয়টি উল্লেখ করা ছিল কেবলমাত্র তাদের একটি ছুতো। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা খ্রীষ্টের সেই সমস্ত বিস্ময়কর আশ্চর্য কাজগুলোতে রাগান্বিত হয়েছিল, যা খ্রীষ্ট সাধন করেছিলেন। তাদের বিরোধিতার কারণ ছিল সেই সমস্ত সাক্ষ্যগুলো, যা খ্রীষ্ট তাঁর পবিত্র কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন এবং যে আগ্রহ ও জনপ্রিয়তা তিনি লোকদের মাঝে অর্জন করেছিলেন। অনেকেই স্বাভাবিকভাবে তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য এ ধরনের আশ্চর্য কাজ করতে পারে, কিন্তু সেটি তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য সাধন করে না কিংবা তাদের ভাইদের মঙ্গল সাধনের জন্য করে না। এই প্রশ্নটি তাদেরকে একেবারে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। তারা আর তাঁকে এই সমস্ত কথার কোন জবাব দিতে পারলো না, পদ ৬। খ্রীষ্ট যখন কথা বলেন তখন তিনি ন্যায় দ্বারা স্বীকৃত হন এবং তাঁর সামনে সকলের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

লূক ১৪:৭-১৪ পদ

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এখানে আমাদের জন্য ভোজের টেবিলে কি ধরনের আচরণ করতে হবে তার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; বিশেষ করে যখন আমরা কোন বন্ধুর নিমন্ত্রণে ভোজে যাব। আমরা দেখি যে, যখন খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যরা নিভৃতে সময় কাটান, তখন তাঁরা এক পরিবারের মত এক টেবিলে বসে ভোজন করেন এবং তখন তাঁরা নিজেদের ভেতরে আলোচনা করেন। তাঁদের সেই আলোচনা হয় গঠনমূলক। শুধু তাই নয়, যখন তিনি কোন অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা তাঁর শত্রুদের সাথে বসে খাবার গ্রহণ করেছেন, তখনও তিনি এই একই কাজ করেছেন। তিনি তাদের মধ্যে যখনই কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি লক্ষ্য করেছেন, তখনই তিনি এর সমালোচনা করেছেন এবং তাদেরকে সে বিষয়ে শিক্ষা দান করেছেন। যদিও তাঁর সামনে সে সময় দুষ্ট লোকেরা বসে ছিল, তথাপি তিনি তাদের জন্য মঙ্গলজনক কথা বলার ক্ষেত্রে চুপ করে থাকেন নি। এই একই কাজ দায়ূদ করেছিলেন (গীতসংহিতা ৩৯:১,২)। যখন তিনি তাদেরকে শিক্ষা দেন, তখন তিনি তাঁর হৃদয়কে নিজের মাঝে বন্দী করে রাখেন না এবং তাঁর আত্মা তখন জাগরিত হয়। আমাদের খাবার টেবিলে বসে যে শুধুমাত্র মন্দ কথাবার্তাই বন্ধ রাখা উচিত তা নয়, সেই সাথে আমাদের উচিত সব ধরনের ভণ্ডামিমূলক কথাবার্তা বন্ধ রাখা। আমরা সে সময় যে কোন ধরনের ক্ষতিহীন কথাবার্তা বলতে পারি। আমাদের সে সময় উচিত হবে খাবারের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা বলা। আমরা তখন সাধারণ কিছু আত্মিক বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি।

ধার্মিকের মুখ বহু লোকের আহার যোগাতে পারে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির মাঝে উপবিষ্ট। তবুও তারা ছিল এমন ব্যক্তি যারা অন্যদেরকে সম্মান দিতে জানে না।

ক. এ কারণে খ্রীষ্ট সেই ভোজে আসা মেহমানদের উদ্দেশ্যে তিরস্কার করেছিলেন, কারণ তারা প্রত্যেকেই সবচেয়ে ভাল আসনটিতে বসার চেষ্টা করছিল। সে কারণে তিনি এখান থেকে আমাদের জন্য একটি শিক্ষা উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। তিনি আমাদেরকে নম্রতা সম্পর্কে শেখাতে চেয়েছেন।

১. তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, কিভাবে ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা সবচেয়ে ভাল আসন-টি লাভ করার জন্য প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। সেখানে তিনি তাদের উদ্দেশে নম্রতা সম্পর্কে একটি শিক্ষা প্রদান করলেন, পদ ৭। তিনি এ ধরনের লোকদের উদ্দেশে তিরস্কার করেছিলেন (লূক ১১:৪৩)। এখানে তিনি নির্দিষ্ট কিছু লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন; কারণ খ্রীষ্টের কাছে প্রত্যেক লোকই আপন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কিভাবে তারা সবচেয়ে ভাল আসনটি পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছিল। যে লোকটিই ভেতরে এসেছে সে-ই এসে সবচেয়ে ভাল যে আসনটি পেয়েছে সেটি দখল করেছে, নতুবা সবচেয়ে ভাল আসনটির যত কাছে পারা যায় গিয়ে বসেছে। লক্ষ্য করুন, জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রেও আমরা দেখি খ্রীষ্টের চোখ সব সময়ই খোলা রয়েছে। তিনি দেখেন যে, আমরা কি করছি এবং আমাদের কি করা উচিত; শুধুমাত্র তা আমাদের ধর্মীয় সমাবেশে নয়, বরং খাবার টেবিলেও। তিনি এ ব্যাপারে মন্তব্যও করে থাকেন।

২. তিনি লক্ষ্য রাখেন কিভাবে সেই সব লোক নিজেদেরকে প্রকাশ করে। তারা অনেক সময় ভাল স্থানটি লাভ করার জন্য অনেক অসদুপায় অবলম্বন করে থাকে। অপরদিকে যারা নম্র এবং যারা নিজেদেরকে সবচেয়ে নিম্ন মানের আসনে নিয়ে বসায়, তারা অনেক সময় এ থেকে সম্মান লাভ করে।

(১) যারা ভেতরে এসেই সবচেয়ে ভাল আসনটি খোঁজার চেষ্টা করে, তারা অনেক সময়ই অসম্মানিত ও অপমানিত হয়। তাদেরকে সবচেয়ে নিচের আসনে গিয়ে তাদের সেই আসনটি তাদের চেয়ে সম্মানিত কারও জন্য ছেড়ে দিতে হয়, পদ ৮,৯। লক্ষ্য করুন, আমাদের নিজেদের মনের মাঝে এই চিন্তা রাখা উচিত যে, আমাদের চেয়েও আরও বেশি সম্মানিত কোন ব্যক্তি থাকতে পারেন। হয়তোবা তা শুধুমাত্র পার্থিব বিষয়সমূহের বিচারে নয়, বরং ব্যক্তিত্বের গুণাবলী এবং পূর্ণতার দিক থেকেও হতে পারে। অনেকে আমাদের জন্য আসন ছেড়ে দেয়, এই ব্যাপারটিতে গর্বিত না হয়ে বরং আমাদের উচিত নিজেকে নম্র রাখা এবং এই চিন্তা করা যে, আমাদের উপরে এমন অনেকে রয়েছেন যাদের জন্য আমাদের স্থান ছেড়ে দিতে হবে। ভোজের কর্তা অবশ্যই তার নিমন্ত্রিত মেহমানদের বেলায় সুবিচার করবেন। তিনি অবশ্যই তার সবচেয়ে সম্মানিত মেহমানকে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দিতে পারেন না। তিনি তাকে অবশ্যই তার যোগ্য আসনটিতে বসাবেন। সে কারণে তিনি তাকে তার যথাযোগ্য আসনটিকে নিয়ে যাবেন এবং সাহসের সাথে সেই আসনটি দখল করে বসে থাকা লোকটিকে বলবেন, *এই ব্যক্তিটিকে স্থান দিন, তাকে তার*

যথাযোগ্য স্থানে বসতে দিন। সেই উঠে যাওয়া লোকটির জন্য এটি হবে সবচেয়ে অ বিশ্বাসজনক ঘটনা। তাকে তার সকল সঙ্গীর সামনে অবিশ্বাস করা উঠে যেতে বলা হবে, কারণ তার যে স্থান প্রাপ্য নয় সেই স্থান সে দখল করে বসে ছিল। লক্ষ্য করুন, গর্বের কারণে লজ্জিত হতে হয় এবং পরিণামে তা নিয়ে আসে পতন।

(২) যারা প্রবেশ করে প্রথমেই সবচেয়ে নিম্ন স্তরের আসনটি গ্রহণ করতে যায়, তাদেরকেই স্বর্গ-রাজ্যের জন্য বেছে নেওয়া হবে (পদ ১০): "যাও, এবং নিজেকে সবচেয়ে নিম্নস্তরের আসনটিতে নিয়ে বসাও। এতে করে যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ দানকারী বন্ধুটি তোমাকে সেখানে বসা অবস্থায় দেখবে, তখন সে তোমাকে বলবে, *বন্ধু আরও ভাল আসনে গিয়ে বসুন*। ভোজের কর্তা তোমাদের প্রতি এমনই সদয় হবেন যদি তোমরা নিজেদেরকে নম্র কর। তিনি তোমাদেরকে সেই সম্মানিত স্থানে বসাবেন, কারণ প্রথমে তোমরা নিজেরাই সবচেয়ে নিচু স্তরের আসনটিতে গিয়ে বসেছ।" লক্ষ করুন, উঁচুতে ওঠার উপায় হচ্ছে নিজেকে নিচু স্থানে বসানো: "তোমরা তখন সেই মহান ব্যক্তির সাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করার সুযোগ পাবে। তারা তখন তোমাকে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে দেখবে, প্রথমে তারা যা-ই ভেবে থাকুক না কেন। তখন তোমার উপর থেকে ছায়া সরে গিয়ে আলো এসে কিরণ দেবে। তারা তখন তোমাকে একজন নম্র মানুষ হিসেবে জানবে, যা আমাদের সকলের জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক বিষয়।" আমাদের ত্রাণকর্তা এখানে রাজা শলোমনের একটি উপদেশ মনে রাখতে বলছেন আমাদেরকে (হিতোপদেশ ২৫:৬,৭): "রাজা্র সামনে নিজেকে জাহির কোরো না, মহৎ লোকদের মধ্যে নিজের জন্য স্থান দাবি কোরো না; কারণ তুমি যেমন আগে হতে দেখেছ সেভাবে উঁচু পর্বের লোকের সামনে নীচু হওয়ার চেয়ে বরং তোমাকে বলা ভাল, *এখানে উঠে আসুন*।" অন্যদিকে ড. লাইটফুট কোন একজন রব্বি বা ধর্মগুরুর উক্তি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন: "তিন জন মানুষ একটি ভোজের জন্য নিমন্ত্রণ পেয়েছিল। একজন সবচেয়ে উঁচু মানের আসনটিতে বসেছিল, কারণ সে বলছিল, *আমি একজন যুবরাজ*। অপরজন তার পরবর্তী আসনটিতেই বসেছিল; কারণ সে বলছিল, *আমি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি*। শেষ জন সবচেয়ে নিম্ন মানের আসনটিতে গিয়ে বসেছিল, কারণ সে বলছিল, *আমি একজন নম্র ব্যক্তি*। রাজা যখন আসলেন, তখন তিনি নম্র ব্যক্তিটিকে নিয়ে সবচেয়ে উঁচু মানের আসনে বসালেন; আর সেই যুবরাজকে সবচেয়ে নিম্ন মানের আসনে নিয়ে বসালেন।"

৩. তিনি এই বিষয়টি সাধারণভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন আমরা সকলে উঁচু মানের বিষয়গুলোর দিকে মন না দিই; বরং যেন আমরা অল্প কিছু বা সামান্য কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকি। গর্ব এবং আকাঙ্খা মানুষের জীবনে অবমাননাকর বিষয় হয়ে দেখা দেয়; কারণ যে কেউ নিজেকে বড় করবে, তাকে ছোট করা হবে। কিন্তু নম্রতা এবং আত্মত্যাগ সত্যিকার অর্থে সম্মানজনক বিষয়। যিনি নিজেকে নম্র করেন তাকে উঁচু করা হবে, পদ ১১। আমরা অন্যান্য উদাহরণে দেখতে পাই যে, একজন ব্যক্তির গর্ব তাকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু আত্মার নম্রতা তাকে সম্মানিত করে তোলে এবং নম্র ব্যক্তির সামনে আসে সম্মান।

খ. তিনি এখানে সেই ভোজের কর্তাকে এত বেশি ধনী ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করার জন্য তিরস্কার করেছেন, যারা সব সময় তাদের বাড়িতেই অনেক ভাল খাওয়া-দাওয়া করে থাকে। তাই তার উচিত ছিল দরিদ্র লোকদেরকে নিমন্ত্রণ জানানো কিংবা ভোজের একটি অংশ সেই সব লোকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, যারা তাদের সেই দিনের খাবার বা ভাল কোন খাবার প্রস্তুত করতে পারে নি। দেখুন নহিমিয়া ৮:১০। আমাদের ত্রাণকর্তা এখানে শিক্ষা দিয়েছেন কি করে আমরা আমাদের সম্পদ ভাল কাজে কিংবা সেবার কাজে বিলিয়ে দিতে পারি বা ব্যবহার করতে পারি এবং তা একটি ভাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারি। আমরা যেন তা দয়া দেখানো কিংবা নিজেদের গৃহসজ্জার কাজে না লাগাই।

১. "ধনী হওয়ার জন্য কোন ধরনের ছল কোরো না। তোমার বন্ধু-বান্ধব, ভাই এবং প্রতিবেশীদেরকে আমন্ত্রণ জানিও না, যারা ধনী," পদ ১২। এখানে কোনমতেই তাদেরকে নিমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে নিষেধ করা হয় নি, কিন্তু তাদেরকে নিমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট উপলক্ষ রয়েছে। বন্ধুদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে সজীব রাখার আরও অন্যান্য পন্থা রয়েছে।

(১) "এটাকে সাধারণ একটি প্রথায় পরিবর্তিত কোরো না। তুমি এই বিষয়টিতে যত পার কম খরচ কোরো, কারণ তুমি খরচ করার জন্য আরও অনেক ভাল উপায় খুঁজে পাবে। তুমি ভিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে সেবা করার সুযোগ পাবে। যদিও এটি তোমার কাছে অনেক ব্যয়বহুল এবং কষ্টকর মনে হবে, কিন্তু ধনীদের একটি ভোজ বহু দরিদ্রের জন্য আহারের বন্দোবস্ত করে দেবে।" রাজা শলোমন বলেছেন, *ধন লাভের জন্য যে লোক গরীবের উপর জুলুম করে কিংবা যে লোক ধনীদের দান করে, তাদের দু'জনেরই অভাব হয়* (হিতোপদেশ ২২:১৬)। বিখ্যাত প্রেরিত প্লিনি বলেছেন, "তোমার বন্ধুদেরকে দান কর, কিন্তু তারা যেন দরিদ্র বন্ধু হয়। তারা যেন এমন কেউ না হয় যার দান গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।"

(২) "এর জন্য গর্ব কোরো না।" অনেকে শুধুমাত্র দেখানোর জন্য এবং নিজেকে জাহির করার জন্য ভোজের আয়োজন করে থাকে; যেমনটি করেছিলেন রাজা অহশ্বেরস (ইষ্টের ১:৩,৪)। তারা মনে করে যে, তারা এতে কোন সম্মান লাভ করবে না, যদি না তারা সবচেয়ে বিখ্যাত লোকদেরকে তাদের ভোজে আমন্ত্রণ জানায়। এভাবে তারা তাদের মনের সাধ মেটায়।

(৩) "তোমার দান করা পয়সা আবার ফিরে পাওয়ার চেষ্টা কোরো না।" এ ধরনের ভোজের ক্ষেত্রে আমাদের ত্রাণকর্তা আমাদেরকে এই বিষয়টির জন্যই দোষারোপ করেছেন: "তোমরা সাধারণত আশা করে থাক যে, তোমরা যাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছ তারা এক সময় তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ দেবে এবং তোমরা সেখানে গেলে তারা তোমাদেরকে খাইয়ে তোমাদের কাছে তাদের দেনা পরিশোধ করবে। তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকে যেমন বিভিন্ন ধরনের খাবার খাইয়ে আপ্যায়ন করেছিলে, তারাও তেমনি বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন রসনার খাবার তোমাদের সামনে উপস্থাপন করবে। এতে করে তোমাদের ইন্দ্রিয় এবং তোমাদের বিলাসিতা তৃপ্ত হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমরা মোটেও সত্যিকার অর্থে লাভবান হবে না।"

২. “দরিদ্রদেরকে দয়া করার জন্য অগ্রগামী হও (পদ ১৩,১৪)। যখন তুমি কোন ভোজ প্রস্তুত করবে, তখন সবচেয়ে দুর্লভ এবং চমৎকার খাবার প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই। বরং যে খাবার সবচেয়ে সাধারণ এবং পুষ্টিসম্মত, সেই খাবার দিয়ে তোমার টেবিল পূর্ণ কর; যেন তা কোনমতেই বেশি ব্যয়বহুল না হয়। এরপর দরিদ্র ও এতিমদেরকে নিমন্ত্রণ জানাও, যাদের বেঁচে থাকার কোন অবলম্বন নেই, যারা তাদের জীবিকার জন্য কোন ধরনের কাজ করতে পারে না। এগুলো হচ্ছে দয়ার বিষয়; তারা চায় প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো। তাদেরকে দান কর এবং তারা এর পুরোটাই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে ফেরত দেবে। তারা তাদের প্রজ্ঞা দিয়ে তোমাদের জন্য আশীর্বাদ করবে। কিন্তু যারা অনেক ধনী, তারা চলে গিয়ে তোমাদের নিন্দা করবে। দরিদ্র যারা, তারা খেয়ে চলে যাবে এবং ঈশ্বরের কাছে তোমাদের জন্য ধন্যবাদ জানাবে; কিন্তু যখন ধনীরা চলে যাবে, তখন তারা তোমাদের সমালোচনা এবং তিরস্কার করবে। এ কথা বোলো না যে, তোমাদের ক্ষতি হবে, যেহেতু তারা তোমাদেরকে কোন মূল্য পরিশোধ করতে পারবে না। তাই বলে তোমাদের ভাণ্ডার কোন সময় শূন্য হয়ে যাবে না; বরং তা সবচেয়ে ভাল উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয় হচ্ছে। তা ব্যয় হচ্ছে তোমার নিরাপত্তার জন্যই, কারণ এই কাজের জন্য তোমাদেরকে ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময় পুরস্কৃত করা হবে।” ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময় তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে। এটি হচ্ছে ভবিষ্যৎ বিচারের একটি নমুনা। তাদের জন্য অপর পৃথিবীতে একটি সুখকর জীবন অপেক্ষা করছে। আমরা এই ভেবে নিশ্চিত থাকতে পারি যে, আমাদের সকল দয়ার কাজ সেই ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময় ন্যায্য বলে বিবেচিত হবে এবং আমাদের দেওয়া সকল দান ধার্মিকদের প্রতি অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হবে। দয়ার কাজ এই পৃথিবীতে হয়তোবা পুরস্কৃত নাও হতে পারে, কারণ এই পৃথিবীর সকল জিনিস সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। সে কারণেই ঈশ্বর এই সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নির্ধারণ করেন না। তারা তাদের পুরস্কার কোনমতেই হারাবে না; পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তারা তাদের সেই পুরস্কার পেয়ে যাবে। সে সময় দেখা যাবে যে, ধনীরা অনেক সময় ধরে বহু পথ পরিভ্রমণ করেও তাদের পুরস্কার পাচ্ছে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দান করে সে কখনো পরাজিত হবে না; বরং সে চিন্তাতীতভাবে তার পুরস্কার লাভ করবে। সে তার পুনরুত্থানের পরপরই তার সমস্ত পুরস্কার লাভ করবে।

লূক ১৪:১৫-২৪ পদ

এখানে আমরা খ্রীষ্টের আরেকটি আলোচনা শুনতে পাই, যেখানে খ্রীষ্ট যে দাওয়াতটিতে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন সেটিকে আত্মিক বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এই ঘটনা আমাদেরকে আমাদের সকল সাধারণ কাজের মাঝে ভাল কথাবার্তা বলতে উৎসাহিত করে।

ক. এই আলোচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন সেই ভোজেই আমন্ত্রিত একজন মেহমান। খ্রীষ্ট যখন ভোজের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে কথা বলছিলেন, সে সময় তিনি খ্রীষ্টকে বলেছিলেন, *ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজন করবে*, পদ ১৫। আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করে থাকেন যে, এটি সে সময়কার রব্বিদের মধ্যে একটি সাধারণ প্রবাদ হিসেবে প্রচলিত ছিল।

১. কিন্তু এখানে লোকটি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কথাটি বললেন?

(১) সম্ভবত এই লোকটি দেখেছিলেন যে, খ্রীষ্ট প্রথমে ভোজে আমন্ত্রিত মেহমানদের এবং পরবর্তীতে ভোজের কর্তাকে তিরস্কার করছেন। সে কারণে তিনি হয়তোবা ভাবছিলেন সেখানে উপস্থিত সকলে রেগে যাবেন বা ক্রোধোন্মত্ত হবেন। আর সে কারণেই তিনি এই কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করতে চেয়েছেন এবং তাদের আলোচনা অন্য দিকে ঘোরাতে চেয়েছেন। কিংবা–

(২) তিনি হয়তোবা খ্রীষ্টের মধ্যে নম্রতা এবং দয়ার নীতিগুলো লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু সেখানে উপস্থিত লোকদের মাঝে সকল পার্থিব বিষয়সমূহের প্রতি মোহ দেখতে পেয়েছিলেন। আর এ কারণেই তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আকাঙ্খা প্রকাশ করছিলেন। তিনি যখন এ সমস্ত উত্তম আইন সম্পর্কে শুনছিলেন, সে সময় তিনি তাদেরকে ধন্য বলে ঘোষণা করলেন, যারা সেই স্বর্গীয় রাজ্যে বসে ভোজে অংশগ্রহণ করবে। কিংবা–

(৩) খ্রীষ্ট ধার্মিকদের পুনরুত্থান সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। তিনি সে সময় দরিদ্রদের জন্য দয়ার কাজের বিপরীতে পুরস্কার পাওয়ার কথা বলছিলেন, তাই এই লোকটি খ্রীষ্টের কথার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, "হ্যাঁ প্রভু, যারা পুনরুত্থিত হয়ে পুরস্কার লাভ করবে, তারা সকলে স্বর্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করবে। তাদের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে মহান ব্যক্তির সাথে একই টেবিলে বসে খাবার গ্রহণ করা।" কিংবা–

(৪) খ্রীষ্ট যখন তাঁর কথা বলা শেষ করে কিছুটা সময় নীরব হয়ে ছিলেন, তখন এই লোকটি চেয়েছেন যেন খ্রীষ্ট তাঁর এই আলোচনা আবারও শুরু করেন। আর তাই তিনি এই কথাটি বলে আরেকটি প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটাতে চেয়েছেন। খ্রীষ্ট যে কথা বলেছিলেন সেই কথায় তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, এখন ঈশ্বরের রাজ্য ছাড়া অন্য কোন কথা বলেই আর তাঁর মনযোগ আকর্ষণ করা যাবে না। লক্ষ্য করুন, যাদের নিজেদের একটি ভাল আলোচনা চালিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা নেই, তারাও নিজেদের থেকে মাঝে মধ্যে ভাল কোন কথা বের করে আনতে পারেন; যাতে সেই আলোচনা চলতে থাকে এবং তা তরান্বিত হয়।

২. এখন দেখুন, এই লোকটি যা বলেছেন তা ছিল অত্যন্ত সরল এবং সত্যে পূর্ণ। তা বলা হয়েছিল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে, যেহেতু তারা সকলে বসে তখন খাবার খাচ্ছিলেন। আমাদের উচিত সাধারণ বিষয়সমূহ থেকে সেই সমস্ত স্বর্গীয় এবং আত্মিক বিষয়সমূহের তুলনা করা, যা আইন-কানুনে রয়েছে; কারণ এটি ছিল তাদেরকে স্বর্গীয় সুখের সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার একটি ক্ষেত্র। এটি আমাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে, যখন আমরা ঈশ্বরের স্বর্গীয় ক্ষমতার পুরস্কার লাভ করবো। তাই আমাদের উচিত হবে তাদের সকলের মাঝে সেই পুরস্কার এবং অনুগ্রহের সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া, সেই সব উত্তম বস্তুর কথা প্রচার করা। এই চিন্তাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়ে দেখা দেয়, যখন আমরা কোন দৈহিক প্রয়োজন, বিশেষ করে খাবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হই: *ধন্য তারা, যারা ঈশ্বরের রাজ্যে খেতে বসবেন*।

(১) অনুগ্রহের রাজ্যে: খ্রীষ্টের রাজ্যে সেই ভোজ খুব শীঘ্রই প্রস্তুত হতে চলেছে। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছে এই ওয়াদা করেছেন যে, তাঁরা অবশ্যই তাঁর সাথে স্বর্গে গিয়ে ভোজন এবং পান করবেন। তাঁরাই হবেন সেই ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্গে গিয়ে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করবেন।

(২) মহিমার রাজ্যে, সকলের পুনরুত্থানের পর: স্বর্গের সুখ হচ্ছে এক চিরস্থায়ী ভোজ। তারা ধন্য, সেই টেবিলে বসে যারা খাবার গ্রহণ করবে; কারণ তাদের আর সেখান থেকে উঠতে হবে না।

খ. এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে দৃষ্টান্তটি প্রকাশ করলেন, পদ ১৬। খ্রীষ্ট তাঁর এই কথাতে ভাল মানুষদের প্রসঙ্গ যুক্ত করেছেন: "এটি খুবই সত্য যে, তারা ধন্য, যারা খ্রীষ্টের রাজ্যে বসে সমস্ত সুযোগগুলো গ্রহণ করবে। কিন্তু তারা কারা, যারা এই সুবিধা ভোগ করবে? তোমরা যিহূদীরা, যারা সাধারণত মনে কর যে তোমরাই এর একচ্ছত্র অধিকারী, তারা স্বভাবতই এর থেকে বঞ্চিত হবে। অযিহূদীরাই এর অধিকার লাভ করবে এবং তারাই এর অধিকাংশ লাভ করবে।" এই কথাটিই তিনি তাঁর দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন; কারণ যদি তিনি তা স্পষ্ট ভাষায় বলতেন, তাহলে ফরীশীরা তা কোনমতেই গ্রহণ এবং সহ্য করতো না। এখন এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই:

১. ঈশ্বরের মুক্ত অনুগ্রহ ও দয়া, যা খ্রীষ্টের সুসমাচারের আলোতে ঝলমল করছে এবং আবির্ভূত হয়েছে।

(১) তিনি দরিদ্র আত্মার অধিকারীদের জন্য, তাদের বৃদ্ধির জন্য, আহারের জন্য এবং বিনোদনের জন্য যে পরিকল্পনা করেছেন (পদ ১৬): একজন বিশেষ ব্যক্তি একটি ভোজের আয়োজন করলেন। এটি হচ্ছে সেই ভোজ, যেখানে খাদ্য হচ্ছে খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের অনুগ্রহ। এই ভোজ হবে সেই সমস্ত লোকদের জন্য, যারা এর মূল্য সম্পর্কে অবগত রয়েছে। এই ভোজ তাদের জন্য, যারা পাপী, যারা এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানে এবং যারা অভাবগ্রস্ত। এই ভোজকে বলা হবে রাতের ভোজ, কারণ সে সমস্ত দেশে রাতের ভোজটিই ছিল দিনের মধ্যে প্রধান খাবার সময়। সে সময় দিনের সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যেত। এই পৃথিবীর কাছে সুসমাচারের অনুগ্রহ প্রকাশ করা হবে পৃথিবীর জীবনের সান্ধ্যকালীন সময়ে, অর্থাৎ দিনের শেষে। স্বর্গে এই অনুগ্রহের পূর্ণতার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে আমাদের দিনের শেষ ভাগের জন্য।

(২) আমাদেরকে এই ভোজে অংশগ্রহণ করার জন্য এক অনুগ্রহপূর্ণ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এখানে আমরা দেখি:

[১] একটি সাধারণ নিমন্ত্রণ: তিনি অনেক লোককে নিমন্ত্রণ জানালেন। খ্রীষ্ট সমগ্র যিহূদী জাতি এবং এর লোকদেরকে এই ভোজে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, যাতে করে তারা তাঁর সুসমাচারের সুফল লাভ করতে পারে। এখানে তিনি যে আহ্বান জানিয়েছেন তা বহু লোককে আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। এটি ছিল সকল লোকের জন্য আয়োজিত ভোজের একটি নিমন্ত্রণ (যিশাইয় ২৫:৬)। খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচারকে যেমন

মঙ্গলজনক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, তেমনি তিনি তা উন্মুক্ত হিসেবেও উপস্থাপন করেছেন।

[২] যখন ভোজের সময় প্রায় ঘনিয়ে এল, তখন চাকরদেরকে চারদিকে পাঠানো হল যেন যাদেরকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে এই ভোজের কথা আবার মনে করিয়ে দেওয়া যায়: *আসুন, কারণ সমস্ত কিছু প্রস্তুত করা হয়েছে*। যখন আত্মা ঢেলে দেওয়া হল এবং সুসমাচারভিত্তিক মণ্ডলী স্থাপন করা হল, সে সময় যাদেরকে আগে থেকেই নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে সেই মণ্ডলীতে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল: *সমস্ত কিছু প্রস্তুত করা হয়েছে*। সুসমাচারের সমস্ত রহস্য উন্মোচিত হয়েছে, সুসমাচারের সকল নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সমাজ এখন সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, সবার কাছে পবিত্র আত্মা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের কাছে তাই এখন এই আহ্বান করা হচ্ছে: "সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে, এখন ভোজ গ্রহণ করার সময়। সেই সময় এসেছে, আর দেরি নয়। এই সময়টি হচ্ছে অনুগ্রহের সময়, যা খুব শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে। সে কারণেই শীঘ্র আসুন; দেরি করবেন না। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। বিশ্বাস করুন, আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভোজন করুন, হে বন্ধু। আপনাদের ইচ্ছামতো পান করুন, হে প্রিয়েরা।"

২. সুসমাচারের অনুগ্রহ যে শীতল অভ্যর্থনা লাভ করলো: আমন্ত্রিত মেহমানরা ভোজে অংশগ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করল। তারা অবশ্য সরাসরি এবং পরিষ্কারভাবে বলল না যে, তারা আসবে না। বরং তারা সকলেই বিভিন্ন অজুহাত দেখাতে শুরু করল, পদ ১৮। যে কেউ এ কথা ভাবতে পারে যে, যেহেতু মেহমানদেরকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সেহেতু নিশ্চয়ই তারা খুব আগ্রহের সাথেই এই ভোজে এসে উপস্থিত হবে; কারণ তাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেক্ষেত্রে কি করে তারা এমন একটি নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারল? বরঞ্চ তারা সকলেই কিছু না কিছু কারণ বা যুক্তি খুঁজে বের করেছিল তাদের উদ্দেশে আয়োজিত এই ভোজে উপস্থিত না হওয়ার জন্য। এই বিষয়টি যিহূদীদের খ্রীষ্টকে উপেক্ষা করার বিষয়টিকে তুলে ধরেছে, কারণ তারা কখনোই খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে চায় নি কিংবা তাঁর ঘনিষ্ট হতে চায় নি। তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে সব সময়ই অনুগ্রহ গ্রহণের সুযোগ বা আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছে এবং তারা সব সময়ই এই আমন্ত্রণের বিপক্ষে তাদের যুক্তি খুঁজে পেয়েছে। এখানে এই বিষয়টি প্রকাশ পায় যে, সুসমাচারের কাছে আসার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই কিছুটা পিছিয়ে পড়ার প্রবণতা রয়েছে। তারা লজ্জার খাতিরে সরাসরি তাদের এই প্রত্যাখ্যানের কথা বলতে পারে না, কিন্তু তারা সব সময়ই কোন না কোন অজুহাত খুঁজে বের করে। তারা কেউই তা গ্রহণের প্রতি যথাযথ আগ্রহ দেখায় না এবং তারা সব সময়ই অজুহাত দিয়ে তা বর্জনের চেষ্টা করে থাকে। অন্যান্যরা পার্থিব বিভিন্ন কাজের জন্য অজুহাত দেখায়। এর বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যা তারা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে থাকে।

(১) এখানে আমরা এমন দু'জনকে দেখি, যাদের কোন কিছু কেনার প্রয়োজন ছিল। তারা তাদের সেই সমস্ত পার্থিব বস্তু কেনার জন্য এতটাই ব্যস্ত ছিল যে, তারা সেই ভোজে

অংশগ্রহণ করতে যেতে পারে নি। তাদের মধ্যে একজন কিছু জমি ক্রয় করেছিল। সে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেছিল, যার কারণে তার খুব ভাল দর কষাকষি করার প্রয়োজন ছিল। তার সেখানে গিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল যে, আসলেই সেই জমি কেমন বা ইত্যাদি। আর সেই কারণেই সে যেতে পারবে না বলে ক্ষমা চেয়েছিল। তার হৃদয় তার জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রতি এতটাই মনযোগী ছিল এবং সে জমির পর জমি ও বাড়ির পর বাড়ি কেনার জন্য এতটাই উতলা ছিল যে, তার কান সুসমাচারের আমন্ত্রণ শোনার জন্য বধির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এটি কতটা হাস্যকর অজুহাতই না ছিল! সে নিশ্চয়ই তার এই জমিটি দেখার জন্য পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতো, এতে করে নিশ্চয়ই তার জমিটি বেহাত হয়ে যেত না। সে নিশ্চয়ই পরদিন গিয়ে জমিটি ঠিক সেই একই জায়গায় দেখতে পেত এবং সে ইচ্ছা করলেই পরদিন যেতে পারতো জমিটি কেনার জন্য। আরেকজনকে আমরা দেখি, যে তার জমির জন্য গবাদি পশু কিনতে যাচ্ছিল। “আমি চাষের জন্য পাঁচ জোড়া বলদ কিনেছি। আমাকে এখনই যেতে হবে এবং সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমাকে অবশ্যই যেতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তা আমার জন্য উপযুক্ত হবে কি না; কারণ আমার যে কাজ তা করার মত উপযুক্ত হতে হবে সেই বলদগুলোকে। তাই এবারের মত আমাকে ক্ষমা করে দিতে হবে।” আগের ব্যক্তির অজুহাতটিতে আমরা দেখেছি এই পৃথিবীর বিষয়সমূহ অর্জনের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ। আর এখানে আমরা দেখি এই জগতের বিষয়সমূহের যত্ন নেওয়ার প্রতি অত্যধিক আসক্তি। এ দু’টোই লোকদেরকে খ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুগ্রহের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এ দু’টোই মানুষের শরীরকে আত্মার চাইতে উঁচুতে তুলে ধরে এবং বর্তমান সময়কার বিষয়সমূহকে অনন্তকালীন বিষয়সমূহের চাইতে বড় করে দেখায়। লক্ষ্য করুন, যখন আমাদেরকে কোন দায়িত্ব পালন করতে বলা হয় এবং আমরা তা অজুহাত দেখিয়ে উপেক্ষা করি, তখন তা অবশ্যই অপরাধের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। এখানে অজুহাতের যে বিষয়গুলো ছিল তা হচ্ছে:

[১] ছোটখাট জিনিস এবং সামান্য বিষয়: সে নিশ্চয়ই এ কথা বলতে পারতো যে, “আমি ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজে উপস্থিত হওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েছি। আমাকে অবশ্যই জমি কিংবা বলদ দেখতে যাওয়ার জন্য ক্ষমা করতে হবে।”

[২] আইনগত বিষয়: লক্ষ্য করুন, তাদের কাছে যে সমস্ত বিষয় আইনসম্মত ছিল, তাদের হৃদয় যখন সেই সব বিষয়ের প্রতি খুব বেশি নিবদ্ধ থাকে, তখন তারা ধর্মীয় বিষয়সমূহকে অপ্রয়োজনীয় বলে সাব্যস্ত করে এবং মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করে। তাই পার্থিব বিষয় এবং কাজগুলোকে সমন্বয় করা খুব কঠিন, যদি তা আমাদের আত্মিক প্রয়োজনকে অবহেলা এবং উপেক্ষা করতে শুরু করে। এই কারণে এ সমস্ত বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

(২) এখানে আমরা এমন একজনের বর্ণনা পাই, যে কি না সবেমাত্র বিয়ে করেছে এবং সে তার স্ত্রীকে ফেলে রাতের খাবারে অংশ নিতে যেতে পারবে না। তা শুধুমাত্র যে একবারের জন্য তা নয় (পদ ৩০): *আমি বিয়ে করেছি, এজন্য যেতে পারছি না*। সে বলছে যে সে যেতে পারবে না, কিন্তু আসল সত্যি হল সে এখন যাবে না। এভাবে অনেকেই

ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অপারগতা প্রদর্শন করে থাকে, কিন্তু সেটি আসলে তাদের অনিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। সে একজনকে বিয়ে করেছে এই কথাটি সত্যি এবং এটিও সত্যি যে, বিয়ের পর প্রথম বছর তাকে ব্যবস্থা অনুসারে কোন ধরনের যুদ্ধে যোগদান করতে হবে না (দ্বি.বি. ২৪:৫)। কিন্তু এর ফলে কি সে প্রভুর ভোজে না যাওয়ার ব্যাপারেও ছাড়পত্র পেয়ে যাবে, যা প্রত্যেক বছরই সকল পুরুষদের জন্য অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক? বরং এখানে তাকে মোটেও ছাড় দেওয়া যায় না, যেহেতু এটি সুসমাচারের ভোজ এবং এটি অন্য যে কোন সাধারণ প্রথাগত ভোজ থেকে আলাদা। লক্ষ্য করুন, সম্পর্কের প্রতি আমাদের আকর্ষণ অনেক সময় ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ব পালনে আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করে। আদমের অজুহাতটি ছিল, *তুমি যে নারীটি আমাকে দিয়েছ, সে আমাকে এই ফল খেতে প্ররোচিত করেছে*। আর এখানে বলা হচ্ছে, *নারীটি আমাকে না খাওয়ার জন্য প্ররোচিত করছে*। তার অবশ্যই উচিত ছিল তার স্ত্রীকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া, এতে করে তারা দু'জনেই সেখানে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করতো।

৩. ভোজের কর্তার সামনে তার বন্ধুরা নানা ধরনের অভিব্যক্তি এবং অজুহাত প্রদর্শন করেছিল। যার ফলে বোঝা গিয়েছিল যে, তার বন্ধুরা তাকে আসলে কতটুকু মূল্য দেয়, পদ ২১। পরে সেই দাস এসে তার মালিককে এ সব বৃত্তান্ত জানালো। সে তাকে বললো যে, মালিককে একাই খেতে হবে; কারণ তিনি যাদেরকে নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন তাদের সবাইকে সময়ের আগে ভোজের কথা মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তারা কেউই সে সম্পর্কে সচেতন ছিল না এবং এখন তারা প্রত্যেকেই যার যার অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে এই ব্যাপারটিকে খারাপভাবে কিংবা ভালভাবে কোন অর্থেই উপস্থাপন করলো না, বরং যা ঘটেছে ঠিক সেভাবেই জানালো। লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই তাদের পরিচর্যা কাজের সফলতার খবর জানাতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই তা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এসে প্রকাশ করতে হবে। যদি তারা তাদের আত্মার জয় দেখতে পায়, তাহলে তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সামনে গিয়ে এ জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হবে। যদি তারা বৃথাই পরিশ্রম করে, তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই এই কাজ করতে হবে খ্রীষ্টের বিচারের সিংহাসনের সামনে গিয়ে। তাদেরকে সেই সব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো হবে, যারা তাদের অবিশ্বাসের জন্য ধ্বংস এবং বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাদের বিরুদ্ধে এই প্রমাণ আনা হবে যে, তাদেরকে যথাযথভাবেই নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল; কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছে। আর যারা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, তাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হবে, *দেখ, আমি ও আমার সন্তান, যাদেরকে তুমি দিয়েছ*। প্রেরিতগণ বিষয়টিকে একটি যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন যে, কেন লোকদের ঈশ্বরের বাক্যের দিকে কর্ণপাত করা উচিত এবং ঈশ্বর যাদেরকে তাঁর বাক্যের পরিচর্যাকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন তাদের কথা কেন শোনা উচিত: কারণ তারা আপনাদের আত্মার দিকে নজর রাখেন এবং তারা এর হিসাব দেবেন (ইব ১৩:১৭)।

৪. এই পরিস্থিতিতে মনিবের যথার্থ অনুভূতি: তিনি রাগান্বিত হলেন, পদ ২১। লক্ষ্য করুন, তাদের কাছে যে সুসমাচার প্রদান করা হয়েছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং ঈশ্বরের

স্বর্গ-রাজ্যের প্রতি অনাগ্রহ অবশ্যই তাঁর ক্রোধের উদ্রেক ঘটায়; এবং তা সত্যিই ন্যায্য। অবহেলিত দয়া পরিণত হয় কঠিনতম ক্রোধে। এখন তাদের উপরে শাস্তি নেমে আসবে। এই সমস্ত লোকদের মধ্যে কেউই আর খ্রীষ্টের ভোজের খাবার খেতে পারবে না। এ যেন অকৃতজ্ঞ ইস্রায়েলের উপর নেমে আসা শাস্তি ও ধ্বংস, যখন তারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশে যাওয়ার জন্য বহু সমস্যার সৃষ্টি করছিল। ঈশ্বর ক্রোধে এমন ওয়াদা করলেন যে, তারা আর কখনোই তাঁর আশ্রয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। লক্ষ্য করুন, যে অনুগ্রহকে উপেক্ষা করা হয়, সেই অনুগ্রহ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়; ঠিক যেন এষৌর জ্যেষ্ঠত্বের অধিকারের মত। যারা খ্রীষ্টকে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করবে না, তারা নিশ্চয়ই তাঁকে গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েও তাঁকে গ্রহণ করবে না। এমন কি যাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তারা যদি নিমন্ত্রণটিকে অবহেলার চোখে দেখে, তাহলে তাদেরকে সেখানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। যখন দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে, তখন আর সেই বোকা মেয়েদেরকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

৫. খাবার-দাবারের পাশাপাশি মেহমান দিয়ে খাবারের টেবিল পূর্ণ করার জন্য যে যত্ন নেওয়া হয়েছিল: "যাও," মনিব তার দাসকে বললেন। "তুমি তাড়াতাড়ি শহরের রাস্তায় রাস্তায় ও গলিতে গলিতে যাও এবং সেখানে গিয়ে নিমন্ত্রণ দেও; কিন্তু কোন সওদাগরকে নয়, যে তার ব্যবসায়ের জায়গা থেকে আসছে; কিংবা কোন ব্যবসায়ীকে নয়, যে তার দোকান বন্ধ করে আসছে। কারণ তারা দু'জনেই চাইবে যেন তাদেরকে এ থেকে রেহাই দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে একজন যাচ্ছে তার হিসাব রাখার ঘরে, যেন সে সেখানে গিয়ে তার হিসাবের বই মেলাতে পারে। আর একজন যাচ্ছে মদের দোকানে তার বন্ধুদের নিয়ে এক বোতল মদ খেয়ে গলা ভেজাতে। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, এমন কাউকে নিমন্ত্রণ দাও যে সত্যি আসতে পারলে খুশি হবে। তাই তুমি শীঘ্র গিয়ে গরীব, নুলা, অন্ধ ও খোঁড়াদের এখানে নিয়ে এসো। রাস্তায় যারা ভিক্ষে করে তাদেরকে নিয়ে এসো।" চাকরটি এই বলে কোন ধরনের প্রতিবাদ করলো না যে, এ ধরনের লোকদেরকে নিমন্ত্রণ জানালে মনিবের এবং তার বাড়ির মর্যাদার হানি হবে; কারণ তারা তার মনের কথা জানতো। তাই তারা গিয়ে খুব দ্রুত এ ধরনের মেহমান জোগাড় করে ফেললো: "হুজুর, আপনার আদেশ অনুসারেই সব কিছু করা হয়েছে। অনেক অযিহূদীদেকে আনা হয়েছে এখানে, কিন্তু কোন ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীদেরকে আনা হয় নি। বরং কর-আদায়কারী এবং পাপীদেরকে সেখানে আনা হয়েছে; এরা হচ্ছে দরিদ্র এবং নিঃস্ব। কিন্তু এখনও অনেক লোকের জন্য জায়গা রয়ে গেছে এবং তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাবার আছে।" "তাহলে আবার যাও, শহরের বাইরে রাস্তায় রাস্তায় ও পথে পথে যাও। সেখানে যারা মাঠ থেকে সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে তাদের বাড়িতে ফিরে আসছে, যারা সারাদিন পরিশ্রম করে ঘাম ঝরিয়েছে, তাদেরকে এখানে আসবার জন্য জোর কর, কিন্তু তাদেরকে অস্ত্র দেখিয়ে জোর কোরো না, যুক্তি দেখিয়ে রাজি করাও। তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কোরো; কারণ তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, এই নিমন্ত্রণটি সত্যিকারের একটি নিমন্ত্রণ। এখানে কোন ছল চাতুরি নেই। তারা লজ্জিত হবে এবং নম্রতা প্রদর্শন করবে। তাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, তারা সত্যিই নিমন্ত্রণ পেয়েছে। তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কোরো এবং তাদেরকে সাথে না নিয়ে এসো

না, যেন আমার বাড়ি ভরে যায়।” এই বিষয়টি অযিহূদীদেরকে আহ্বান করার প্রতি নির্দেশ করে। যিহূদীরা সুসমাচার অবজ্ঞা করার পর প্রেরিতেরা তাদের প্রতি সুসমাচার প্রচারে মনযোগী হয়েছিলেন এবং তাদের দ্বারাই মণ্ডলী পরিপূর্ণ হয়েছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) আত্মার প্রতি খ্রীষ্টের সুসমাচারে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা বিফলে যাবে না। যদি কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে অন্যরা কৃতজ্ঞতার সাথে তা গ্রহণ করবে। খ্রীষ্ট নিজেকে এই ভেবে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, যদিও ইস্রায়েল তার কাছে এসে একত্রিত হল না, তবুও তিনি গৌরবান্বিত হবেন। তিনি হবেন অযিহূদীদের কাছে উজ্জ্বল দ্বীপ্তিস্বরূপ (যিশাইয় ৪৯:৫,৬)। ঈশ্বর এই জগতে একটি মণ্ডলী লাভ করবেন। যদিও এমন অনেকে রয়েছে যারা মণ্ডলীবিহীন; তথাপি মানুষের অবিশ্বাস ঈশ্বরের ওয়াদার উপর কোন রকমের প্রভাব ফেলবে না।

(২) যারা এই পৃথিবীতে অনেক বেশি দরিদ্র এবং নিঃস্ব, তারা খ্রীষ্টের কাছে ধনী এবং মহান ব্যক্তিদের মত করে অভ্যর্থনা লাভ করবে। অনেকবারই সুসমাচার তাদের ক্ষেত্রে মহা সাফল্য লাভ করেছে, যারা পার্থিব অক্ষমতার জন্য কষ্ট করে; যেমন দরিদ্রেরা, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা, যেমন অন্ধ, খোঁড়া, পঙ্গু ইত্যাদি। খ্রীষ্ট এখানে পরিষ্কারভাবে এই কথা প্রকাশ করেছেন যা তিনি এর আগেই বলেছেন, আর তা হচ্ছে: আমরা যেন আমাদের খাবার টেবিলে দরিদ্র এবং অন্ধ, খোঁড়া ও পঙ্গুদেরকে নিমন্ত্রণ দিই, পদ ১৩। খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচারে আমাদেরকে দরিদ্রদের সম্পর্কে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তার কারণে আমাদের অবশ্যই তাদের প্রতি সদয় ও সেবার মনোভাব থাকতে হবে। তাঁর মত করে আমাদের মাঝেও তাদের প্রতি দয়া এবং সহানুভূতি জাগ্রত হওয়া উচিত।

(৩) অনেকবারই সুসমাচার তাদের মাঝে মহা সাফল্য লাভ করেছে, যাদের এই সুফল লাভ করার কোন রকম সম্ভাবনাই ছিল না এবং যারা এটি মোটেও গ্রহণ করবে না বলে ভাবা হয়েছিল। কর-আদায়কারী এবং বেশ্যারা ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীদের আগেই স্বর্গে প্রবেশ করবে। এভাবেই যে সবার শেষে থাকবে, সে সবার আগে যাবে; আর যে সবার আগে থাকবে, সে সবার শেষে যাবে। এখন যারা সবচেয়ে অগ্রগামী রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কিছু নেই। যারা সবচেয়ে কম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাদেরকে নিয়েও হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

(৪) খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই সুসমাচারের নিমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত আগ্রহী হতে হবে: “শীঘ্র বাইরে যাও (পদ ২১); সময় নষ্ট কোরো না, কারণ সমস্ত কিছু প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদেরকে আজই আসার জন্য আহ্বান জানাও, কারণ আজকেই তাদের আগমনের দিন। তাদেরকে ভেতরে আসার জন্য জোর কর। তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর। তাদের সাথে মানবীয় সৌহার্দ্য এবং ভালবাসার বন্ধনের মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন কর।” মানুষের চেতনাকে অনুরোধ জানানোর জন্য যুক্তির অবতারণা ঘটানোর মত আর এমন কোন অযৌক্তিক বিষয় নেই। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে মানুষকে তাদের চেতনার বিরুদ্ধে কোন কিছুতে জোর করাও অন্যায়: “তোমরা প্রভুর ভোজের দাওয়াতে যাবে, নতুবা তোমাদেরকে জরিমানা করা হবে কিংবা

কারাদণ্ড দেওয়া হবে এবং তোমাদের সম্পত্তি বিনষ্ট করা হবে।” নিশ্চয়ই এখানে এমন কোন কিছু বোঝানো হয় নি, কিন্তু এখানে কেবলমাত্র যুক্তি এবং ভালবাসা প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে; কারণ আমাদের যুদ্ধের হাতিয়ার কোন পার্থিব বস্তু নয়।

(৫) যদিও অনেককেই এই সুসমাচারের সুফল ভোগ করার জন্য আনা হবে, তবুও এখানে আরও অনেকের জন্য জায়গা থেকে যাবে; কারণ খ্রীষ্টের সম্পদের পরিমাণ অগণিত এবং অসামান্য। সকলের জন্যই এখানে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সুসমাচারকে কেউ ত্যাগ না করলে সুসমাচার তাকে কখনো ত্যাগ করে না।

(৬) খ্রীষ্টের গৃহ ব্যাপক বিস্তৃত হলেও তা অবশেষে পরিপূর্ণ করা হবে। যখন সকলকে বাছাই করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে তখনই তা সম্পন্ন হবে এবং যতজনকে সেই নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল তাদের সকলকে তাঁর কাছে আনা হবে।

লূক ১৪:২৫-৩৫ পদ

দেখুন, কি করে খ্রীষ্ট তাঁর শিক্ষা নিয়ে লোকদের সাথে কথা বলার সময় নিজেকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করছেন এবং প্রত্যেককে তাঁর দেহরূপ খাদ্য দান করছেন। ফরীশীদের কাছে তিনি নম্রতা এবং সেবার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। এই পদগুলোতে তিনি তাঁর চারদিকে ভিড় করা জনতার উদ্দেশ্যে আলোচনা চালিয়ে গেছেন এবং জনতা তাঁর কথা শোনার জন্য এবং তাঁকে অনুসরণ করার জন্য দারুন উৎসুক ছিল। তাদের কাছে তাঁর কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে শিষ্যত্বের শর্তগুলো বোঝানো, যাতে করে তারা এই কাজে প্রবেশ করার আগেই সে সম্পর্কে জানতে পারে এবং বুঝতে পারে যে তারা আসলে কি করছে। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. জনতা তাদের মাঝে খ্রীষ্টকে পেয়ে কতটা উৎসাহিত ছিল (পদ ২৫): খ্রীষ্টের সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক যাচ্ছিল। তাদের সকলের মধ্যেই খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর সঙ্গ লাভের আকাঙ্খা তীব্রভাবে ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। এই জনতা ছিল বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী থেকে আগত। এখানে যেমন ইস্রায়েলীয়রা ছিল, তেমনি ছিল মিশরীয়রাও। এমনটিই মণ্ডলীতে সব সময় থাকবে বলে আমাদের আশা করা উচিত এবং পরিচর্যাকারীদের জন্য অবশ্যই খাঁটি এবং ভণ্ডদের মধ্যে পার্থক্য করাটা অত্যন্ত প্রয়োজন।

খ. খ্রীষ্ট তাদের এই উৎসাহকে সমর্থন দান করার পেছনে কত না বিবেচক ছিলেন: যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনাটি বিবেচনায় রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তত থাকতে হবে।

১. তিনি তাদেরকে বলছেন, যে কোন খারাপ ঘটনার জন্য তাদেরকে তৈরি থাকতে হবে এবং তিনি তাদের আগে আগে তাদেরই জন্য কি ধরনের পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাবেন। তিনি তাদেরকে গ্রহণ করে ধরে নিচ্ছেন যে, তাঁর শিষ্য হওয়ার মত মন তাদের রয়েছে এবং তারা অবশ্যই তাঁর রাজ্যে বাস করার জন্য উপযুক্ত হতে চায়। তারা চাইছিল

তিনি বলবেন, “যদি কোন ব্যক্তি আমার কাছে আসে এবং আমার শিষ্য হয়, তাহলে সে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ এবং সম্মান লাভ করবে। আমি তাকে একজন মহান মানুষ করে গড়ে তুলবো।” কিন্তু খ্রীষ্ট তাদেরকে ঠিক এর বিপরীত কথাটি বললেন।

(১) তাদেরকে অবশ্যই সেই সব কাজ বন্ধ করতে হবে যা তাদের কাছে খুবই প্রিয়। সে কারণেই তাদেরকে সকল প্রকার জৈবিক আনন্দ ত্যাগ করে আসতে হবে এবং সেসব তাদের কাছে মৃত প্রতিপন্ন করতে হবে, যাতে করে তারা খ্রীষ্টের প্রতি বিরূপ না হয়ে বরং তাঁর প্রতি আসক্ত হতে পারে, পদ ২৬। একজন ব্যক্তি অবশ্যই খ্রীষ্টের শিষ্য হতে পারে না, যদি না সে তার পিতা, মাতা এবং তার নিজ জীবনকে ত্যাগ করতে পারে। যে সচেতন নয়, তাকে অবশ্যই স্থির এবং সংযমী হতে হবে, নতুবা সে খ্রীষ্টকে এই পৃথিবীর অন্য যে কোন কিছুর থেকে বেশি ভালবাসতে পারবে না। তার ভেতরে অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করার মত মানসিকতা অর্জন করতে হবে, সমস্ত কিছু তাকে উৎসর্গ করে দিতে হবে; কারণ খ্রীষ্ট আমাদের অংশী হতে পেরে গৌরবান্বিত হন। সাক্ষ্যমরদের ক্ষেত্রেও তাই, তারা তাদের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করেন নি। আমাদের ভূমিকার মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্টের সেবার জন্য অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারি। এভাবে অব্রাহাম তাঁর নিজের দেশ ত্যাগ করেছিলেন এবং মোশি ফরৌণের প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন। এখানে বাড়ি এবং জমির কথা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয় নি। দর্শন শাস্ত্র একজন মানুষকে শেখায় যে, কি করে এই সমস্ত বস্তুকে প্রলোভন হিসেবে দেখতে হয় এবং খ্রীষ্টান ধর্মকে সবচেয়ে উঁচুতে তুলে ধরতে হয়।

[১] প্রত্যেক ভাল মানুষই তার সম্পর্কের মানুষগুলোকে ভালবাসে। তথাপি যদি সে খ্রীষ্টের একজন শিষ্য হয়ে থাকে, তবে তাকে অবশ্যই তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে। তাকে খ্রীষ্টের প্রতি অধিক ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। এই ধারণা অনুসারে, লেয়ার চেয়ে যখন রাহেলকে অধিক ভালবাসা প্রদান করা হল, তখন বলা হল লেয়াকে ঘৃণা করা হচ্ছে। তবে তার মানে এই নয় যে তাদেরকে আক্ষরিক অর্থেই ঘৃণা করতে হবে। বরং আমাদের ভেতরে এমন অনুভূতি আনতে হবে যে, তারা আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে এবং আমাদের সমস্ত ভালবাসা কেবলমাত্র খ্রীষ্টের উপরেই আনতে হবে; যেমনটি ছিল লেবির ভালবাসা। সে তার পিতার ও তার মাতার বিষয়ে বলেছিল, *আমি তাকে দেখি নি* (দ্বি.বি. ৩৩:৯)। যখন আমাদের পিতা-মাতার প্রতি আমাদের দায়িত্ব খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের দায়িত্বের সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়, তখন আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টকে প্রাধান্য দিতে হবে। যদি এমন হয় যে, আমাদের হয় খ্রীষ্টকে উপেক্ষা করতে হবে কিংবা আমাদের পরিবার এবং সম্পর্ক থেকে চিরতরে উচ্ছেদকৃত হয়ে যেতে হবে, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হারানোর বদলে সমাজের সম্পর্ক ত্যাগ করা উত্তম; যেমনটি অনেক প্রাচীন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

[২] প্রত্যেক মানুষই তার নিজ জীবনকে ভালবাসে। কোন মানুষই তা ঘৃণা করতে পারে না। আমরা কখনোই খ্রীষ্টের শিষ্য হতে পারবো না, যদি আমরা খ্রীষ্টের চাইতে আমাদের নিজের জীবনকে বেশি ভালবাসি; কারণ তা আমাদের জীবনকে এক কঠিন নিষ্ঠুর

বন্ধনে জড়িয়ে রাখে। খ্রীষ্টকে অসম্মান করার চাইতে কিংবা তাঁর সত্য ও পথ উপেক্ষা করার চাইতে বরং আমাদের বীভৎস মৃত্যু ঘটা অনেক ভাল। আত্মিক জীবনের সুখ লাভের অভিজ্ঞতা এবং অনন্ত জীবনের আশা এবং লক্ষ্যে বিশ্বাস স্থাপন করলে এই কঠিন কথাটি বলা খুব সহজ হয়ে যায়। যখন কথার কারণে বিচার এবং নির্যাতন নেমে আসে, সে সময় মূলত দ্বন্দ্বটি হয়ে দাঁড়ায় এ রকম: *আমরা কি খ্রীষ্টকে ভালবাসবো, না কি আমরা আমাদের জীবন এবং আমাদের পার্থিব সম্পর্ককে ভালবাসবো?* তবে শান্তিময় সময়েও এই বিষয়গুলোর জন্য আমাদেরকে বিচারের সামনে আনা হতে পারে। যারা খ্রীষ্টের সেবাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে, তাঁর জন্য সাক্ষ্য প্রদান করতে ভয় পায়, তাঁর কারণে বন্ধু ও প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক হারানোর ভয় পায় কিংবা কোন ক্রেতা বা মক্কেল হারানোর ভয় পায়, তারা অবশ্যই তাদের নিজেদের জীবনকে খ্রীষ্টের চেয়ে বেশি ভালবাসে।

(২) তাদেরকে অবশ্যই এমন কিছু বহন করার জন্য ইচ্ছুক হতে হবে যার ওজন অত্যন্ত বেশি (পদ ২৭): *যে ব্যক্তি নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে আমার পিছনে না আসে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না*। যারা দোষীকৃত হয়ে ক্রুশারোপণের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তারা নিজ ক্রুশ বহন করে নিয়ে চলে; যাতে করে সে তার দোষের জন্য শাস্তি পায় এবং তার শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়। তেমনি করে খ্রীষ্টের পেছনে আসতে হলে অবশ্যই নিজ ক্রুশ কাঁধে নিয়ে আসতে হবে। ড. হ্যামন্ডের মতে এর অর্থ হচ্ছে: "সে আমার শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত হবে না এবং আমার দেওয়া দায়িত্ব পালন করারও উপযুক্ত হবে না, যদি সে আমার জন্য নির্যাতিত না হয়।" যদিও খ্রীষ্টের শিষ্যরা সকলে ক্রুশবিদ্ধ হবে না, তবুও তাদের সকলকেই তাদের নিজ নিজ ক্রুশ বহন করে নিয়ে যেতে হবে; যেন তারা ক্রুশবিদ্ধ হতে চলেছে। তাদের সকলকে কলঙ্ক মাথায় নিয়ে চলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তারা লাভ করবে প্রচুর পরিমাণে কুখ্যাতি এবং অসম্মান; কারণ ফাঁসিকা'বা ক্রুশ বহনকারীর মত এমন আর কোন নাম এতটা অ বিশ্বাসজনক নয়। তাকে অবশ্যই তার নিজ ক্রুশ বহন করে নিয়ে যেতে হবে এবং খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে যেতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, তাকে অবশ্যই তার দায়িত্ব পালনের পথে তা সামনে সামনে নিয়ে যেতে হবে; সে পথ যেখানেই তাকে নিয়ে যাক না কেন। যখন খ্রীষ্ট তাকে আহ্বান জানাবেন তখন তাকে অবশ্যই তা বহন করতে হবে। বহন করার সময় তাকে অবশ্যই সব সময় খ্রীষ্টের প্রতি একটি চোখ খোলা রাখতে হবে এবং তার কাছ থেকে সাহস আহরণ করতে হবে। তাকে অবশ্যই এই আশায় বেঁচে থাকতে হবে যে, তার জন্য সামনে প্রচুর পরিমাণে সান্ত্বনা এবং পুরস্কার রয়েছে।

২. খ্রীষ্ট তাদের সকলকে তাঁর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন এবং দিন গণনা করতে বলেছেন। যেহেতু তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, সে কারণে তিনি আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, যদি আমরা তাঁকে অনুসরণ করে চলতে চাই তাহলে আমাদের সামনে কি কি সমস্যা আসতে পারে। আমাদেরকেও এমনভাবে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে, যেন ধর্মকে আমাদের পেশা হিসেবে নেওয়ার আগে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। যিহোশূয় লোকদেরকে আবার বিবেচনা করে

দেখতে বলেছিলেন, যখন তারা সকলে ঈশ্বরের সেবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (যিহোশূয় ২৪:১৯)। কোন কিছু শুরু করে আর না এগোনোর চাইতে মোটেও শুরু না করা সবচেয়ে ভাল। সে কারণেই শুরু করার আগে আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে, আমাদের কি করার রয়েছে। এখানে আমাদেরকে যুক্তি সহকারে কাজ করতে হবে। যেহেতু আমরা মানুষ, তাই আমাদেরকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে। খ্রীষ্টের কারণে আমাদেরকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা হবে। শয়তান সবচেয়ে ভালটা দেখায়, কিন্তু খারাপটা লুকিয়ে রাখে। সে যথাসম্ভব খ্রীষ্টের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর পথে অবিচল। এই পরিস্থিতিটি আমাদের ভেতরে সব সময় ধারণ করে রাখতে হবে, বিশেষ করে কষ্টভোগের সময়। আমাদের ত্রাণকর্তা এখানে দু'টি তুলনার মধ্য দিয়ে এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। প্রথমটি দেখায় যে, আমাদেরকে অবশ্যই ধর্মের সমস্ত মূল্যবোধগুলো মাথায় রাখতে হবে। পরেরটি দেখায় যে, আমাদেরকে অবশ্যই এর ধ্বংসাত্মক দিকগুলো মাথায় রাখতে হবে।

(১) যখন আমরা ধর্মকে আমাদের পেশা হিসেবে নেব, তখন আমাদের দায়িত্ব হবে সেই লোকটির মত, যে একটি দুর্গ নির্মাণ করছে। সে কারণে আমাদেরকে অবশ্যই এর ব্যয়গুলো বিবেচনা করতে হবে (পদ ২৮-৩০): "বাস্তবিক দুর্গ নির্মাণ করতে ইচ্ছা হলে কে তোমাদের মধ্যে অগ্রে বসে ব্যয় হিসাব করে না দেখবে, সমাপ্ত করার সঙ্গতি তার আছে কি না?" যদি কেউ একটা উঁচু ঘর বা বড় কোন ঘর তৈরি করতে চায় তবে সে আগে বসে খরচের হিসাব করে। সে দেখতে চায়, ওটা শেষ করবার জন্য তার যথেষ্ট টাকা আছে কি না। তাকে অবশ্যই এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে এত বড় একটা কাজ শেষ করতে পারবে কি না। নতুবা সে যাদেরকে দিয়ে কাজ করাবে, তারা তার দিকে তাকিয়ে হাসবে। সে ভিত্তি গাঁথবার পরে যদি সেই উঁচু ঘরটা শেষ করতে না পারে, তবে যারা সেটা দেখবে তারা সবাই তাকে ঠাট্টা করবে। তারা বলবে, "লোকটা গাঁথতে শুরু করেছিল কিন্তু শেষ করতে পারল না।" লক্ষ্য করুন:

[১] যারা ধর্মকে তাদের পেশা হিসেবে বেছে নেয়, তাদেরকে অবশ্যই দালান নির্মাণের মতই একটি দায়িত্ব হাতে নিতে হয়। সেটা মোটেও বাবিলের দুর্গের মত হলে হবে না, কারণ তা ছিল স্বর্গীয় আদেশের বিরোধী এবং অসমাপ্ত। কিন্তু তাকে স্বর্গীয় কর্তৃত্বের অধীনস্থ থাকতে হবে, তাকে এমন দালান নির্মাণ করতে হবে যার ভিত্তি হবে সুদৃঢ়। তাকে শুরু করতে হবে একেবারে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা থেকে। গভীরভাবে তাকে এর মূল গ্রথিত করতে হবে এবং তাকে নিশ্চিত করতে হবে যেন তা আকাশছোঁয়া হয়।

[২] যারা এই দুর্গ নির্মাণের চিন্তা করে, তাদেরকে অবশ্যই প্রথমে বসে এর ব্যয় সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ করতে হবে। তাদেরকে এটি বিবেচনায় রাখতে হবে যে, তাদেরকে নিজেদের সমস্ত পাপের ক্ষমা লাভ করতে হবে; এমন কি তার সবচেয়ে প্রিয় আকাঙ্খাটিও ত্যাগ করতে হবে। তাদেরকে অর্জন করতে হবে একটি আত্মত্যাগ এবং সতর্কতার জীবন। সমস্ত পবিত্র দায়িত্বগুলো সার্বক্ষণিক তাদেরকে পালন করতে হবে। তবে এতে করে হয়তোবা তাদেরকে মানুষের মাঝে তাদের সম্মান বিসর্জন দিতে হতে পারে। সেই সাথে

তাদের ত্যাগ করতে হতে পারে তাদের জায়গা-জমি, সমস্ত স্বাধীনতা এবং যা কিছু এই পৃথিবীর চোখে প্রিয়; এমন কি তার নিজের জীবনও। যদি এই কাজের জন্য আমাদের এত কিছুর মূল্য প্রদান করতে হয়, তাহলে খ্রীষ্ট আমাদেরকে এই ধর্ম পালনের জন্য কি মূল্য দেবেন? তিনি টাকা পয়সা এবং সম্পদ ব্যতীত আর কি মূল্য প্রদান করতে পারেন আমাদেরকে?

[৩] অনেকেই যারা এই দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করেছিল তারা আর এগোতে পারে নি, কিংবা সেই ইচ্ছাও আর জাগ্রত রাখতে পারে নি। এটি ছিল তাদের বোকামি। তাদের সাহস এবং প্রত্যয় ছিল না, তাদের কোন দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ভিত্তি ছিল না এবং সে কারণেই তারা আর সামনে এগোতে পারে নি। এটি সত্য যে, আমাদের কারোরই নিজেদের এই দুর্গের কাজ শেষ করার সামর্থ নেই। কিন্তু খ্রীষ্ট বলেছেন, *আমার অনুগ্রহই তোমার জন্য যথেষ্ট*। সেই অনুগ্রহ আমাদের জীবনে কখনোই বৃথা যাবে না, যদি আমরা এর জন্য অনুসন্ধান করি এবং তা কাজে লাগাই।

[৪] ধর্মের ক্ষেত্রে এমন আর কোন কিছুই লজ্জাজনক নয়, যা শুরু হয়েছিল কিন্তু মাঝপথে থেমে গেছে। সকলে ন্যায্যভাবেই তাকে উপহাস করবে, কারণ সে তার কাজ শেষ করতে পারে নি। আমরা যা অর্জন করি তা যদি আমরা হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমরা যা কিছু করেছি এবং যত কষ্ট সহ্য করেছি তার সবই বৃথা যাবে (গালা ৩:৪; ২ যোহন ১:৮)।

(২) আমরা যখন খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই, তখন তা হয় যুদ্ধে যাওয়ার মত সিদ্ধান্ত নেওয়া। সে কারণেই আমাদেরকে অবশ্যই এর ঝুঁকিগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে এবং আমরা যে সমস্ত সমস্যায় পড়তে পারি সেগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে, পদ ৩১,৩২। একজন রাজা তার প্রতিবেশী রাজার সাথে যুদ্ধ শুরু করার আগে অবশ্যই ভেবে দেখেন যে, শক্তির দিক থেকে তিনি তার শত্রুর চেয়ে এগিয়ে আছেন কি না। যদি তা না হয়, তবে তিনি যুদ্ধের চিন্তা বাদ দেন। লক্ষ্য করুন:

[১] এই জগতে একজন খ্রীষ্টানের অবস্থান হল একজন সৈনিকের মত। খ্রীষ্টান জীবন কি যুদ্ধের জীবন নয়? আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথে নানা ধরনের স্তর পেরিয়ে আসতে হয় এবং তা অবশ্যই ছোরার দ্বারা সমাধা করতে হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপেই আমরা যেখানে যাই না কেন যুদ্ধের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হয়; আমাদের বিরোধিতাকারী আত্মিক শত্রুরা এমনই অবিশ্রান্ত।

[২] আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের একজন ভাল সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে টিকে থাকার আশা করতে পারি কি না; যাতে করে আমরা প্রকৃতভাবে খ্রীষ্টের পতাকা আমাদের হাতে তুলে নিতে পারি। আমাদের ভাবতে হবে যে, আমরা নরক এবং পৃথিবীর এই সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবো কি না; যা আমাদের বিরুদ্ধে বিশ হাজ-ার গুণ শক্তিশালী হয়ে আসবে।

[৩] দুইয়ের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে এই পৃথিবীকে তিরস্কার এবং সমালোচনা

করার চাইতে এখানে ঈশ্বরের মহান বাক্য প্রচার করা। পরবর্তীতে যখন এই পৃথিবীতে নির্যাতন এবং বিচার শুরু হয়ে যাবে, তখন আমরা এর সুফল লাভ করবো। যে যুবকটি তার হৃদয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য কোন ধরনের স্থান খুঁজে পায় নি, তার উচিত হবে খ্রীষ্টের কাছে না এসে তার নিজ গৃহে চলে যাওয়া এবং সেখানেই অবস্থান করা। এই দৃষ্টান্তটি অন্য একটি উপায়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এটি আমাদেরকে ধার্মিক হওয়ার জন্য গতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়ে থাকে, কিন্তু একইসাথে তা আমাদেরকে অতি সাবধানী এবং ভীত হতে বিরত থাকতে বলে। মথি ৫:২৫ পদে এই একই অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে: *তোমার বিরোধিতাকারীদের সাথে দ্রুত সম্মত হও*। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, যারা নিজেদের ভেতরে পাপ পুষে রাখে, তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তা হচ্ছে সবচেয়ে অস্বাভাবিক ও অন্যায্য যুদ্ধ। তারা একজন আইনানুগ সার্বভৌম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, যাঁর সরকার ব্যবস্থা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং উত্তম।

দ্বিতীয়ত, সবচেয়ে অহঙ্কারী এবং দুঃসাহসী পাপীও কখনোই ঈশ্বরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত নয়। শক্তির পার্থক্য এখানে অনেক বেশি। আমরা কি আমাদের প্রভুর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারি? আমরা কি তাঁর চেয়েও শক্তিশালী? না, নিশ্চয়ই না। কে না তাঁর ক্রোধের শক্তির কথা জানে? এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের চিন্তা হওয়া উচিত তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করা। আমাদের কাছে ইতোমধ্যে শান্তির জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর আর কোন ব্যতিক্রম নেই এবং তা আমাদের সুবিধার জন্যই করা হয়েছে। আমাদের অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা করতে হবে সময়মত, কারণ অন্যান্যরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে দেরি করলে আমরা খুবই বিপদে পড়তে পারি এবং আমাদের সমস্ত কাজ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এখানে এই দৃষ্টান্তটির উদ্দেশ্য হচ্ছে (পদ ৩৩) সেই সব বিষয় বিবেচনা করা, যখন আমরা ধর্মকে আমাদের পেশা হিসেবে নেব তখন যে সমস্ত বিষয় অবশ্যই অনুশীলন করা উচিত। রাজা শলোমন বলেছিলেন, *উপযুক্ত পরামর্শ না নিয়ে তুমি যুদ্ধ ঘোষণা কোরো না* (হিতোপদেশ ২০:১৮)। যে তার ছোরা মেলে ধরে, সে তার ছোরার খাপ ছুঁড়ে ফেলে; অর্থাৎ তার আর ফিরে আসার পথ থাকে না। তাই অবশ্যই তাদেরকে সুপরামর্শ নিয়ে ধর্মকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগোতে হবে; যাতে করে সবাই জানতে পারে যে, আপনি আর সব কিছু ত্যাগ করলেও খ্রীষ্টের শিষ্য পদটি ত্যাগ করতে পারবেন না। তখন আপনি সমস্ত প্রলোভনের উর্ধ্বে চলে যাবেন; কারণ সকলকেই খ্রীষ্টের শিষ্য হতে হলে নির্যাতন ও কষ্টভোগ করতে হবে এবং কেবল তখনই আমরা স্বর্গীয় জীবন লাভ করতে পারবো।

৩. তিনি তাদেরকে স্বধর্মত্যাগ এবং সত্যিকার খ্রীষ্টান চেতনা ও মানসিকতার মাঝে দূষণ ঘটানোর জন্য নিষেধ করেছেন, যাতে করে তা অব্যবহার্য হয়ে না পড়ে, পদ ৩৪,৩৫।

(১) উত্তম খ্রীষ্টানরা হচ্ছেন জগতের লবণ এবং বিশেষভাবে তারা হচ্ছেন উত্তম পরিচর্যাকারী (মথি ৫:১৩)। এই লবণ উত্তম ও ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। লোকদের নির্দেশনা এবং দৃষ্টান্ত প্রদানের মধ্য দিয়ে পরিচর্যাকারীরা তাদের সমস্ত ব্যক্তিত্বকে

কয়েকজনই ছিল মন্দ। কিন্তু তাদের সকলকেই খারাপ ভাবা হত এবং তাদের সকলের বিরুদ্ধেই কুখ্যাতি ছিল; কারণ তাদের কাজ বা পদমর্যাদার বিরুদ্ধে যিহূদীদের অনেক বড় অভিযোগ ছিল। তাদেকে অনেক সময় বেশ্যা বলে গালাগাল করা হত (মথি ২১:৩২)। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তাদেরকে পাপী বলে আখ্যায়িত করা হত, কারণ তারা উন্মুক্তভাবে বেশ্যাদের মত করেই ব্যবসা করতো। অনেকে মনে করেন যে, এখানে পাপী বলতে অযিহূদী বোঝানো হয়েছে, এবং সে সময় খ্রীষ্ট যর্দনের অপর পারে কিংবা গালীলের অযিহূদীদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। সম্ভবত এরা কাছে এগিয়ে এসেছিল, যখন পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষ বক্তৃতাটি সম্পন্ন হওয়ার পর খ্রীষ্টের পিছে পিছে অনুসরণ করে আসা অসংখ্য যিহূদীরা পিছিয়ে পড়েছিল। এভাবেই পরবর্তীতে অযিহূদীরা প্রেরিতদের কথা শোনার সুযোগ গ্রহণ করে, যখন যিহূদীরা তাদেরকে বর্জন করেছিল। তারা তাঁর কাছে গেল এবং ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখলো, যেন তারা শুধুমাত্র তাঁর কথা শুনতে পারে। তারা খ্রীষ্টের কাছে গেল, যেভাবে সবাই তাঁর কাছে গিয়ে সুস্থ হতে চায় সেভাবে নয়, বরং তারা গেল তাঁর কথা শুনতে, তাঁর দেওয়া শিক্ষা গ্রহণ করতে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের কাছে যাওয়ার জন্য আমরা যত ধরনের প্রচেষ্টাই চালাই না কেন, আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাঁর কথা শোনা; তিনি আমাদেরকে যে নির্দেশনা দেন তা শোনা এবং আমাদের প্রার্থনার জন্য তিনি যে উত্তর দেন তা শোনা।

খ. এই ঘটনায় ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা বিরোধিতা প্রদর্শন করেছিল। তারা বকবক করছিল এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিকে ফিরে এই অভিযোগ করেছিল: *এই লোকটি পাপীদেরকে তার কাছে আসতে দিয়েছে, তাদেরকে গ্রহণ করেছে, তাদের সাথে বসে খাবার খেয়েছে,* পদ ২।

১. তারা এই কারণে রাগান্বিত হয়েছিল যে, কর-আদায়কারী এবং অযিহূদীদেরকেও যিহূদীদের মতই অনুগ্রহ প্রদান করা হচ্ছিল। তাদেরকেও অনুশোচনা করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছিল এবং তাদেরকে অনুশোচনা করে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য সাহায্য করা হচ্ছিল। তারা ছিল অসহায় এবং তারা ভাবতো যে, একমাত্র যিহূদীদেরই অনুশোচনা করা এবং এর প্রেক্ষিতে ক্ষমা পাওয়ার অধিকার আছে। অথচ পূর্বতন ভাববাদীগণ জাতিগণের কাছে অনুশোচনা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, বিশেষ করে ভাববাদী দানিয়েল নবুখদ্‌নিৎসরের কাছে অনুশোচনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

২. তারা ভাবতো এটি হচ্ছে খ্রীষ্টের ভ্রষ্টতা এবং চরিত্রের একটি দুর্বলতা, যেহেতু তিনি নিজে এমন লোকদের সাথে মেলামেশা করেন। তিনি নিজেকে এমন মন্দ লোকদের সাথে পরিচিত করে তুলেছেন, তাদেরকে সঙ্গ দিয়েছেন এবং তাদের সাথে বসে খাবার খেয়েছেন। তারা লজ্জার কারণে তাঁকে তাদের কাছে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করতে পারে নি, যদিও এই বিষয়টির জন্যই তারা সবচেয়ে বেশি রেগে ছিল। সেই কারণে তারা তাঁকে তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করার জন্য তিরস্কার করেছিল, যা ছিল প্রাচীনদের প্রথাবিরোধী। সবচেয়ে নিষ্পাপ এবং সবচেয়ে উত্তম লোকদের গণনা করতে গেলে আমরা ব্যর্থ হব, আবার সবচেয়ে নিষ্পাপ এবং সবচেয়ে উত্তম কাজের গণনা করতে গেলেও

প্রকাশ করে। তারা পুরো পৃথিবীকেই সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত করে, যাতে করে লোকদেরকে শুদ্ধ করা যায় এবং তাদেরকে খুব দ্রুত ব্যবহারের উপযোগী করা যায়।

(২) দূষিত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তাদের পার্থিব বিষয় সম্পত্তি অংশত ভোগ করার বদলে সম্পূর্ণভাবেই তাদের পেশা ত্যাগ করে। এরপর অবশ্যই তারা হয়ে পড়ে পার্থিব, জাগতিক, এবং খ্রীষ্টান চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা এমন লবণ হবে, যা তার সংরক্ষণ করার বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে, যাকে রসায়নবিদদের পরিভাষায় বলা হয় *ক্যাপাট মর্টাম (caput mortuum)* । সেটি তখন আর লবণ থাকে না, সেটি তখন পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যহীন বস্তুতে পরিণত হয়। তার ভেতরে আর কোন সদগুণ কিংবা সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না।

[১] এটি আর কখনও উদ্ধার করা যায় না: *লবণ ভাল জিনিস, কিন্তু যদি তার স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় তবে তা আবার কি করে নোন্‌তা করা যাবে?* আপনি আর তা স্বাদযুক্ত বা লবণাক্ত করতে পারবেন না। এই কথাটি প্রকাশ করে যে, এটি অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং দ্বিতীয়ত এর স্বাদ ফিরিয়ে আনা একেবারেই অসম্ভব (ইব ৬:৪-৬)। যদি খ্রীষ্টান ধর্ম মানুষকে তাদের পার্থিবতা এবং জাগতিকতা থেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, যদি এই প্রতিকারের সমস্ত আয়োজন বৃথা হয়, তাহলে তার সমস্ত কিছুই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।

[২] এর আর কোন ব্যবহার উপযোগিতা থাকে না: এটি কোন কাজে লাগে না, যেভাবে গোবর কাজে লাগে জমির জন্য, সেখানে সার দেওয়ার জন্য। এটি আর অন্য কোন কাজে লাগে না। এটি তখন জমিরও উপযুক্ত হয় না, এমন কি সারের ঢিবিরও উপযুক্ত হয় না। এর থেকে আর কোন উপকারণ লাভ করা যায় না। ধর্ম বিষয়ক একজন অধ্যাপক, যার মন এবং আচার আচরণ নিম্ন পর্যায়ের, তাকে সবচেয়ে অধম ইতর প্রাণীর সাথে তুলনা করা যায়। যদি তিনি ঈশ্বরের কথা বলেন, যার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান লাভ করার কথা, তবুও কেউ তার কথা শুনবে না; কারণ তার মুখে সেই কথা বড়ই বেমানান এবং বেখাপ্পা শোনাবে। যেন তা এক মূর্খের মুখে শোনা দৃষ্টান্ত কথা।

[৩] এটি ত্যাগ করা হবে: মানুষ তা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে এবং এর দ্বারা আর কখনো কোন কাজ করা হয় না। এ ধরনের কলঙ্কময় শিক্ষকদেরকে অবশ্যই মণ্ডলী থেকে বের করে দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, তাদেরকে সকল ধরনের সম্মান প্রদান এবং সুযোগ সুবিধা লাভের পথ থেকে বঞ্চিত করা উচিত; কারণ তার দ্বারা অন্যরা পথভ্রষ্ট হতে পারে।

আমাদের ত্রাণকর্তা আমাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর বাণী শেষ করে বলেছেন যে, আমরা যেন এ বিষয়ে সতর্ক হই এবং তাঁর সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করি: *যার শুনবার কান আছে সে শুনুক, তাকে শুনতে দেওয়া হোক*। এখন যারা এই কথা শুনলো, তারা কি এই অনুসারে চলতে পারবে? তারা কি খ্রীষ্টের বাক্য শুনে তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করাবে? তিনি যে বিপদ সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন এবং যে ভণ্ডামি ও স্বধর্মত্যাগের ঝুঁকির কথা বললেন, তা কি তারা প্রতিহত করতে পারবে?

লূক লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৫

আমরা বলে থাকি, মন্দ আচরণ উত্তম আইনের জন্ম দেয়। এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো, খ্রীষ্ট কর-আদায়কারী এবং পাপীদের প্রতি যে আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন, তার প্রতি ফরীশীদের এবং ধর্ম-শিক্ষকদের বিরক্তি ও অভিযোগ। এ কারণে আমরা এই অনুগ্রহটির উপরে আরেকটি অধ্যায় লাভ করেছি, নতুবা হয়তো এই দৃষ্টান্তটিও আগের অধ্যায়ের সংযুক্ত করা হত, যেখানে সমস্ত বিষয়ই আগের মতই রয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা দেখি যে, ঈশ্বর পুরাতন নিয়মে শুধুমাত্র এই ওয়াদাই করেন নি যে, তিনি মোটেও পাপীদের মৃত্যু এবং ধ্বংসে সুখী নন, বরং তিনি তাদের প্রত্যাবর্তন এবং অনুশোচনায় সুখী হন। এরপর তিনি তাদেরকে অনুগ্রহপূর্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং তাতে আনন্দ করেন। এখানে আমরা দেখবো, ক. খ্রীষ্ট নিম্নতর জাতির এবং কর-আদায়কারীদের সাথে কথা বলায় এবং তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করায় ফরীশীরা যেভাবে এর বিরোধিতা করেছিল (পদ ১,২)। খ. এখানে খ্রীষ্টের নিজেকে ন্যায্য বলে প্রমাণ করা, কারণ এখানে তিনি তাঁর পরিকল্পনা এবং মূল লক্ষ্য প্রকাশ করেছেন, যা অনেকের উপরে প্রভাব ফেলবে। এটি তাদের ভেতরে অনুশোচনা সৃষ্টি করবে এবং তাদের জীবনকে নতুনীকৃত করবে। তখন আমরা দেখতে পারবো সবচেয়ে সন্তুষ্টিজনক এবং গ্রহণযোগ্য সেবা যা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হয়, সেটি তিনি তাঁর দৃষ্টান্তে দেখিয়েছেন। ১. সেই সব হারানো মেষ, যাদেরকে আনন্দের সাথে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল (পদ ৪-৭)। ২. সেই হারানো সিকি, যা আনন্দের সাথে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল (পদ ৮-১০)। ৩. সেই হারানো পুত্র, যে দেশ ত্যাগ করেছিল, কিন্তু সে তার পিতার গৃহে আবার ফিরে এসেছিল। তাকে মহা আনন্দের সাথে বরণ করে নেওয়া হয়; যদিও তার বড় ভাই ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীদের মত এর বিরোধিতা করেছিল (পদ ১১-৩২)।

লূক ১৫:১-১০ পদ

এখানে রয়েছে:

ক. খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজে কর-আদায়কারী এবং পাপীদের ধৈর্যপূর্বক উপস্থিতি। বহু সংখ্যক যিহূদী তাঁর সাথে সাথে চলছিল (লূক ১৪:২৫); কারণ তারা স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশের এমন এক নিশ্চয়তা তাঁর কাছে পেয়েছিল যে, তা তাদের ক্ষীণ আশাকে জাগিয়ে তুলেছিল। এখানে আমরা দেখি, অসংখ্য কর-আদায়কারী এবং পাপী খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল। তাদের ভেতরে এই নম্রতা এবং ভীতি ছিল যে, তারা যেন খ্রীষ্টের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত না হয় এবং তিনি যেন তাদেরকে সাহস দেন। বিশেষ করে এর কারণ হল, তারা ছিল এমন দুর্দান্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক যে, লোকেরা তাদেরকে দেখে ভ্রুকুটি করতো। কর-আদায়কারীরা, যারা রোমীয় সরকারের পক্ষ হয়ে কর আদায় করতো, সম্ভবত সেই সব লোকদের মধ্যে অল্প

আমরা ব্যর্থ হব। এতে করে আমাদের বিস্মিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

গ. খ্রীষ্ট কিভাবে এখানে স্বপক্ষে প্রমাণ দিলেন: তিনি দেখালেন যে, এদের চেয়ে সেই সব লোকেরা আরও খারাপ, যাদের কাছে তিনি একটু আগেই প্রচার করেছিলেন। ঈশ্বরের মহিমা আরও বেশি প্রচারিত হবে এবং স্বর্গে আরও বেশি আনন্দ হবে, যদি তাঁর প্রচারের মধ্য দিয়ে তারা অনুশোচনা করে এবং মন ফিরায়। স্বর্গে এটি আরও সন্তুষ্টিজনক দৃশ্য হবে, যদি যিহূদীদের বদলে অযিহূদীদেরকে স্বর্গে সত্যিকার ঈশ্বরের উপাসনা করতে দেখা যায় এবং যদি ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীদের বদলে কর-আদায়কারী এবং পাপীদেরকে সুশৃঙ্খল এবং ধর্মভীরু জীবন যাপন করতে দেখা যায়। এই কথাগুলোই তিনি দু'টি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, যার দু'টির উদ্দেশ্য বা ভাবধারাই এক।

১. হারানো ভেড়ার গল্প। এ ধরনের একটি গল্পই আমরা পড়েছি মথি ১৮:১২ পদে। সেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বর সাধু ব্যক্তিদের কিভাবে যত্ন নেন এবং কেন আমাদের তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়। এখানে এই গল্পটি বলা হয়েছে পাপীদের মন পরিবর্তনের কারণে ঈশ্বরের আনন্দ হওয়া এবং কেন আমাদের সে কারণে আনন্দ করা উচিত সেই বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য। এখানে আমরা দেখি:

(১) একজন পাপীর ঘটনা, যে অত্যন্ত পাপময় পথে চলতো: সে ছিল একজন হারানো ভেড়ার মত, যে ভেড়া ভুল পথে চালিত হয়। সে ঈশ্বরের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, যার কারণে সে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত সম্মান এবং সেবা হারিয়েছিল। সে তার পাল বা দল থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, যার কারণে সে আর তাদের সাথে যোগাযোগ এবং সহভাগিতা রক্ষা করতে পারে নি। সে নিজের কাছ থেকেই হারিয়ে গিয়েছিল, যার কারণে সে জানতো না যে, সে এখন কোথায় আছে। সে সীমাহীন প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। সে শিকারী পশুর কাছে সার্বক্ষণিক শিকার হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। সে সব সময় ভীতি এবং আতঙ্কের অধীনে ছিল; কারণ সে তার পালকের পরিচর্যা থেকে দূরে চলে এসেছিল। আর তাই এখন সে চাচ্ছিল আবার সেখানে ফিরে যেতে, সেই সবুজ তৃণভূমিতে ফিরে যেতে। কিন্তু সে সেখানে যাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না।

(২) উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো হতভাগ্য পাপীদের প্রতি স্বর্গীয় ঈশ্বর যে যত্ন নেন: তিনি সেই ভেড়ার যত্ন নিয়ে থাকেন যে ভেড়া হারিয়ে যায় নি। তারা সেই প্রান্তরে নিরাপদে থাকে। কিন্তু এই হারানো ভেড়ার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। যদিও তার একশোটি ভেড়া আছে, অর্থাৎ অনেক বড় একটি ভেড়ার পাল আছে, তবুও তিনি সেই একটি ভেড়াকে চিরতরে হারাতে চান না। তাই তিনি তার পিছে পিছে যান এবং তার প্রতি অপরিসীম যত্ন নেন।

[১] তিনি তাকে খুঁজে বের করেন। তিনি তার পিছে পিছে যান, যতক্ষণ না তিনি তাকে খুঁজে পান। ঈশ্বর তাঁর বাক্য এবং তাঁর আত্মার শক্তি দ্বারা পিছিয়ে পড়া পাপীদেরকে আহ্বান জানান, যতক্ষণ না তারা ফিরে আসার চিন্তা করে।

[২] তিনি সেই ভেড়াটিকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, যদিও তিনি তাকে অনেক

ক্লান্ত অবস্থায় পেয়েছেন। সে ঘুরে বেড়ানোর কারণে পরিশ্রান্ত ছিল এবং তাকে বাড়িতে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। তবুও তিনি তাকে ফেলে আসেন নি, বরং তাকে বয়ে নিয়ে এসেছেন। শুধু যে বয়ে নিয়ে এসেছেন তাই নয়। তিনি তাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে এসেছেন এবং তা তিনি করেছেন সীমাহীন স্নেহ এবং পরিশ্রম সহকারে। তিনি তাকে আবার তার খোঁয়াড়ে ফিরিয়ে এনেছেন। এই দৃষ্টান্তটি আমাদের এই মানব জাতির জন্য করা খ্রীষ্টের মহান আত্মত্যাগের সাথে খুবই মানানসই। মানব জাতি পাপে পতিত হয়েছিল (যিশাইয় ৫৩:৬)। ঈশ্বরের কাছে পুরো মানব জাতির মূল্য এমন ছিল না যতটা তিনি একশো ভেড়ার মধ্যে একটি মাত্র ভেড়াকে মূল্যবান মনে করেছিলেন। যদি তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত তবে ঈশ্বরের এমন কি ক্ষতি হত? পবিত্র স্বর্গদূতদের একটি জগত রয়েছে, যারা সেই নিরানব্বইটি ভেড়ার মত মহান একটি দল; তবুও ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠালেন সেই হারিয়ে যাওয়া ভেড়াটিকে খুঁজে আনার জন্য এবং তাকে রক্ষা করার জন্য (লূক ১৯:১০)। খ্রীষ্টকে বলা হয়েছিল যেন তিনি সকল ভেড়াকে তাঁর বাহুতে জড়ো করেন এবং তাদেরকে বহন করে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। এটি সেই পাপীদের প্রতি তাঁর দয়া এবং স্নেহ প্রকাশ করে। এখানে তাঁকে কাঁধে করে সেই ভেড়াদেরকে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন যার মাধ্যমে তিনি সেই পাপীদেরকে বহন করে নিয়ে আসতে পারেন। তিনি যাকে তাঁর কাঁধে করে বহন করে নিয়ে আসেন সে কখনো ধ্বংস হতে পারে না।

(৩) একজন পাপী অনুশোচনা করে ফিরে এলে ঈশ্বর অত্যন্ত আনন্দিত হন। ভেড়ার মনিব তাকে নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং এই বলে আনন্দ করতে থাকেন যে, তার পরিশ-ম বৃথা যায় নি; তিনি তাকে খুঁজে পেয়েছেন। তার এই আনন্দ অনেক গুণ বড়, কারণ তিনি তাকে খুঁজে পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। তিনি তার প্রতিবেশী ও বন্ধুদের ডাকলেন, যারা তার মত ভেড়া চড়ায় তাদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, "আমার সাথে আনন্দ কর, কারণ আমার যে ভেড়াটা হারিয়ে গিয়েছিল আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি। তোমরা সেই গান গাইবে যা তোমরা কখনো গাও নি। আমার সাথে আনন্দ কর, কারণ আমি কোন ভেড়া হারাই নি।" লক্ষ্য করুন, তিনি সেই ভেড়াটিকে তার ভেড়া বলে ডাকছেন, তার নিজের ভেড়া বলছেন। যদিও সেটি ছিল একটি হারিয়ে যাওয়া এবং দুষ্ট ভেড়া। সেটির উপরে তাঁর অধিকার আছে: *সকল আত্মাই আমার*। তিনি তাঁর নিজের সমস্ত কিছুর অধিকার দাবী করবেন এবং তাঁর অধিকার আদায় করবেন। এ কারণেই তিনি নিজেই ভেড়াটির খোঁজ করেছিলেন: *আমি তা খুঁজে পেয়েছি*। ঈশ্বর তাঁর হারানো ভেড়া খুঁজে পাওয়ার জন্য কোন দাসকে পাঠান নি; বরং তাঁর নিজ পুত্রকে পাঠিয়েছেন, তাঁর সবচেয়ে ভাল এবং মহান মেষপালককে। যা হারানো গেছে তা তিনি খুঁজে বের করবেন এবং যারা তাঁর খোঁজ করে না তাদেরকেও তিনি খুঁজে বের করবেন।

২. হারানো সিকির গল্প।

(১) এখানে সিকি হারিয়ে ফেলা ব্যক্তিটি সম্ভবত একজন মহিলা, যে তার এই পয়সাটি হারিয়ে ফেলায় অনেক বেশি দুঃখার্ত ছিল। তাই সে যা খুঁজে পেয়েছিল তার জন্য

অনেক অনেক আনন্দিত হয়েছিল, যা একজন পুরুষ হয়তোবা সেভাবে প্রকাশ করতো না। এ কারণেই এই গল্পে মহিলার কথা বলা হয়েছে। মহিলাটির কাছে দশটি সিকি ছিল এবং সে তার মধ্য থেকে একটি মাত্র সিকি হারিয়েছিল। আমাদেরকে মনের ভেতরে স্বর্গীয় উত্তমতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে হবে। কিন্তু সেই সাথে আমাদেরকে এই পৃথিবীর মানুষের পাপময়তা এবং হতভাগ্যতার কথা চিন্তা করতে হবে। আগের গল্পে আমরা দেখি, সেখানে নিরানব্বইটি ভেড়া সঠিক অবস্থানে ছিল এবং একটি ভেড়া হারিয়ে গিয়েছিল, যার সবই ছিল ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাদের সকলেরই মৌলিকত্ব বজায় ছিল, যাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রশংসিত হতে পারেন এবং কখনো অসম্মানিত হবেন না। এই মানব জাতি কত না অসংখ্য এবং এই পৃথিবীয় এবং এর বাইরেও অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, যা কখনো হারিয়ে যায় নি কিংবা ঈশ্বরের বিধান থেকে এক পা দূরেও সরে যায় নি; যতদিন তাদের জীবন তারা অতিবাহিত করেছে!

(২) যা হারিয়ে গিয়েছিল তা ছিল এক টুকরো রূপা, একটি সিকি, এক দ্রাকমা বা এক শেকেলের চার ভাগের এক ভাগ। আত্মা হচ্ছে রৌপ্য, যার যথাযথ মূল্য এবং গুরুত্ব রয়েছে। এটি লোহা কিংবা সীসার মত সস্তা ধাতু নয়, বরং রৌপ্য হচ্ছে রাজকীয় খনি থেকে আহরিত ধাতু। রৌপ্যের হিব্রু প্রতিরূপ হচ্ছে *আকাঙ্খিত*। সেটি ছিল রূপার সিকি, অর্থাৎ দ্রাকমা। সেখানে সম্রাটের প্রতিমূর্তি এবং তাঁর নাম খোদাই করে লেখা ছিল; আর সেই কারণে নিশ্চয়ই সেটি তার জন্য রাখা প্রয়োজন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে এর মূল্যমান ছিল কম, কারণ এর মূল্য ছিল সাড়ে সাত পেন্সের সমান। অর্থাৎ যদি পাপী মানুষ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য পড়ে থাকে, তবুও ঈশ্বর তাকে হারাবেন না। সিকিটি ময়লার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। একটি আত্মা এই জগতের জাগতিকতায় ডুবে যায় এবং পৃথিবীর প্রতি ভালবাসায় নিমজ্জিত হয় ও এর প্রতি মনযোগী হয়। এটি ছিল এক টুকরো মুদ্রা, যা ময়লার মধ্যে পড়ে গেছে। তাই এটিকে তুলে আনা ছিল অনেক বড় দয়ার কাজ।

(৩) এর খোঁজ করার জন্য অনেক যত্ন এবং কষ্ট করতে হয়েছিল। সেই মহিলাটি একটি মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালিয়েছিল, যাতে করে সে দরজার পেছনে, টেবিলের নিচে এবং ঘরের প্রতিটি কোণায় পয়সাটি খুঁজতে পারে। সে পুরো ঘরটি ঝাড়ু দিয়েছিল এবং যতক্ষণ না পয়সাটি খুঁজে পেয়েছে ততক্ষণ ধৈর্য সহকারে তা খুঁজে বেরিয়েছিল। ঈশ্বরের বিভিন্ন মাধ্যম এবং পদ্ধতিকে এই দৃষ্টান্ত প্রকাশ করে, যা ব্যবহার করে তিনি হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে ঘরে ফিরিয়ে আনেন। এ জন্য তিনি সুসমাচারের আলো জ্বালিয়েছেন। তিনি আমাদের কাছে আসার জন্য নিজেকে পথ দেখাতে আলো জ্বালেন নি; বরং জ্বেলেছেন তাঁর কাছে আসার পথ দেখানোর জন্য, যেন আমরা আমাদের নিজেদেরকে চিনতে পারি। তিনি তাঁর বাক্যের দৃঢ়তা দ্বারা আমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করেছেন। তিনি ধৈর্য সহকারে আমাদের খোঁজ করেছেন। তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত রয়েছে, যেন সেখানে হারানো আত্মারা আশ্রয় নিতে পারে।

(৪) সেটিকে খুঁজে পাওয়ার জন্য যে আনন্দ করা হবে: *আমার সাথে আনন্দ কর, কারণ আমি সেই সিকিটি খুঁজে পেয়েছি যেটিকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম*, পদ ৯। যারা

আনন্দ করে, তারা চায় যেন অন্যরাও তাদের সাথে আনন্দ করে। যারা আনন্দিত, তারা অন্যদেরকেও আনন্দিত করতে চায়। সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল, কারণ সে তার হারানো মুদ্রাটি খুঁজে পেয়েছিল; যদিও সে যাদেরকে আনন্দ করতে আহ্বান জানিয়েছিল, তাদেরকে আপ্যায়ন করতেই তার সময় চলে গিয়েছিল! মুদ্রাটি খুঁজে পেয়েই সে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে বলে উঠেছিল, *আমি সেটি খুঁজে পেয়েছি, আমি সেটি খুঁজে পেয়েছি;* যা আনন্দের প্রকৃত ভাষা।

৩. এই দু'টি দৃষ্টান্ত কথার মূল সারমর্ম একই (পদ ৭,১০): স্বর্গে *অনেক আনন্দ হচ্ছে*। ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের সামনে অনেক আনন্দ হচ্ছে, কারণ একজন পাপী মন ফিরিয়েছে। যেভাবে কর-আদায়কারী এবং পাপীরা মন ফিরিয়েছিল, সেভাবে অন্ততপক্ষে তাদের মধ্যে কয়েকজন বা তাদের মধ্যে একজনও যদি মন ফিরিয়ে থাকে, তাহলেও খ্রীষ্ট তা অমূল্য অর্জন বলে মনে করবেন। এছাড়া আরও বহু ধার্মিক ব্যক্তি রয়েছেন যাদের অনুশোচনা করার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্য করুন:

(১) পৃথিবীতে পাপীদের অনুশোচনা এবং মন পরিবর্তন স্বর্গে অত্যন্ত আনন্দের এবং উল্লাসের বিষয়। এটি খুবই সম্ভব যে, সবচেয়ে মহা পাপী ব্যক্তিও তার পাপের জন্য অনুশোচনা করতে পারে। যেখানে জীবন রয়েছে, সেখানেই আশা রয়েছে। যারা সবচেয়ে মন্দ তাদেরও আশাহত হওয়ার কিছু নেই। সবচেয়ে মন্দ পাপীও যদি অনুশোচনা করে এবং মন ফিরায়, তাহলেও তাকে ক্ষমা করা হবে। শুধু তাই নয়:

[১] ঈশ্বর তাদেরকে দয়া দেখাতে পেরে আনন্দিত হবেন। তিনি তাদের এই মন পরিবর্তনের জন্য তাদের পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তিনি যথা সময়ে এর পুরস্কার দেবেন। তাদের জন্য স্বর্গে সব সময় আনন্দ হবে। ঈশ্বর তাঁর সকল কাজে আনন্দিত হবেন, কিন্তু বিশেষভাবে তাঁর অনুগ্রহপূর্ণ কাজে বেশি আনন্দিত হবেন। তিনি অনুতপ্ত পাপীর জন্য মঙ্গলজনক কাজ করতে পেরে আনন্দিত হন। তিনি তাঁর সম্পূর্ণ দেহ এবং সম্পূর্ণ আত্মা দ্বারা আনন্দিত হন। তিনি শুধুমাত্র মণ্ডলী এবং জাতিগণের রূপান্তরের কারণে খুশি নন। বরং একজন পাপী যদি পাপ থেকে মন ফিরায় এবং অনুতাপ করে, তাহলে তাতেই তিনি খুশি; তার সংখ্যা একজন হলেও তিনি আনন্দিত।

[২] উত্তম স্বর্গদূতরা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, মানুষের উপরে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়েছে; কারণ তারা এতে মোটেও অসন্তুষ্ট হয় না। যদিও তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যারা পাপী তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং তাদের প্রতি কোন ধরনের দয়া প্রদর্শন না করা। যদিও এই পাপীরা অত্যন্ত নীচ ও জঘন্য, তথাপি তারা অনুশোচনা করেছে এবং সে কারণেই তাদের সাথে সংযোগ রাখা হবে। পাপীদের পরিবর্তন স্বর্গদূতদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ঘটনা। এ কারণে তারা গান গায়, স্বর্গে *ঈশ্বরের মহিমা* (লূক ২:১৪)।

(২) একজন পাপীর মন পরিবর্তন এবং অনুশোচনাতেই অনেক বেশি আনন্দ হয়; কারণ তারা জীবনের এমন এক স্তর থেকে উঠে এসে ধর্মীয় জীবন যাপন পালনে ব্রতী হয়েছে, যা ছিল দুষ্ট এবং মন্দ। অথচ আরও নিরানব্বই জন ব্যক্তি বা তার চাইতে আরও বেশি ব্যক্তি রয়েছে, যাদের অনুশোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

[১] পতিত মানুষের মুক্তি এবং উদ্ধারের জন্য আরও অনেক বেশি আনন্দ হয়, যতটা না হয় একজন ধার্মিকের জন্য; যদিও তাদের মন পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হয় না। পাপীর মন পরিবর্তনে স্বর্গদূতরা আনন্দ করে এবং স্বর্গে গিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে।

[২] আরও বেশি আনন্দ হয় অযিহূদীদের মধ্য থেকে কোন পাপী মন পরিবর্তন করলে এবং সেই কর-আদায়কারীরা মন পরিবর্তন করলে, যারা খ্রীষ্টের কথা শুনছে। তাদের এই মন পরিবর্তন ফরীশীদের এবং আত্মমূল্যায়নকারী যিহূদীদের সকল প্রকার প্রশংসা, উপাসনা এবং ঈশ্বরের প্রতি বলা *"হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই"* কথার চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য; কারণ তারা মনে করে যে, তাদের কোন ধরনের অনুশোচনা করার প্রয়োজন নেই। আর তাই অযিহূদীদের অনুশোচনাতে ঈশ্বর অনেক বেশি খুশি হন এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে গর্ব করেন; কারণ তারা তাঁর সম্মানের পাত্র। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু বলছেন। তিনি বলছেন যে, ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি খুশি হন এবং সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হন সেই সমস্ত নিগৃহীত লোকদের ভগ্ন এবং চূর্ণ অনুতপ্ত হৃদয় পেলে, যতটা তিনি ফরীশীদের এবং ধর্ম-শিক্ষকদের করা লম্বা লম্বা প্রার্থনা এবং উপাসনার হন না; কারণ তারা কখনোই নিজেদের দোষ স্বীকার করে না।

[৩] এ ধরনের একজন বড় ধরনের পাপীর মন পরিবর্তনে অনেক বেশি আনন্দ করা হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন প্রেরিত পৌল, যিনি এক কালে একজন ফরীশী ছিলেন। তার মত একজন ব্যক্তির মন পরিবর্তন যে কোন সাধারণ ব্যক্তির মন পরিবর্তনের চেয়ে অনেক বেশি আকাঙ্খিত। যে সব সময় উত্তম কাজ করে, ন্যায়ের পথে চলে এবং যার কোন অনুশোচনার প্রয়োজন নেই, তার এমন কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই যা একজন পাপীর প্রয়োজন রয়েছে। ঈশ্বর পাপীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। সেই অনুগ্রহের শক্তি এবং দয়ায় তিনি মহা পাপীকে এমন একটি স্থানে উপনীত করেন, যে স্থান থেকে তার কখনোই বিনাশ ঘটবে না। যারা মহা পাপী, তারা অনেকেই তাদের মন পরিবর্তনের আগে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি অনেক বিদ্বেষ এবং বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেছে। কিন্তু মন পরিবর্তনের পর তারা সকলেই আমূল পরিবর্তিত হয়েছে, যাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলেন প্রেরিত পৌল। সেই কারণেই তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মহা গৌরবান্বিত হয়েছেন (গালা ১:২৪)। যাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষমা করা হবে, তাদের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসা পাওয়া যাবে। আমরা সব সময় যে জিনিসের জন্য আনন্দ করি, সেটি হারিয়ে আবার ফিরে পেলে আমরা তার চেয়ে বেশি আনন্দিত হই। যে ব্যক্তির কোন রোগ নেই, তার চেয়ে যে ব্যক্তি এইমাত্র রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে তার আনন্দ অনেক বেশি। এ যেন মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরে আসা। প্রতিনিয়ত ধর্মের নিয়ম-কানুন অনুসারে ন্যায়ের পথে চলা অবশ্যই উত্তম, কিন্তু তবুও মন্দ পথ থেকে এবং পাপের পথ থেকে আকস্মিকভাবে ফিরে আসাটা অনেক বেশি মূল্যবান এবং তা অনেক বেশি আনন্দের বিষয়। স্বর্গে যদি পাপীদের মন পরিবর্তনের জন্য এ ধরনের আনন্দ হয়ে থাকে, তাহলে স্বর্গীয় আত্মার কাছে ফরীশীরা নিশ্চয়ই কোন অপরিচিত ব্যক্তি, যারা তাদের পাপ লুকানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তারা খ্রীষ্টের এ ধরনের কাজে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করবে এবং তারা অত্যন্ত রাগান্বিতও হবে। অথচ খ্রীষ্টের এই কাজটিকেই স্বর্গের আর সকলে কত না মহান কাজ বলে স্বীকৃতি

দিয়েছেন!

লূক ১৫:১১-৩২ পদ

এখানে আমরা অপব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্তটি দেখি। আগের ঘটনার জের ধরেই এখানে গল্পটি বলা হয়েছে। আমরা এখানে দেখতে পাই যে, একজন মহা পাপীর মন পরিবর্তনে ঈশ্বর কিভাবে খুশি হন এবং তিনি কিভাবে তাদের মন পরিবর্তন অনুসারে তাদেরকে বরণ করে নেওয়ার এবং আপ্যায়িত করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু এই অংশের গল্পটির পারিপার্শ্বিক সমস্ত বিষয়াবলী সুসমাচারের অনুগ্রহের প্রাচুর্যের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে। এখানে হতভাগ্য পাপীদেরকে তাদের পাপ থেকে মন ফেরানোর জন্য এবং তাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে ও দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখন লক্ষ্য করুন:

ক. দৃষ্টান্তটি ঈশ্বরকে মানব জাতির সকলের জন্য, আদমের পরিবারের সকলের জন্য একজন সাধারণ পিতা হিসেবে উপস্থাপন করে। আমরা সকলেই তাঁর বংশধর। আমাদের সকলের একজন মাত্র পিতা এবং একজন ঈশ্বরই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (মালাখি ২:১০)। তাঁর কাছ থেকেই আমরা আমাদের সমস্ত সত্তা লাভ করেছি এবং এখনও তা বহন করে চলেছি। তাঁর কাছ থেকেই আমরা আমাদের জীবন ধারণের জন্য সমস্ত উপাদান লাভ করে থাকি। তিনি আমাদের পিতা, কারণ তিনি আমাদেরকে শিক্ষিত করে তোলেন এবং তিনি আমাদের মধ্যে মেধা দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর চুক্তির অধীনে আনবেন কি না কিংবা আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন কি না, এটি নির্ভর করবে আমরা তাঁর বাধ্য সন্তান কি না তার উপরে। আমাদের ত্রাণকর্তা এখানে সেই সমস্ত ফরীশীদের উদ্দেশে বলেছেন যে, তারা যে সমস্ত কর-আদায়কারী এবং পাপীদেরকে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা করে, তারা আসলে তাদেরই ভাই, তাদের মত একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সেই কারণে তাদের প্রতি যদি কোন দয়া দেখানো হয়, তাহলে তাদের অবশ্যই খুশি হওয়া উচিত। আমাদের ঈশ্বর শুধুমাত্র যিহূদীদের ঈশ্বর নন, তিনি অযিহূদীদেরও ঈশ্বর। *ঈশ্বর কি কেবল যিহূদীদের ঈশ্বর, অযিহূদীদেরও কি নন? হ্যাঁ, তিনি অযিহূদীদেরও ঈশ্বর, কেননা বাস্তবিক ঈশ্বর এক* (রোমীয় ৩:২৯)। তিনি যিহূদীদের যেমন বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন তেমনি অযিহূদীদেরও করবেন।

খ. এই দৃষ্টান্ত মানব সন্তানদের মধ্যকার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করে, যদিও তারা সকলে ঈশ্বরের সাথে তাদের সাধারণ পিতা হিসেবে সংযুক্ত। একজন ব্যক্তির দু'টি পুত্র ছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল পরিপূর্ণ যুবক। সে ছিল সংযত, রক্ষণশীল এবং শান্ত। কিন্তু সে মোটেও তার এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সচেতন ছিল না এবং তার মধ্যে কোন রসবোধও ছিল না। সে তার শিক্ষা গ্রহণের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহী ছিল এবং তা থেকে সে কোনমতেই বিচ্যুত হওয়ার ছিল না। কিন্তু অন্য পুত্রটি ছিল উচ্ছৃঙ্খল এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনের অধিকারী। সে ছিল ধৈর্যহীন, অসংযত, চঞ্চল এবং ভাগ্য পরীক্ষায় অনেক বেশি আগ্রহী। সে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি মোটেও মনযোগী ছিল না। সে খুব সহজেই প্রতারিত হওয়ার মত ছেলে ছিল। এই ছেলেটি কর-আদায়কারী এবং পাপীদের প্রতিনিধিত্ব করছে,

যাদের মধ্যে অনুশোচনা আনার জন্য খ্রীষ্ট উদ্যমী হয়ে কাজ করে চলেছেন। এই ছেলেটি অযিহূদীদের প্রতিনিধিত্ব করছে, যাদেরকে প্রেরিতরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে অনুশোচনা করার জন্য প্রচার করেছেন। আর প্রথম ছেলেটি প্রতিনিধিত্ব করছে সাধারণ যিহূদীদের, বিশেষ করে ফরীশীদের; যাদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই কথা বোঝানোর চেষ্টা করে চলেছেন যে, ঈশ্বর তাদেরকে যে অনুগ্রহ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেই আমন্ত্রণ তারা অগ্রাহ্য করছে। আর সেই কারণেই পাপীদের কাছে তা উপস্থাপন করা হচ্ছে। কনিষ্ঠ সন্তানটি হচ্ছে প্রচণ্ড উচ্ছৃঙ্খল। তার চরিত্র এবং তার গতিবিধি প্রকাশ করে যে সে একজন পাপী, যা আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বা অবস্থা। কিন্তু তা আসলে বিশেষ কয়েকজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখন আমরা তার সম্পর্কে বর্ণিত গল্পটি দেখবো।

১. সে প্রচণ্ড উচ্ছৃঙ্খল ছিল বলেই সবসময় হাঙ্গামা এবং সমস্যা বাঁধিয়ে বেড়াতো। আর সে কারণেই তার জীবনে নেমে এসেছিল দুর্ভাগ্য এবং দুর্দশা। এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:

(১) তার পিতার কাছে তার অনুরোধ কি ছিল (পদ ১২): সে তার পিতাকে যথেষ্ট গর্ব এবং ঔদ্ধত্যের সাথে বলেছিল, "আব্বা, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তা আমাকে দাও"। অথচ সে এই কথার সাথে আরও কিছু কথা যোগ করতে পারতো এবং বলতে পারতো, *বাবা, দয়া করে আমাকে দাও*; কিংবা *আব্বা, তোমার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে আমাকে দাও*। কিন্তু সে উদ্ধত ভঙ্গিতে বলেছিল, "আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দাও। তুমি আমাকে যতটুকু দেবে বলে ঠিক করেছ তা নয়, বরং যা আমার পাওনা রয়েছে তা আমাকে দাও।" লক্ষ্য করুন, এটি হচ্ছে অত্যন্ত খারাপ এবং তা আরও খারাপের দিকে যাওয়ার পূর্বলক্ষণ, যখন মানুষ ঈশ্বরের দেওয়া উপহারকে তার পাওনা বলে মনে করে। সে বলেছিল, "আমাকে আমার সম্পত্তির অংশ এবং আমার সন্তানদের জন্য রক্ষিত সকল অংশ বুঝিয়ে দাও, যা আমার ভাগে পড়ে"। অথচ তার বলা উচিত ছিল, "আমাকে অল্প কিছু পরিমাণ সম্পত্তি দিয়ে পরীক্ষা কর, দেখ আমি তা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি কি না; আর সেভাবেই আমাকে মূল্যায়ন কর।" সে বলেছিল, "আমার যা যা প্রাপ্য তার সবই আমাকে দাও। এখনি দাও, আমার যেন পরবর্তীতে আর কখনো কোন কিছু চাইতে আসতে না হয়।" লক্ষ্য করুন, পাপীদের সবচেয়ে বড় বোকামি কি এবং কি কারণে তারা ধ্বংস হয়ে যায়, আর তা হচ্ছে, তাদের জন্য যে অংশ রক্ষিত রয়েছে, তা লাভ করার প্রলোভন। তারা এই জীবদ্দশাতেই তাদের সমস্ত উত্তম দ্রব্যগুলো ভোগ করতে চায়। তারা শুধুমাত্র সেই সব জিনিসের দিকে তাকায় যা ক্ষণস্থায়ী, যা শুধু বর্তমান প্রাচুর্যের বেশ ধরে থাকে, কিন্তু যার কোন ভবিষ্যৎ ভিত্তি নেই। তা এক সময় শেষ হয়ে যাবে এবং হারিয়ে যাবে। তাহলে কেন সে তার নিজের হাতে তার নিজের অংশটুকু পেতে চাইল? সে কি নিজের মত করে ব্যবসা করতে চেয়েছিল কিংবা তা দিয়ে বাণিজ্য করতে চেয়েছিল, না কি কোন জীবিকার অনুসন্ধান করতে চেয়েছিল? না, সে এত কিছু চিন্তাই করে নি। বরং এর কারণ হল:

[১] সে তার পিতার শাসনের অধীনে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল। সে তার পিতার পরিবারে পালন করা উত্তম আইন এবং নিয়ম-নীতি অনুসারে চলতে চাইতো না। সে

তথাকথিত স্বাধীনতা উপভোগ করতে চাইত, কিন্তু অবশ্যই এ ধরনের স্বাধীনতা ছিল সবচেয়ে বড় দাসত্ব এবং এই স্বাধীনতা লাভ করা হচ্ছে পাপ করা। যুবকদের বোকামি দেখুন, যারা ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত; কিন্তু তারা তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কত না অধৈর্য। তারা কখনো তাদের প্রভুর কথা চিন্তা করে না, তাদের নিজেদের লোকদের কথা চিন্তা করে না, যতক্ষণ না তাদের জীবন থেকে ঈশ্বরের সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে। তারা তাঁর অধীন থেকে নিজেদেরকে বের করে আনে এবং এর বদলে নিজেদেরকে ভোগ লালসার বন্ধনে জড়ায়। এখানে আমরা ঈশ্বরের পক্ষত্যাগী পাপীদের স্বরূপ দেখতে পাই। তারা ঈশ্বরের পরিচালনার আইনের অধীনে বন্দী থাকতে চায় না। তারা নিজেদেরকেই নিজেদের দেবতা বা মনিব বলে মনে করে। তারা নিজেদেরকে সুখী রাখার জন্য কোন ধরনের ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ করে না।

[২] সে তার পিতার চোখের অধীন থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, কারণ তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখা হত এবং অনেক সময় তাকে বিভিন্ন কাজে বাধা দেওয়া হত। ঈশ্বরের সামনে যেতে লজ্জিত হওয়া এবং তাঁর আদেশের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন করার কারণে সে মন্দদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দতর ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

[৩] সে তার পিতার ব্যবস্থাপনার প্রতি অবিশ্বস্ত ছিল। সে তার নিজের জন্য তার সমস্ত অংশের ভাগ চেয়েছিল, কারণ সে চিন্তা করেছিল তার পিতা হয়তোবা পরে তার অংশ থেকে কিছু অংশ রেখেও দিতে পারেন এবং সে কারণে তাকে হয়তো তার বর্তমান ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হতে পারে; এটি সে কোনমতেই পছন্দ করে নি।

[৪] সে তার নিজেকে নিয়ে অনেক গর্বিত ছিল। সে তার নিজের সামর্থ এবং যোগ্যতার উপর অনেক বিশ্বাস করতো। সে ভেবেছিল যে, যদি সে তার নিজের অংশ তার হাতে পেয়ে যায়, তাহলে সে তার পিতার চাইতেও অনেক ভালভাবে তার জীবন নির্বাহ করতে পারবে এবং সে এই সম্পত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে অনেক বেশি পরিমাণে দাঁড় করাতে পারবে। এমন অনেক তরুণ যুবক রয়েছে যারা ভোগ-লালসার চাইতে বরং গর্বের কারণে নিজেদের জীবন ধ্বংস করে ফেলছে। আমাদের আদি পিতা-মাতা স্বাধীন হওয়ার জন্য তাদের মূর্খতাসুলভ লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিজেদের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এমন কি আমাদের ঈশ্বর নিজেও কখনো গর্ব করেন না। এ ধরনের পাপীরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্তরের পাপী হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।

(২) তার পিতা তার প্রতি কতটা দয়ালু ছিলেন: তিনি তাদের দু'জনের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। তিনি হিসাব করে বের করলেন যে, তার দুই পুত্রের ভাগে কি পরিমাণ সম্পত্তি পড়ার কথা। তিনি তার কনিষ্ঠ পুত্রকে তার প্রাপ্য সম্পত্তি দিলেন এবং জ্যে'পুত্রকে তার প্রাপ্য সম্পত্তি নেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন, যা দ্বিগুণ অংশ হওয়ার কথা। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে, বড় ছেলেটি তার পিতার হাতে সেই সম্পত্তির অংশটি রেখে দিতে অনুরোধ করেছিল। সে এর থেকে কি লাভ করেছিল তাও আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাই (পদ ৩১): *আমার যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তো তোমার*। সে তার পিতার কাছে তার নিজ সম্পত্তির অংশ সংরক্ষণে রাখার কারণে সব কিছুই লাভ

করেছিল। যখনই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তার অংশ চেয়েছে তখনই তিনি তাকে তা দিয়ে দিয়েছেন। তার এমন কোন অভিযোগ করার সুযোগ ছিল না যে, তিনি তাকে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসাধুতা অবলম্বন করেছেন। সে যা আশা করেছিল ঠিক তাই সে পেয়েছিল বা বলতে গেলে সে তার চেয়ে বেশিই পেয়েছিল।

[১] সে অবশ্যই তার পিতার দয়া দেখতে পেয়েছিল, কারণ সে যা চেয়েছিল তা করার জন্য তিনি কত না আন্তরিক ছিলেন। তিনি এমন কোন নির্দয় পিতা ছিলেন না যে, সে যখন চলে যেতে চেয়েছে তখন তিনি তাকে যেতে দেন নি এবং অজুহাত দেখিয়ে তার সম্পত্তি তাকে দেন নি।

[২] এভাবে খুব কম সময়ের ভেতরে তার নিজের বোকামি সে দেখতে পেল এবং সে নিজেকে নিজের জন্য যতটা জ্ঞানী ব্যবস্থাপক বলে মনে করেছিল আসলে সে ততটা জ্ঞানী ছিল না। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর আমাদের সকলের প্রতি এবং তাঁর সকল সন্তানদের প্রতি এক মহান দয়ালু পিতা। তিনি আমাদেরকে জীবন দেন, আমাদেরকে শ্বাস করান এবং সকল কিছু দিয়ে থাকেন; এমন কি মন্দ ও অকৃতজ্ঞদের কাছেও। তিনি তাদের মাঝে জীবনকে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর আমাদের মাঝে জীবন দান করেছেন, এর কারণ হল তিনি আমাদের মাঝে তাঁকে উপাসনা করার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মনোভাব দেখতে চান।

(৩) যখন সে তার নিজের সম্পত্তির ভাগ তার নিজের হাতে পেয়ে গেল, তখন সে কি করলো? সে যত তাড়াতাড়ি পারলো তা খরচ করে উড়িয়ে দিল এবং তা সে করলো এক অপরিণামদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তাই খুব অল্প সময়ের ভেতরেই সে নিজেকে একজন ভিক্ষুকে রূপান্তরিত করলো। এই সমস্ত ঘটনা ঘটতে খুব বেশি দিন লাগলো না, পদ ১৩। লক্ষ্য করুন, যদি আমরা এত ক্ষুদ্র থাকা অবস্থায় ঈশ্বর আমাদেরকে ফেলে যান, তাহলে তাঁর কাছ থেকে আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়াটাই হবে এর মূল কারণ। যখন অসীম অনুগ্রহের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলা হয়, তখন আমরা খুব শীঘ্র রসাতলে চলে যাই এবং পতিত হই। এখানে ছোট ছেলেটি এ ধরনের পতনের দিকেই ধাবিত হয়েছিল, যেখানে সে এখন পতিত হয়েছে এবং তার কারণ হচ্ছে, সে তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছিল। পাপীরা, যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, তারা তাদের সমস্ত সম্পদ জড়ো করে ফেলে। এখানে আমরা এই অপরিণামদর্শী পুত্রের যে পরিস্থিতি দেখতে পাই, তা হচ্ছে তার পাপময় পরিস্থিতি; যে হতভাগ্য পরিস্থিতিতে মানুষ পতিত হয়।

[১] একটি পাপময় অবস্থা হচ্ছে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং দূরবর্তী একটি অবস্থা।

প্রথমত, ঈশ্বরের পক্ষত্যাগ করা হচ্ছে সকল পাপের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ। সে তার পিতার বাড়ি ছেড়ে যাত্রা শুরু করেছিল। পাপীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তারা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা তাঁর কর্তৃত্বের বিপক্ষে মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। সে এমন একজন দাস, যে তার কাজ ছেড়ে পালিয়ে গেছে; কিংবা এমন একজন

স্ত্রী, যে বেশ্যার মত তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে গেছে; এবং তারা ঈশ্বরকে বলেছে, *দূর হও!* তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে যত দূরে পারা যায় সরে গেছে। এই বিশ্ব হচ্ছে সেই সবচেয়ে দূরবর্তী দেশ, যেখানে তারা এসে বসতি স্থাপন করেছে এবং এটিকেই তারা তাদের স্থায়ী বাসস্থান বলে মনে করছে। তারা এর সেবা এবং আনন্দ দানে তাদের জীবন অতিবাহিত করছে।

দ্বিতীয়ত, পাপীদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে; যাঁর কাছ থেকে সকল উত্তমের উৎস সঞ্চারিত হয়। আমরা তাঁর কাছ থেকে ক্রমেই দূরে এবং আরও দূরে সরে যাচ্ছি। ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে গেলে সেই স্থান নরক ছাড়া আর কি হতে পারে?

[২] পাপময় অবস্থা হচ্ছে একটি ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা: সেখানে সে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে তার সমস্ত টাকা পয়সা এবং অন্যান্য সম্পত্তি শেষ করে দিল, পদ ১৩। সে তার সমস্ত সম্পদ বেশ্যাদের পিছনে ব্যয় করলো (পদ ৩০) এবং খুব অল্প সময়ের ভেতরে সে তার সমস্ত সম্পত্তি শেষ করে ফেললো, পদ ১৪। সে সুন্দর সুন্দর মিহি কাপড় কিনলো, মাংস এবং মদ খাওয়ার জন্য অনেক পয়সা খরচ করলো; তাকে উচ্চ সম্মান প্রদান করা হল। যারা তার সহচর ছিল, তারা তাকে তার সমস্ত সম্পত্তি খুব অল্প সময়ের মাঝে শেষ করে ফেলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করলো। এই পৃথিবীতে যারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন ধারণ করবে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তার সমস্ত কিছু তারা হারাবে। তাদেরকে এর জন্য কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে জবাব দিতে হবে, কারণ তারা এই সমস্ত সম্পত্তি তাদের ভোগ বিলাসের জন্য ব্যয় করে নিঃশেষ করেছে; অথচ এটি ছিল তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়। কিন্তু এখানে তা আত্মিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃত পাপীরা তাদের প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ ব্যয় করে ফেলে; কারণ তারা তাদের চিন্তাকে এবং তাদের আত্মার শক্তিকে সম্পূর্ণ মন্দ কাজে পরিচালিত করে এবং তাদের সময় ও সুযোগগুলোকে ভুল পথে পরিচালিত করে। তাদেরকে যে মেধার উপর নির্ভর করে তাদের মনিবের সম্মানে বাণিজ্য করার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তা যে তারা শুধু ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে তাই নয়, তারা তা লঙ্ঘনও করেছে। তাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁর সেবা করার জন্য ও মঙ্গল কর্ম সাধন করার জন্য। কিন্তু তারা এই সুযোগ লাভ করে তা তাদের ভোগ লালসার খাদ্য এবং জ্বালানীর পেছনে ব্যয় করেছে। যে আত্মা পৃথিবীর কিংবা মাংসিক দেহের প্রতি আসক্ত হয়, সেই আত্মা তার নিজ সত্তাকে ধ্বংস করে দেয় এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। একজন পাপী প্রচুর সংখ্যক উত্তমতা বিনাশ করে (উপদেশক ৯:১৮)। সে যে উত্তমতা ধ্বংস করে তা অত্যন্ত মূল্যবান এবং তা কোনমতেই তার নিজের সম্পত্তি নয়। সে যা বিনষ্ট করেছে তা হচ্ছে তার প্রভুর সম্পত্তি। এর জন্য তার কাছ থেকে অবশ্যই হিসাব নেওয়া হবে।

[৩] পাপীর অবস্থা হচ্ছে একটি চাহিদাপূর্ণ অবস্থা: যখন সে তার সমস্ত সম্পত্তি বেশ্যাদের পেছনে ব্যয় করে শেষ করে ফেললো, তখন তারা তাকে ছেড়ে গেল, যাতে করে তারা আরেকজন শিকারকে ধরতে পারে। তখন চারদিকে প্রচণ্ড খরা দেখা দিল। সব কিছুই

তার কাছে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও প্রিয় হয়ে দেখা দিল এবং সে অভাবে পড়লো, পদ ১৪। লক্ষ্য করুন, ইচ্ছাকৃত বিনাশ ডেকে আনে দুঃখময় অভাব। কখনো উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করলে তা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষকে এনে দিতে পারে এক টুকরো রুটির স্তরে। বিশেষ করে যখন খারাপভাবে জীবন পরিচালনা করা হয়, তখন খারাপ সময় আসে। কিন্তু উত্তম পরিচালনা আরও সম্পদ এবং উত্তম সময় নিয়ে আসে। এটি প্রকাশ করে পাপীদের দুর্ভাগ্য, যারা তাদের নিজেদের প্রতি করা দয়া ছুঁড়ে ফেলেছিল, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ ত্যাগ করেছিল, খ্রীষ্টের প্রতি তাদের আগ্রহ ত্যাগ করেছিল, আত্মার খাদ্য এবং চেতনার উত্তরণকে অবজ্ঞা করেছিল। তারা এই সমস্ত বিষয় তাদের ভোগ-বিলাসের জন্য ত্যাগ করেছিল এবং এই জগতের সম্পত্তি পাওয়ার লোভে ছেড়ে এসেছিল। তারা তাদের চাহিদার জন্য ধ্বংস হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিল। পাপীরা তাদের আত্মার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস চায়। তাদের নিজেদের জন্য কোন খাবার কিংবা কোন সম্পদ অবশিষ্ট নেই, সেখানে এখন চরম খরা বিরাজ করছে। স্বর্গ হচ্ছে পিতলের মত এবং পৃথিবী হচ্ছে লোহার মত। ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদের ক্ষুদ্র শিশিরের মত অংশগুলো আমাদের অবশ্যই ধরে রাখা উচিত। আমাদেরকে অবশ্যই সেই সমস্ত উত্তম দ্রব্যের জন্য আকাঙ্খা করতে হবে, যদি ঈশ্বর তা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যান। পাপীরা চরমভাবে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে দরিদ্র। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল, তারা নিজেরাই তাদের নিজেদেরকে এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। তাদের প্রতি যে সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল, সেগুলো নিতে অস্বীকার করেই তারা নিজেদেরকে এই অবস্থানে পতিত করেছে।

[৪] পাপময় অবস্থা হচ্ছে একটি মন্দ এবং কলুষিত অবস্থা: যখন এই যুবকটির উচ্ছৃঙ্খলতা তাকে তার চাহিদার কাছে নিয়ে গিয়েছিল, তখন সেই চাহিদা তাকে নিয়ে গিয়েছিল দাসত্ব করার জন্য। সে গেল এবং গিয়ে সেই দেশের একজন নাগরিক হল, পদ ১৫। এর আগে সে যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করতো, সেই একই জীবন সে এখন যাপন করছে। কিন্তু তা হচ্ছে দাসত্বের জীবন, কারণ পাপীরা হচ্ছে শয়তানের প্রকৃত দাস। শয়তান হচ্ছে সেই দেশের অধিবাসী; কারণ সে শহর গ্রাম সব জায়গাতেই থাকে। পাপীরা তার সাথে যোগদান করে, নিজেদেরকে তার সেবায় নিয়োজিত করে, যাতে করে তারা তার সমস্ত কাজ করতে পারে, তার দাসত্ব করতে পারে এবং জীবন-ধারণের জন্য তার উপরে নির্ভর করতে পারে। যারা পাপ করে তারা পাপের দাস (যোহন ৮:৩৪)। কিভাবেই না এই যুবকেরা নিজেদেরকে উচ্ছিন্ন করে এবং নিজেদেরকে রসাতলে নিয়ে যায়, যখন তারা নিজেদেরকে এ ধরনের একজন মনিবের দাস হিসেবে অধিষ্ঠিত করে! তার মনিব তাকে মাঠে পশু চরাতে পাঠিয়েছিল। ভেড়া চরাতে জন্য নয়, যে কাজ সে সময় অনেক সম্মানজনক পেশা ছিল; যাকোব, মোশি এবং রাজা দায়ূদও প্রথম জীবনে ভেড়া চরাতেন। কিন্তু তাকে পাঠানো হল শূকরের পাল চরাতে। শয়তানের দাসের কাজ হল মাংসের জন্য পরিকল্পনা করা, মাংসিক সকল অভিলাষ ও কামনা চরিতার্থ করা। সেদিক থেকে লোভী, নোংরা এবং কলহপ্রিয় শূকরকে খাওয়ানোর মত উপযুক্ত কাজ আর নেই। কিভাবেই না আংশিক কলুষিত আত্মা নিজেদেরকে আরও অবনমিত করে!

[৫] পাপপূর্ণ অবস্থা হচ্ছে ক্রমাগত অসন্তুষ্টির একটি অবস্থা: যখন এ ধরনের অপব্যয়ী অভাবে পড়ে, তখন সে নিজেকে কোন একটি কাজে নিয়োজিত করার কথা চিন্তা করে। তাকে তখন অবশ্যই বাড়ির কথা নয়, বরং মাঠের কথাই চিন্তা করতে হয়; কারণ তার চিন্তা -চেতনা তখন থাকে অত্যন্ত হতদরিদ্র। সে তার পেট ভরাতে চাইতো, তার ক্ষুধা মেটাতে চাইতো এবং তার দেহকে পুষ্ট রাখতে চাইতো। শূকর যে শুটি খায় সেই শুটি সে খেতে চাইতো, পদ ১৬। আমাদের ছোট সাহেব নিজেকে কত ভাল একটি অবস্থানেই না এনেছেন, তাকে এখন শূকরের সঙ্গী হয়ে তাদের খাবার খেতে হচ্ছে! লক্ষ্য করুন, যখন পাপীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং যখন তারা চিন্তা করে যে তারা এতেই বরং সন্তুষ্ট হতে পারবে, তখন তারা অবশ্যই হতাশ হবে। তারা শুধু পরিশ্রমই করে যাবে, কিন্তু কোনভাবেই সন্তুষ্ট হবে না (যিশাইয় ৫৫:২)। তাদের কলুষতার যে বিশাল বাধা মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তা কখনোই তাদের আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না কিংবা তাদের পেট ভরাতে পারবে না (যিহি ৭:১৯)। শুটি হচ্ছে শূকরের খাদ্য, মানুষের নয়। এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ এবং চিত্তের বিনোদন দেহের সেবা দান করে; কিন্তু মূল্যবান আত্মার কাছে এসবের মূল্য কোথায়? এগুলো কখনোই সেই আত্মার প্রকৃতির সাথে মেলে না বা তার আকাঙ্খাও পূর্ণ করতে পারে না, তার চাহিদার যোগান দিতে পারে না। সেটি তাদেরকে বায়ু চালিত তুষের মত করে উড়িয়ে নিয়ে যায় (হোশেয় ১২:১), তারা ছাইয়ের মত করে উড়ে যায় (যিশাইয় ৪৪:২০)।

[৬] পাপপূর্ণ অবস্থা এমন, যেখানে কোন ধরনের প্রাণীর কাছ থেকেই শান্তি লাভ করা সম্ভব নয়: এই অপব্যয়ী পুত্র যখন তার নিজ আয় রোজগারের মধ্য দিয়ে তার খাবার যোগাড় করতে পারছিল না, তখন সে ভিক্ষা করতে শুরু করলো। কিন্তু কেউই তাকে খাবার দিত না, কারণ তারা জানতো যে এই ছেলেটি নিজের দোষেই এই দুর্ভাগ্য তার নিজের জীবনে বয়ে এনেছে। সে সময় সে খুবই হতদরিদ্র ছিল এবং সকলের কাছে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছিল; এ ধরনের দরিদ্রদেরকে খুবই কম দয়া করা হত। এই দৃষ্টান্তে বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া যায় যে, যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, তারা কোন প্রাণীর বা মানুষের কাছ থেকে দয়া পেতে পারে না। এই পৃথিবীর কাছে, দেবতাদের কাছে এবং মাংসের কাছে তখন আমাদের সমস্ত কান্না বৃথা হবে; কারণ তাদের কাছে যা আছে তা দিয়ে একটি আত্মাকে দূষিত করে দেওয়া যায়, বিষাক্ত করে দেওয়া যায়। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে আত্মাকে খাদ্য দেওয়ার এবং যত্ন নেওয়ার মত কিছুই থাকে না। যদি আমরা ঈশ্বরের দেওয়া অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে আর কে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে?

[৭] পাপপূর্ণ অবস্থা হচ্ছে মৃত্যুকালীন অবস্থা: *আমার এই ছেলেটি মারা গিয়েছিল*, পদ ২৪,৩২। একজন পাপী শুধুমাত্র আইন অনুসারেই মৃত নয়, সে আত্মিক জীবন হতেও বিতাড়িত। তার সাথে খ্রীষ্টের কোন সংযোগ থাকে না। তার ভেতরে কোন আত্মিক চেতনার চর্চা করা হয় না। জীবন্ত ঈশ্বরের সাথে তার কোন ধরনের সংযোগ থাকে না, আর সেই কারণেই সে থাকে মৃত। অপব্যয়ী পুত্রটি সেই দূর দেশে তার পরিবার এবং পিতার কাছে ছিল মৃত। সে তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল, যেভাবে গাছের কোন একটি শাখা বা ডাল কেটে ফেলা হয় এবং অবশেষে এক সময় তা শুকিয়ে যায়। আর এই সমস্ত

কাজ সে নিজের ইচ্ছাতেই করেছিল।

[৮] পাপপূর্ণ অবস্থা হচ্ছে হারিয়ে যাওয়ার অবস্থা: *আমার এই পুত্রটি হারিয়ে গিয়েছিল*। যা কিছু ভাল বস্তু, যা কিছু ভাল গুণ এবং সম্মান, এ সমস্ত কিছু থেকে, এমন কি তার নিজ পিতার গৃহ থেকেও সে হারিয়ে গিয়েছিল। তারা আর তাঁর কাছ থেকে কোন ধরনের আনন্দ লাভ করে নি। যে আত্মা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, সেই আত্মা হারিয়ে যাওয়া আত্মা। তারা হারিয়ে যাওয়া পথিকের মত, যে তার পথের দিশা হারিয়ে ফেলেছে। তার উপর থেকে অসীম দয়ার অনুগ্রহ সরিয়ে ফেরা হয়েছে। সে খুব শীঘ্রই ডুবন্ত জাহাজের মত সমুদ্রে তলিয়ে যাবে এবং তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

[৯] পাপপূর্ণ অবস্থা হচ্ছে পাগলামি এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতার অবস্থা: এখানে তা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে (পদ ১৭): *পরে একদিন তার চেতনা হল*; যার অর্থ হচ্ছে, সে তার চেতনার বাইরে অবস্থান করছিল। নিশ্চিতভাবে সে বলতে গেলে অচেতনই ছিল, যখন সে তার পিতার বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল। তার আরও বড় পাগলামি হচ্ছে, সে বাইরে অন্য একটি দেশে গিয়ে সেখানকার নাগরিক হয়েছিল। পাপীদের ভেতরে থাকে মানসিক ভারসাম্যহীনতার প্রকৃতি (উপদেশক ৯:৩)। শয়তান তখন সেই আত্মার অধিকার নিয়ে নেয়। সেই আত্মা ভয়ানক উন্মাদ হয়ে যায়, যে মন্দ-আত্মা দ্বারা আক্রান্ত হয়! এ ধরনের পাপীরা অবশ্যই উন্মাদ। তারা নিজেদেরকে তাদের মূর্খতাস্বরূপ কামনা-লালসা দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। একই সময়ে তারা নিজেদেরকে বোকার মত কিছু আশা দিয়ে প্রলোভন দেখায় এবং ধোঁকা দেয়। তারা সকলেই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, যারা নিজেরাই তাদের রোগের প্রতিকারের সবচেয়ে বড় শত্রু।

২. এখানে আমরা সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবন থেকে তার ফিরে আসা দেখতে পাই, তার পিতার কাছে তার অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে প্রত্যাবর্তন দেখতে পাই। যখন তার নিজের দুর্ভাগ্য তার সহ্যের শেষ সীমায় চলে গেল, যখন সে নিজে নিজে চিন্তা করলো যে, তার এখন সত্যিই বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য করুন, আমাদের কখনোই সবচেয়ে খারাপ অবস্থার কথা চিন্তা করে হতাশ হওয়া উচিত নয়; কারণ যেখানে জীবন রয়েছে, সেখানে আশাও রয়েছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ সবচেয়ে কঠিন হৃদয়কেও নরম কোমল করে দিতে পারে এবং সবচেয়ে বড় বাধার পাহাড়কেও দূরে সরিয়ে দিতে পারে। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) তার ফিরে আসা এবং অনুশোচনা করার কারণ কি ছিল: এর কারণ ছিল তার দুর্দশা। যে সময় সে অনেক অভাবগ্রস্ত ছিল, ঠিক সেই সময় সে তার চেতনা ফিরে পেল। লক্ষ্য করুন, দুঃখ-দুর্দশা অনেক পাপীকেই তাদের পথ থেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের পথের দিকে ধাবিত করে, যখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। তাদের এই ফিরে আসা হয় আনন্দজনক। তারা তখন তাদের কানকে নিবদ্ধ করে শৃঙ্খলার ও নিয়ম-নীতির কথার দিকে এবং তাদের হৃদয় তখন নির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত হয়। তারা তখন এই পৃথিবীর তুচ্ছতা এবং পাপের দুর্দশার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে। তারা তখন তা আত্মিকভাবে প্রয়োগ করে। যখন আমরা প্রাণীকুলের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয়তা বা পর্যাপ্ততা সম্পন্ন করতে পারি না এবং যখন আমরা আমাদের আত্মাকে নষ্ট হয়ে যাওয়া

থেকে বিরত রাখার জন্য সকল ধরনের পন্থা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিই, তখনই আমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে হয়। যখন আমরা দেখি যে, আমরা চরম দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করছি, চিকিৎসক আমাদের রোগমুক্ত করতে পারছে না, আমাদের আত্মা পাপের ভারে জর্জরিত হয়ে গোঙাচ্ছে এবং কোন ব্যক্তিই আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না, তখন অবশ্যই আমাদের প্রভু যীশুর কাছে ফিরে আসতে হবে এবং তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

(২) এর জন্য কি প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল: তা ছিল বিবেচনা বা সিদ্ধান্ত। সে তার নিজেকে বলেছিল, সে নিজেকে যুক্তি দেখিয়েছিল, যখন সে তার হৃদয়ের মাঝে তার চেতনাকে খুঁজে পেল। সে বলল: *আমার পিতার কত মজুর কত বেশী খাবার পাচ্ছে, অথচ আমি এখানে খিদেতে মরছি!* লক্ষ্য করুন, বিবেচনা হচ্ছে রূপান্তরের পথে প্রথম পদক্ষেপ (যিহি ১৮:২৮)। সে বিবেচনা করেছিল এবং রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হয়ছিল। পরিবর্তন করার অর্থ হচ্ছে আমাদের নিজেদের সত্তাকে ফিরে পাওয়া, আমাদের নিজেদের উপরে প্রতিফলন ঘটানো, একটির সাথে আরেকটির তুলনা করা এবং সেই অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনে এগোনো। এখন দেখা যাক সে কি বিবেচনা করেছিল:

[১] সে বিবেচনা করেছিল যে, সে কি খারাপ অবস্থার মধ্যেই না রয়েছে: *আমি খিদেয় মরে যাচ্ছি*। সে শুধু এটি বলে নি যে, "আমি ক্ষুধার্ত"। বরং সে বলেছে, "আমি ক্ষুধায় শেষ হয়ে যাচ্ছি, কারণ আমি এখান থেকে বাঁচার কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।" লক্ষ্য করুন, পাপীরা ততক্ষণ পর্যন্ত খ্রীষ্টের কাছে আসে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদেরকে পাপে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পথে ধাবিত হতে দেখে। এই বিবেচনাটিই আমাদেরকে খ্রীষ্টের দিকে চালিত করে: *প্রভু, আমাদেরকে রক্ষা করুন, আমরা ধ্বংস হয়ে গেলাম*। যদিও আমরা এভাবে খ্রীষ্টের দিকে ধাবিত হই, কিন্তু তিনি আমাদেরকে কোন সময়ই ত্যাগ করবেন না কিংবা তিনি নিজেকে আমাদের দ্বারা জোর করার কথা চিন্তা করে অসম্মানিত হবেন না। বরং আমরা তাঁর কাছে এসেছি বলে তিনি আরও সম্মানিত হবেন।

[২] সে বিবেচনা করে দেখল যে, সে যদি তার পিতার গৃহে ফিরে যায়, তাহলে এখনকার চেয়ে কতটা ভালভাবে সে থাকতে পারবে: *আমার পিতার গৃহে কত মজুর রয়েছে, যারা আমার পরিবারের সবচেয়ে নিম্নপদস্থ। তারা সকলে দিন মজুর, তারা আমার চেয়ে যথেষ্ট বেশি খাবার খাচ্ছে, তাদের কাছে উদ্বৃত্ত খাবার থেকে যাচ্ছে, কত ভালভাবেই না জীবন ধারণ করছে!* লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, আমাদের পিতার গৃহে তাঁর পরিবারের সকলের জন্যই অনেক খাবার রয়েছে। এটি আমাদের শেখানো হয় সাক্ষ্য-তাঁবুর বারোটি পবিত্র রুটির মধ্য দিয়ে, যা সব সময় সেই সাক্ষ্য-তাঁবুর পবিত্র স্থানে পবিত্র টেবিলে রাখা হত। সেখানে বারোটি বংশের স্মরণে বারোটি রুটি রাখা হত।

দ্বিতীয়ত, সেখানে অনেক খাবার এবং উদ্বৃত্ত খাবার রয়েছে। সকলের জন্য এবং প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট খাবার রয়েছে। যারা তাঁর পরিবারের সাথে যোগ দেবে তাদের

সকলের জন্যই অঢেল খাবার রয়েছে। এমন কি তারা তা নিজেরা খেয়ে অন্যদের কাছে বিলিয়েও দিতে পারবে। সেখানে প্রচুর ঘর রয়েছে। সেখানে তাঁর টেবিল থেকে সব সময় খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ ছিটকে পড়ে, যা পেয়েই সে খুশি হবে এবং কৃতজ্ঞ থাকবে।

তৃতীয়ত, ঈশ্বরের পরিবারে মজুরেরাও খুব ভাল খাবার খেয়ে থাকে। তারা এই পরিবারে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের, কারণ তাদেরকে কাজের জন্য ভাড়া করে আনা হয়েছে এবং তাদেরকে মনিবের দেওয়া বকশিশের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়; যদিও তারা তা প্রচুর পরিমাণেই পায়।

চতুর্থত, এই বিষয়টি বিবেচনা করার কারণে পাপীরা উৎসাহিত হবে। যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে তারা তাঁর কাছে ফেরার জন্য আগ্রহী হবে। এভাবেই একজন জেনাকারী নারী নিজের বিবেকবোধকে জাগ্রত করে, যখন সে তার নতুন প্রেমিকের কাছ থেকে প্রতারিত হয়: *আমি এখান থেকে আমার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাব, কারণ এখনকার চেয়ে আমি সে সময়ই ভাল ছিলাম* (হোশেয় ২:৭)।

(৩) তার উদ্দেশ্য কি ছিল? সে সময় ছেলেটির অবস্থা খুবই খারাপ ছিল এবং পিতার গৃহে ফিরে গেলে হয়তোবা তার অবস্থার উন্নতি হতে পারতো। তাই তার সিদ্ধান্তকে এই ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়: *আমি উঠবো এবং আমার পিতার কাছে যাব।* লক্ষ্য করুন, ভাল উদ্দেশ্য অবশ্যই ভাল বিষয়, কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে ভাল কাজ করে দেখানো।

[১] সে যা করবে বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিল: *আমি উঠবো এবং আমার পিতার কাছে যাব*। সে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আর কোন সময় ব্যয় করলো না, বরং সে তখুনি উঠলো এবং তার পিতার গৃহের দিকে রওনা দিল। যদিও সে অনেক দূরের একটি দেশে বসবাস করতো, তার পিতার গৃহ থেকে তা ছিল অনেক দূরের পথ, কিন্তু অনেক দূরের পথ হলেও সে ফিরে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিল। ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সময় যে কয় ধাপ পিছিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাঁর কাছে ফিরে আসার সময় আবারও সেই কয় ধাপই এগিয়ে আসতে হবে। যদিও সে সেই দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সে তার নিজের সাথে এ নিয়ে কোন বিতর্কে জড়ালো না। আমরা মাংসের কাছে ঋণী নই, আমরা মিশরীয় প্রভুদের মত তাদের কোন শাসনের অধীনে নই। তাই আমরা যখনই চাইব তখনই সেখানে কাজ শেষ করে চলে যাওয়ার অধিকার আমাদের আছে। লক্ষ্য করুন, কি চেতনা নিয়ে সে কথাটি বলেছিল: "আমি উঠবো এবং আমার পিতার গৃহে ফিরে যাব। যাই ঘটুক না কেন আমি আমার সঙ্কল্পে অটল থাকবো। এখানে থেকে না খেতে পেয়ে মরার চেয়ে ওখানে গিয়ে কাজ করাই ভাল।"

[২] সে কি বলবে তা চিন্তা করে রেখেছিল। সত্যিকার অনুশোচনা হচ্ছে উঠে দাঁড়ানো এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা: *দেখ, আমি তোমার কাছে আসছি। কিন্তু ফিরে গিয়ে আমি কি কথা বলবো?* এখানে সে কি কথা বলবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, আমরা ঈশ্বরকে যা বলেই সম্বোধন করি না কেন, সবচেয়ে ভাল হচ্ছে যদি আমরা তাঁর

কাছে গিয়ে আন্তরিকতার সাথে নিজেদেরকে সরলচিত্তে উপস্থাপন করি, যাতে করে আমরা যখন কোন বিষয়ে যুক্তি দেখাবো বা অনুযোগ করবো, তখন যেন আমরা সহজেই তাঁর কাছে সমস্ত কথা বলতে পারি। আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা রয়েছে এবং আমাদেরকে অবশ্যই সব কিছু খুব সতর্কতার সথে বিবেচনা করতে হবে, যাতে করে আমরা আমাদের স্বাধীনতার সর্বোচ্চ এবং যথাযথ ব্যবহার করতে পারি এবং এর কোন ধরনের অপব্যবহার না করি। আসুন আমরা দেখি সে কি যুক্তি দেখিয়েছিল তার কথাগুলো বলার জন্য।

প্রথমত, সে নিজের দোষ স্বীকার করবে এবং তার বোকামির জন্য ক্ষমা চাইবে: *আমি পাপ করেছি*। লক্ষ্য করুন, যেহেতু আমরা সকলেই কমবেশি পাপ করেছি, সেহেতু আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের এই পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। পাপের জন্য অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমা লাভের জন্য এর একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। যদি আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা না চাই, তাহলে আমরা নিজেদেরকে নির্দোষিতার চুক্তি অনুসারে বিচারের জন্য তালিকাভুক্ত করবো, যা অবশ্যই আমাদেরকে অভিযুক্ত করবে। যদি একজন দোষী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়, নিজের ভুল স্বীকার করে এবং বাধ্য হৃদয় নিয়ে আসে, তাহলে আমরা তার জন্য অনুগ্রহের চুক্তির কথা বলতে পারি। এই চুক্তি তাদের জন্য ক্ষমা প্রদর্শন করে, যারা তাদের পাপ স্বীকার করবে।

দ্বিতীয়ত, সে নিজেকে দোষীকৃত করবে এবং সে নিজেকে এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করে শাস্তি কামনা করবে: *আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে পাপ করেছি এবং আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেছি*। যারা তাদের পার্থিব পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করে, তাদের উচিত হবে এই বিষয়টি বিবেচনা করা যে, এতে করে তারা স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করছে। তাদের বিরুদ্ধে কাজ করার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা। আমাদের সকলকেই এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে যে, যে বিষয়টি আমাদের পাপকে এত বেশি তীব্র ও অমার্জনীয় করে তুলেছে সেই বিষয়টির প্রতি আমাদেরকে অবশ্যই তীব্রভাবে দুঃখিত ও অনুতপ্ত হতে হবে।

১. পাপ করা হয় আমাদের উপরে ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করার মাধ্যমে: *আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে পাপ করেছি*। ঈশ্বরকে এখানে স্বর্গ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যাতে করে এটি বোঝানো সহজ হয় যে, তিনি কত না উর্ধ্বে এবং উচ্চে সমাসীন। আমাদের উপরে তাঁর প্রচণ্ড প্রতিপত্তি রয়েছে, কারণ স্বর্গ আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। পাপের বিদ্বেষ এই স্বর্গের উপরেই। তা স্বর্গের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে ও মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের দুঃসাহসী পাপী স্বর্গের বিরুদ্ধে তার মুখ খোলে এবং অভিযোগ করে (গীতসংহিতা ৬৩:৯)। তবুও এটি নিষ্ফল বিদ্বেষ, কারণ আমরা স্বর্গের কোন ক্ষতি কখনোই করতে পারবো না। শুধু তাই নয়, এই বিদ্বেষ মূর্খতার লক্ষণ। স্বর্গের দিকে যে পাথর ছুড়বে, সেই পাথর ফিরে এসে আঘাতকারীর উপরেই পড়বে (গীতসংহিতা ৭:১৬)। পাপ হচ্ছে স্বর্গের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। এটি স্বর্গের সমস্ত মহিমা এবং আনন্দের বিরুদ্ধে কথা বলে এবং স্বর্গী রাজ্যের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কথা বলে।

২. এটি ঈশ্বরের চোখে আমাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ জাগিয়ে তোলে: "আমি আপনার বিরুদ্ধে এবং স্বর্গের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আমি আপনার চোখে দোষীকৃত হয়েছি।" এই কারণে এর চেয়ে বেশি আর কোন কিছুই তাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দোষী করতে পারে না। এটিই সবচেয়ে বড় পাপ।

তৃতীয়ত, সে নিজেকে এর জন্য বিচারে এনেছিল এবং দোষী সাব্যস্ত করেছিল। সে নিজেকে তার পরিবারের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য বলে মনে করেছিল: *আমি আর আপনার সন্তান বলে পরিচিত হওয়ার যোগ্য নই,* পদ ১৯। সে এই সম্পর্ককে অস্বীকার করে নি, কারণ এই সম্পর্কের উপরেই তার সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু সে এই কথা বলেছে যে, তার পিতা অবশ্যই ন্যায্যভাবে এই সম্পর্ককে উপেক্ষা করতে পারেন এবং তার মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দিতে পারেন। সে তার নিজের চাহিদা অনুসারে তার ভাগের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে চলে গিয়েছিল এবং এখানে তার আর কিছুই চাইবার নেই। লক্ষ্য করুন, পাপীরা যখন নিজেদের দোষ বুঝতে পারে, তখন তারা তাদের দোষ স্বীকার করার সময় এটিও বুঝতে পারে যে, তাদের আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়ার কোন অধিকার নেই এবং তাদেরকে অবশ্যই তাঁর সামনে নত এবং নম্র হতে হবে।

চতুর্থত, সে আর কখনো তার পরিবারের একজন হতে পারবে না বলেই তার বিশ্বাস ছিল, যদিও সে তার পরিবারে সবচেয়ে নিম্ন স্তরের একটি স্থান চেয়েছিল: "আমাকে আপনার ভাড়া করে আনা মজুরদের মত একজন করেই রাখুন। সেটাই আমার জন্য অনেক ভাল এবং যথেষ্ট।" লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের ঘরের জন্য সত্যিকার অনুশোচনাকারীদের একটি বিশেষ মূল্য ও বিবেচনা রয়েছে। যারা এর অংশী হতে চায়, তারা এর যে কোন একটি অংশে যে কোন একটি স্থান পেলেই চরম সুখী হবে; কারণ তারা মনে করবে যে তাদের কাজের প্রতিফল অনুসারে তাদের জন্য এটিই অনেক বেশি। এমন কি সেখানে দারোয়ানের চেয়েও নিম্ন স্তরের কাজ করতেও তার আপত্তি নেই (গীতসংহিতা ৮৪:১০)। যদি সে নিজেকে সেখানে মজুরদের সাথে বসে কাজ করাতে পারে তাহলেই সে চরম সুখী হবে, কারণ সে মনে করবে এটিই তার জন্য অনেক বেশি; বিশেষ করে তার বর্তমান অবস্থার সাথে তুলনা করলে। যারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে, যাঁর কাছ থেকে তারা এক সময় দূরে সরে গিয়েছিল, তারা চায় কোন না কোনভাবে তারই কাজে লাগতে এবং তাঁরই সেবা করতে। আর তাই সে তাঁর সেবা এবং সম্মান করার জন্য নিজেকে নিবেদিত করতে চেয়েছে: "আমাকে আপনার অধীনে একজন দিনমজুর হয়ে থাকতে দিন, যাতে করে আমি দেখাতে পারি যে, আমি আমার পিতার গৃহকে আসলে কতটা ভালবাসি।"

পঞ্চমত, এ সমস্ত কথা বলার সময় সে তার স্বর্গীয় পিতার দিকে তাকিয়ে থেকে তার পিতাকে এই কথা বলার জন্য চিন্তা করেছিল: "পিতা, আমি উঠবো এবং গিয়ে আমার পিতাকে এই সমস্ত কথা বলবো।" লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরকে একজন পিতা হিসেবে দেখা, আমাদের পিতা হিসেবে দেখা অবশ্যই আমাদের অনুশোচনার জন্য এবং তাঁর কাছে ফিরে আসার জন্য খুবই সহায়ক। এটি আমাদের পাপের জন্য দুঃখবোধকে খাঁটি করে তুলবে,

আমাদের সঙ্কল্পকে আরও দৃঢ় করবে এবং আমাদেরকে ক্ষমা চাইবার জন্য সাহস দেবে। ঈশ্বর অনুতাপকারী এবং ক্ষমাপ্রার্থীদের কাছ থেকে পিতা ডাক শুনতে ভালবাসেন। *ইফ্রয়িম কি আমার প্রিয় সন্তান নয়?*

(৪) এই উদ্দেশ্যের জন্য সে কি করেছিল: *সে উঠে দাঁড়ালো এবং তার পিতার কাছে ফিরে গেল*। সে যে ভাল কাজের কথা চিন্তা করেছিল তা সম্পন্ন করতে সে এক মুহূর্তও দেরি করলো না। লোহা গরম থাকতে থাকতেই সে তা পেটানোর ব্যবস্থা করেছিল এবং সে এর বিকল্প কোন চিন্তা করার জন্য তার মনকে সময় দেয় নি। লক্ষ্য করুন, আমাদের অবশ্যই সকল ধরনের সন্দেহ এবং দ্বিধা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে হবে। আমরা কি সকলে বলেছি যে আমরা উঠে দাঁড়াবো এবং তাঁর কাছে যাব? আমাদের অবশ্যই এখনই তাৎক্ষণিকভাবে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং আসতে হবে। সে অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায় নি এবং বলে নি যে, সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং বাকি রাস্তাটুকু সে যেতে পারবে না। বরং সে দুর্বল এবং ক্লান্ত হয়ে পড়লেও পুরো রাস্তাটি গিয়েছে এবং তার কাজ সম্পন্ন করেছে। *যদি তুমি আমার কাছে ফিরে আসতে, হে ইস্রায়েল, যদি আমার কাছে ফিরে আসতে এবং তোমার প্রথম কর্তব্যটি পালন করতে!*

৩. এখানে আমরা দেখি সে তার পিতার কাছ থেকে কি ধরনের অভ্যর্থনা এবং সম্ভাষণ লাভ করছে: সে তার পিতার কাছে আসলো। কিন্তু সে কি সাদরে গৃহীত হয়েছিল? হ্যাঁ, তাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। তার পাশাপাশি এটি হচ্ছে সেই সমস্ত পিতামাতার জন্য একটি উদাহরণ, যাদের সন্তানেরা বোকা এবং অবাধ্য। যদি তারা দোষ করে এবং এরপর অনুতাপ করে ও নিজেদেরকে নত করে, তাহলে তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করা উচিত হবে না। বরং তাদেরকে জ্ঞান দ্বারা পরিচালনা এবং নির্দেশনা দান করতে হবে, যা উপর থেকে আসে। তাদের সাথে ভদ্রভাবে এবং দয়ার সাথে আচরণ করতে হবে; কারণ যারা ঈশ্বরের অনুসারী, তারা সব সময় তাঁরই মত করে দয়াপূর্ণ আচরণ করে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং দয়া মূলত হতভাগ্য ও দরিদ্রদের দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেই সমস্ত হতভাগ্য পাপীদেরকে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যারা অনুশোচনা করে এবং তাঁর কাছে ফিরে আসে। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) পিতার কাছ থেকে যে মহা ভালবাসা এবং স্নেহ সেই পুত্র লাভ করলো: *সে দূরে থাকতেই তাকে তার পিতা দেখতে পেলেন*, পদ ২০। তার পুত্র তার কাছে ক্ষমা চাইবার এবং অনুশোচনা করার আগেই তিনি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন; কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর মঙ্গলময়তার দয়া দ্বারা সুরক্ষিত রাখেন। এমনকি আমরা তাঁকে ডাকার আগেই তিনি আমাদেরকে উত্তর দেন, কারণ তিনি আমাদের অন্তর জানেন। *আমি বললাম, আমি পাপ স্বীকার করবো আর তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিলে*। এখানে বিষয়টির কত না জীবন্ত চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে!

[১] এখানে দয়ার চোখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই চোখে ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি: সে দূরে থাকতেই তাকে তার পিতা দেখতে পেলেন। পরিবারের অন্য কেউ তাকে দেখার

আগেই তিনি তাকে দেখতে পেলেন; যেন তিনি কোন উঁচু দুর্গের উপরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলেন যে, তাঁর সন্তান কখন ফিরে আসে। তিনি হয়তোবা তখন মনে মনে চিন্তা করছিলেন, "ওহ্, আমি যদি একবার আমার সন্তানকে ফিরে আসতে দেখতে পেতাম!" এটি পাপীদের পরিবর্তনের জন্য ঈশ্বরের আকাঙ্খাকে প্রকাশ করে এবং যারা তাঁর কাছে আসবে তাদের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর প্রস্তুতিকে নির্দেশ করে। তিনি মানুষের দিকে তাকান, যখন তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যায়, যাতে করে তিনি দেখতে পারেন কখন তারা তাঁর কাছে ফিরে আসে। তিনি তাদের প্রতি প্রথম দৃষ্টিদানের ব্যাপারে সতর্ক রয়েছেন।

[২] এখানে আমরা দয়াপূর্ণ হৃদয় দেখতে পাই। সেই হৃদয় সেই সন্তানটির দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং তাঁর পুত্রের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। তার মধ্যে সহানুভূতি ছিল। দুর্ভাগ্য হচ্ছে করুণা করার বিষয়, এমন কি একজন পাপীর দুর্ভাগ্যও, কারণ ঈশ্বর অত্যন্ত সহানুভূতিশীল; যদিও সে নিজের এই দুর্ভাগ্য নিজেই ডেকে এনেছে। তার আত্মা ইস্রায়েলের দুর্ভাগ্যের জন্য কাতর হল (হোশেয় ১১:৮; বিচারকর্তৃকগণ ১০:১৬)।

[৩] সেখানে ছিল দু'টি দয়াপূর্ণ পা এবং সেই পায়ে ছিল দ্রুতগতি: তিনি দৌড়ালেন। এটি প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর তাঁর দয়া প্রদর্শন করার জন্য কতটা দ্রুতগামী। সেই অপব্যয়ী পুত্র ধীরে ধীরে কাছে এল। তার উপরে ছিল এক বিশাল লজ্জার এবং ভয়ের বোঝা। কিন্তু তার দয়াবান পিতা তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য দৌড়ে তার কাছে চলে গেলেন।

[৪] এখানে আমরা দেখি দয়াপূর্ণ বাহু। সেই বাহু তাকে জড়িয়ে ধরার জন্য প্রসারিত হয়ে আছে: তিনি দৌড়ে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলেন। যদিও সে ছিল দোষী এবং প্রহারের যোগ্য, যদিও সে ছিল নোংরা এবং এই মাত্র সে শূকরের খাবার দেওয়ার স্থান থেকে এসেছে, তবু তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর নিজ বুকে ঠাঁই দিলেন। এভাবেই সত্যিকার অনুশোচনাকারীরা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশুর কাছে গৃহীত হয়।

[৫] এখানে আমরা দেখি দয়াপূর্ণ ঠোঁট। সেই ঠোঁট থেকে যেন মধু ঝরে পড়ছে: তিনি তাকে চুম্বন করলেন। এই চুম্বন শুধুমাত্র তাকে অর্ভথ্যনা জানানোর জন্য নয়। বরং এই চুম্বনের মাধ্যমে তার ক্ষমালাভের আদেশ সীলমোহর করে দেওয়া হল। তার আগেকার যত মূর্খতা এবং দোষ সবই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আর কোন কথা বলা হবে না এবং তাকে আর কখনোই এর জন্য অভিযুক্ত করা হবে না। এ যেন অবশালোমকে রাজা দায়ূদের চুম্বন করার মতই একটি ঘটনা (২ শমূ ১৪:৩৩)। এটি প্রকাশ করে যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পিতার ইচ্ছা অনুসারে হতভাগ্য, অনুতপ্ত, মন পরিবর্তনকারী এবং ফিরে আসা গুনাগারদেরকে গ্রহণ করা এবং অভ্যর্থনা জানানোর ক্ষেত্রে কতটা প্রস্তুত এবং আন্তরিক।

(২) হতভাগ্য অপব্যয়ী পুত্রটি তার পিতার কাছে কিভাবে নিজেকে অনুতাপের সাথে সমর্পণ করলো (পদ ২১): *আব্বা, আমি ঈশ্বর ও তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি*। এখানে উত্তম পিতার দয়া প্রকাশ পায়, কারণ তার ছেলে অনুতাপ ও পাপ স্বীকার করার আগেই তিনি তার প্রতি অনেকে বেশি দয়া প্রদর্শন করেছেন। যখন ছেলেটি দয়ার চাদরে মোড়া সেই চুম্বনটি লাভ করলো, তারপরও সে বললো, *পিতা, আমি পাপ করেছি*। লক্ষ্য করুন,

এমন কি যারা পাপের ক্ষমা লাভ করেছে এবং তাদের সেই ক্ষমা বাস্তবায়িত হয়েছে, তাদেরও অবশ্যই হৃদয় থেকে আন্তরিকতার সাথে তাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। তাদের অবশ্যই মুখ দিয়ে তাদের দোষের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত, এমন কি যে সমস্ত পাপীদের তাদের দোষের জন্য ক্ষমা পাওয়ার আশা রয়েছে তাদেরও। নাথন যখন বলেছিলেন, *প্রভু আপনার মৃত্যুর শাস্তি তুলে নিয়েছেন, আপনি আর মরবেন না*; তখন রাজা দায়ূদ গীতসংহিতার ৫১তম গীতটি রচনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পাপের ক্ষমার সন্তুষ্টিজনক ধারণাটি আমাদের দুঃখবোধকে আরও বাড়িয়ে দেয়। দেখুন যিহিস্কেল ১৬:৬৩: "আমি যখন তোমার সব অন্যায় ক্ষমা করব তখন তুমি সেই সব অন্যায় কাজের কথা মনে করে লজ্জিত হবে এবং তোমার অসম্মানের জন্য আর কখনও মুখ খুলবে না।" আমাদের ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরের প্রস্তুতিতে আমরা এর চেয়েও বেশি কিছু দেখতে পাই, কারণ এতে করে আমরা নিজেদেরকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে আরও অপারগ হয়ে পড়ি।

(৩) পিতা তার অপব্যয়ী পুত্রের ফিরে আসার ব্যাপারে যে চমৎকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: সে তার পিতার অধীনে আবার ফিরে গিয়েছিল এবং এখানে আমরা তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারি, পদ ১৯। কিন্তু আমরা দেখি না যে সে এ কথা বলেছে (পদ ২১): *আমাকে তোমার একজন দাস করে রাখো*। আমরা এ কথা ভাবতে পারি না যে, সে এ কথা ভুলে গিয়েছিল। বরং বলা চলে সে তার মনকে পরিবর্তন করেছিল এবং সে এখন তার পরিবারে আবারও নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বেশি আকাঙ্খী হয়েছিল; কারণ সে এখানে একজন ভাড়া করা মজুর হয়ে কাজ করার জন্য আসে নি। কিন্তু তার পিতা তাকে এ কথা বলতে বাধা দিলেন: "দাঁড়াও পুত্র, নিজের অক্ষমতা নিয়ে আর কোন কথা বোলো না। আমার গৃহে তোমাকে সুস্বাগতম। তোমাকে শুধুমাত্র আমার সন্তান বলে ডাকা হবে না, বরং আমার প্রিয়তম পুত্র হিসেবে ডাকা হবে। তুমি আমার আনন্দের পাত্র বলে পরিচিত হবে।" এভাবে যে প্রথম কথাতেই সাদরে আমন্ত্রিত হয়, তার আর নিজেকে ভাড়া করা মজুর হিসেবে পরিচিত করে তোলার দরকার নেই। এভাবে যখন ইফ্রয়িম নিজেকে ঈশ্বরের সামনে নত করেছিল, সে সময় ঈশ্বর তাকে ক্ষমা এবং সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন (যিরমিয় ৩১:১৮-২০)। এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, তার পিতার মুখে একটিও তিরস্কারের ভাষা পাওয়া যায় না: "কেন তুমি সেই সমস্ত বেশ্যা আর শূকরদের সাথে বাস করলে না? তোমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত না করলে তো তুমি কোন দিনই এ বাড়ির পথ খুঁজে পেতে না।" না, এ ধরনের কোন কথাই তাকে বলা হয় নি। এর অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বর প্রকৃত অনুতাপকারীদেরকে ক্ষমা করে দেন, তিনি তাদের সকল দোষের কথা ভুলে যান এবং আর তা মনে রাখেন না। তাদের বিরুদ্ধে আর সে সমস্ত পাপ মনে রাখা হবে না (যিহি ১৮:২২)। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এখানে তার জন্য এক মহান এবং রাজকীয় পরিকল্পনা সাধন করা হয়েছে, যা করা হয়েছে তার জন্মপরিচয় এবং তার পদমর্যাদা অনুসারেই; যা সে কখনো ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করে নি। তার পিতা যদি তাকে দেখে তাকে গিয়ে রান্নাঘরে কাজ করতে বলতেন এবং তার দাসদের মত করে খাবার পরিবেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত করতেন, তাহলেই বরং তার কাছে তা স্বাভাবিক ও যথেষ্ট বলে মনে হত এবং সে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই কাজ করতো। কিন্তু যারা তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য ফিরে আসে

এবং নিজেদেরকে ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহের উপর ছেড়ে দেয়, তারা এমন দয়া এবং অনুগ্রহ লাভ করে যা তারা কখনো চিন্তাও করে নি কিংবা আশাও করে নি। এই অপব্যয়ী পুত্র আশা এবং ভীতির মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় বাড়িতে ফিরে এসেছিল। তার ভয় ছিল যে, সে হয়তো প্রত্যাখ্যাত হবে এবং একই সাথে তার এই আশা ছিল যে, সে হয়তো গৃহীত হবে। কিন্তু তার পিতা শুধু যে তার ভীতি দূর করেছেন তাই নয়, বরং তিনি তাকে অত্যন্ত উষ্ণ হৃদয় নিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। তার পিতা তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেছেন।

[১] সে একদমই ছেঁড়া কাপড়-চোপড় পরে বাড়িতে ফিরে এসেছিল। তার পিতা তাকে যে নতুন পোশাকই শুধু পরালেন তাই নয়, তিনি তাকে অলঙ্কারেও ভূষিত করলেন। তিনি তার দাসদের ডাকলেন, যারা সকলে তাদের মনিবের সাথে ছিল; কারণ তাঁর পুত্র ফিরে এসেছে। তিনি তাদেরকে বললেন, *সবচেয়ে ভাল চাদরটি নিয়ে এসো এবং ওকে পরিয়ে দাও*। তাকে বাড়ির সবচেয়ে বাজে ও পুরনো পোশাক দেওয়ার দরকার ছিল এবং সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হত। কিন্তু তার পিতা তার জন্য কোন কোর্তা আনতে বললেন না। তিনি তার জন্য চাদর আনতে বললেন, যা রাজা এবং মহান ব্যক্তিদের উপযুক্ত পোশাক। এখানে দ্বিরুক্তি করে গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে: "সেই চাদর, সেই প্রধান চাদর, তোমরা জানো আমি কি বোঝাতে চেয়েছি: প্রথম চাদর (এমনটিই পড়া হয়ে থাকে); যে চাদর ছেলেটি দেশান্তরী হওয়ার আগে নিয়মিত পরতো। এখানে সেই সেই চাদরটি নিয়ে এসো এবং তাকে তা পরিয়ে দাও। সে এটি পরতে লজ্জা বোধ করবে এবং মনে করবে যে, তার মত এমন নোংরা দেহ নিয়ে ঘরে ফিরে আসার পর এমন চমৎকার চাদর গায়ে দেওয়াটা বেমানান। কিন্তু তাকে তা পরিয়ে দাও এবং তাকে অবহেলাভরে তা দিও না। তাকে একটি আংটি পরিয়ে দাও, সীলমোহর করা আংটি। তাতে আমাদের পরিবারের নাম খোদাই করে লেখা আছে; যা এই অর্থ বহন করে যে, সে এখন থেকে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য।" ধনী ব্যক্তিরা আংটি পরে থাকে। এখানে তার পিতা এটিই বোঝাতে চেয়েছেন যে, যদিও সে তার সম্পত্তির অংশ বিক্রি করে দিয়ে এসেছে, তথাপি যেহেতু সে অনুশোচনা করেছে এবং ফিরে এসেছে, সেহেতু তাকে সম্পত্তির আরেকটি অংশ দেওয়া যাবে। সে খালি পায়ে হেঁটে এসেছিল এবং অনেক পথ হেঁটে আসার কারণে তার পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। তাই বলা হল, "তার পায়ে জুতো পরিয়ে দাও, যাতে সে আরাম পায়।" এভাবেই ঈশ্বর সত্যিকার অনুতাপকারীদেরকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।

প্রথমত, সেই চাদরটি হচ্ছে খ্রীষ্টের ধার্মিকতা, প্রধান চাদর, যা তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান করবে এবং সূর্যকে গায়ে জড়াবে। ধার্মিকতার চাদর হচ্ছে পরিত্রাণের পোশাক (যিশাইয় ৬১:১০)। একটি নতুন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবচেয়ে ভাল চাদর। সত্যিকার অনুতাপকারীদেরকে এই পোশাক বা চাদর দিয়ে জড়িয়ে নেওয়া হবে। তাদেরকে এর দ্বারা পবিত্রীকৃত করা হবে।

দ্বিতীয়ত, আত্মার আন্তরিকতা, যার দ্বারা আমরা পরিত্রাণের দিনের জন্য সীলমোহরকৃ ত হই। সেটি হচ্ছে আমাদের হাতের আংটি। আমরা বিশ্বাস করার পর সীলমোহরকৃত

হব। যারা পবিত্রীকৃত হয়, তারা অলঙ্কৃত এবং সম্মানিত হয়। তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যেভাবে যোষেফকে ফরৌণ একটি আংটি দিয়েছিলেন: "তার হাতে একটি আংটি পরিয়ে দাও, যা তার কাছে তার পিতার দয়ার একটি সার্বক্ষণিক চিহ্ন হয়ে থাকবে, যা সে কখনো ভুলে যাবে না।"

তৃতীয়ত, শান্তির সুসমাচারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে আমাদের পায়ে জুতা পরার মত (ইফি ৬:১৫)। সে কারণে এখানে এই ঘটনার সাথে তুলনা করা হলে আমরা দেখতে পাই যে, এটি এই অর্থ বহন করে (যা গ্রোশিয়াস মনে করেন): ঈশ্বর যখন প্রকৃত অনুতাপকারীদেরকে গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাদেরকে অনুগ্রহ দান করেন। তাদের নির্দেশনা দ্বারা তিনি অন্যদেরকে আগ্রহী করেন এবং আহ্বান করেন, যেন তারাও এসে পরিবর্তিত হয়; অন্ততপক্ষে তারা যেন সেই ব্যক্তির কিছু কাজ দেখে মন পরিবর্তন করে। রাজা দায়ূদ যখন ক্ষমা লাভ করলেন, তখন তিনি সকল পাপীদেরকে ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। যখন প্রেরিত পিতর পরিবর্তিত হলেন, তখন তিনি তাঁর ভাইদেরকে আরও শক্তিশালী করতে লাগলেন। কিংবা এর অর্থ এই যে, তারা আনন্দের সাথে গেল এবং ওয়াদা সহকারে ধর্মের পথে গেল, যেভাবে একজন মানুষ জুতা পরে তার পথে হেঁটে যায়; অথচ এর আগে সে খালি পায়ে হাঁটতো।

[২] সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এলো। তার পিতা তাকে শুধু খাওয়ালেনই না, তিনি তাকে ভোজে অংশগ্রহণ করালেন (পদ ২৩): "সবচেয়ে মোটা-সোটা বাছুরটা নিয়ে এসো। ওটা এখন কাটার উপযুক্ত হয়েছে এবং এখন ওটাকে কাটার মত একটা যথোপযুক্ত আয়োজন করার সময় হয়েছে। তাই ওটাকে কেটে রান্না কর, যেন আমার পুত্র সবচেয়ে ভাল মাংস খেয়ে তৃপ্ত হতে পারে।" তাকে ঠাণ্ডা মাংস দেওয়া যেতে পারতো, কিংবা আগের রাতের থেকে যাওয়া খাবারের অবশিষ্টাংশ তাকে দেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু তাকে একেবারে তাজা এবং গরম মাংস রান্না করে দেওয়া হল এবং তার জন্য সবচেয়ে মোটা-সোটা বাছুরটা জবাই করে খাওয়ানো হল, যা অন্য কোন বড় অনুষ্ঠানের জন্য রাখা হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, আমাদের স্বর্গীয় পিতা সেই সকলের জন্যই চমৎকার খাবার রেখেছেন, যারা জাগ্রত হয় এবং তাঁর কাছে আসে। খ্রীষ্ট নিজে সেই জীবন রুটি। তাঁর শরীর হচ্ছে আমাদের জন্য মাংস এবং তাঁর রক্ত হচ্ছে আমাদের জন্য পানীয়। তাঁর মাধ্যমে আমরা আমাদের আত্মার জন্য ভোজের আয়োজন করতে পারি এবং সেই ভোজে অনেক স্বাস্থ্যকর খাবার থাকে। এটি ছিল সেই অপব্যয়ী পুত্রের জন্য এক মহা পরিবর্তন, যে কি না এক দিন আগেই কেবলমাত্র ভূষি বা শুঁটি খেয়ে পেট ভরাতো। এই নতুন চুক্তির দেওয়া পণ্যসমূহ কত না সুমধুর এবং তা আমাদেরকে স্বস্তি যোগায়, যারা প্রাণীকুলের স্বস্তি আনয়নের জন্য কষ্ট করে চলেছে! এখন সে তার নিজ মঙ্গলের জন্য কথা বলার সুযোগ পেল, *আমার পিতার গৃহে যথেষ্ট পরিমাণ এবং উদ্বৃত্ত পরিমাণ খাবার রয়েছে*।

(৪) তার ফিরে আসার কারণে মহা আনন্দের উৎসব শুরু হল। যে মোটা-সোটা বাছুরটিকে কাটার জন্য নিয়ে আসা হল, সেটি শুধুমাত্র তার জন্য ভোজের আয়োজন করার উদ্দেশ্যে আনা হয় নি। বরং এটি আনা হয়েছিল পুরো পরিবারের জন্য আনন্দ উৎসব করার

উদ্দেশ্যে: "আমরা সকলে এর মাংস খাব এবং আনন্দ করবো। আজ খুব ভাল একটি দিন; কারণ আমার এই ছেলেটি মারা গিয়েছিল, যখন সে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতো। কিন্তু এখন সে আবার বেঁচে উঠেছে, সে মৃত্যু থেকে জীবন ফিরে পেয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম সে মারা গেছে, কারণ আমরা বহুদিন তার কাছ থেকে কোন ধরনের খবরাখবর পাই নি। কিন্তু দেখ, সে বেঁচে আছে। আমরা ভেবেছিলাম সে হারিয়ে গেছে, আর আমরা তাকে নিখোঁজ বলেই মনে করতাম। আমরা ভেবেছিলাম তার কোন খবর আর কখনো পাব না, কিন্তু তাকে আবার আমরা খুঁজে পেয়েছি।" লক্ষ্য করে দেখুন:

[১] পাপ থেকে ঈশ্বরের কাছে একটি আত্মার প্রত্যাবর্তনকে বলা যায় মৃত্যু থেকে আত্মার জীবন লাভ এবং যা হারিয়ে গিয়েছিল তা খুঁজে পাওয়া। এ এক মহা, সুখকর এবং আশ্চর্য পরিবর্তন। যা মৃত ছিল, তাকে জীবিত করা হয়েছে। যা হারিয়ে গিয়েছিল তা ঈশ্বরের মণ্ডলীতে খুঁজে পাওয়া গেছে। যা ছিল অলাভজনক, তা পরিণত হয়েছে লাভজনকে (ফিলীমন ১:১১)। এটি এমন একটি পরিবর্তন যার সাথে আমরা তুলনা করতে পারি পৃথিবীর বুকে বসন্ত ঋতুর আগমনের সাথে।

[২] স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে পাপীর মন পরিবর্তন অত্যন্ত আনন্দদায়ক একটি বিষয়। যারা তার পরিবারের সদস্য, তারা সকলে এতে অত্যন্ত প্রীত হয়। স্বর্গে এ নিয়ে আনন্দ হয় এবং পৃথিবীতে উৎসবের সূচনা হয়।

৪. এখানে ছেলেটির বড় ভাইয়ের ক্রোধ এবং ঈর্ষা আমরা দেখতে পাই। তার পিতা এখানে তার ঈর্ষান্বিত উক্তির জন্য তাকে ঠিক সেভাবেই তিরস্কার করেছেন, যেভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীদেরকে তিরস্কার করেছিলেন। সে তার ছোট ভাইয়ের পুনরাগমনে একেবারেই খুশি হয় নি। সে বাইরে থেকে ফিরে এসে দেখতে পায় যে, বাড়িতে মহা উৎসবের আমেজ চলছে এবং অনেক বড় ভোজের আয়োজন করা হচ্ছে। তাই সে একজন দাসকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে এবং তার ছোট ভাইয়ের প্রত্যাবর্তনের কথা জানতে পারে। এতে করে সে চরম ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে এবং তার পিতার উপরে ক্ষুব্ধ হয়। "দেখ, এত বৎসর আমি তোমার সেবা করে আসছি, কখনও তোমার আদেশ লঙ্ঘন করি নি, তবুও আমাকে কখনও একটি ছাগবৎস দাও নি, যেন আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করতে পারি। কিন্তু তোমার এই যে পুত্র পতিতাদের সঙ্গে তোমার ধন খেয়ে ফেলেছে, সে যখন আসল, তারই জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি জবেহ্ করলে," পদ ২৯,৩০। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] এর উত্তরে তার পিতা তাকে সূক্ষ্মভাবে ভর্ৎসনা করলেন: *বৎস, তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর যা যা আমার, সকলই তোমার*, পদ ৩১। এখানে তিনি তাঁর জ্যে'পুত্রকে মোটেও অবহেলা বা বঞ্চিত করার মত কোন কথা বলেন নি। বরং তিনি তার প্রাপ্য অধিকারের কথাই তার কাছে নিশ্চিত করে বললেন।

প্রথমত, এর পরিকল্পনা করা হয়েছে আমাদের কাছে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা প্রকাশ কর-ার জন্য। তিনি কত না বিস্ময়করভাবে ভদ্রতা এবং নম্রতা সহকারে তাদেরকে জয় করেছেন, যারা আশ্চর্যজনকভাবে উদ্ধত এবং প্ররোচণাকারী। তিনি এখানে কয়িনের কথা

বলেছেন: *কেন তুমি রাগান্বিত হচ্ছ?* তিনি চল্লিশ বছর মরুভূমিতে ইস্রায়েল জাতির ব্যবহার সহ্য করেছেন (প্রেরিত ১৩:১৮)। ঈশ্বর কত না মৃদুভাবে ইলিশায়ের কথা চিন্তা করেছেন, যখন তিনি পালিয়ে ছিলেন (১ রাজা ১৯:৪৬)। বিশেষ করে আমরা ভাবতে পারি যোনার কথা, যার ঘটনা এখানে খুব ভালভাবে মিলে যায়; কারণ তিনি সেখানে নীনবীর লোকদের অনুশোচনা করাতে গিয়েছিলেন এবং তাদের উপরে দয়া দেখানো হয়েছিল। সেভাবেই এখানে এই বড় ভাইটি রয়েছে এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে: *তোমার কি রাগান্বিত হওয়া উচিত?* একইভাবে মেলানো যায়: *আমার কি নিনেভে ধ্বংস করে দেওয়া উচিত ছিল না?* এখানে বড় ভাইয়ের কাছে পিতার এই প্রশ্নগুলো খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

দ্বিতীয়ত, এখানে সকল বয়োজ্যেষ্ঠদেরকেই নম্র হতে বলা হয়েছে এবং বিবেচনা করতে বলা হয়েছে তাদের অধীনস্থদের বা কনিষ্ঠ দের প্রতি, যাতে করে তারা ক্রোধে প্ররোচিত হতে না পারে। এই ঘটনায় পিতা তার সন্তানদের প্রতি রাগান্বিত হলেন না। তিনি তাদেরকে নম্র হতে বললেন এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করলেন।

[২] তার পিতা তাকে এই বলে নিশ্চিত করলেন যে, তিনি তার ছোট ভাইয়ের প্রতি যে সদয় আচরণ করলেন তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তার প্রতি কোন ধরনের অবিচার করবেন (পদ ৩১): "এতে করে কখনো তোমার কোন ক্ষতি হবে না, কিংবা তুমি তোমার অধিকার থেকে সামান্যতম অংশও বঞ্চিত হবে না। পুত্র, তুমি তো সব সময় আমার সাথে সাথেই আছো। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর অর্থ এই নয় যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করেছি; কিংবা তোমার জন্য যা প্রদান করার পরিকল্পনা করেছিলাম তা তাকে প্রদান করেছি। তুমি এখনো আমার সম্পত্তি থেকে সেই দ্বিগুণ অংশ পাবে (যিহূদীদের রীতি অনুসারে)। আমার যা আছে সবই তো তোমার, তোমাকে তো সবই দেওয়া হয়েছে।" তিনি তাকে বন্ধুদের সাথে মজা করে ভোজ করার জন্য কোন ছাগলের বাচ্চা না দিলেও তার সাথে বসে প্রতিদিনই রুটি খেয়েছেন। বন্ধুদের সাথে আনন্দ না করে আমাদের স্বর্গীয় পিতার সাথে বাস করে সুখী থাকা অনেক গুণ ভাল।

প্রথমত, ঈশ্বরের প্রতিটি সন্তানেরই জন্য এটি এক অবর্ণনীয় আনন্দ যে, তারা তাদের পিতার বাড়িতে তাঁর খুব ঘনিষ্ট হয়ে বসবাস করবে এবং সেখানে তারা সব সময় তাঁর সাথে বাস করতে পারবে। তাই তারা এখন এই পৃথিবীতে বিশ্বাস নিয়ে বসবাস করছে। তারা তাদের নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে অপর জগতে যাবে। সেখানে তারা তাঁরই সাথে বসবাস করবে, কারণ তারা তাঁরই উত্তরাধিকারের সন্তান (রোমীয় ৮:১৭)।

দ্বিতীয়ত, সেই কারণে আমাদের কারোরই উচিত নয় অন্য কেউ ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করলে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া কিংবা ক্রোধান্বিত হওয়া, কারণ এতে করে আমাদের অংশ কখনোই কমে যাবে না। আমরা যদি সত্যিকার বিশ্বাসী হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের যা তার সকলই ঈশ্বরের এবং যা কিছু ঈশ্বরের তার সবই আমাদের হবে। আর যদি অন্য কেউ সত্যিকারের বিশ্বাসী হিসেবে আসে, তাহলে তাদের ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটবে। তারাও একই সূর্যের উত্তাপ গ্রহণ করবে এবং আমরা যে সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করেছি তার সকলই গ্রহণ করবে। তথাপি কারও ভাগে তার অংশ কম পড়বে না; যেহেতু খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর

ভেতরে এমনভাবে অবস্থান করেন ঠিক যেন তা দেহের ভেতরে আত্মা। তিনি সর্বেসর্বা, তিনি প্রতিটি অংশের পূর্ণতা বিধান করেন।

লূক লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৬

এই অধ্যায়ে খ্রীষ্টের প্রচার ও আলোচনার উদ্দেশ্য হল আমাদের সকলকে জাগ্রত করা এবং তৎপর করা, যেন আমরা এই পৃথিবীর কোন কিছু অপব্যবহার না করি। যাতে করে আমরা আমাদের অধীনস্ত সমস্ত কিছু সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারি এবং আমাদের জন্য যে সমস্ত আনন্দ বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার করি। আমরা যেন এর মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে ওপারের জগতের বিরোধী করে না তুলি; কারণ আমাদের কাজের উপরে নির্ভর করবে যে, তা আমাদের পক্ষ নেবে না বিরোধিতা করবে। ক. আমরা যদি এই সমস্ত বিষয়ের যথাযথ ব্যবহার করি এবং দয়া ও সেবার দিকে মনযোগ রেখে আমাদের সমস্ত কাজ চালিয়ে যাই, তাহলে আমরা আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে এর উপকারিতা লাভ করতে পারবো। এটিই তিনি দেখিয়েছেন অসৎ ধনাধ্যক্ষের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে, যে তার মনিবের ধন সম্পদ ব্যবহার করে এমনভাবে তার নিজের আখের গুছিয়ে নিয়েছিল যে, তাকে যখন তার কাজ ছেড়ে চলে যেতে বলা হল, তখন সে ঠিকই তার পরবর্তী জীবনে বেঁচে থাকার একটা বন্দোবস্ত করে নিতে পারলো। এখানে প্রথমেই আমরা দেখতে পাই দৃষ্টান্ত কথাটি (পদ ১-৮); এরপর দেখি এর উদ্দেশ্য এবং ব্যাখ্যা (পদ ৯-১৩)। খ্রীষ্ট যে দৃষ্টান্তটি প্রকাশ করলেন এর বিরুদ্ধে ফরীশীরা যে মন্তব্য ও অভিযোগ করলো এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদেরকে যেভাবে তীব্রভাবে তিরস্কার করলেন এবং আরও কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা বললেন (পদ ১৪-১৮)। খ. আমরা আমাদের জন্য প্রদত্ত আনন্দ বিনোদনের উপাদানগুলো দিয়ে ভাল কাজ করার পাশাপাশি আমাদের ভোগ-লালসা মেটানোর জন্য এবং আমাদের বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়ের খাবার এবং জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করি; আমরা এর দ্বারা দরিদ্রকে সাহায্য করার জন্য দ্বিমত করি। এতে করে আমরা চিরতরে বিনাশ হয়ে যাব। এই পৃথিবীর যে সমস্ত আনন্দ বিনোদনের উপকরণ দিয়ে আমরা সমস্ত অপকর্ম এবং অপব্যবহার করেছি তা আমাদেরই দুঃখ, দুর্দশা, কষ্ট এবং ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, আর তা হচ্ছে ধনী ব্যক্তি ও লাসারের দৃষ্টান্ত কথা। এটি বলার পেছনে অন্য আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হচ্ছে লিখিত বাক্য দ্বারা সকলকে সতর্ক করা এবং জাগ্রত করা, যাতে করে আমরা অন্য জগত থেকে আসা বার্তা তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করতে পারি (পদ ১৯-৩১)।

লূক ১৬:১-১৮ পদ

আমরা ভুল করবো, যদি আমরা এটি মনে করি যে, খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং তাঁর পবিত্র ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে স্বর্গীয় রহস্যের গুজব দিয়ে ভুলিয়ে রাখা কিংবা স্বর্গীয় দয়ার প্রলোভন দেখিয়ে আমাদেরকে আমোদিত করা। না, এই সুসমাচারে স্বর্গীয় এই দু'টো বিষয়ের সম্পর্কেই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের

খ্রীষ্টান দায়িত্ব এবং কর্তব্যের প্রতি আরো মনযোগী এবং নিবেদিত করা, সেই সাথে তাদের প্রতি ভাল কোন কাজ করা কিংবা উপকারে আসা, যেন আমাদের সাধ্যের মধ্যে যা আছে তা আমরা এ কাজে ব্যবহার করতে পারি। আমাদের ত্রাণকর্তা এখানে আমাদের প্রতি এই কথাই বলেছেন। তিনি আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহের রক্ষণাবেক্ষণকারী। যেহেতু আমাদের বিভিন্নভাবে অবিশ্বস্ত হওয়ার নজির রয়েছে এবং আমরা অনেকবারই আমাদের ঈশ্বরের দয়াকে অবজ্ঞা করেছি ও ধোঁকা দিয়েছি, তাই আমাদের নিজেদের জ্ঞান দিয়েই চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে যে, আমরা অন্য আর কিভাবে এই জগতের সমস্ত কিছুকে মঙ্গলের এবং উত্তমের দিকে ধাবিত করতে পারি। দৃষ্টান্তকে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্যের চেয়ে বড় করে প্রকাশ করা হয় না। এই কারণে আমাদেরকে অবশ্যই এটি মাথায় রাখতে হবে, যে কেউ আমাদের শত্রু হয়ে উঠতে পারে, যদি আমরা ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির পাত্র হয়ে যাই। তবে সাধারণভাবে আমাদের প্রতি এরও প্রভাব পড়ে যে, আমরা এ যাবৎ কি কি দয়া এবং সেবার কাজ সাধন করেছি, যার মাধ্যমে আমরা মৃত্যু এবং কবরের বিপরীতে স্বস্তি এবং জীবন লাভ করতে পারি। আমরা যদি বিচক্ষণতার সাথে কাজ করি, তাহলে আমরা অবশ্যই আমাদের সকল সম্পদ দয়া এবং সেবার কাজে ব্যয় করার মত বিচক্ষণতা এবং জ্ঞান লাভ করবো, যাতে করে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ এবং চিরকালীন মঙ্গলতাকে তরান্বিত করতে পারি। পার্থিব মানুষেরা এই সম্পদ থেকে তাদের জন্য ক্ষণিকের জাগতিক সুখ লাভ করে এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের জন্য জাগতিক বন্ধু তৈরি করে ও অন্যান্য পার্থিব বিষয় দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করে। এমনটিই বলেছেন ড. ক্লার্ক। এখন আসুন আমরা এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি:

ক. এখানে প্রথমেই আমরা দেখবো দৃষ্টান্ত কথাটি। যেখানে ঈশ্বরের সকল সন্তানকে এই পৃথিবীর ধনাধ্যক্ষ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের যা কিছুই থাক না কেন, যত সম্পত্তিই থাক না কেন, তা অবশ্যই ঈশ্বরের। আমরা কেবলমাত্র তাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকারী বা ধনাধ্যক্ষ। আমরা শুধুমাত্র এই সম্পত্তি ব্যবহার করে থাকি এবং আমাদের প্রভুর নির্দেশনা অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকি।

এখন লক্ষ্য করুন:

১. এখানে আমরা ধনাধ্যক্ষের অসাধুতা দেখতে পাই। সে তার প্রভুর সম্পদ নষ্ট করেছিল, সেগুলোর অপব্যবহার করেছিল এবং আত্মসাৎ করেছিল। কিংবা সে সেগুলো এমনভাবে ব্যবহার করেছিল যার কারণে সেগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে সে তার প্রভুর কাছে অভিযুক্ত হয়েছিল, পদ ১। আমরা সকলে এই একই অভিযোগে অভিযুক্ত।

২. তার কাজের কারণে তার পদচ্যুতির আদেশ প্রদান করা হল। তার মনিব তাকে ডেকে বললেন, “আমি তোমার সম্পর্কে এসব কি শুনছি? আমি তোমার কাছ থেকে আরও ভাল কিছু আশা করেছিলাম।” এখন তাকে অবশ্যই তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে এবং তার সমস্ত হিসাব নিকাশ মিলিয়ে দিয়ে যেতে হবে, পদ ২। এই ঘটনাটি আমাদেরকে শেখায়:

(১) আমাদেরকে যে কোন সময় ধনাধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হতে পারে, যদি আমরা কখনো এই জগতের সম্পদের অপব্যবহার করি বা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করি। এতে করে আমরা আমাদের দায়িত্ব অবহেলা এবং অসততার কারণে অভিযুক্ত হব।

(২) আমাদের মৃত্যুর সময় ধনাধ্যক্ষ হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে হবে, কারণ সে সময় আমাদের এই পৃথিবীতে সময় শেষ হবে। আর তাই আমরা যদি পৃথিবীতে সৎভাবে দায়িত্ব পালন করি, তাহলে আমাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বিচারে দাঁড় করানো হবে। কিন্তু আমরা যদি অসৎ হই, তাহলে আমাদেরকে বিচারে মহা শাস্তি পেতে হবে এবং সেই শাস্তি হবে ভয়াবহ।

৩. সেই অসৎ ধনাধ্যক্ষের বুদ্ধির পরিচয়: এখন সে কি করবে তা চিন্তা করতে লাগল, *আমি এখন কি করবো?* পদ ৩। সে জানে যে, বোকার মত সে খুব বিশ্বাসযোগ্য একটি অবস্থান থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছে এবং এখন আর সে সেই স্থানে ফিরে যেতে পারবে না। তাকে তো এখন চাকরি ছেড়ে দিতে হবে, তাহলে সে এখন কি করে জীবিকা নির্বাহ করবে? লক্ষ্য করুন, যেহেতু আমাদের সকলকেই এক সময় ধনাধ্যক্ষের কাজ ছেড়ে দিতে হবে, সেহেতু আমাদের সকলকেই এ কথা মাথায় রাখা উচিত যে, এর পরে আমরা কি কাজ করবো।

(১) সে জানে যে, এখন আর সে অত পরিশ্রমের কাজ করতে পারবে না: "আমি মাটি কাটতে পারব না, আমি পরিশ্রম করে আমার রুটি রোজগার করতে পারব না।" কিন্তু কেন সে মাটি কাটতে পারবে না? সে কি খোঁড়া বা পঙ্গু ছিল? না, আসল কারণ হচ্ছে সে ছিল অলস। তার কাজ করার কোন ইচ্ছা ছিল না। তার সেই অভ্যাস ছিল না।

(২) সে জানতো, তার এত নিচে নামার সামর্থ ছিল না যে, সে ভিক্ষে করে তার রুটি রোজগার করবে। সে মনে মনে বলল, "আমি ভিক্ষে করতে পারব না, কারণ আমি এতে লজ্জিত হব।" সে তার মনিবের সাথে ধোঁকাবাজি করার চেয়ে ভিক্ষে করাকে আরও অসম্মানজনক বা লজ্জাস্কর বলে মনে করল।

(৩) সে চিন্তা করল যে, সে তার মনিবের দেনাদারদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। সে এটাকেই সমাধান বলে মনে করল: "আমি জানি আমার কি করতে হবে (পদ ৪)। আমার প্রভু আমাকে তার ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমি আমার প্রভুর ভাড়াটিয়া আর দেনাদারদেরকে ভালভাবেই চিনি, আমি তাদেরকে বেশ কিছু উপকার করবো, এতে করে তারা নিশ্চয়ই আমাকে আমার দুর্দিনে সাহায্য করবে। এতে করে আমি তাদের একেকজনের বাড়িতে একেক সময়ে থাকতে পারব।" এখন সে যে কাজটি করল তা হচ্ছে, সে তার মনিবের দেনাদারদের হিসাবের খাতা নিয়ে বসল এবং সেখান থেকে তাদের দেনার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দিল। তাদের মধ্যে যে তার মনিবের কাছে একশো মণ তেল দেনা ছিল তাকে সে বলল: *তোমার হিসাবের কাগজ নাও এবং শীঘ্র বসে পঞ্চাশ লেখ,* পদ ৬। এভাবে সে একজনের দেনা অর্ধেক পরিমাণ কমিয়ে দিল। লক্ষ্য করুন, এই কাজ করাতে সে কতটা তাড়ার মধ্যে ছিল: *শীঘ্র বস এবং লেখ, যাতে করে এই কাজ করার সময় আমরা ধরা না পড়ি।* সে

আরেকজনকে ধরল, যার কাছে তার মনিব একশো মণ গম পেতেন। সে সেখান থেকে বিশ মণ গম কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিল এবং আশি মণ গম লিখতে বলল, পদ ৭। সে যার কাছ থেকে যেমন দয়া আশা করছিল, তার প্রতি সে তেমনই দয়া করতে লাগল।

৪. এই কাজের প্রতি মনিবের দৃষ্টি: তাতে সেই মনিব সেই অধার্মিক দেওয়ানের প্রশংসা করলো, কারণ সে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল, পদ ৮। সেই মনিব তার অসৎ দেওয়ানের প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে বরং তার কাজের প্রতি বেশ প্রশংসা করলেন, কারণ সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিল। সে হয়তো তার মনিবের ক্ষতি করেছিল ঠিকই, কিন্তু সে দেনাদারদের সাথে অত্যন্ত দয়াপূর্ণ আচরণ করেছিল।

এর পরবর্তী পদ টিতে আমরা দেখি আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট নিজে কথা বলছেন। তিনি সেখানে বলছেন, "আমি এমন লোকের প্রশংসা করি, যে জানে যে, কি করে নিজের মঙ্গল সাধন করতে হয়। সে জানে কিভাবে নিজের বর্তমান অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে হয় এবং কি করে ভবিষ্যতের জন্য নিজের প্রয়োজন বা চাহিদার যোগান রাখতে হয়।" তিনি সেই লোকটির প্রশংসা এই কারণে করেন নি যে, সে তার প্রভুর সাথে অন্যায় কাজ করেছে; বরং সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সহকারে কাজ করেছে বলেই খ্রীষ্ট তার প্রশংসা করেছেন। সেই কর্মচারী নিজের মঙ্গলের জন্য সেই দেনাদারদের বোঝা কমিয়ে দিয়েছিল। "তুমি আমার মনিবের কাছে কত ধার?" এর অর্থ হচ্ছে, "তুমি কী পরিমাণ ঋণের নিচে রয়েছ? এসো আমি তোমার বোঝা কিছুটা কমিয়ে দিই, যাতে তোমার চলার পথ সহজ হয়।" সে এ যাবৎ সব সময় তার মনিবের জন্য কাজ করে এসেছে, কিন্তু এখন সে তার মনিবের দেনাদারদের জন্য কাজ করছে, যেন এখানে তার নিজ উদ্দেশ্য হাসিল হয়। লক্ষ্য করুন:

(১) পার্থিব মানুষদের সম্পদ ও সম্পত্তি নিয়ে যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান রয়েছে, তার সাথে আমার আত্মার প্রতি আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার তুলনা করা যায়। তাদের সুযোগের উত্তরণ ঘটানোর জন্য এটাই সবচেয়ে প্রধান নীতি: প্রথমেই সেই কাজ করতে হবে যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। শস্য বোনার সময় তা বুনতে হবে এবং ফসল কাটার সময় তা কাটতে হবে। একইভাবে আমাদেরকে আত্মার জন্য ফসল বুনতে ও কাটতে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। তারাই সবচেয়ে জ্ঞানী, যারা আত্মিক বিষয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিবেচক।

(২) আলোর সন্তানেরা সাধারণত এই পৃথিবীর মানুষের হাতে নিগৃহীত হয়ে থাকে। এই পৃথিবীর সন্তানেরা আসলে সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী নয়, কিন্তু তারা জন্মগতভাবেই এ ধরনের। পার্থিব বিষয়ের দিক থেকে তারা আলোর সন্তানদের চেয়ে জ্ঞানী হয়ে থাকে। যদিও আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, আমাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে ধনাধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে, তথাপি আমাদেরকে অবশ্যই সেই দায়িত্ব অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং আন্তরিকতার সাথে পালন করে যেতে হবে।

খ. এই দৃষ্টান্তের প্রয়োগ এবং এর থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই (পদ ৯): "আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা আমার শিষ্য (কারণ তাঁদের প্রতিই এই দৃষ্টান্তটি বলা হয়েছে, পদ ১), "যদিও তোমরা এই জগতে তেমন সম্পদের অধিকারী নও, তথাপি এই ক্ষুদ্র সম্পদ তোমরা কিভাবে সৎ উপায়ে ব্যবহার করতে পার সেই দিকে নজর রাখবে।" লক্ষ্য

করুন:

১. এখানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যে ধরনের স্বস্তিজনক বাণী প্রকাশ করেছেন। আমাদের জন্য অপর জগতে সেই সমস্ত সম্পদের পরিবর্তে অনুগ্রহ সঞ্চিত করা হবে, যে সম্পদ আমরা এই পৃথিবীতে সৎ উপায়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যবহার করব। এতে করে আমরা আমাদের অনন্তকালীন সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারব: *এই খারাপ পৃথিবীর ধন দ্বারা লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, যেন সেই ধন ফুরিয়ে গেলে পর চিরকালের থাকবার জায়গায় তোমাদের গ্রহণ করা হয়*। এই পৃথিবীর লোকদের এটাই হচ্ছে জ্ঞান, তারা এখানে ধন সঞ্চয় করে, যেন এর দ্বারা পরবর্তীতে তারা লাভবান হতে পারে; শুধু বর্তমানের জন্য নয়। আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে ঈশ্বরের যে সমস্ত সম্পদ আছে তা যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং ঈশ্বরের লোকদের সাথে সঠিকভাবে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি, তাহলে তা আমাদের জন্য বয়ে নিয়ে আসবে মহা পুরস্কার। লক্ষ্য করুন:

(১) এই পৃথিবীর সমস্ত বস্তু হচ্ছে অধার্মিকদের বস্তু, কারণ এর দ্বারা সমস্ত অপকর্ম সাধিত হয় এবং এর দ্বারা মানুষের মধ্যে বিবাদ ঘটে। যারা মৃত্যুর পর এর থেকে লাভবান হওয়ার আশা করে, তারা চরম হতাশ হবে।

(২) যদিও অধার্মিকদের সম্পদ বিশ্বাস করা যায় না বা এর উপর ভরসা করা যায় না, তথাপি আমরা স্বর্গীয় পৃথিবীয় শান্তি কেনার জন্য তা ব্যবহার করতে পারি। এর দ্বারা আমরা কাঙ্খিত সন্তুষ্টি না পেলেও আমরা এর দ্বারা এই জগতে বন্ধু তৈরি করতে পারি, যাতে করে আমরা ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টকে আমাদের বন্ধু করতে পারি, ভাল স্বর্গদূত এবং সাধুদেরকে আমাদের বন্ধু করতে পারি এবং দরিদ্রদেরকে আমাদের বন্ধু করতে পারি। আমাদের জন্য বন্ধু তৈরি করা অন্যতম একটি অনুগ্রহের বিষয়, কারণ এতে করে আমরা স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশের ব্যাপারে সুবিধা ভোগ করতে পারব।

(৩) মৃত্যুর সময় আমাদের সকলকে অবশ্যই মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে। মৃত্যু আমাদেরকে গ্রাস করে নেবে। একজন ব্যবসায়ী পতিত হয় তখনই, যখন সে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এভাবেই আমাদের সকলকেই সময় হলে পতিত হতে হবে। এভাবেই আমাদের হাতে সীলমোহর এঁকে দেওয়া হবে। আমাদের এই পৃথিবীর সমস্ত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ ধুলায় মিশে যাবে। কিন্তু স্বর্গে যেন আমরা আমাদের আবাস নিশ্চিত করি, কারণ স্বর্গের আবাসস্থল অনন্তকাল টিকে থাকে (২ করিন্থীয় ৫:১)। খ্রীষ্ট আগেই সেখানে গেছেন এবং আমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করেছেন। সেখানে গেলে আমরা অব্রাহামের কোলে বসে আরাম আয়েশ করতে পারব। দেখুন ১ তীমথিয় ৬:১৭-১৯; যেখানে এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. তিনি যে সমস্ত যুক্তি দিয়ে কাজের ক্ষেত্রের ধার্মিকতা এবং সেবার মনোভাব বজায় রাখতে বলেছেন।

(১) যদি আমরা ঈশ্বরের দেওয়া উপহার ও দানের যথাযথ ব্যবহার করতে না পারি, তাহলে আমাদেরকে বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় প্রকার দান থেকে বঞ্চিত করা হবে। কি

করে আমরা ভবিষ্যতের উপহার পাওয়ার আশা করতে পারি, যদি আমরা বর্তমান সুযোগ ও সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার না করি এবং কাজে না লাগাই? আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বস্ততার মধ্য দিয়ে সেই উপহার ও দান অর্জন করতে হবে, যা আমাদের জন্য স্বর্গে সম্মান এবং গৌরব নিয়ে আসতে পারবে, যা আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট এখানে দেখাতে চেয়েছেন, পদ ১০-১৪।

[১] এই পৃথিবীর সম্পদ স্বল্প এবং ক্ষণস্থায়ী; বরং মহিমা এবং অনুগ্রহ আরও বৃহৎ। আমরা যদি ছোট বিষয়ে অবিশ্বস্ত হই, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বড় বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে গণ্য হব না। ঈশ্বর আমাদেরকে যে দান দিয়েছেন তার সুষ্ঠ ব্যবহার করাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ যে অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকে সে বড় বিষয়েও বিশ্বস্ত থাকবে। যে এই পৃথিবীতে এক তালন্ত ঠিকভাবে ব্যবহার করবে না, যে নিশ্চয়ই পাঁচ তালন্তও ঠিকভাবে ব্যবহার করবে না। ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে সেই অনুগ্রহ কেড়ে নেবেন যদি সে তা যথাযথভাবে ব্যবহার না করে।

[২] এই পৃথিবীর সম্পদ ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত। এগুলো অধার্মিকদের সম্পদ, যা আমাদেরকে পাপের পথে ধাবিত করে। যদি আমরা এর দ্বারা পার্থিবভাবে নিজেদের উন্নতি করার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা নিজেদেরকে খুব দ্রুত পার্থিব জগতে জড়িয়ে ফেলি। সে কারণে আমাদের চিন্তা থাকা উচিত, কোনটি আমাদের জন্য সত্যিকারের সম্পদ? পদ ১১। এ বিষয়টির প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে, তারাই সত্যিকার ধনী এবং খুবই ধনী, যারা বিশ্বাসে ধনী, ঈশ্বরের নিকটে ধনী এবং খ্রীষ্টকে ধনী, তাদের প্রতিজ্ঞায় এবং কর্মে ধনী। তাদের কাছে যত সম্পদই দেওয়া হোক না কেন, তা অবশ্যই গচ্ছিত থাকবে এবং তা কোনমতেই বিনষ্ট হবে না।

(২) আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের সেবক বা দাস হিসেবে প্রমাণ করার জন্য অন্য আর কোন উপায় নেই, যদি না আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করি। এর অর্থ হচ্ছে, সকল পার্থিব সম্পদ লাভ করলেও তাঁরই সেবায় আমাদেরকে তা নিয়োজিত করতে হবে (পদ ১৩): *কোন দাসই দুই প্রভুর দাসত্ব করতে পারে না*, কারণ ঈশ্বর এবং পার্থিব ধন সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। যদি কোন মানুষ এই পৃথিবীকে ভালবাসে এবং এর প্রতি নিজেকে নিবদ্ধ রাখে, তাহলে সে ঈশ্বরকে ঘৃণা করে এবং তাঁকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু অপর দিকে যদি কোন মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসে এবং তাঁকে সম্মান করে, তাহলে সে কোন মতেই এই পৃথিবীর মোহে পতিত হতে পারে না এবং ধন সম্পদকে ভালবাসতে পারে না। এখানে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে: *তুমি ঈশ্বর এবং ধন সম্পদকে একই সাথে ভালবাসতে পার না*।

৩. আমাদেরকে এখানে বলা হচ্ছে যে, এখানে এই মতবাদ নিয়ে খ্রীষ্ট ও ফরীশীদের মধ্যে যে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল এবং তিনি তাদেরকে যেভবে ধমক দিয়েছিলেন।

(১) তারা অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে খ্রীষ্টকে পরিহাস করেছিল, পদ ১৪। ফরীশীরা, যারা ছিল ভণ্ড, তারা এ সকল কথা শুনেছিল এবং তারা এই কথার প্রতি বিরোধিতা না করে পারল না। উপরন্তু তারা তাঁকে এ কথার বিপরীতে উপহাস করতে লাগল এবং তর্ক করতে

লাগল। আসুন এই বিষয়গুলো দেখি:

[১] তারা পাপ করেছিল এবং তাদের পাপের হাতিয়ার ছিল ছল-চাতুরি ও শঠতা, যা ছিল তাদের মূল পাপ এবং তাদের সমস্ত শয়তানির মূল। লক্ষ্য করুন, যারা ধর্মকে তাদের পেশা হিসেবে নেয়, তাদের অনেকেই অনেক জ্ঞানের অধিকারী হয় এবং তারা অনেক নিয়ম-কানুন ও বিধান অনুসারে উপাসনা বন্দেগী করে। তবুও তারা এই পৃথিবীর প্রতি তাদের ভালবাসার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। এই ভণ্ড ফরীশীরা এত পার্থিব সম্পদ স্পর্শ না করে থাকতে পারে না। এই পার্থিব সম্পদ তাদের কাছে দলীলা বলে গণ্য হয়, যেমনটি হয়েছিল শিমশোনের কাছে। এই সম্পদ হয়ে ওঠে তাদের কাছে প্রিয়তম কামনা-বাসনার তুল্য। তারা এর থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। তারা খ্রীষ্টের প্রতি হেসেছিল, কারণ তিনি এই পৃথিবীর নিয়মের বাইরে স্বর্গীয় নীতি অনুসারে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে এমন পাপ থেকে সরে আসতে বলেছিলেন, যে পাপ তাদের কাছে ছিল অত্যন্ত প্রিয় ছিল। লক্ষ্য করুন, তাদের জন্য এই বিষয়টি খুবই সাধারণ, যারা এই পৃথিবীর ধন সম্পদের মায়ায় ঈশ্বরের কথা ভুলে যায়।

[২] খ্রীষ্ট তাঁর নিজের কষ্টভোগকে তাঁর কথার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই পাপী ফরীশীদের সাথে শুধু যে তর্ক করেছিলেন তাই নয়, তিনি তাদেরকে ধমকও দিয়েছিলেন। তারা তাঁর সাথে এমনভাবে কথা বলছিল যেন তিনি কোন অযৌক্তিক কথা বলেছেন এবং কোন অসংলগ্ন কথা বলছেন। তারা তাঁর কথাকে পাগলের প্রলাপ মনে করে অনেকভাবে উপহাস করছিল। কিন্তু তিনি তাদেরকে ধমক দিলেন এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তারাই পাগলের মত এই পৃথিবীর মায়ায় ডুবে আছে। খ্রীষ্টের শিষ্যদেরও এই একইভাবে উপহাস করা হয়েছিল। এতে অবাক হওয়ার কোন ব্যাপার নেই, কারণ দাস তার মনিবের চেয়ে বড় হতে পারে না। তাকেও এই একই আচরণ পেতে হবে।

(২) তিনি ন্যায্যভাবেই তাদেরকে ধমক দিয়েছিলেন। এই ধমক এবং তিরস্কারের কারণ এই নয় যে, তারা তাঁকে উপহাস করেছিল; বরং এই কারণে যে, তারা নিজেদেরকে বাহ্যিক এবং ভণ্ডামিসুলভ আবরণে জড়িয়ে রেখেছিল। ফলে তারা তাদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারছিল না, পদ ১৫। এখানে আমরা দেখি:

[১] তাদের চমৎকার বাহ্যিক আবরণ: এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, তাদের বহির্বাস বা বাহ্যিক আবরণ অত্যন্ত চমৎকার ছিল এবং তারা বাইরের দিকে থেকে অত্যন্ত সৎ জীবন যাপন করার ভাব দেখাত।

প্রথমত, তারা নিজেদেরকে মানুষের সামনে ধার্মিক বলে দাবী করত। তাদের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই আনা হোক না কেন তা তারা অস্বীকার করত। এমনকি খ্রীষ্ট নিজেও যখন তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতেন তখন তারা তা উপেক্ষা করত। তারা নিজেদেরকে যে কোন দোষ-ত্রুটি বা ভুল-ভ্রান্তি থেকে অনেক উর্ধ্বের বলে মনে করতো এবং সেইভাবে সকলের সাথে আচরণ করতো।

দ্বিতীয়ত, তারা মানুষের মাঝে অনেক বেশি এবং সবার চেয়ে বেশি সম্মান পাওয়ার চেষ্টা করতো এবং নিজেদেরকে সে ধরনের সম্মানের অধিকারী বলে মনে করত। তারা চাইত যেন সকলে তাদের প্রশংসা করে এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা করে। তারা তাদের ভ্রান্ত আইন অনুযায়ী চলত এবং মানুষকে সেই আইন দিয়ে অন্ধ করে রাখত। এতে করে লোকেরা অন্ধের মতই তাদেরকে অনুসরণ করত এবং সমীহ করত।

[২] তাদের ভেতরের জঘন্য অবস্থা, যা ঈশ্বরের চোখে পড়েছিল: *তিনি তোমাদের হৃদয় জানেন। তাঁর দৃষ্টিতে তা অভিযুক্ত হয়েছে, কারণ সেখানে শুধুই দুষ্টতা এবং মন্দতায় ভরা।* লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, আমাদের নিজেদেরকে মানুষের সামনে ধার্মিক বলে দাবী করা একদমই বোকামি; কারণ ঈশ্বর সবই জানেন এবং শেষ বিচারের দিনে তিনি সকলের সামনে সবার মুখোশ খুলে দেবেন। সে সময় সকলের অন্তর প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং যারা যারা বাইরে এক ও ভেতরে আরেক, তারা তাদের মন্দতার কারণে লজ্জিত হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদের নিজেদের মত অনুসারে মানুষের বিচার করাটা অত্যন্ত বোকামির কাজ। তারা নিজেদেরকে তাদের আচরণ এবং ব্যবহার দ্বারা সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করতো। কিন্তু যারা নিজেদেরকে নম্র করে এবং সব সময় ঈশ্বরের বিধান অনুসারে চলতে চায়, তাকেই ঈশ্বর তাঁর বিচারে ধার্মিক বলে রায় দেন (২ করিন্থীয় ১০:১৮)।

(৩) খ্রীষ্ট তাদের দিক থেকে ফিরে কর-আদায়কারী এবং পাপীদের দিকে ফিরলেন; কারণ এই ভণ্ড ফরীশীদের সাথে সাথে তাদের প্রতিও এই সুসমাচারের শিক্ষা প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল (পদ ১৬): " যোহনের আগমনের আগ পর্যন্ত ভাববাদীদের পুস্তক এবং মোশির ব্যবস্থা কার্যকারী ছিল। হ্যাঁ, বাপ্তিস্মদাতা যোহনের আগমনের আগ পর্যন্ত পুরাতন নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু তোমরা সেখানে শুধুই ধার্মিকতা এবং আইনের একচ্ছত্র আধিপত্য দেখেছ, আর তাই তোমরা নিজেদেরকে ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন কর এবং নিজেদেরকে ধার্মিক বলে প্রমাণের মিথ্যে চেষ্টা কর। কিন্তু বাপ্তিস্মদাতা যোহনের আগমনের পর থেকেই নতুন এক নিয়মের সূত্রপাত ঘটেছে, যাকে বলা হয় ইঞ্জিল শরীফ। সেখানে আইনের প্রণেতা এবং ধর্ম-শিক্ষকদের আর কোন সুযোগ নেই এবং তাদের আর সেখানে কোন ভূমিকা নেই। সেই নতুন নিয়মের সুসমাচারে সকল যিহূদীই শুধু নয়, বরং সেই সাথে সকল অযিহূদীর জন্য মহা আনন্দের বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে সকলের জন্য মহা সুসমাচার রাখা হয়েছে, যার দ্বারা তারা সকলে পরিত্রাণ পেতে পারে। অনেকে মনে করেন খ্রীষ্ট এখানে সম্পদের অধিকার বা ধন সম্পদ অর্জন করা নিয়ে কথা বলতে চেয়েছেন। সে অনুসারে, ভাববাদীদের পুস্তক এবং মোশির আইনে কি সাক্ষ্য-তাঁবু এবং মন্দিরের জাঁকজমকতার কথা বলা হয় নি? ঈশ্বরের সেবক ও পরিচর্যাকারীদের মধ্যে অনেকেই কি প্রচুর পরিমাণে ধনী ছিলেন না? এক্ষেত্রে বলা যায় অব্রাহাম এবং দায়ূদের কথা। "এটা সত্যি কথা," খ্রীষ্ট বললেন, "এমনটাই সে সময় ছিল। কিন্তু এখন খ্রীষ্টের সুসমাচার সকলের কাছে এ কথা প্রকাশ করছে যে, এখন থেকে ঈশ্বরের রাজ্যে অন্য কিছুর প্রতি

বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হবে। যারা দরিদ্র এবং হতভাগ্য, যারা দুঃখী এবং শোককারী, তাদের জন্যই ঈশ্বরের রাজ্য উন্মুক্ত রয়েছে।" লক্ষ্য করুন, যারা স্বর্গে যেতে চায় তাদেরকে অবশ্যই বেদনা সহ্য করতে হবে এবং সকল প্রকার দুঃখ দুর্দশার দ্বারা পীড়িত হতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই স্রোতের বিপরীতে এগোতে হবে এবং সরু পথ ধরে স্বর্গে পৌঁছুতে হবে।

(৪) তথাপি তিনি পবিত্র শাস্ত্রের আইনের বিরুদ্ধে উদ্গত যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে কথা বলেছেন (পদ ১৭): *ব্যবস্থার এক বিন্দু পড়ে যাওয়া অপেক্ষা বরং আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হওয়া সহজ*। স্বর্গ এবং পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বিন্দুমাত্র বিনষ্ট হবে না। আদর্শিক পবিত্র পুস্তকীয় আইন চিরস্থায়ী এবং তা কখনোই বিলুপ্ত হওয়ার নয়। কেউ যদি এই পবিত্র শাস্ত্রের কোন অংশ পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করতে চায় তাহলে তা হবে অমার্জনীয় অপরাধ। সুসমাচারের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থা ও পবিত্র শাস্ত্রের আইন পূর্ণতা পেয়েছে। পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের প্রতিটি বাক্য সত্য এবং এর প্রতিটি কথা এবং ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হবে। কোন কোন বিষয় আছে যা আইনে কঠোরভাবে নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ রয়েছে, যেমন বিবাহ বিচ্ছেদের আইন, যা আইনের আদিমতম উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে, পদ ১৮। এটি আমরা এর আগে দেখি মথি ৫:৩২ এবং ১৯:৯ পদে। খ্রীষ্ট কখনোই বিবাহ বিচ্ছেদ গ্রাহ্য করেন না। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ভেতর থেকে সমস্ত প্রকার পার্থিব সত্তার বিনাশ ঘটিয়ে আত্মিক সত্তার বীজ বপন করা। তাই মানুষকে পার্থিব জীবনের প্রতি মনযোগী না হয়ে আরও বেশি করে আত্মিক জীবনের প্রতি মনযোগী হতে হবে।

লূক ১৬:১৯-৩১ পদ

সুসমাচারে মহান অনুগ্রহের বার্তা ঘোষণা করার জন্য আমাদের কাছে অপব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্তটি উপস্থাপন করা হয়েছিল। ঠিক সেইভাবে এখন আমরা দেখতে পাই লাসার নামক একজন ভিক্ষুক এবং একজন ধনবান ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যেখানে ফুটে উঠেছে স্বর্গ-রাজ্যের কথা। সেই সাথে এই দৃষ্টান্তে বলা হচ্ছে এই পৃথিবীর ধন সম্পদের বিপরীতে স্বর্গ-রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধির কথা। খ্রীষ্ট এখানে আমাদেরকে এই গল্পটি বলছেন, যেন আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের সামনে কি ধরনের ক্রোধ ও শাস্তি অপেক্ষা করছে, যদি আমরা সঠিকভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালিত না করি। এই গল্পে আমরা দেখি:

ক. একজন দুষ্ট ধনী ব্যক্তির ভিন্ন দুই ধরনের পরিস্থিতি, যার একটি এই পৃথিবীতে এবং অপরটি দোজখে। সব সময়ই যিহূদী প্রথা অনুসারে মানুষ ভেবে এসেছে যে, পৃথিবীতে সম্পদশালী হলে মানুষ খুব সহজেই স্বর্গে প্রবেশের অধিকার পাবে; কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের এই ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে ভুল প্রমাণিত করেছেন। এখানে আমরা দেখি:

১. একজন দুষ্ট মানুষ এবং একজন হতদরিদ্র মানুষ। তারা দুজনেই তাদের জীবদ্দশায় সুখ ও ভোগ বিলাসের দিক থেকে দুই মেরুতে অবস্থান করেছে। ধনী মানুষটি সারা জীবন

যথাসম্ভব বিলাসবহুলভাবে জীবন ধারণ করেছে, অপরদিকে দরিদ্র লাসার তার জীবদ্দশায় সবচেয়ে কষ্টকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং সব ধরনের দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করেছে, পদ ১৯। এখানে আমরা ধনী লোকটির বর্ণনা দেখতে পাই:

(১) ধনী লোকটি বেগুনে রংয়ের কাপড় এবং মিহি মসীনা সুতার কাপড় পরত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন পোশাক পরত এবং তার ছিল অত্যন্ত দামী বেগুনে রংয়ের পোশাক, যার অর্থ হচ্ছে সে প্রায় শাসনকর্তার কাছাকাছি পর্যায়ের কেউ একজন ছিল এবং অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। অনেকে মনে করেন এই চরিত্রটিকে খ্রীষ্ট রাজা হেরোদের সাথে মিলিয়েছেন। তবে এটি নিশ্চিত করে বলা যায় না।

(২) সে প্রতিদিন অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে আমোদ প্রমোদ করত। তার সামনে সব সময় প্রকৃতি এবং শিল্পের দ্বারা প্রস্তুতকৃত সর্বোত্তম পণ্য দ্বারা বোঝাই হয়ে থাকত। তার খাবার টেবিল সব সময় বিলাসবহুল খাবারে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। তার ঘর সব সময় মেহমান দিয়ে পরিপূর্ণ থাকত এবং সে সব সময় আনন্দ করতে থাকত। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে পাপ কোথায় রয়েছে? মানুষের জীবদ্দশায় নিশ্চয়ই তার বেগুনে রংয়ের কাপড় এবং মসীনা সুতার কাপড় থাকতেই পারে, নিশ্চয়ই তার টেবিলে দামী দামী খাবার সাজানো থাকতেই পারে এবং সে নিশ্চয়ই প্রতি দিনই আনন্দ, উল্লাস ও হইচই করতেই পারে; অর্থাৎ তার যে পরিমাণ সম্পদ আছে সে অনুযায়ী সে খরচ করতেই পারে। আমাদেরকে এ কথাও বলা হয় নি যে, সে তার এই সকল সম্পত্তি ভণ্ডামি করে বা কারও উপর জুলুম করে আদায় করেছে বা কোন ধরনের অন্যায় কাজ করে অর্জন করেছে। এমনও নয় যে, সে নিজে মদ খেত বা সে অন্যদেরকে মদ খাওয়াতো। কিন্তু এখানে আমরা দেখি:

[১] খ্রীষ্ট এখানে আমাদের কাছে এই পৃথিবীর সম্পদের অসারতা প্রকাশ করেছেন। এই সম্পদের প্রতি যে ঈশ্বরের ক্রোধ এবং ধ্বংস মিশ্রিত আছে তা তিনি দেখিয়েছেন। ঈশ্বর মানুষকে যত সম্পদই দিয়ে থাকুন না কেন, তারপরও যদি সে ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে সেই সম্পদ নিয়ে মজে থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই পাপের দোষে অভিযুক্ত করা হবে।

[২] অনেক সুখ ও প্রাচুর্য খুবই বিপদজনক এবং অনেকের ক্ষেত্রে তা মৃত্যু ডেতে আনতে পারে, কারণ তা মানুষের জীবনে নিয়ে আসে বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং ঈশ্বর ও স্বর্গকে ভুলে যাওয়া। এই লোকটি অবশ্যই খুবই সুখী হতে পারতো, যদি তার কোন ধরনের বড় সম্পত্তি বা সুখের বিষয় না থাকতো।

[৩] দেহের আরাম এবং দেহের সকল প্রকার বিলাসিতা এবং সুখ মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করে দেয় এবং এর সমস্ত প্রকার প্রয়োজনীয়তাগুলোকে নস্যাৎ করে দেয়। এটি সত্য যে, ভাল পোশাক পরা এবং মাংস খাওয়া অবশ্যই আইনের আওতায় পড়ে; কিন্তু অনেক সময় তা হয়ে দাঁড়ায় গর্ব এবং বিলাসিতার খাদ্য এবং জ্বালানী এবং তা আমাদেরকে পাপের পথে নিয়ে যায়।

[৪] আমাদের নিজেদের এবং আমাদের বন্ধুদের জন্য ভোজের আয়োজন করা এবং একই সাথে গরীব দুঃখী ও হতভাগ্যদের প্রতি ফিরে না চাওয়া হচ্ছে ঈশ্বরকে প্ররোচিত

করা, যেন তিনি আমাদের আত্মাকে ধ্বংস করে দেন। এই ধনী ব্যক্তিটির পাপ এই কারণে সাধিত হয় নি যে, সে অনেক বেশি পোশাক কিনেছিল বা অনেক বেশি খাবার কিনেছিল; বরং তার পাপ হয়েছিল এই কারণে যে, সে শুধুমাত্র তার নিজের চাহিদা মেটানোর চিন্তা করেছিল।

২. এখানে আমরা দেখতে পাই একজন ঈশ্বরভক্ত মানুষকে। সে তার জীবন নিয়ে অত্যন্ত সুখী ছিল, যদিও সে ছিল অনেক দরিদ্র ও হতভাগ্য এবং তার জীবন ছিল দুঃখময় (পদ ২০): সেই শহরে একজন ভিক্ষুক বাস করতো, যার নাম ছিল লাসার। এ নামের একজন ভিক্ষুককে সে সময় নিশ্চয়ই সকলেই চিনতো। এই ভিক্ষুক তার অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থানে থেকেও মুখে হাসি জুগিয়ে চলত এবং ঈশ্বরকে ভালবাসত। সে অবশ্যই সেই সময় সকলের কাছে সুপরিচিত ছিল: একজন ভিক্ষুক, তার নাম লাসার। কিংবা হয়তোবা এই নামটি এলিয়র নামের বিবর্তিত রূপ। অনেকে মনে করেন যে, তার প্রকৃত নাম আসলে এলিয়র; আবার মনে করেন যে, যে কোন গরীব বা হতভাগ্য মানুষকে বোঝাতেই এলিয়র নামটি ব্যবহার করা হয়, কারণ এই নামের অর্থ হচ্ছে *ঈশ্বরের সাহায্য*। এর ব্যাপক অর্থ হচ্ছে, যারা হতদরিদ্র, তাদের কাছে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সাহায্য পৌঁছে যাবে। এই হতদরিদ্র লোকটি তার দরিদ্রতার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। সে এমনই নিঃস্ব ছিল এবং সহায় সম্বলহীন ছিল যে, তার মত লোক হয়তো পৃথিবীতে আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(১) তার দেহ ছিল ঘায়ে পরিপূর্ণ, হযরত ইয়োবের মত। শরীর দুর্বল থাকা এবং অসুস্থ থাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু রোগী এবং অসুস্থদের জন্য ঘা আরও যন্ত্রণাদায়ক একটি বিষয় এবং এতে করে লোকেরা তাদের প্রতি আরও বেশি ঘৃণা করে। সে কখনোই হেঁটে চলে বেড়াতে পারতো না, তাকে সব সময় যে কোন জায়গায় বয়ে নিয়ে যেতে হত।

(২) সে বাধ্য হয়েই তার রুটি-রুজির জন্য ভিক্ষা করতো। সে তার এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কোনমতে কষ্ট করে ধনী ব্যক্তিদের দরজায় গিয়ে পড়ে থাকতো এবং সেখান থেকে ভিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করতো। সে এতটাই পঙ্গু এবং অথর্ব ছিল যে, সে নিজে সেখানে যেতে পারতো না। তাকে সেখানে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে দরকার হত। তাই সে এ কাজের জন্য কোন সহানুভূতিশীল মানুষের কাছে আবেদন জানাতো, যাতে করে কেউ তাকে ধনী ব্যক্তিদের দরজায় গিয়ে রেখে আসতে পারে। লক্ষ্য করুন, যারা দরিদ্রদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারে না, তাদের উচিত শ্রম দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা বা তাদের মঙ্গলের জন্য কোন বিশেষ কাজ করে দেওয়া। যাদের একটি পয়সা ভিক্ষা দেওয়ার সামর্থ নেই, তাদের উচিত সাহায্যের জন্য একটি হাত বাড়িয়ে দেওয়া; যাদের দরিদ্রদেরকে সাহায্য করার মত অর্থ নেই, তাদের উচিত সেই দরিদ্রদেরকে এমন স্থানের খোঁজ দেওয়া, যেখান থেকে সে কারও কাছ থেকে ভিক্ষা চাইতে পারবে। লাসার তার এই হতদরিদ্র অবস্থাতে কারও কাছে গিয়ে কিছু চাইতে পারত না। তাই কেউ যদি তাকে সাহায্য না করত, তাহলে তাকে নিশ্চয়ই না খেয়েই থাকতে হত। এখন লক্ষ্য করুন:

[১] ধনী লোকটির খাবার টেবিল থেকে সে যা পেতে চাইত: সে ধনী লোকটির টেবিল

থেকে পড়ে যাওয়া খাবারের অংশ এবং গুঁড়াগাড়া খেতে চাইত, পদ ২১। সে কখনোই টেবিলের উপরে পরিবেশন করা দামী দামী খাবার খেতে চাইত না। যদিও তাকে সেই খাবার কখনোই খেতে দেওয়া হত না। এমনকি তাকে টেবিলের নিচে পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট খাবারের অংশও খেতে দেওয়া হত না।

[২] কুকুরেরা তার প্রতি যে আচরণ করতঃ কুকুরেরা এসে তার শরীরের ঘা চেটে দিয়ে যেত। সম্ভবত ধনী লোকটি কিছু সংখ্যক কুকুর পুষতো এবং সেই কুকুরেরা এসে এভাবে সেই হতদরিদ্র লাসারের শরীরের ঘা চেটে দিত। লক্ষ্য করুন, যারা দরিদ্রদেরকে খেতে দেয় না, অথচ তাদের নিজেদের কুকুরদেকে ভরপেট খাওয়ায়, তাদেরকে অবশ্যই এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

খ. এখানে আমরা দেখি এই হতদরিদ্র সৎ মানুষটির ভিন্ন এক চিত্র, সেইসাথে ধনী ব্যক্তিটিরও ভিন্ন চিত্র, যখন তারা দু'জনেই মারা গেল। আসুন আমরা তাদের পরিণতি এখানে পর্যবেক্ষণ করি:

১. তারা দুজনেই মারা গেল (পদ ২২): ভিক্ষুকটি মারা গেল; ধনী লোকটিও মারা গেল। মৃত্যু ধনী এবং দরিদ্র উভয় প্রকার মানুষেরই একটি সাধারণ নিয়তি। সকলকেই এক সময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। আগে বা পরে, ধনী বা দরিদ্র, সাধু বা মন্দ সকল মানুষকেই মৃত্যুর আলিঙ্গনে ধরা দিতে হবে।

২. ভিক্ষুকটি প্রথমে মারা গেল। ঈশ্বর অনেক সময়ই এই পৃথিবী থেকে তাঁর নিজের লোকদের আগে আগে বা সময় থাকতেই তুলে নিয়ে যান, কিন্তু তখনও তিনি মন্দ ব্যক্তিদেরকে এই পৃথিবীর সুখ ও সম্পদ ভোগ করার সুযোগ দেন। অনেকে এই মত দেন, ঈশ্বর এই মন্দ পৃথিবীতে তাঁর ধার্মিক লোকদের দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তাদেরকে সময়ের আগেই নিজের কাছে নিয়ে যান, যেন তারা সেখানে সর্বোত্তম সুখে থাকতে পারেন।

৩. ধনী লোকটি মারা গেল এবং তাকে কবর দেওয়া হল। দরিদ্র লোকটিকে নিশ্চয় দায়সারাভাবে কবর দেওয়া হয়েছিল। ঠিক যেভাবে একটা গাধা মারা গেলে যে কোন জায়গায় একটা গর্ত খুঁড়ে তার মৃতদেহ মাটি চাপা দেওয়া হয়, সেভাবেই তাকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত ধনী লোকটি মারা যাওয়ার পর তাকে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে কবর দেওয়া হয়েছিল। তার মৃত্যুর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়েছিল এবং তারা তার প্রতি শেষ ভালবাসা জানাতে এসেছিল।

৪. ভিক্ষুকটি মারা যাওয়ার পর তাকে কাঁধে করে অব্রাহামের কোলে নিয়ে যাওয়া হল। তার আত্মা মৃত্যুর পর কত না আনন্দ পেল, যেখানে তার শরীর জীবদ্দশায় চরম দুর্দশায় দিন কাটিয়েছিল। তাকে অন্য এক জগতে নিয়ে যাওয়া হল, যেখানে এখন শুধু স্বর্গদূতদের বাস এবং আত্মার আবাস। সেখানে স্বর্গদূতরা তাকে কাঁধে করে নিয়ে গেল এবং অব্রাহামের কাছে তাকে রেখে গেল। অব্রাহামের কোলে সে ঠাঁই পেল, যা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ যিহূদীর কাম্য ছিল। তাকে সেখানে স্বাগত জানানো হল এবং পৃথিবীর সকল দুঃখ দুর্দশা

থেকে সে মুহূর্তেই মুক্তি পেল। তারা ভেতরে আর আগেকার পার্থিব জীবনে কোন ক্লেশ রইল না। সে সম্পূর্ণ নতুন এবং সঞ্জীবিত এক মানুষে পরিণত হল।

৫. এরপর আমরা দেখতে পাই ধনী ব্যক্তিটির সংবাদ। তার মৃত্যু এবং কবর দেওয়া পর তাকে তুলে নরকে নিয়ে যাওয়া হল। আর পাতালে, যাতনার মধ্যে, সে চোখ তুলে দূর থেকে অব্রাহামকে এবং তাঁর কোলে লাসারকে দেখতে পেল, পদ ২৩।

(১) তার অবস্থা ছিল খুবই সঙ্গিন। সে তখন নরকে অবস্থান করছিল। আত্মা যদি বিশ্বস্ত হয়, তাহলে মৃত্যুর পর তা তাৎক্ষণিকভাবে মুক্ত হয় এবং তাকে তৎক্ষণাৎ মাংসিক দেহ থেকে মুক্ত করে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আত্মা যদি পাপী হয়, তাহলে তাকে মৃত্যুর পর নরকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সে আগুনে পুড়তে থাকে, যে আগুন কখনো নেভে না।

(২) তার দুর্দশা আরও বেড়ে গেল, কারণ সে লাসারকে সেই আগুনের ভেতরে থেকে দেখতে পেল, যে তখন অব্রাহামের কোলে বসে সুখ ভোগ করছিল। লক্ষ্য করুন:

[১] সে অব্রাহামকে দেখেছিল। অব্রাহামকে দেখা আমরা একটি বিশেষ সুখকর দৃশ্য বলে মনে করি। কিন্তু তাঁকে অনেক দূর থেকে দেখা এবং তাঁর কাছে যেতে না পারা অবশ্যই একটি যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য। তার নিজের কাছে সে দেখতে পাচ্ছিল সমস্ত শয়তান এবং দিয়াবলদেরকে। ভয়ঙ্কর এবং যন্ত্রণাদায়ক সমস্ত দৃশ্য তার চারপাশ ঘিরে ছিল; আর সেখান থেকে সে দূরে অব্রাহামকে দেখতে পেল। লক্ষ্য করুন, নরকের প্রতিটি দৃশ্যই খুব ভয়ানক।

[২] সে লাসারকে অব্রাহামের কাছে দেখতে পেল। এ হচ্ছে সেই লাসার, যাকে সে এক সময় অনেক কষ্ট পেতে এবং যন্ত্রণা পেতে দেখেছিল, কিন্তু তবুও সে তার প্রতি এতটুকুও দয়া করে নি। আর এখন সেই লাসার চমৎকার জীবন অতিবাহিত করছে, সবচেয়ে আ-কাঙ্খিত অনুগ্রহ লাভ করেছে, অব্রাহামের কোলে বসে সুখ ভোগ করছে; কিন্তু সে নিজে নরকের আগুনে জ্বলছে।

গ. এখানে আমরা অব্রাহাম এবং সেই ধনী ব্যক্তির মধ্যে আলাপচারিতা দেখতে পাই, যা আমাদের কাছে তার পাপের স্বরূপ উপস্থাপন করে। এছাড়া এর মধ্য দিয়ে আমরা মানুষের দুর্দশার প্রকৃত চিত্র বুঝতে পারি, যা পৃথিবী এবং নরকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে আমরা দেখতে পাই, সে কিভাবে অব্রাহামকে সম্বোধন করেছিল এবং তাঁর কাছে কি অনুরোধ করেছিল:

১. ধনী ব্যক্তিটি অব্রাহামের কাছে এই অনুরোধ করেছিল যেন তিনি তার দুর্দশা একটু হলেও মোচন করেন, পদ ২৪। অব্রাহামকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে চিৎকার করে ডেকেছিল এবং তার কাছে আসার জন্য অনুরোধ করেছিল। লক্ষ্য করুন:

[১] সে অব্রাহামকে যা বলে সম্বোধন করেছিল: *পিতা অব্রাহাম*। লক্ষ্য করুন, নরকে এমন অনেকেই রয়েছে, যারা অব্রাহামকে তাদের পিতা বলে সম্বোধন করে; কারণ তারা

যখন তাদের শরীরী জীবন যাপন করছিল সে সময় তারা অব্রাহামের বংশধর ছিল। এমন এক দিন আসছে, যখন মানুষ ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গ পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠবে এবং তাঁদের মাঝে নিজেদের সুখ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবে, যেন নরকের চরম দুর্দশা থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে।

[২] সে তার জিহ্বাকে ঠাণ্ডা করার জন্য এক ফোঁটা জল চেয়েছিল। সে বলে নি যে, "পিতা অব্রাহাম, আমাকে এই দুর্দশা থেকে মুক্তি দিন, বা আমাকে এই গর্ত থেকে উদ্ধার করুন," কারণ সে এই ব্যাপারে পুরোপুরি হতাশ ছিল; কিন্তু সে সবচেয়ে ছোট এবং সামান্য বিষয়টিই চেয়েছিল। সে তার জিহ্বাকে এক মুহূর্তের জন্য এক ফোঁটা জল দিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিল।

[৩] অনেক সময় এখানে মনে করা হয়, তার মনের মাঝে হয়তো এই দুরভিসন্ধি ছিল যে, যদি লাসারকে তার কাছে পাঠানো হত, তাহলে হয়তোবা সে লাসারকে ধরে তার নিজের কাছে রেখে দিত এবং তাকে আর অব্রাহামের কাছে যেতে দিত না। যে হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি আক্রোশে পূর্ণ থাকে, সেই হৃদয় ঈশ্বরের লোকদের প্রতিও চরম বিদ্বেষপূর্ণ থাকে। কিন্তু আমরা এখানে এই পাপীর প্রতি দয়ার সাথে বিবেচনা করবো এবং মনে করবো যে, সে নিশ্চয়ই লাসারকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতেই চেয়েছিল; কারণ তাকে দেখতে পেলে তার হৃদয় জুড়াবে বলে সে মনে করছিল। সে লাসারের নাম ধরে ডাকলো, কারণ সে লাসারের নাম জানতো। সে ভেবেছিল, নিশ্চয়ই লাসার অতীতের কথা মনে না রেখে তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে। গ্রোশিয়াস এখানে প্লেটোর উক্তি উল্লেখ করেছেন, যেখানে দুষ্ট আত্মাদের দুঃখ দুর্দশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, তারা যাদেরকে হত্যা করেছিল কিংবা যাদেরকে আহত করেছিল, তাদের প্রতীক্ষায় তার বসে থাকে এবং সর্বক্ষণ তারা সেই সব লোকদেরকে ডাকতে থাকে, যেন তারা সেই সমস্ত লোকদের প্রতি যে অন্যায় ও অপরাধ করেছে তার জন্য তারা ক্ষমা লাভ করে। লক্ষ্য করুন, এমন এক দিন আসছে, যে সময় এখন যারা ঈশ্বরের লোকদেরকে ঘৃণা করছে এবং অবজ্ঞা করছে, তারাই তাদের কাছ থেকে সানন্দে দয়া ও করুণা গ্রহণ করবে।

২. তার এই অনুরোধের উত্তরে অব্রাহাম যে কথা বললেন: সাধারণ অর্থে বোঝা যায় যে, তিনি তা মঞ্জুর করেন নি। তিনি তাকে তার জিহ্বা ঠাণ্ডা করার জন্য এক ফোঁটা জলের দেন নি। লক্ষ্য করুন, নরকে পতিত হয়েছে যে পাপী, তাকে তার দুঃখ দুর্দশা এবং কষ্ট লাঘব করার জন্য সামান্যতম কৃপা করাও উচিত নয়। যদি আমরা এখন আমাদের সুযোগের দিনগুলোতে আমাদের আত্মিক অবস্থানকে আরও উন্নত করি, তাহলে আমরা অবশ্যই এক অপরিসীম দয়া ও করুণার স্রোতের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ লাভ করতে পারবো। কিন্তু আমরা যদি এখন এই সুযোগ ত্যাগ করি, তাহলে আমরা করুণার সামান্যতম অংশ লাভ করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হব। দেখুন, এই ধনী লোকটি তার নিজ কর্মফল অনুসারেই কতটা ন্যায্যভাবে প্রতিফল ভোগ করলো। যে এক টুকরো দায়িত্ব উপেক্ষা করবে, সে এক ফোঁটা দয়া হারাবে। এখন আমাদের কাছে এই কথা বলা হচ্ছে: *চাও, তোমাদেরকে দেওয়া যাবে*। কিন্তু যদি আমরা এই গ্রহণযোগ্য সময়কে চলে যেতে দিই

এবং তার জন্য যাচঞা না করি, তাহলে তা আর কোন দিনই আমাদের কাছে ফিরে আসবে না। কিন্তু এখানেই শেষ নয়: সে সময় অব্রাহাম বলবেন, "তোমার যন্ত্রণাকে প্রশমিত করার মত কিছুই নেই।" এটা অবশ্যই দুঃখজনক। কিন্তু তিনি এর সাথে এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবেন যা পাপীর যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে দেবে এবং তার চারপাশের আগুনের শিখাকে তা আরও উত্তপ্ত করে তুলবে; কারণ নরকের সমস্ত কিছুই যন্ত্রণাময়।

(১) তিনি তাকে বৎস বলে সম্বোধন করেছেন, যা একটি সভ্য ও মার্জিত সম্বোধন, কিন্তু এখানে এই সম্বোধনটি তার আবেদনের প্রতি প্রত্যাখ্যানকেই আরও তরান্বিত করেছে, যা তার প্রতি একজন পিতার কাছ থেকে আগত সমস্ত ভালবাসাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সে একজন পুত্র ছিল ঠিকই, কিন্তু সে হয়ে গেছে বিদ্রোহী এবং সে তার নিজের উত্তরা-ধিকার ত্যাগ করে চলে গেছে। যারা অনুনয় করে এ কথা বলে, *আমরা যখন নরকে যাব তখন আমরা সেখানে পিতা অব্রাহামকে দেখতে পাব, আর তিনি সেখানে আমাদের জন্যই থাকেন এবং আমাদেরকে পুত্র বলে সম্বোধন করেন*, তারা কত না বোকা; কারণ তারা মনে করে যে, এই কথা বললেই তাদের প্রতি সমস্ত অনুগ্রহ দান করা হবে!

(২) তিনি তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার নিজের অবস্থান কি ছিল আর লাসারের অবস্থান কি ছিল, যখন তারা পৃথিবীতে জীবন ধারণ করতো: *বৎস স্মরণ কর*। এ এক হৃদয় বিদারক উক্তি। নষ্ট হয়ে যাওয়া আত্মার এই স্মৃতিগুলোই তাকে যন্ত্রণা দেয়। তখন তার চেতনা তাকে সেই কাজগুলো করার জন্য জাগ্রত করে তোলে, যে কাজগুলো আগেই করলে আজ আর তাকে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না। *বৎস স্মরণ কর*, এই কথার চাইতে আর কোন কিছুই নরকের ঐ জ্বলন্ত শিখাকে আরও যন্ত্রণাময় করে তুলতে পারে না। এখন পাপীদেরকে তাদের সমস্ত পাপ স্মরণ করার জন্য বলা হচ্ছে। কিন্তু তারা তা করছে না, তারা তা করবেও না। তারা যত পারে তা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে। "বৎস, স্মরণ কর তোমার সৃষ্টিকর্তাকে, তোমার পরিত্রাণকর্তাকে এবং তোমার পরিণতিকে।" কিন্তু তারা এই কথায় কোন কান দেবে না এবং তারা একেবারেই ভুলে যাবে যে তাদের স্মৃতিতে কি ছিল; এ কারণেই তারা অপরিমেয় দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করবে এবং তাদের বলা হবে: *বৎস, স্মরণ কর*। কিন্তু তারা আর তা শুনে সেই মত কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে না। আমাদের কানে এই সতর্কবাণী কত না ভয়ঙ্করভাবে আঘাত হানে, "বৎস, স্মরণ করে দেখ, তোমাকে যাতে এই যন্ত্রণাময় স্থানে আসতে না হয় সে কারণে তোমাকে কতবারই না সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তুমি তা শোননি। মনে করে দেখ, তোমাকে নিজের অনন্ত জীবন ও গৌরব লাভ করার জন্য কত না মহৎ কর্ম করার জন্য বলা হয়েছিল, যা তুমি মোটেও গ্রহণ কর নি!" কিন্তু এখানে তিনি যে বিষয়টি আমাদের মনের মাঝে জাগিয়ে তুলতে চান তা হচ্ছে:

[১] তুমি তোমার জীবনকালেই সবচেয়ে ভাল বিষয়গুলো পেয়েছ এবং ভোগ করে এসেছ। তিনি তাকে এ কথা বলেন নি যে, সে এ সমস্ত কিছুর অপব্যবহার করেছে। বরং তিনি বলেছেন যে, সে তা গ্রহণ করেছে: "মনে করে দেখ, তোমার প্রতি ঈশ্বর কত না সদয় এবং দানশীল ছিলেন। তিনি তোমাকে সবচেয়ে ভাল বস্তুটি দেওয়ার জন্য কত না তৎপর ছিলেন। তাই তুমি কোনমতেই বলতে পার না যে তিনি তোমার কাছে কোন

বিষয়ের জন্য দায়বদ্ধ; এমন কি এক ফোঁটা জলের নয়। তিনি তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তার সবই তুমি গ্রহণ করেছ এবং এখানেই সমস্ত কিছুর শেষ। তুমি কখনোই তাঁর কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করে সামান্যতম কৃতজ্ঞতা প্রদান কর নি, তাঁকে কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর নি; কিংবা তুমি তাঁকে কোন কিছু দেওয়ার জন্যও কখনো চেষ্টা কর নি। তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে সমস্ত দয়া ও অনুগ্রহ নিয়ে তা কবরে ফেলে দেওয়া মত করে মাটিতে পুঁতে রেখেছ। সেগুলোকে তুমি জমিতে বপন কর নি, যেন তা আরও ফলবান হয়ে উঠতে পারে। তুমি তাঁর কাছ থেকে সমস্ত উত্তম বস্তু গ্রহণ করেছ। তুমি তা গ্রহণ করেছ, ব্যবহার করেছ এবং তা তুমি তোমার নিজের বলেই মনে করেছ। তুমি নিজেকে এ সমস্ত কিছুর জন্য দায়গ্রস্ত বলে মনে কর নি। কিংবা তুমি হয়তো এই জিনিসগুলোকে তোমার জন্য উত্তম বলে বাছাই করেছিলে, যা ছিল তোমার চোখে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়। তুমি নিজেই তা সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতে চেয়েছিলে এবং তুমি কোনমতেই এর কোন অংশ কাউকে দেখাতে চাও নি। তুমি তোমার জীবদ্দশায় মাংস খেয়েছ, মদ পান করেছ, সবচেয়ে দামী ও মিহি কাপড় পরেছ এবং এ সমস্ত কিছুতেই তুমি তোমার সুখ খুঁজে পেতে চেয়েছ। তোমার কাজের জন্য এগুলোকেই তুমি তোমার পুরস্কার বলে ভেবে নিয়েছ। তুমি মনে করেছ এগুলো তোমার প্রাপ্য প্রতিফল; অথচ এগুলো মোটেও তোমার ছিল না। তুমি তোমার জীবনকালে সবচেয়ে ভাল জিনিসটি চেয়ে এসেছ, অথচ পরবর্তী জীবনের সবচেয়ে ভাল বিষয়টির প্রতি তুমি কোন চিন্তা কর নি এবং তা পাওয়ার জন্যও কোন চেষ্টা কর নি। আর তাই এখন তা পাওয়ার জন্য কোন ধরনের আশা করারও কোন মানে নেই। তোমার জন্য ভাল ও উপযুক্ত বস্তুর দিন চলে গেছে। তাই এখন তোমার জন্য সবচেয়ে খারাপ বিষয়গুলো অপেক্ষা করছে। তোমাকে এখন তোমার সমস্ত মন্দ কাজের জন্য প্রতিফল ভোগ করতে হবে এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তুমি ইতোমধ্যেই দয়ার সর্বশেষ অংশটুকু পেয়ে গেছ, যা তোমার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এখন তোমার ভাগ্যে রয়েছে শুধুমাত্র অবিমিশ্রিত ক্রোধ এবং ঘৃণা।"

[২] "সেই সাথে এটাও স্মরণ কর, লাসার তার জীবদ্দশায় কত দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করেছে। তুমি এখানে তার সুখ ও সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষা করছ, কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখ, সে তার জীবনকালে কত না দুঃখ, কষ্ট ও জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করে গেছে। তুমি তোমার জীবনে এত ভাল ভাল জিনিস পেয়েছ ও সুখ লাভ করেছ যা একজন মন্দ মানুষ কখনও লাভ করে না, আর লাসার তার জীবনে এত দুঃখ, কষ্ট ও জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করেছে যা একজন ভাল মানুষের ভাগ্যে কখনোই পড়ে না। তাকে জীবনের সবচেয়ে মন্দ বিষয়গুলো ভোগ করতে হয়েছে। সে খুবই ধৈর্য সহকারে তা বহন করেছে। সে ঈশ্বরের কাছে কোন ধরনের অভিযোগ প্রদান করা ছাড়াই এ সমস্ত কিছু গ্রহণ করেছে, যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন ইয়োব (ইয়োব ২:১০: *আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কি কেবল মঙ্গলই গ্রহণ করবো, অমঙ্গল গ্রহণ করবো না?*)। তিনি এই আঘাতগুলোকে তাঁর আত্মিক ক্ষয় ও অসুস্থতা প্রতিকারের জন্য শারীরিক আঘাতরূপ নিরাময় বা চিকিৎসা হিসেবেই দেখেছিলেন এবং তাঁর ক্ষেত্রে সেই চিকিৎসা কাজ করেছিল কার্যকরীভাবেই।" দুষ্ট লোকেরা কেবলমাত্র এই জীবনেই সমস্ত ভাল কিছু গ্রহণ করবে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর সাথে সাথেই তারা তাদের

সমস্ত ভাল ভাল জিনিসগুলো থেকে দূরে সরে যাবে। এখানে অব্রাহাম তার মনের মাঝে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করার পরই তার বিবেক জাগ্রত হয়েছিল। সে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, সে এর আগে লাসারের সাথে কেমন ব্যবহার করেছিল, যখন সে তার জীবনের জন্য সমস্ত ভাল ভাল জিনিসগুলো ভোগ করছিল এবং লাসার তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ আঘাতগুলো নিয়ে দিনাতিপাত করছিল ও কষ্টভোগ করছিল। সে এটাও ভুলে যায় নি যে, সে লাসারকে একটুও সাহায্য করে নি। সেক্ষেত্রে তাহলে এখন সে কিভাবে এই আশা করতে পারে যে, লাসার তাকে সাহায্য করবে? যদি লাসার তার জীবদ্দশায় পরবর্তী কোন সময় ধনী একজন ব্যক্তিতে পরিণত হত এবং সে নিজে দরিদ্র হয়ে যেত, তখন লাসার নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করাটা নিজের কর্তব্য বলেই মনে করতো এবং সে নিশ্চয়ই তার আগের নির্দয় ব্যবহার মনে না রেখে তাকে সাহায্য করতো। কিন্তু ভবিষ্যতের পরিস্থিতিতে, এই পুরো ব্যাপারটি ফয়সালা হবে মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে। তারা তাদের আকাঙ্খার চাইতে অনেক বেশি ফল পাবে এবং প্রত্যেকে তাদের কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল অবশ্যই লাভ করবে।

(৩) অব্রাহাম তাকে লাসারের বর্তমান স্বর্গীয় শান্তি ও সুখের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তার নিজ দুঃখ ও দুর্দশার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতির মোড় ঘুরে গেছে এবং এ কারণেই তাদেরকে অবশ্যই চিরকালই এভাবে আলাদা থাকতে হবে: *এখন সে এখানে সান্ত্বনা পাচ্ছে আর তুমি কষ্ট পাচ্ছ*। তাকে এ কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না যে, সে কষ্ট পাচ্ছে। সে তার নিজের জীবনের মূল্য দিয়ে তা উপলব্ধি করতে পারছিল। সে জানতো যে, যে ব্যক্তি অব্রাহামের কোলে থাকে বা তাঁর ঘনিষ্ট হয়ে থাকে, সে জীবনের সবচেয়ে বড় সুখ ভোগ করে। তবুও অব্রাহাম তাকে এই কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে করে সে তার নিজের ও লাসারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং ঈশ্বরের মহান ধার্মিকতা অবলোকন করতে পারে; কারণ তাঁর লোকদেরকে যারা কষ্ট দিয়ে থাকে তিনি তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়ে থাকেন এবং সেই সাথে তাঁর লোকদের মধ্যে যারা কষ্ট পায় তাদেরকে তিনি বিশ্রাম দিয়ে থাকেন (২ থিষ ১:৬,৭)। লক্ষ্য করুন:

[১] স্বর্গ হচ্ছে সবচেয়ে আরামের এবং স্বস্তির স্থান এবং নরক হচ্ছে যন্ত্রণাময় স্থান: স্বর্গ হচ্ছে আনন্দের স্থান। নরক হচ্ছে কান্নার স্থান, বিলাপ করার স্থান এবং যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগের স্থান।

[২] আত্মা যখনই দেহ ছেড়ে যায়, তখনই তা স্বর্গে চলে যায় কিংবা নরকে চলে যায়। তখনই তা হয় সুখের স্থানে নতুবা যন্ত্রণার স্থানে চলে যায়। এটি ঘটে তাৎক্ষণিকভাবেই এবং তা আর কখনো ঘুমায় না, কিংবা *পারগেটরি (Purgatory)* বা আত্মার বিশ্রামস্থলেও চলে যায় না।

[৩] স্বর্গ অবশ্যই তাদের জন্য প্রকৃত অর্থেই স্বর্গ, যারা এই জগতের অনেক অনেক দুঃখ-দুর্দশা এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে জীবন কাটায়। তারা অনুগ্রহ লাভ করেছে ঠিকই,

কিন্তু এ জগতে কোন শান্তি পায় নি। হয়তোবা তাদের আত্মা এই জগত থেকে শান্তি লাভ করতে চায় নি। তবুও তারা যখন যীশু খ্রীষ্টের নিকটে শান্তিতে নিদ্রিত হবে, তখন আপনি সত্যিকার অর্থেই বলতে পারেন, "এখন তারা শান্তি লাভ করেছে; এখন তাদের সকল অশ্রু মুছে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের সকল ভয় তুলে নেওয়া হয়েছে।" স্বর্গে রয়েছে তাদের জন্য চিরস্থায়ী আরাম আয়েশ এবং স্বস্তি লাভের ব্যবস্থা। অপরদিকে নরক তাদের জন্য আক্ষরিক অর্থেই নরক, যারা এই জগতের সমস্ত হাসি আনন্দ এবং ইন্দ্রিয়ের সুখের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করেছে। তাদের জন্য অত্যাচারের ও যন্ত্রণার মাত্রা অনেক বেশি হবে, যেমনটি বলা হয়েছে যে, যত্নশীল এবং নিবেদিত প্রাণ নারীদের জন্য যন্ত্রণা অনেক বেশি ভয়ানক হবে, সে সময় লোকদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক কোমল স্বভাবের এবং এমন ভাল অবস্থায় মানুষ হয়েছে যে তাকে কোন দিন মাটিতে পা ফেলতে হয় নি, তারও তার প্রিয় স্বামী ও ছেলেমেয়েদের প্রতি কোন দয়ামায়া থাকবে না (দ্বি.বি. ২৮:৫৬)।

(৪) তিনি তাকে নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে, লাসারের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে তার যন্ত্রণার উপশম হওয়ার কোন ধরনের আশাই তার নেই (পদ ২৬): "এছাড়া সবচেয়ে খারাপ যে বিষয়টি রয়েছে তা হল, তোমার ও আমাদের মধ্যে এমন একটা বিরাট ফাঁক রয়েছে যা পার হওয়া অসম্ভব। এই খাদ এই কারণেই তৈরি করা হয়েছে, যাতে ইচ্ছা করলেও কেউ এখান থেকে পার হয়ে তোমাদের কাছে যেতে না পারে এবং ওখান থেকে পার হয়ে আমাদের কাছে আসতে না পারে; কেউ যেন ওপারের মহা পাপীদের সাথে যোগাযোগ করতে না পারে।"

[১] স্বর্গের সবচেয়ে দয়ালু সাধু ব্যক্তিও ওপারে গিয়ে মৃত এবং ভ্রষ্টদের মধ্যে গিয়ে তাদের সাথে দেখা করতে পারবে না, তাদেরকে কোন ধরনের আরাম আয়েশ কিংবা যত্ন-আত্তি প্রদান করতে পারবে না, যারা এক সময় তার বন্ধু ও স্বজন ছিল। "তারা কেউই এই খাদ পার হয়ে তোমার কাছে আসতে পারবে না। তারা কেউই তাদের পিতার সামনে থেকে চলে আসতে পারবে না কিংবা তাঁর সিংহাসনের সামনে তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা সমাপ্ত না করে আসতে পারবে না। তাই কেউই তোমাকে জল দিতে আসতে পারবে না, এটা তাদের কাজের কোন অংশ নয়।"

[২] নরকের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাপীও জোরপূর্বক এই দুর্ভেদ্য কারাগার থেকে বের হতে পারবে না। তাদের কেউই এই বিশাল খাদ পার হতে পারবে না। *তাদের কেউই এই বিশাল খাদ পার হয়ে আমাদের কাছে আসতে পারবে না*। এটা আকাঙ্খা করাও উচিত নয়, কারণ দয়ার দরজা তাদের প্রতি চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। সেতুটি তুলে নেওয়া হয়েছে। জামিনে বা প্যারোলে মুক্তি পাওয়ার কোন ব্যবস্থাই এখানে নেই; একটি ঘণ্টার জন্যও মুক্তি লাভের কোন বন্দোবস্ত নেই। ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত এই পৃথিবীর প্রকৃতি এবং অনুগ্রহের রাজ্যের মাঝে যোগাযোগের জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, আমরা ইচ্ছা করলেই একটি থেকে আরেকটি রাজ্যে যেতে পারি। পাপের রাজ্য থেকে সহজেই আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি। কিন্তু যদি আমরা আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করি এবং এর থেকে বের

হওয়ার আর কোন পথ নেই। এ এমন এক গহ্বর বা গর্ত যার ভেতরে কোন জল নেই এবং এখান থেকে মুক্তি লাভ করারও কোন উপায় নেই। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এবং নির্দেশনায় এই খাদ স্থাপন করা হয়েছে, যা সরিয়ে নেওয়ার সাধ্য সারা পৃথিবীর মাঝে কারও নেই। এখানে হতভাগ্য এই মানুষদেরকে ফেলে দেওয়া হয়; যার অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর সময় বহু আগেই চলে গেছে, কিংবা যাকে কোন ধরনের আরাম বা শান্তি দেওয়ারও আর কোন পরিস্থিতি নেই। সময়মতই সেই সুযোগ লাভের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এখন অনন্তকালের জন্য এই পথ রূদ্ধ হয়ে গেছে। এ থেকে প্রতিকারের আর কোন ব্যবস্থা নেই। নষ্ট হয়ে যাওয়া পাপীদের পরিস্থিতি অপরিবর্তনীয় এবং অপ্রতিরোধ্য এক উপায়ে স্থাপন করা হয়ে গেছে। এই গহ্বরের মুখ এমন এক পাথরের খণ্ড দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা আর কখনো খোলা যাবে না।

৩. সে পিতা অব্রাহামের কাছে আরেকটি অনুরোধ করেছিল, কিন্তু তা সে নিজের জন্য করে নি, কারণ তার চাওয়ার সেই মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অব্রাহাম যখন তাকে এক ফোঁটা জল দেওয়ার অনুরোধও নাকচ করে দিলেন তখন আর তার বলার কিছুই ছিল না। পতিত পাপীরা জানে যে, তারা যে শাস্তি ভোগ করছে তা একদমই যথার্থ এবং তারা কোন ধরনের যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাদের উপর থেকে এই শাস্তি তুলে নিতে পারবে না। আর সেই কারণেই সে এক ফোঁটা জল দিয়ে তার জিহ্বাকে ঠাণ্ডা করার যোগ্যতা রাখে না। আমরা ধরে নিতে পারি যে, সে তার জিহ্বার যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, ঈশ্বর যার উপরে তাঁর নিজ ক্রোধ ঢেলে দেন সে এ রকম যন্ত্রণাই ভোগ করবে (প্রকা ১৬:১০)। তার মুখ দিয়ে যে যন্ত্রণা ও আর্তনাদের ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছিল, তা নিশ্চয়ই সে চিৎকার করে উচ্চারণ করছিল না। তবে সে যেহেতু অব্রাহামের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে, তাই সে তার যত আত্মীয়-পরিজনকে পেছনে ফেলে রেখে এসেছে, তাদের পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কথা বলতে চাইল; কারণ সে তার নিজের পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কথা বলতে চায় নি। এখন আমরা দেখি এই কাজের জন্য সে কি করল:

(১) সে এই ভিক্ষা চাইল যে, লাসারকে যেন তার পিতার বাড়িতে পাঠানো হয় এবং সেখানে গিয়ে সে যেন এখানকার সংবাদ প্রদান করে: *আমি আপনাকে অনুরোধ করি, পিতা, আমার পিতার গৃহে লাসারকে পাঠিয়ে দিন,* পদ ২৭। আবারও সে অব্রাহামকে সম্বোধন করলো। এইবার সে অত্যন্ত অনুনয় সহকারে তাঁকে ডাকলো: "আমি আপনার কাছে বিনতি সহকারে আবেদন করছি, আমার এই অনুরোধটি ফেলবেন না।" যখন সে পৃথিবীতে ছিল তখন সে যদি প্রার্থনা করতো তাহলে নিশ্চয়ই তার প্রার্থনা গৃহীত হত, কিন্তু এখন তার প্রার্থনা একেবারেই বৃথা যাবে। "আপনি যেহেতু আমার আগের অনুরোধটি উপেক্ষা করেছেন, সেহেতু এখন নিশ্চয়ই আপনি আমার এই অনুরোধটি অন্ততপক্ষে সদয়চিত্তে বিবেচনা করবেন, আমার এই অনুরোধটি নিশ্চয়ই আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন না;" কিংবা, "যেহেতু এখানে এক বিরাট খাদ স্থাপন করা হয়েছে এবং এপাশে একবার চলে আসলে যেহেতু আর কেউ ওপাশে যেতে পারবে না, তাই দয়া করে আপনি তাদের কাছে খবর পাঠান যেন তারা কেউ আর এখানে আসতে না পারে;" কিংবা, "যেহেতু আপনাদের এবং আমার মাঝে এক বিরাট খাদ স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু আপনাদের এবং

তাদের মাঝে কোন খাদ স্থাপন করা নেই, তাই আপনি তাদের কাছে অবশ্যই খবর পাঠাতে পারেন।

দয়া করে লাসারকে আমার পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন; সে ভাল করেই সেই বাড়ির ঠিকানা জানে। সে অনেকবারই সেখানে গিয়েছে, কিন্তু সেখানে খাবার টেবিল থেকে যে খাবারের টুকরোগুলো পড়ে যেত সেগুলোও তাকে খেতে দেওয়া হত না। সে জানে যে, সেখানে আমার পাঁচটি ভাই রয়েছে। সে যদি তাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়, তাহলে তারা তাকে চিনতে পারবে এবং সে যা বলবে অবশ্যই তারা তা শুনবে; কারণ তারা তাকে একজন সৎ ব্যক্তি হিসেবেই জানে। তাদের কাছে দয়া করে এই অবস্থার সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য যেতে দিন। সে গিয়ে তাদেরকে বলুক যে, আমি এখানে কি অবস্থায় রয়েছি এবং আমি এখানে আমার নিজ বিলাসিতা এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্যই এসেছি; এর পেছনে আরও রয়েছে দরিদ্রদের জন্য আমার নির্দয়তা। দয়া করে তাকে গিয়ে তাদেরকে সাবধান করে দিতে বলুন, যেন তারা আমার মত একই পথে পা না বাড়ায়; কিংবা আমি তাদেরকে যে পথে নিয়ে গেছি সেই পথে আর না যায় এবং সেখান থেকে চলে আসে। যাতে করে তাদেরকেও আমার মত একইভাবে এই যন্ত্রণাময় স্থানে আসতে না হয়," পদ ২৮।

অনেকে লক্ষ্য করে থাকেন যে, সে তার পাঁচটি মাত্র ভাইয়ের কথা বলেছে, তাই অনেকে ধারণা করে থাকেন যে, তার কোন সন্তান ছিল না, নতুবা সে নিশ্চয়ই তাদের কথা উল্লেখ করতো। এই কারণে এটি দরিদ্র ও এতিমদের প্রতি তার নির্দয়তার একটি উদাহরণ যে, সে এমন কাউকে পোষ্য হিসেবেও গ্রহণ করে নি, যাকে সে সন্তান হিসেবে ডাকতে পারে। এখন সে চাচ্ছে যেন তার ভাইয়েরা তাদের পাপের পথ থেকে ফিরে আসে এবং মন পরিবর্তন করে। সে এ কথা বলে নি যে, "আমাকে তাদের কাছে যাওয়ার জন্য একবার মাত্র সুযোগ দিন, যাতে করে আমি তাদের কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি;" কারণ সে জানতো যে, সেখানে একটি খাদ স্থাপন করা হয়েছে। সেটি পেরিয়ে যাওয়ার জন্য তার অনুমতি নেই। সে নিজে তাদের কাছে উপস্থিত হলে নিশ্চয়ই তারা আতঙ্কিত হবে। কিন্তু সে এ কথা বললো যে, "লাসারকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যাকে দেখলে তারা হয়তো কিছুটা কম আতঙ্কগ্রস্ত হবে। তবে তার সাক্ষ্য তাদের জন্য যথেষ্ট ভীতিকর হবে এবং তারা অবশ্যই তাদের পাপের পথ ছেড়ে ফিরে আসবে।" এখন সে তাদের ধ্বংস রোধ করতে চাইছে, কারণ তাদের প্রতি তার এক জন্মগত স্নেহ ও ভালবাসা রয়েছে। সে তাদের মানসিকতা, তাদের প্রলোভনের সম্ভাবনা, তাদের অবজ্ঞা, তাদের অপবিত্রতা, তাদের বিবেচনা এ সমস্ত কিছু সম্পর্কেই জানে। তাই সে চেয়েছে যেন তারা যে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে তা থেকে সে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারে। তবে অংশত এখানে সে তার নিজের প্রতিও কিছুটা স্বার্থচিন্তা করেছে; কারণ তারা যখন এখানে আসবে এবং তাকে দেখবে, যে তাদেরকে সেই পাপের পথে নিয়ে গেছে, তখন তার দুর্দশা আরও বেড়ে যাবে। যখন পাপের সহযোগীরা একসাথে দুঃখভোগ করে, যখন তারা সকলে মিলে নরকের আগুনে পতিত হয়, তখন তারা নিজেরাই একে অন্যের জন্য আতঙ্ক হিসেবে পরিগণিত হয়।

(২) অব্রাহাম তার এই অনুরোধটিও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নরকে কোন ধরনের অনুরোধ গ্রাহ্য করা হয় না। এই ধনী লোকটি যেভাবে অব্রাহামের কাছে প্রার্থনা করেছিল, সেই প্রার্থনাকে কোন কোন ব্যক্তি সাধু ব্যক্তিদের কাছে প্রার্থনার পক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে থাকে এবং তারা পাপীদের কাছে এই প্রার্থনার জন্য তাদেরকে উৎসাহ জুগিয়ে থাকে ও এর উদাহরণ দিয়ে থাকে, যাতে করে তাদের সকল প্রার্থনা যখন বৃথা যায় তখন তারা যেন অন্তত এই ধরনের প্রার্থনা করে থাকে। অব্রাহাম এখানে মোশি এবং অনান্য ভাববাদীদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা সাক্ষ্য প্রমাণ এবং আলোচনার ক্ষেত্রে অনেকের জন্য মাধ্যম এবং কেন্দ্রবিন্দু। তারা ব্যবস্থা এবং আইন-কানুন লিখেছেন, যা আমরা পড়তে পারি এবং শুনতে পারি। "তারা যেন সেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদীদের বাক্য মেনে চলে, কারণ ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে অনুগ্রহের সাধারণ প্রক্রিয়াটি দূর করে নেবেন না।" এখানে তাদের সেই সুযোগটি রয়েছেঃ "মোশি ও ভাববাদীদের লেখা পুস্তক তো তাদের কাছে আছে। ওরা তাঁদের কথায় মনযোগ দিক, সেই অনুসারে দায়িত্ব পালন করুক। তারা সেই ভাববাদীদের কথা শুনুক এবং সেই বাক্যের প্রতি তাদের বিশ্বাস স্থাপন করুক। এই স্থানে এসে যন্ত্রণা না পোহানোর জন্য এই কাজ করাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।" এর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এই সত্য উপস্থাপিত হয় যে, পুরাতন নিয়মে এবং মোশি ও অন্যান্য ভাববাদীদের মাঝে এর স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, যারা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ভাববাদীদের বাক্যে কর্ণপাত করবে, তারা পুরস্কৃত হবে, কিন্তু যারা মন্দ জীবন যাপন করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে। আর এই বিষয়টিই সেই ধনী লোকটি তার ভাইদেরকে বোঝাতে চেয়েছিল, আর সে কারণেই তাদের প্রয়োজন ছিল মোশি এবং অন্যান্য ভাববাদীদের দিকে ফেরা।

(৩) সে এই বলে আবেদন জানিয়েছিল যে (পদ ৩০): "না, না, পিতা অব্রাহাম, আমাকে একটি মাত্র সুযোগ দিন। এটা সত্যি যে, তাদের কাছে মোশি এবং ভাববাদীদের পুস্তক রয়েছে এবং তারা যদি তাঁদের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে তাহলেই তাদের মুক্তির জন্য তা যথেষ্ট; কিন্তু তারা তো তা করবে না। তবে এটা আশা করা যায় যে, মৃতদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছে গেলে তারা মন পরিবর্তন করবে, কারণ এটি হবে তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন কিছু এবং আশ্চর্যজনক কিছু। এতে করে তারা নিশ্চয়ই মন পরিবর্তন করবে এবং এটি তাদের বিশ্বাস তৈরি করার জন্য আরও দৃঢ়ভাবে কাজ করবে। তারা তো মোশি আর অন্য ভাববাদীদের কথা জানেই, তাই তারা তাঁদের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু মৃত কোন ব্যক্তির আগমন তাদের জন্য হবে একটি নতুন বিষয়। তাই তারা অবশ্যই মন ফিরাবে এবং তারা অনুতাপ করে তাদের জীবনকে পাপের পথ থেকে সরিয়ে সঠিক পথে পরিচালনা করবে।" লক্ষ্য করুন, বোকা লোকেরা ঈশ্বরের কর্তৃক প্রণিত এবং নির্বাচিত যে কোন পথের চাইতে তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত পন্থাকে আরও কার্যকরী বলে মনে করে থাকে।

লূক লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৭

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো, ক. খ্রীষ্টের সাথে তাঁর শিষ্যদের কিছু বিশেষ আলোচনা ও কথোপকথন, যেখানে তিনি তাঁদেরকে উস্কানি প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন এবং যারা তাঁদেরকে আঘাত করে তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে বলেছেন (পদ ১-৪), তাঁদেরকে নিজেদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করার জন্য মোনাজাত করতে উৎসাহিত করেছেন (পদ ৫,৬); এরপর তিনি তাঁদেরকে নম্রতা শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের ঈশ্বরের প্রতি যে সেবাই প্রদর্শন করুন না কেন (পদ ৭-১০)। খ. দশজন কুষ্ঠরোগীকে খ্রীষ্ট সুস্থ করেন এবং তাদের মধ্য থেকে তিনি কেবলমাত্র একজনের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ লাভ করেছিলেন, সে ছিল একজন সামেরীয় (পদ ১১-১৯)। গ. শিষ্যদের সাথে তাঁর আলোচনা, যখন একদল ফরীশী তাঁকে প্রশ্ন করেছিল যে, কখন স্বর্গ-রাজ্যের আগমন ঘটবে (পদ ২০-৩৭)।

লূক ১৭:১-১০ পদ

এখানে আমরা এই শিক্ষা পাই যে:

ক. কারও প্রতি উস্কানি দেওয়া অত্যন্ত বড় পাপ এবং এ কারণে প্রত্যেকেরই তা পরিহার করা উচিত এবং সাবধানতার সাথে লক্ষ্য রাখা উচিত, পদ ১,২। আমাদেরকে সব সময় বিঘ্ন আসার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এখানে আমাদেরকে বিবেচনায় রাখতে হবে মানুষের সকল প্রকার স্বভাব এবং ঈশ্বরের জ্ঞানপূর্ণ উদ্দেশ্য ও পরিচালনা। ঈশ্বর সকল প্রকার বিঘ্ন উপেক্ষা করে তাঁর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং মন্দ থেকে উত্তম বের করে আনেন। এই পদগুলোতে আমরা দেখি:

১. নির্যাতনকারীদের এবং বিঘ্নকারীদের প্রতি খ্রীষ্টের বক্তব্য। এরা খ্রীষ্টের নিম্নতর যে কোন অনুসারীর প্রতিও চরম ক্ষতি করার চিন্তা পোষণ করে এবং তাদেরকে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করে। এভাবে তারা খ্রীষ্টের অনুসারীদেরকে তাঁর সেবা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করে।

২. প্রলোভনকারীদের প্রতি খ্রীষ্টের বক্তব্য। যারা খ্রীষ্টের সত্যকে দূষিত করে এবং তাঁর বিধান অমান্য করে। তারা শিষ্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়; কারণ তাদের মধ্য দিয়েই বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

৩. যারা খ্রীষ্টের নামে কাজ করার ভান করে অথচ নোংরা জীবন যাপন করে, তাদের ব্যাপারে খ্রীষ্টের বক্তব্য: তারা খ্রীষ্টের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে এবং তাঁর মতবাদের অপব্যবহার করে। এতে করে তারা ঈশ্বরের লোকদের মনের মাঝে অশান্তি এবং দ্বিধা রোপণ করে। তাদের এই অপকর্মের জন্য অবশ্যই তাদেরকে চরম শাস্তি পেতে হবে এবং তাদেরকে ঈশ্বরের বিচারে কোন দয়া দেখানো হবে না।

খ. বিঘ্নকারীদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া অনেক বড় দয়ার কাজ। এই কারণে আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই এ বিষয়ে খেয়াল রেখে চলতে হবে (পদ ৩): *তোমরা তোমাদের নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাক*। এখানে সম্ভবত আমাদেরকে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, আমরা যেন ছোটখাট অন্যায়ও না করি। আমরা যেন সব সময় নিজেদেরকে শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করি। খ্রীষ্টান পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই এমন কিছু করলে চলবে না, যা দুর্বল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে নিরুৎসাহিত করে। তাই তাদের প্রতি বলা হচ্ছে, "তোমার ভাই যদি পাপ করে, তাকে অনুযোগ করো; আর সে যদি মন পরিবর্তন করে, তাকে ক্ষমা করো।" সে যদি তোমার বিরুদ্ধে কোন ধরনের কথা বলে, তোমার বিপক্ষে অন্য কারও কাছে কথা বলে, তোমার কোন সম্পদের ক্ষতি সাধন করে কিংবা তোমার সম্মান হানি করে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও। তাকে কোন ধরনের দায়ে অভিযুক্ত কোরো না। তাকে তুমি নিঃশেষে ক্ষমা করে দাও এবং ভাই বলে বুকে টেনে নাও।" আমাদেরকে এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে আমরা যেন ঠিক সেই একই আচরণ ফিরিয়ে না দিই; বরং যেন খ্রীষ্টান নীতি অনুসারে আমরা সকলের প্রতি উত্তম আচরণ প্রকাশ করি।

১. "যদি তুমি তাকে ধমক দাও, তাহলে তাকে তাই কর। তাকে বিচারে আনার বদলে বা তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে চুপ করে থাকার বদলে তাকে সামনা-সামনি ডেকে বুঝিয়ে বল এবং তাকে তুমি তার কাজের জন্য তিরস্কার কর। সব শেষে তুমি তাকে আবার ভাই বলে গ্রহণ কর" (যিহোশূয় ২২:৩০,৩১)।

২. "তোমাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সে যদি তার কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও এবং তাকে আবার তোমার ভাই বলে গ্রহণ করে নাও। ঈশ্বর অবশ্যই পাপী মানুষকে ক্ষমা করে দেবেন, যদি সে তার পাপের জন্য অনুশোচনা করে এবং সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত করে। আর যদি সে এক দিনের মধ্যে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে, আর সাতবার তোমার কাছে ফিরে এসে বলে, *অনুতাপ করলাম*, তবে তাকে ক্ষমা করো," পদ ৪। এই বিষয়টি আমরা দেখতে পাই ২ করি ২:৭ পদে, যেখানে প্রেরিত পৌল ক্ষমা প্রদান করার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

৩. "সে তোমার কাছে যতবার ক্ষমা চাইবে তুমি ততবারই তাকে ক্ষমা করবে," পদ ৪। "যদি সে এমন বেখেয়ালী বা অপরিণামদর্শী হয় যে, তাকে দিনের মধ্যে সাতবার তোমার কাছে এসে ক্ষমা চাইতে হয়, তারপরও তুমি তাকে ক্ষমা কর। সে যতবারই তোমার বিরুদ্ধে পাপ করুক না কেন, সে যদি তোমার কাছে এসে অনুশোচনা করে এবং ক্ষমা চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করতে হবে।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের ভেতরে পাপ ক্ষমা করার জন্য একটি উৎসাহপূর্ণ আত্মা থাকতে হবে, যাতে করে সেখানে সকলের জন্য মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা বর্তমান থাকে। যারা সত্যিকারের বিশ্বাসী, তারা সব সময় সকলের পাপের ভার লঘু করার চিন্তা করে থাকে।

গ. আমাদের বিশ্বাসকে শক্ত করার জন্য এটাই প্রয়োজন, কারণ আমরা যদি অনুগ্রহ করি, তাহলে আমাদেরকেও অনুগ্রহ করা হবে। আমরা যত দৃঢ়ভাবে খ্রীষ্টের বাক্যের উপর জোর দেব এবং তাঁর উপরে বিশ্বাস করবো, ততই আমরা তাঁর বাক্যের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি

সহকারে তা পালন করতে পারব এবং ধার্মিক বলে গণ্য হতে পারব। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. শিষ্যরা খ্রীষ্টকে যা বলেছিলেন, যাতে করে তিনি তাঁদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দেন, পদ ৫। শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে খ্রীষ্ট পূর্বেকার কথাগুলো বলেছিলেন। যদিও তাঁরা নিজেরাই পরিচর্যাকারী ছিলেন এবং তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে সাথে থেকে সমস্ত কাজ করতেন, তথাপি তাঁদের মধ্যে এই ভয় ছিল যে, হয়তোবা তাঁদের বিশ্বাসে ঘাটতি আছে বলেই খ্রীষ্ট এমন কথা বলছেন। তাই তাঁরা সকলে মিলে খ্রীষ্টকে বললেন, "আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন এবং যেখানে ঘাটতি আছে তা পূরণ করে দিন।" বিশ্বাসের আবিষ্কার আরও সুস্পষ্ট হোক এবং বিশ্বাসের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাক। লক্ষ্য করুন, আমাদের বিশ্বাস যাতে বৃদ্ধি পায়, এমনটিই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। আমাদের জীবনে যত বাধা বিপত্তিই আসুক না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস সব সময় যথাযথভাবে ধরে রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে যেতে হবে, নতুবা আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হব।

২. খ্রীষ্ট তাঁদের সত্যিকার বিশ্বাসের চমৎকার কার্যকারিতা সম্পর্কে যে নিশ্চয়তা প্রদান করছেন (পদ ৬): "যদি তোমাদের সরিষা দানা পরিমাণ বিশ্বাস থাকে, তাহলে তোমরা এই তুঁত গাছটাকে বলতে পারবে, 'শিকড় সুদ্ধ উঠে গিয়ে নিজেকে সাগরে পুঁতে রাখ'; তাতে সেই গাছটি তোমাদের কথা শুনবে।" এরপর তিনি তাঁদের বিশ্বাস সম্পর্কে বললেন, "তোমরা যদি সামান্যতম বিশ্বাস রাখ, তাহলেও তোমরা আশ্চর্য কাজ করতে পারবে; এটা তোমাদের জন্য মোটও কোন কঠিন কাজ হবে না। তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারবে। তোমরা তখন 'তুমি সমূলে উপড়ে গিয়ে সাগরে রোপিত হও' এই কথা তুঁত গাছটিকে বললে এই তোমাদের কথা মানবে।" দেখুন মথি ১৭:২০ পদ। যেহেতু ঈশ্বরের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়, সেহেতু আমরা যদি তাঁর উপরে বিশ্বাস রাখি তাহলে আমাদের দ্বারাও কোন কিছুই অসম্ভব হবে না।

ঘ. আমরা খ্রীষ্টের সেবা করণার্থে যাই কিছু করি না কেন, তা আমাদেরকে করতে হবে অত্যন্ত নম্রতা সহকারে, বিনম্রভাবে। আমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ না পেলে আমাদের পক্ষে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। আর এই সমস্ত অনুগ্রহের জন্য আমরা খ্রীষ্টের কাছে চিরঋণী, কারণ তিনিই আমাদের পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের যোগসূত্র তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের সকল অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে দেন বলেই আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকি। সেই কারণেই আমাদের উচিত সব সময় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কথা বলা।

১. আমরা সকলে ঈশ্বরের সেবক। আমরা তাঁরই দাস। খ্রীষ্টের শিষ্যরা এবং সকল সাধু ব্যক্তিরাও তাই। তাই দাস হিসেবে আমাদের উচিত সব সময় তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকা এবং সব সময় আমাদের প্রভুর প্রতি যত্ন নেওয়া।

২. ঈশ্বরের দাস হিসেবে আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের সমস্ত কাজ সময় অনুসারে সঠিকভাবে পালন করা। আমাদের উপরে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। অবশ্যই

তা আমাদেরকে সঠিকভাবে পালন করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই একটি কাজের পরে অন্য আরেকটি কাজে নিয়োজিত হতে হবে। যে দাস সারাদিন মাঠে হালচাষ করে এবং বীজ বপন করে, সে ঠিকই রাতে খাবার টেবিলে আগে মালিককে আপ্যায়ন করে এবং পরে নিজে খায়, পদ ৭,৮। যখন আমাদের ধর্মীয় কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত হই, তখন আমাদের কোনমতেই উচিত নয় দৈনিক উপাসনাকে কোন ধরনের অজুহাত দিয়ে তা থেকে অনুপস্থিত থাকা। আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের সামনে দিনে অন্ততপক্ষে একবার আসতে হবে এবং তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে।

৩. এখানে আমাদের প্রধান যত্নের বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং আমাদেরকে অবশ্যই তা আমাদের দায়িত্ব এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত বলে ধরে নিতে হবে। কোন দাসই এটা আশা করতে পারে না যে, তার মনিব তাকে বলবেন, *যাও, গিয়ে খেতে বস*। একমাত্র তখনই তার খাওয়ার সময় হবে, যখন সে তার দিনের সমস্ত কাজ শেষ করবে। আমাদেরকে অবশ্যই প্রতিদিন আমাদের সমস্ত দায়িত্ব শেষ করতে হবে এবং এরপর আমাদের প্রাপ্য পুরস্কার আমাদের কাছে আসবে।

৪. আমাদের আগে অবশ্যই খ্রীষ্টের খেতে বসা উচিত: *আগে আমার জন্য খাবার এবং পানীয় প্রস্তুত কর এবং তারপরে তুমি খেতে বসতে পার*। সন্দেহপ্রবণ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, তারা তাদের প্রভু খ্রীষ্টকে যতটুকু ভালবাসেন ততটুকু মহিমা ও গৌরব তারা প্রদান করতে পারেন না। কিন্তু আমাদের প্রতি এই সহজ এবং সরল আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের প্রতিটি কাজের আগে আমরা যেন খ্রীষ্টকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে খাওয়ার আগে যেন অবশ্যই তাঁর এই দানের জন্য আমরা তাঁর প্রতি আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

৫. খ্রীষ্টের সেবকেরা যখন তাঁর সেবা করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন তাদের অবশ্যই আগে কোমরবন্ধনী পরে নিতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই সব ধরনের বাঁধন ও অন্যান্য চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং নিজেদের সকল কাজ বন্ধ রাখতে হবে। খ্রীষ্ট অবশ্যই এমনটি চাইতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের কাছে এর জন্য জোর করেন নি। খ্রীষ্টের দাসদের কাছে এমনটি আশা করা হয়ে থাকে, তিনি তাদের কাছে এমনটি আশা করেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের মাঝে এসেছিলেন পরিচর্যাকারী হয়ে। তিনি তাঁদের জন্য পরিচর্যা করতেই এসেছিলেন, পরিচর্যা পেতে আসেন নি; এর প্রমাণ হচ্ছে, তিনি তাঁদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।

৬. খ্রীষ্টের শিষ্যদের এমন কোন কৃতিত্ব নেই যে, তিনি তাঁদেরকে তাঁদের সেবা কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন: “তিনি কি তাঁর দাসদেরকে কৃতজ্ঞতা জানান? তিনি কি নিজেকে এর জন্য দায়বদ্ধ মনে করেন? না, কোনমতেই নয়।” আমাদের কোন ভাল কাজই ঈশ্বরের প্রশংসা পাওয়ার জন্য দাবী করতে পারে না। আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রশংসা চেয়ে থাকি, স্বীকৃতি চেয়ে থাকি; কিন্তু আমাদেরকে তাঁর কাছে চাইতে হবে অনুগ্রহ, যেন তিনি তা আমাদেরকে দান করেন।

৭. আমরা খ্রীষ্টের জন্য যাই করি না কেন, এই কাজ অন্যেরাও হয়তো করে থাকে। তবুও এটি আমাদের দায়িত্ব এবং আমাদেরকে অবশ্যই এই কাজ করে যেতে হবে। যদিও আমাদেরকে যে সমস্ত আদেশ দেওয়া হয়েছে তার সবই আমাদেরকে করতে হবে, তথাপি আমাদেরকে অবশ্যই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তা পালন করতে হবে। তবে সবার আগে আমাদেরকে অবশ্যই সেই মহান এবং প্রধান দায়িত্ব পালন করতে হবে: *তোমার সমস্ত মন এবং প্রাণ দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাস*, যে আদেশের সাথে পূর্বাপর সমস্ত আদেশ জড়িত রয়েছে।

৮. খ্রীষ্টের সর্বোত্তম দাসেরা যখন তাদের সেবা কাজের সর্বোত্তম পর্যায়ে থাকেন, তখনও তারা সবচেয়ে নম্রভাবে তাদের অযোগ্যতার কথা স্বীকার করেন। যদিও তারা সে রকম অযোগ্য নন এবং তারা খ্রীষ্টের জন্য যথাসম্ভব তাদের সেবা দান করে যান, তথাপি তারা নিজেদেরকে এভাবে নত করে থাকেন। আমাদের ভেতরে যদি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা না থাকে, তাহলে আমরা কখনোই ধার্মিক বলে প্রতীয়মান হতে পারব না (গীতসংহিতা ১৬:২; ইয়োব ২২:২; ৩৫:৭)। ঈশ্বর আমাদের সেবা কাজের দ্বারা লাভবান হন না। সে কারণে আমরা তাঁর পাওনাদার নই। আমাদেরকে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের সেবা কাজ তাঁর নিখুঁত সত্তাকে কোনভাবে উত্তরণ ঘটাতে কিংবা পরিমার্জন বা পরিবর্ধন ঘটাতে পারে না। কিন্তু তিনি আমাদের সেবা কাজে খুশি হন এবং আমাদের আশীর্বাদ করেন। আর তাঁর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহই আমাদের জীবনের জন্য পাথেয়।

লূক ১৭:১১-১৯ পদ

এখানে আমরা দশজন কুষ্ঠরোগীর ঘটনা দেখতে পাই, যা আমরা অন্য কোন সুসমাচার রচয়িতার বর্ণনায় পাই না। সে সময় প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিরূশালেমে যাচ্ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মধ্যবর্তী দূরত্বে। সেখানে যিরূশালেম বা গালীলের তুলনায় তাঁর পরিচিতি কিছুটা কম ছিল। তিনি সে সময় সীমান্তের নিকটবর্তী এক গ্রামে ছিলেন, যা ছিল শমরীয়া এবং গালীলের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। তিনি সেই রাস্তা ধরে সেই কুষ্ঠরোগীদেরকে খুঁজে বের করতে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে সুস্থ করতে চেয়েছিলেন; কারণ যারা তাঁর খোঁজ করেনি তিনি তাদের কাছে গিয়েই দেখা দেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের প্রতি এই কুষ্ঠরোগীদের সম্বোধন। তারা একটি দলে দশ জন ছিল; কারণ যদিও তারা সমাজ থেকে বিচ্যুত ছিল, তবুও সকল সংক্রামিত রোগীরা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রেখে চলতো। এতে করে তারা অনেকখানি স্বস্তি বোধ করতো, কারণ তারা এভাবে পরস্পরের সাথে সহানুভূতি ও ভাব বিনিময় করতে পারতো। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. খ্রীষ্টের প্রতি কুষ্ঠরোগীদের সম্বোধন। তারা দশজন একসাথে ছিল এবং তারা সব সময় যেখানে যেত একসাথেই যেত। তারা একসাথেই ভিক্ষে করে খেত। কুষ্ঠরোগকে যিহূদীরা ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করতো। তারা মনে করতো যে, কোন পাপ করার ফলেই এই কুষ্ঠরোগীটি রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তারা মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর ভিত্তি করে বেঁচে থাকতো। তাই খ্রীষ্ট যখন সেই গ্রামটিতে এসেছিলেন, তখন তারাও

সেই গ্রামে ভিক্ষে করতে এসেছিল। লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট যখন সেই গ্রামে প্রবেশ করলেন তখনই তাঁর সাথে সেই কুষ্ঠরোগীদের দেখা হল। তিনি এই ক্লান্তিকর যাত্রা শেষ করে এসে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার বা জলযোগ করার আগেই তারা তাঁর কাছে এসে হাজির হল। তারা একটুও অপেক্ষা করলো না, বরং তিনি নগরে ঢোকার পরপরই তারা তাঁর সাথে দেখা করলো। তাঁর মতই তারাও অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। তথাপি তিনি তাদেরকে উপেক্ষা করে চলে গেলেন না, বরং তিনি ধৈর্য ধরে তাদের কথা শুনতে লাগলেন।

২. তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল; কারণ তারা জানতো যে, তাদের শরীরে যে রোগ রয়েছে, তাতে করে পবিত্র শাস্ত্র অনুসারে তাদেরকে সুস্থ মানুষের কাছ থেকে দূরে গিয়ে অবস্থান করতে হবে। তাছাড়া আমাদের আত্মিক কুষ্ঠবা আত্মিক ব্যাধির অনুভূতি বা বোধও আমাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে যাওয়ার জন্য সকল ক্ষেত্র থেকে নম্র করে তোলে। আমরা কে যে, তাঁর মত পরিপূর্ণ শুদ্ধ এবং পবিত্র একজন মানুষের কাছে যাওয়ার অধিকার রাখি? আমরা অপবিত্র।

৩. তাদের অনুরোধ ছিল সর্বসম্মত এবং খুবই জরুরি (পদ ১৩): তারা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে উচ্চস্বরে আবেদন করলো এবং বললো, যীশু, *প্রভু, আমাদেরকে করুণা করুন*। যারা যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে দয়া কামনা করে, তাদের অবশ্যই নিজেদেরকে যীশুর কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং তাঁর আদেশ অনুসারে চলতে হবে। যদি কোন মনিব বা প্রভু থাকতেই হয়, তবে তিনি হবেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, আমাদের পরিত্রাণকর্তা, অন্য কেউ নয়। তারা আলাদা করে এ কথা বলে নি যে, আমাদের কুষ্ঠরোগ ভাল করে দিন। বরং তারা বলেছে, *আমাদের উপর দয়া করুন*। খ্রীষ্টের কাছ থেকে দয়া পাওয়ার জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট। তারা কোনমতেই আর তাদের আশা থেকে বঞ্চিত হবে না। তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনেক সুখ্যাতি সম্পর্কে শুনেছিল, যদিও সেই দেশে তাঁর তেমন পরিচিতি ছিল না। তথাপি এতে করেই তারা তাঁর কাছে আবেদন জানানোর জন্য এতটা আগ্রহী এবং উৎসাহী হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ একজন খুব সহজেই তার মনের কথা খুলে বলার জন্য খ্রীষ্টকে সম্বোধন করেছিল, যার কারণে তারা সকলে একসাথে খ্রীষ্টের কাছে আবেদন করার জন্য উদ্দীপনা পেয়েছিল।

খ. খ্রীষ্ট তাদেরকে পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিজেদেরকে দেখাতে বলেছিলেন, যেন পুরোহিত তাদেরকে পরীক্ষা করে তাদের রোগমুক্তির সংবাদ বলতে পারেন; কারণ তিনিই ছিলেন কুষ্ঠরোগ সনাক্তকারী বিচারক। তিনি তাদেরকে ইতিবাচকভাবে এ কথা বললেন না যে, তারা সুস্থ হয়েছে; বরং তিনি তাদেরকে শুভকামনা জানিয়ে বললেন যে, তারা যেন নিজেদের রোগ পরীক্ষা করায়, পদ ১৪। এটি ছিল তাদের বাধ্যতার এক পরীক্ষা এবং তারা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত ছিল; যেমনটি ঘটেছিল নামানের ঘটনায়: *যর্দন নদীতে গিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করুন*। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের কথা অনুসারে কাজ করতে হবে এবং তাঁরই প্রক্রিয়ায় চলতে হবে। এদের মধ্যে কোন কোন কুষ্ঠরোগী হয়তোবা এ ধরনের মনোভাব

নিয়ে কলহ করার জন্য তৈরি ছিল যে: "আগে উনি আমাদের বলুন যে আমাদেরকে তিনি সুস্থ করবেন কি করবেন না, আমরা কেন শুধু শুধু পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিজেদেরকে দেখিয়ে বোকা বনতে যাব?" কিন্তু তারা এই পরীক্ষার জন্য সকলেই রাজি হল এবং পুরোহিতের কাছে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করলো। সে সময়ও আনুষ্ঠানিক আইন প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্ট চেয়েছিলেন তিনি যে পবিত্র শাস্ত্র পালন করেন এবং মেনে চলার জন্য আদেশ দেন সে সম্পর্কে তাঁর যেন একটি সুখ্যাতি থাকে। আর সেই কারণেই তিনি পুরোহিতীয় কাজের প্রতি যথাযথ সম্মান এবং ভক্তি প্রদর্শন করতেন। কিন্তু সম্ভবত এখানে তাঁর অন্য কোন পরিকল্পনা ছিল, যা তিনি পুরোহিতদের দ্বারা পরীক্ষা করাতে চেয়েছিলেন এবং এর সাক্ষ্য তুলে ধরতে চেয়েছিলেন যে, তারা সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়েছে। এতে করে নিশ্চয়ই পুরোহিতেরা জেগে উঠবে, অন্যান্যরাও তাদের মাধ্যমে জেগে উঠবে এবং সকলকে জানাবে যে, তাঁর অর্থাৎ খ্রীষ্টের সত্যিই এমন ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা তিনি কঠিনতম শারীরিক অসুস্থতা দূর করতে পারেন।

গ. তারা যখন সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল তখনই তারা সুস্থ হয়ে গেল। তাই তারা তখনই নিজেদেরকে পুরোহিতের কাছে দেখানোর মত উপযোগী হয়ে উঠেছিল। সে সময় তারা অবশ্যই পুরোহিতের কাছ থেকে এই সনদপত্র পেত যে, তারা পরিষ্কার ও শুদ্ধ হয়ে গেছে। লক্ষ্য করুন, আমরা যখন আমাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাই, একমাত্র তখনই আমরা ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশা করতে পারি। আমরা যা করতে পারি তাই যদি আমরা করি, তাহলে তিনি আমাদের জন্য যা করতে পারেন, তা করা থেকে তিনি বিরত থাকবেন না। *যাও, প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত অনুসারে দায়িত্ব পালন কর, প্রার্থনা কর এবং পবিত্র শাস্ত্র পাঠ কর; যাও, পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও; যাও এবং নিজেকে একজন বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কর*।

ঘ. তাদের মধ্যে একজন, কেবলমাত্র একজনই ফিরে এল এবং খ্রীষ্টকে ধন্যবাদ জানাল, পদ ১৫। যখন সে দেখতে পেল যে, সে সুস্থ হয়ে গেছে, তখন সে পুরোহিতের কাছে যাওয়ার বদলে ফিরে এল। সে পুরোহিতের কাছে এটা দেখাতে গেল না যে, সে সুস্থ হয়ে গেছে; যদিও সে পুরোহিতের কাছে গেলে পুরোহিত তাকে সুস্থতা লাভের ছাড়পত্র দিতেন এবং এতে করে সে মুক্তভাবে সমাজে চলাচল করতে পারতো। বরং সে ফিরে এল এবং কৃতজ্ঞ হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাল: উচ্চস্বরে সে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো এবং যে অনুগ্রহ তাকে প্রদান করা হয়েছে তার জন্য সে ধন্যবাদ জানাল। সে প্রশংসা সহকারে তার কণ্ঠ উচ্চকিত করল এবং সে প্রার্থনায় রত হল, পদ ১৩। যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে থাকে, তাদের উচিত অন্যদের কাছে তা জানানো, যাতে করে অন্যরাও তার সাথে সাথে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারে এবং প্রার্থনা করার জন্য উৎসাহিত হতে পারে। তবে সে বিশেষভাবে খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিল (পদ ১৬): সে খ্রীষ্টের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল, নিজেকে তার প্রভুর কাছে সবচেয়ে নত করে ধরল এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট আমাদের প্রতি যে দয়া ও অনুগ্রহ সাধন করেছেন তার জন্য আমাদের অবশ্যই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

৬. খ্রীষ্ট তার এই কৃতজ্ঞচিত্ত প্রশংসা লক্ষ্য করলেন এবং তা গ্রহণ করলেন। সম্ভবত সেই লোকটি সামেরীয় ছিল এবং বাকি সকলে ছিল যিহূদী, পদ ১৬। সামেরীয়রা যিহূদীদের মণ্ডলী থেকে একেবারেই আলাদা ছিল এবং যিহূদীদের ভেতরে ঈশ্বরের উপাসনা করার ব্যাপারে যে ধরনের পরিষ্কার ধারণা ছিল, তাদের ভেতরে সে ধারণার ঘাটতি ছিল। তবুও একমাত্র এই সামেরীয় লোকটিই ফিরে এসে খ্রীষ্টকে ধন্যবাদ জানাল এবং ঈশ্বরের মহিমা ও প্রশংসা করল। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট তার প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করলেন: তার প্রতি খ্রীষ্টের বিশেষ দৃষ্টির কারণ হচ্ছে, একমাত্র সে-ই কৃতজ্ঞ হয়ে ফিরে এসেছিল এবং তার প্রতি যে দয়া করা হয়েছে তার কথা অন্যদের কাছে প্রচার করেছিল। সে-ই ছিল একমাত্র লোক, যে যিহূদী না হয়েও সকল যিহূদীর মধ্য থেকে বের হয়ে এসে তার প্রতি করা দয়ার কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিল, পদ ১৭,১৮। দেখুন:

(১) উত্তম কাজ করার ক্ষেত্রে খ্রীষ্ট কতটা মুক্তহস্তের ছিলেন: *দশজন কুষ্ঠরোগীই কি সুস্থ হয় নি?* এখানে তাদের প্রত্যেককেই সুস্থ করা হয়েছিল। পুরো একদল রোগী শুধুমাত্র তাঁর সুস্থতা দানের নিশ্চয়তা প্রদানের কথাতেই সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের রক্তে এবং তাঁর প্রতিটি বাক্যে সুস্থতাদানের একটি গুণ রয়েছে। যদিও তিনি এইবার দশজনকে এক সাথে সুস্থ করছেন, তথাপি তিনি এর চেয়ে অনেক বেশি মানুষকে একসাথে বা মাত্র একজন মানুষকেও সুস্থ করতে সক্ষম।

(২) তাদের মধ্যে একজন মাত্র ফিরে এল: "বাকি নয়জন কোথায়? কেন তারা সকলেই ধন্যবাদ জানাতে ফিরে এল না?" এটি প্রকাশ করে যে, অকৃতজ্ঞতা খুবই সাধারণ একটি পাপ। যার ঈশ্বরের অসীম করুণা ও অনুগ্রহ লাভ করে থাকে, তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই মাত্র তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে আগ্রহী হয়।

(৩) অনেক সময়ই এমন কিছু মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা লাভ করা যায়, যাদের কাছ থেকে কখনোই প্রকৃতপক্ষে তা লাভ করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হয় নি। একজন সামেরীয় ধন্যবাদ দিল, অথচ একজন যিহূদী তা দিল না। এভাবে অনেকেই যারা প্রচলিত সত্য ধর্মের অনুসারী না হয়েও সত্য ধর্মের অনুসন্ধান করে এবং প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা করে, তারা অনেক ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের প্রতি তাদের প্রতি করা সকল প্রকার দয়া ও অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

২. খ্রীষ্ট তার ভেতরে যে মহা উৎসাহের সঞ্চার ঘটালেন, পদ ১৯। বাকি যারা ছিল তারা সকলেই সুস্থ হয়েছিল এবং তথাপি তারা ফিরে এসে ধন্যবাদ জানানোর কথা মনে করে নি। যদিও অন্যরা তাদের এই সুস্থতাকে গুরুত্ব না দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছিল, তবুও এই সামেরীয় লোকটি ফিরে এসেছিল এবং খ্রীষ্টকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। সেই কারণে এখানে বলা হচ্ছে, *তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করল*। সেই নয় জন যিহূদী, যারা তাদের প্রতি দানকৃত সুস্থতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা হেঁটে গেছে, তাদের সুস্থতাই তাদের কাল হয়ে দাঁড়াবে। অন্য সকলকেও খ্রীষ্ট সুস্থ করেছিলেন এবং তারা খ্রীষ্টের সামনে

কৃতজ্ঞতার নির্দশন সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু তারা তা করে নি। কিন্তু এই একজন মাত্র লোক, এই সামেরীয় তার বিশ্বাস দ্বারা ফিরে এল এবং খ্রীষ্টকে তার আচরণ দ্বারা মুগ্ধ করল। তাই খ্রীষ্ট তাকে অন্য নয় জন থেকে আলাদা করে দেখলেন এবং তাকে আশীর্বাদ করলেন।

লূক ১৭:২০-৩৭ পদ

এখানে আমরা স্বর্গ-রাজ্য সম্পর্কে ফরীশীদের ও পরবর্তীতে শিষ্যদের সাথে খ্রীষ্টের আলোচনা সম্পর্কে জানতে পারি; আর তা হচ্ছে খ্রীষ্টের স্বর্গ-রাজ্য, যা খুবই শীঘ্র পৃথিবীতে নেমে আসবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে।

ক. এখানে খ্রীষ্টের রাজ্যের ব্যাপারে ফরীশীদের দাবীর কথা আলোচিত হয়েছে, যা কথোপকথনটির সূত্রপাত ঘটিয়েছে। তারা জিজ্ঞেস করেছিল যে, কখন ঈশ্বরের রাজ্য আসবে, যা একটি ধর্মভিত্তিক রাজ্যে রূপ নেবে এবং যা যিহূদী জাতিকে পৃথিবীর আর সমস্ত দেশের তুলনায় সেরা জাতি হিসেবে গড়ে তুলবে। তারা এর আগমন সম্পর্কিত কোন একটি শুভ সংবাদ শোনার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। তারা হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে, খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এর আগমন সম্পর্কিত কোন প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন, এই কারণে তারা স্বর্গ-রাজ্যের আগমন সম্পর্কে এই ধারণা করেছিল। সেই সাথে তারা খ্রীষ্টের মুখে এই শিক্ষাও শুনেছিল যে, *স্বর্গ-রাজ্য খুব নিকটে এসে গেছে*। "তো," ফরীশীরা জিজ্ঞেস করল, "এই গৌরবময় দৃশ্য আমরা কখন দেখতে পাব? কখন আমরা সেই বহু আকাঙ্খিত রাজ্য দেখতে পাব?"

খ. তাদের দাবীর প্রতি খ্রীষ্টের উত্তর, যা ফরীশীদেরকে উল্লেখ করে প্রথমে বলা হয়েছে এবং এরপর তাঁর নিজ শিষ্যদের কাছে বলা হয়েছে, যারা আরও ভাল করে বুঝবেন যে, কি করে এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে হয়, পদ ২২। তিনি তাদের উভয়কেই যে কথাটি বলেছিলেন, সে কথাগুলো তিনি আমাদের জন্যও বলেছেন।

১. খ্রীষ্টের রাজ্য হবে একটি আত্মিক রাজ্য, কোন অস্থায়ী বা পার্থিব ভঙ্গুর রাজ্য নয়। তারা জিজ্ঞেস করেছিল যে, কখন এটি আসবে। "তোমরা যা জিজ্ঞেস করেছ তা জানো না," খ্রীষ্ট তাদেরকে বললেন। "হয়তো তা চলেও এসেছে এবং এখনও তোমরা সে সম্পর্কে সচেতন নও।" যেহেতু অন্য পার্থিব রাজ্যের মত এর কোন বাহ্যিক আকার নেই, কাজেই এটি জানা সম্ভব নয়, যদি না তাদের মধ্যে সেই বিশেষ দৃষ্টি থাকে। এমন নয় যে, সেই রাজ্য কোন উড়োজাহাজের মত করে উড়ে আমাদের মাঝে এসে পড়বে এবং তা বিশ্বের সকল সংবাদের মূল শিরোনাম হয়ে দাঁড়াবে। "না," আমাদেরকে খ্রীষ্ট বলছেন:

(১) "এর আগমন ঘটবে খুবই সন্তর্পণে, কোন প্রকার জাঁকজমক ছাড়াই, কোন প্রকার শব্দ ছাড়াই, হই-হুল্লোড় ছাড়াই। মানুষের দৃষ্টির মধ্যে এর আগমন ঘটবে না।" বাইরে থেকে এর আকৃতি বা আয়তন বোঝা সম্ভব হবে না। ফরীশীরা এর আগমনের সময় জানতে চেয়ে তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট তাদেরকে এ বিষয়টি নিয়ে কোন জবাব দেন নি। "স্বর্গ-রাজ্য আগমনের সময় সম্পর্কে জানা তোমাদের কাজ নয়, কারণ

এটা গোপনীয় বিষয়, যা তোমাদের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছে।" যখন খ্রীষ্ট রাজা হয়ে তাঁর রাজ্য স্থাপন করতে আসবেন, সে সময় তারা বলবে না, *হুঁশিয়ার, সাবধান*। কিংবা একজন রাজা যখন তার রাজ্য পরিভ্রমণে যান তখন যেমন সকলে বলে, রাজা *দীর্ঘজীবি হোন*, তেমনি করে কেউ খ্রীষ্টের আগমনের সময় বলবে না।

(২) "এর একটি আত্মিক প্রভাব আছে। স্বর্গ-রাজ্য তোমাদের সাথেই আছে।" এটি এই পৃথিবীর নয় (যোহন ১৮:৩৬)। এর মহিমা মানুষের কল্পনাকে আঘাত করে না, বরং তাদের আত্মাকে আকর্ষিত করে। এর শক্তি আত্মা এবং চেতনার মধ্যে নিবিষ্ট থাকে। সেই আত্মার কাছ থেকেই তা শ্রদ্ধার্ঘ্য পেয়ে থাকে। ঈশ্বরের স্বর্গ-রাজ্য মানুষের বাহ্যিক পরিবর্তন সাধন করে না, বরং তা মানুষের হৃদয় এবং জীবনকে পরিবর্তিত করে। যারা নম্র এবং নিজেদেরকে খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত করে, তারা এই রাজ্যের আগমন এবং অবস্থান সম্পর্কে ভালভাবেই জানতে পারে। *আমাদের মধ্যেই স্বর্গ-রাজ্যের উপস্থিতি রয়েছে*; এমনটিই অনেকে পাঠ করে থাকেন। "যখন এটি আসবে তখন তোমরা ঠিকই জানতে পারবে এবং যা তোমাদের মাঝে ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, তাও তোমরা জানতে পারবে।" লক্ষ্য করুন, অনেক বোকা লোকই সেই জিনিসের আগমনের জন্য খোঁজ করে, যা ইতোমধ্যে তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে।

২. স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এমন একটি কাজ যা অবশ্যই অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হবে এবং বাধা পাবে, পদ ২২। শিষ্যরা ভেবেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার পরই বোধহয় সেই রাজ্য এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁদেরকে বলছেন, "সেই দিন তখনই আসবে, যখন পর্যন্ত তোমরা তোমাদের দায়িত্ব শেষ কর নি এবং তোমাদের সাক্ষ্য প্রদান করা শেষ কর নি। সে সময় তোমরা মনুষ্যপুত্রের দিন দেখতে চাইবে। তবে সবচেয়ে প্রথমে তোমাদেরকে অবশ্যই সাফল্য অর্জন করতে হবে। তথাপি খুব সহজেই যে সব কিছু ঘটবে তা নয়। তোমাদেরকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হবে এবং তোমরা ছড়িয়ে পড়বে। তবে তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই তোমাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। এতে করে তোমরা সারা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে সুসমাচার পৌছে দিতে সক্ষম হবে।" পরবর্তী সময়ে তাঁর শিষ্যদের জীবনের প্রতি এই আদেশ আলোকপাত করেছিল। তাঁরা নিশ্চয়ই অনেক বেশি হতাশ হবে বলে আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু সুসমাচার সব সময় একই ধরনের স্বাধীনতা এবং সাফল্য নিয়ে প্রচার করা হয় না। পরিচর্যাকারী এবং মণ্ডলীকে অনেক সময় বাইরের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষকদেরকে বিকেন্দ্রীকরণ করে এক পাশে ঠেলে দেওয়া হবে এবং একীভূত সংগঠন ও সমাবেশগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে। তখন তারা সেই সমস্ত দিনের খোঁজ করবে যে দিনগুলো তারা কাটিয়ে এসেছে, বিশ্রামবারের দিন, সাক্রামেন্ত দিন, প্রচারের দিন, মোপরিত্রাণের দিন। সেই দিনগুলো ছিল মনুষ্যপুত্রের দিন, যে সময় আমরা তাঁরই মুখের কথা শুনেছি এবং তাঁর সাথে কথা বলেছি। এমন এক সময় হয়তো আসবে যখন এমন দিনের জন্য আমাদের সমস্ত আকাঙ্খা বৃথা যাবে। এ ধরনের দিনের মধ্য দিয়ে কি ধরনের দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়া যায় তা ঈশ্বর আমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই দিন যখন চলমান

থাকে, তখন তা আমাদেরকে সতর্ক করে, সচেতন করে। আমরা যেন তা উন্নত করার চেষ্টা করি, যেন দুর্ভিক্ষের দিনের কথা চিন্তা করে এই সুসময়ে আমাদের গোলাঘর পূর্ণ করে রাখি। অনেক সময় আমাদের সামনে আসতে পারে আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা। যাদের কাছে মনুষ্যপুত্রের উপস্থিতির বিশেষ চিহ্ন থাকবে না, তারাই এ ধরনের বাধার সম্মুখীন হবে। তাদের কাছ থেকে পবিত্র আত্মা চলে গেছে; তারা তাদের বিশেষ চিহ্ন দেখাতে পারে নি। মানব সন্তানদের মাঝে এ বিষয়ে এক ব্যাপক পরিমাণ নির্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করা যায় এবং ঈশ্বরের সন্তানদের মাঝে লক্ষ্য করা যায় মহা উদাসীনতা। তারপরও তারা সকলে মনুষ্যপুত্রের বিজয়ের মহান দিন দেখার আকাঙ্খা করে, যখন তিনি তাঁর ধনুক এবং মুকুট সাথে করে জয় করতে করতে এগিয়ে আসবেন; কিন্তু তারা আর তাঁকে দেখতে পাবে না। লক্ষ্য করুন, আমাদের অবশ্যই এই কথা ভাবলে চলবে না যে, খ্রীষ্টের মণ্ডলী এবং তাঁর লক্ষ্য বিলীন হয়ে গেছে; কারণ তা সব সময় দৃশ্যমান থাকে না এবং স্থায়ী থাকে না।

৩. খ্রীষ্ট এবং তাঁর রাজ্যকে কখনো এখানে অথবা ওখানে এ ধরনের কোন বিশেষ স্থানের জন্য স্থির হিসেবে মনে করাটা উচিত হবে না, কারণ তাঁর উপস্থিতি সব স্থানে সব সময়ই একই রকম (পদ ২৩,২৪): "তারা তোমাদেরকে বলবে, *এখানে দেখ, কিংবা ওখানে দেখ*। এখানে কেবল একজনই আছেন যিনি অত্যাচারী রোমীয়দের হাত থেকে যিহূদীদেরকে মুক্ত করবেন; আর তিনি হচ্ছেন খ্রীষ্ট। আর এখানে রয়েছে তাঁর ভাববাদীগণ; এখানে এই পর্বতে, কিংবা ওখানে যিরূশালেমে; সেখানেই তোমরা সত্যিকারের মণ্ডলী খুঁজে পাবে। তাদের পিছে যেও না, তাদেরকে অনুসরণ কোরো না; তাদের উপদেশে কান দিও না। ঈশ্বরের রাজ্য কেবলমাত্র একটি জাতির গৌরবের জন্য নির্মিত হয় নি, বরং তা নির্মিত হয়েছে যেন পৃথিবীর সকল অযিহূদীদের কাছেও আলো পৌঁছায়। যেভাবে বিদ্যুৎ চমকের আলো আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যায়, তাকে কোনমতেই বাধা দেওয়া যায় না, মনুষ্যপুত্রও তাঁর দিনে তেমনই হবেন।"

(১) "যে বিচারের মধ্য দিয়ে যিহূদী জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে বিতাড়িত করা হচ্ছে, তারা ভূমির উপর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মত ছুটে বেড়াবে, এর এক প্রান্ত অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দেবে। যাদের কাছে এই ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার মত কোন চিহ্ন থাকবে না, তারা এর থেকে কোনমতেই রেহাই পাবে না, কিংবা এর বিপক্ষে বাধাও দিতে পারবে না। এর চেয়ে বরং বিদ্যুতের চমক বাধা দেওয়া তাদের জন্য সহজ হবে।"

(২) "যে সুসমাচার খ্রীষ্টের রাজ্যকে এই পৃথিবীয় স্থাপন করবে, তা জাতিগণের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মত ছুটে বেড়াবে। খ্রীষ্টের রাজ্য কোন স্থানীয় বা সীমিত পরিসরের বিষয় নয়, বরং এটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে এবং তা পুরো পৃথিবীতে তার পরিধি বিস্তার করবে। এটি যিরূশালেম থেকে এর সমস্ত অংশে দীপ্তি ছড়াবে এবং তা হবে এক মুহূর্তের মধ্যেই। পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য সুসমাচারের দ্বারা ফুলে ফেঁপে উঠবে এবং সে সময় তারা এর দ্বারা সতর্ক ও সচেতন হবে।" খ্রীষ্টের বিজয়ের স্মারক উত্তোলিত হবে শয়তানের রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপরে। এমন কি সে সমস্ত দেশেও এমনটি ঘটবে যারা কখনোই

রোমীয় শাসনের অধীনে ছিল না। খ্রীষ্টের এই রাজ্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ জাতিকে বড় করে তোলার চেষ্টা কর হয় নি, বরং সকল জাতিকেই উত্তম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে; অন্তত সব জাতি না হলেও কয়েকটি জাতি। এই লক্ষ্য অবশ্যই অর্জন করা হবে, যদিও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষ দানা বাঁধবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে থাকবে।

৪. খ্রীষ্টকে রাজত্ব করার আগে অবশ্যই কষ্টভোগ করতে হবে (পদ ২৫): "তাঁকে অবশ্যই আগে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, অনেক কঠিন অবস্থা পার করে আসতে হবে এবং তিনি এই যুগের লোকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবেন। যদি এভাবে তাঁর সাথে আচরণ করা হয়, তাহলে তাঁর শিষ্যদেরকেও অবশ্যই তাঁরই মত কষ্টভোগ করার এবং প্রত্যাখ্যাত হবার জন্য তৈরি থাকতে হবে।" তাঁরা ভেবেছিলেন যে, খ্রীষ্টের রাজ্য এক বাহ্যিক জাঁকজমকপূর্ণ রাজ্যের রূপ ধরে স্থাপিত হবে। "না," খ্রীষ্ট বলেছেন, "আমাদেরকে মুকুটের কাছে যেতে হলে অবশ্যই প্রথমে ক্রুশের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাকে অবশ্যই এই যুগের অবিশ্বাসী যিহূদীদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হতে হবে। তবে একইসাথে সে একদল বিশ্বাসী অযিহূদীদের কাছে সাদরে গৃহীত হবে, কারণ তাঁর সুসমাচার সেই সমস্ত বিরোধী পক্ষের কাছে ব্যাপকভাবে গৃহীত হবে এবং তা সেখানে বিজয় লাভ করবে ও বিস্তার লাভ করবে। আর এভাবেই ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সগৌরবে উত্তোলিত হবে, তা কোনমতেই মানুষের নয়। যদিও ইস্রায়েল একত্রিত হয় নি, কিন্তু তবুও সে পৃথিবীর প্রতিটি কোণে কোণে গিয়ে মহিমান্বিত হবে।"

৫. খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপনের জন্য অবশ্যই যিহূদী জাতির ধ্বংস সাধন করতে হবে, কারণ তারা এক চিরস্থায়ী নিরাপত্তার বোধে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে আছে এবং তারা ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় ডুবে আছে, যেভাবে নোহের সময় পুরো পৃথিবী এবং লুতের সময় সদোম ও ঘমোরা আচ্ছন্ন ছিল, পদ ২৬। লক্ষ্য করুন:

(১) পাপীদের প্রতি এটি কতটা অবশ্যম্ভাবী এবং ঈশ্বরের বিচার কতটা ন্যায়পরায়ণ যে, তাদেরকে যেহেতু একবার এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, তাই এখনও যেহেতু তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নি, সেহেতু অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি লাভ করতে হবে। একবার সেই আদিম পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখুন, যেখানে সকল মানুষ যে যার মত অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিল এবং পুরো পৃথিবী হানাহানি আর সংঘাতে পরিপূর্ণ ছিল। আরেকটু নিচে নেমে আসুন এবং চিন্তা করে দেখুন সেই সদোমের লোকেরা কেমন ছিল, যারা ঈশ্বরের সামনে অত্যন্ত দুষ্ট এবং পাপী হিসেবে প্রতিপন্ন ছিল। এখন এই সমস্ত কিছু ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করুন:

[১] যারা পাপে লিপ্ত ছিল তাদেরকে তাদের আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে খুব ভালভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। নোহ ছিলেন প্রাচীন পৃথিবীর লোকদের কাছে ধার্মিকতার প্রচারকারী; সাদুমবাসীদের কাছে লুতও ছিলেন তেমনি একজন। তাঁরা তাদের কাছে সময় থাকতেই সতর্কবাণী দিয়েছিলেন যে, তাদের এই দুষ্টতার কারণে কি ঘটতে পারে এবং তা ঘটতে আর খুব বেশি দেরি নেই।

[২] তাদেরকে যে সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছিল তার প্রতি তারা একদমই কান দেয় নি এবং গুরুত্ব দেয় নি, বরং তা উপেক্ষা করেছে। তারা খুবই নিরাপদ অবস্থানে ছিল। তারা তাদের কাজে এতটাই অসতর্ক ছিল যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তারা খাবার খেত, পান করতো, নিজেদেরকে ভোগ বিলাসে মত্ত করে রাখতো এবং কোন কিছুরই তারা পরোয়া করতো না। তারা শুধু মাংসের উদর পূর্তি করতো। তারা তাদের বর্তমান বিলাসী জীবনকে অত্যন্ত পছন্দ করতো এবং সেটিই তাদের ধরে রাখার ইচ্ছা ছিল। তারা বিয়ে করতে লাগলো এবং তাদেরকে বিয়ে দেওয়া হতে লাগলো, যাতে করে তারা তাদের পরিবার গড়ে তুলতে পারে। তারা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত ছিল; যেমনটি ছিল সদোমের লোকেরা। সেই সাথে তারা অনেক ব্যস্তও ছিল: তারা কিনতো, তারা বিক্রি করতো, তারা চাষাবাদ করতো এবং তারা নির্মাণ করতো। এগুলো ছিল আইনসঙ্গত বিষয়, কিন্তু তাদের ভুল ছিল এই যে, তারা এই সমস্ত কিছু সঠিকভাবে পালন করতো না এবং তাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবেই এ সমস্ত জাগতিক বিষয়ের উপর নিবদ্ধ ছিল। তাদের প্রতি যে শাস্তি নেমে আসছে সেদিকে তাদের কোন খেয়াল ছিল না। কিন্তু সে সময় তাদের উচিত ছিল নীনবীর লোকদের মত উপবাস রাখা এবং প্রার্থনা করা, অনুশোচনা করা এবং পরিবর্তিত হওয়া; কারণ তাদেরকে আসন্ন বিচার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করা হয়েছে। তারা ছিল খুব নিরাপত্তার মধ্যে ও চিন্তাহীনভাবে। তারা মাংস খেত, মদ পান করতো; যখন ঈশ্বর তাদেরকে ডেকেছিলেন কাঁদার জন্য এবং শোক পালন করার জন্য (যিশাইয় ২২:১২,১৩)।

[৩] তারা সেই সময় পর্যন্ত তাদের সেই ভ্রান্ত নিরাপত্তায় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় ডুবে ছিল, যে পর্যন্ত না তাদের উপর শাস্তি নেমে এসেছিল। যে দিন পর্যন্ত না নোহ সেই জাহাজে প্রবেশ করলেন এবং লুত সদোম ছেড়ে চলে গেলেন, সে দিনের আগ পর্যন্ত তারা তাদের প্রতি বলা সেই সমস্ত সতর্কবাণী এবং ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি একদমই কান দেয় নি। লক্ষ্য করুন, পাপপূর্ণ উপায়ে পাপীরা যে মূর্খতা প্রদর্শন করে তা এতটাই আশ্চর্যজনক যে, এর আর কোন ক্ষমা পাওয়ার উপায় থাকে না। কিন্তু আমাদের এটিকে আশ্চর্যজনক বলে মনে করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের সামনে এর উদাহরণ রয়েছে। পাপী মানুষের অধঃপাতে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াটি অতীব পুরাতন। তারা যে কাজ করছে তার জন্য তারা অবশ্যই নরকে যাবে, কারণ তারা এর থেকে বের হয়ে আসার কোন চিন্তাই করছে না।

[৪] যারা ঈশ্বরের নিজের লোক, তাদেরকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর ব্যবস্থা করে রাখেন। যারা তাঁকে ভয় করে তারা তাঁর উপরে বিশ্বাস রাখে এবং যারা সেই সতর্কবাণী গ্রহণ করে তারা অন্যদেরকেও তা জানাতে উৎসাহিত হয়। নোহ সেই জাহাজে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখানে তিনি ছিলেন নিরাপদ। লুত সদোম থেকে বের হয়ে এসেছিলেন, আর সে কারণে তিনিও ধ্বংসের স্থান থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। কেউ যদি হতবুদ্ধি হয়ে কিংবা নিজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে ধ্বংসের স্থানে প্রবেশ করে, তাহলে তারা বিশ্বাস করলেও তাদের উপর থেকে শাস্তি নিবৃত্ত করা হবে না।

[৫] তারা যে ধ্বংসের ভয় করে নি তা দেখতে পেয়ে তাঁরা যারপরনাই আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাদেরকে যখন সেই ধ্বংসের মধ্যে টেনে নেওয়া হয়েছিল, কেবল তখনই তারা লাভ করেছিল অবর্ণনীয় আতঙ্ক এবং বিস্ময়। বন্যা এসেছিল এবং প্রাচীন পৃথিবীর সমস্ত পাপীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আগুন ও গন্ধক এসেছিল এবং সদোম ও ঘমোরার সকল পাপীদের ধ্বংস করে দিয়েছিল। ঈশ্বরের ধনুকে অনেকগুলো তীর রয়েছে, যা তিনি সে সবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করেন, যারা তাঁর বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায়; কারণ তিনি যা ইচ্ছা করেন তা বাস্তবায়ন করেন। কিন্তু এখানে যা বিশেষ করে বলা হয়েছে তা হচ্ছে, যারা এখন নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে এবং ইন্দ্রিয়ের সুখে ডুবে রয়েছে, তাদের জন্য কত না মারাত্মক ও ভয়ানক এক বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

(২) এখন পর্যন্ত যারা পাপী রয়েছে তাদের প্রতি কি করা হবে (পদ ৩০): যে দিন মনুষ্যপুত্র প্রকাশিত হবেন সেই দিনও এমনই ঘটবে। যখন খ্রীষ্ট যিহূদী জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আসবেন রোমীয় সৈন্যদের দ্বারা, তখন এই জাতির বেশিরভাগ লোকেরা এ ধরনের ভ্রান্ত নিরাপত্তায় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় ডুবে থাকবে। তাদেরকে এখন খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে এবং পরবর্তীতে প্রেরিতেরাও তাদেরকে আবারও সতর্কবাণী প্রদান করবেন, যেভাবে নোহ এবং লুতের মধ্য দিয়ে লোকদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু সব কিছুই বৃথা যাবে। তারা এরপরও অসতর্কতায় দিন যাপন করতে থাকবে। তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচার অবহেলা ও উপেক্ষা করতে থাকবে, যত দিন পর্যন্ত না তাদের মধ্য থেকে সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন এবং নিরাপদ স্থানে গমন করবেন। ঈশ্বর তাদেরকে যর্দনের অপর তীরে বসবাস করতে দেবেন এবং তখন যিহূদীদের উপর শাস্তির সেই মহা আঘাত নেমে আসবে; যার ফলে সকল অবিশ্বাসী যিহূদী ধ্বংস হয়ে যাবে। অনেকে মনে করে থাকেন যে, খ্রীষ্ট যেহেতু এই কথাগুলো জনসমক্ষে বলেছিলেন, সে কারণে যখনই কথাগুলো সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল, তখনই নিশ্চয়ই সকলের জাগ্রত হওয়ার কথা ছিল এবং নিজ নিজ পাপের জন্য অনুশোচনা করার কথা ছিল, কিন্তু আসলে তা হয় নি। কারণ সকল লোকের হৃদয় ছিল কঠিন, তারা নিজেদের ধ্বংসের কথা বিশ্বাস করে নি। একইভাবে যীশু খ্রীষ্ট যখন শেষ দিনে এই পৃথিবীর বিচার করতে আসবেন, যখন শেষ সময় উপস্থিত হবে, সে সময় পাপীদেরকে একইভাবে অসতর্ক অবস্থায় থাকতে দেখা যাবে এবং তারা সুসমাচার উপেক্ষা করতে থাকবে। তারা সেই ধ্বংসের এবং শাস্তির দিকে একেবারেই ভ্রূক্ষেপ করবে না, যা তাদের উপরে শাণিত খড়্গের মত নেমে আসবে। যেভাবে যুগে যুগে পাপীরা তাদের মন্দ পথে চালিত হয়ে এসেছে, সেভাবে তারা কখনোই তাদের মন্দ পথ ত্যাগ করবে না এবং তারা সম্পূর্ণভাবে সেই সতর্কবাণী উপেক্ষা করবে। দুঃখ তাদের জন্য, যারা সিয়োনে সেই সময় শান্তিতে দিন কাটাবে।

৬. নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের শিষ্য এবং অনুসারীদের দায়িত্ব হবে অবিশ্বাসী যিহূদীদের কাছ থেকে সেই দিন নিজেদেরকে পৃথক করে রাখা এবং তাদেরকে ত্যাগ করা, তাদের শহর ও দেশ ত্যাগ করা, তাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া; যখনই সংকেত প্রদান করা হবে

তখনই তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং যে দিকে তাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হবে সেই দিকে চলে যাওয়া। তাদেরকে সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে, যেভাবে নোহ নিয়েছিলেন তাঁর জাহাজের ভেতরে এবং লুত নিয়েছিলেন সোয়রে। "তুমি হয়তোবা যিরূশালেমকে সুস্থ করার চেষ্টা করবে, যেভাবে প্রাচীন ব্যাবিলনকে করতে চেয়েছিলে; কিন্তু সে সুস্থ হবে না। তাই তাকে ত্যাগ কর, সেই সব পাপীদের মধ্য থেকে পালিয়ে যাও এবং প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ আত্মাকে রক্ষা করুক" (যিরমিয় ৫১:৬,৯)। যিরূশালেম থেকে তাদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি নিশ্চয়ই খুবই তৎপরতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই কোনমতেই এই পৃথিবীর কোন বিষয়ে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করলে চলবে না (পদ ৩১): "সেই দিন যখন সংকেত দেওয়া হবে, তখন ছাদের উপরে যে থাকবে সে ঘর থেকে জিনিসপত্র নেবার জন্য নিচে না নামুক, কারণ এই কাজ করার মত সময় তার হাতে নেই। তাছাড়া তার হাতে যখন জিনিসপত্র থাকবে তখন পালিয়ে যেতে ও দৌড়াতে তার সময় বেশি লাগবে। তেমনি করে ক্ষেতের মধ্যে যে থাকবে সে ফিরে না আসুক।" সে সময় তার অবশ্যই নিজের জিনিস পত্রের কথা চিন্তা না করলেই ভাল, কারণ তার জীবন যে রক্ষা করা হয়েছে এবং তাকে পালাতে দেওয়া হয়েছে এটাই তার জন্য এক মহা দয়ার ঘটনা। সে যদি তার জিনিসগুলো নিয়ে যেতে চাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে এবং অবিশ্বাসীদের সাথে ধ্বংস হয়ে যায়, তার চাইতে বরং তার খালি হাতে পালিয়ে যাওয়াটাই ভাল। যাদের মাঝে এ ধরনের চিন্তা রয়েছে তাদের নিশ্চয়ই লুতের পরিবারের কথা মনে করা উচিত: *নিজের জীবন রক্ষা কর, এই ভ্রষ্ট জাতি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর*।

(২) যখন তারা পালিয়ে যাবে, তখন তাদের আর ফিরে আসার কথা চিন্তা করলে চলবে না (পদ ৩২): "লুতের স্ত্রীর কথা স্মরণ কর; সে যে সদোম ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্কবাণীতে কান দেয় নি সে কথা চিন্তা কর, কারণ যিরূশালেমের এমনটি ঘটবে (যিশাইয় ১:১০)। কিন্তু তোমাদের নিজেদের কথা চিন্তা করে পালিয়ে যাও এবং আর পিছনে ফিরে তাকিও না, সে যেমনটি করেছিল। নিজেদেরকে ধীরগতির করে ফেল না, যাতে তোমরা এই ধ্বংসের আওতায় না পড়ে যাও। যা কিছুই তোমাদের খুব প্রিয়, তা তোমাদেরকে পিছনে টেনে রাখবে ও পেছনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইবে।" তারা যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, কারণ তাহলে তারা প্রলোভিত হবে এবং ফিরে যেতে চাইবে, তাদের মনের মাঝে ফিরে যাওয়ার জন্য তীব্র ইচ্ছা তৈরি হবে। লুতের স্ত্রী পিছনে ফিরে তাকিয়েছিল এবং সে একটি লবণের থামে পরিণত হয়েছিল; কারণ সে ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছিল। তাকে পবিত্র আত্মায় জন্মদান করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে মাংসিক অভিলাষের কারণে মৃত্যুবরণ করল।

(৩) যিহূদীদেরকে ত্যাগ করা ছাড়া তারা আর কিছুতেই তাদের জীবন বাঁচাতে পারবে না। যদি তারা মনে করে যে, তারা যিহূদীদের সাথে মিত্রতা গড়ে তুলবে, তাহলে তারা অবশ্যই ভুল করবে (পদ ৩৩): "যে কেউ তার নিজের জীবন রক্ষা করতে চাইবে এবং যীশুকে ত্যাগ করে যিহূদীদের সাথে গিয়ে যোগ দেবে, সে তা হারাবে এবং সে ধ্বংসের আওতায় পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। যে ব্যক্তি তার পার্থিব জীবন রক্ষা করতে চায়, সে

তার আত্মিক অনন্ত জীবন হারাবে। আবার যে তার আত্মিক জীবনকে রক্ষা করতে চায় ও অনন্ত জীবন পেতে চায়, তাকে অবশ্যই পার্থিব জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হবে।”

৭. সকল উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকেই তাদের সমস্ত ধ্বংস থেকে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু খুব কম লোকই তাদের ধ্বংস থেকে পালাতে পারবে, পদ ৩৪-৩৬। যখন ঈশ্বরের বিচারে সমস্ত কিছু ধ্বংস করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তখনও তিনি তাদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এক অনুপম সিদ্ধান্ত নেবেন, যারা আসলে তাঁরই লোক। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারি যে, সমগ্র পৃথিবীর বিচারক অবশ্যই ভুল বিচার করবেন না; তিনি ন্যায্য বিচারই করবেন।

৮. এই নির্দিষ্ট বিভক্তিকরণ এবং বিভেদকারী কাজটি সম্পন্ন হবে সমস্ত স্থানে, যা ঈশ্বরের স্বর্গ-রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হবে (পদ ৩৭): *কোথায়, আমার প্রভু?* শিষ্যরা এই ঘটনার সময় নিয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং খ্রীষ্ট তাদেরকে এ সম্পর্কিত কোন তথ্য দিয়ে তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করেন নি। তাঁরা তাঁকে আবারও এই স্থান নিয়ে প্রশ্ন করেছেন: “কোথায় প্রভু? তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে? যারা ধ্বংস হয়ে যাবে তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে?” এর উত্তর হচ্ছে উপদেশমূলক বাণী বা প্রবাদের মত, যা এই প্রশ্নের দু’টি দিকেরই উত্তর দেয়: *যেখানে মৃতদেহ থাকে, সেখানেই তো শকুন জড়ো হয়*। দুষ্টেরা যেখানেই থাকুক না যে, তারা নিশ্চয়ই তাদের ব্যাপারে ঈশ্বরের বিচার সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাদের উপর অবশ্যই ঈশ্বরের শাস্তি নেমে আসবে। যেখানেই মৃত শব থাকে, সেখানেই শিকারী পাখি গন্ধ খুঁজে চলে যেতে পারে এবং সে তার শিকারকে খুঁজে নিয়ে তা দখল করে নিতে পারে। যিহূদীরা হয়ে পড়েছে মৃত ও পুঁতিগন্ধময় মৃতদেহর মত, তাই তাদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলা হবে। তাদেরকে ঈশ্বরের বিচারে ধ্বংস করে ফেলা হবে। রোমীয় সৈন্যরা এসে তাদেরকে হত্যা করবে, বন্দী করবে এবং যিরূশালেম নগরী ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু যেখানেই খ্রীষ্ট তাঁর নাম লেখা দেখতে পাবেন, সেখানেই তিনি তাঁর লোকদের সাথে গিয়ে দেখা করবেন এবং তাদেরকে আশীর্বাদ করবেন (যোহন ৪:২১; ১ তীমথিয় ২:৮)। অনেক উত্তম ব্যাখ্যাকারী এ কথার ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, সকল সাধু একত্রে খ্রীষ্টের সাথে তাঁর রাজ্যে মিলিত হবেন এবং তারা সেখানে খ্রীষ্টের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করবেন। “সেই মৃতদেহ কোথায় থাকবে তা জিজ্ঞেস কোরো না এবং কি করে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে সেটাও জিজ্ঞেস কোরো না; কারণ তাদেরকে অব্যর্থভাবে খুঁজে বের করা হবে। কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না।” যারা এখনও জীবিত আছে, তাদের উচিত হবে খ্রীষ্টের কাছে এসে একত্রিত হওয়া এবং তাঁর অধীনে অন্যদেরকেও জড়ো করা। এতে করে তারা আর ধ্বংস হবে না।

লূক লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৮

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো, ক. একজন একাগ্রচিত্ত বিধবার দৃষ্টান্ত, এটি আমাদের বলা হয়েছে প্রার্থনার ক্ষেত্রে একাগ্রতা অর্জন করা শেখানোর জন্য (পদ ১-৮)। খ. ফরীশী এবং কর-আদায়কারীদের দৃষ্টান্ত, যা বলা হয়েছে আমাদেরকে নম্রতা শেখানোর জন্য এবং প্রার্থনার সময় পাপের জন্য ক্ষমা চাইতে শেখানোর জন্য (পদ ৯-১৪)। গ. খ্রীষ্টের কাছে যে সমস্ত ছোট ছেলেমেয়েদেরকে আনা হয়েছিল তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ (পদ ১৫-১৭)। ঘ. একজন ধনী ব্যক্তির পরীক্ষা, যে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে খ্রীষ্টের চাইতে তার ধন-সম্পদকে আরও বেশি ভালবাসতো; সে সেই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল এবং এরপর খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে এ বিষয় নিয়ে কথা বলেন (পদ ১৮-৩০)। ঙ. খ্রীষ্ট তাঁর নিজ মৃত্যু এবং কষ্ট নিয়ে কথা বলেন (পদ ৩১-৩৪)। চ. তিনি এক অন্ধ লোকের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন (পদ ৩৫-৪৩)। এই অংশগুলো আমরা এর আগে মথি এবং মার্কের সুসমাচারে পেয়েছি।

লূক ১৮:১-৮ পদ

এই দৃষ্টান্তটির দরজাতেই চাবি লাগানো রয়েছে; এর গতিপথ এবং পরিকল্পনা পূর্বনির্ধারিত। খ্রীষ্ট দৃষ্টান্তটি বলেছিলেন এই কারণে যে, মানুষ যেন সব সময় প্রার্থনা করতে শেখে এবং কোন সময় ভেঙে না পড়তে শেখে, পদ ১। এখানে আমরা ধরে নিতে পারি যে, ঈশ্বরের সকল লোকেরাই প্রার্থনার লোক। ঈশ্বরের সকল সন্তানেরই তাঁর সাথে এক নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা উচিত, তাঁর কাছে সকল আবেদন জানানো উচিত এবং প্রত্যেক জরুরি অবস্থাতেই তাঁর কাছে আসা উচিত। এটি আমাদের জন্য একটি বিরাট সুযোগ এবং একটি সম্মানের বিষয় যে, আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারি। এটি আমাদের দায়িত্ব। আমাদেরকে অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে। আমরা পাপ করবো যদি আমরা একে অবহেলা করি। এটি হওয়া উচিত আমাদের সার্বক্ষণিক কাজ। আমাদের সব সময় প্রার্থনা করতে হবে, এটি আমাদের প্রতিদিনের দায়িত্ব। আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে এবং কখনোই প্রার্থনা করতে অধৈর্য হলে চলবে না, এটি বাদ দেওয়ার কথা চিন্তা করলে চলবে না; কারণ এতে করে আমরা প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারবো না। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে যে কারণে দৃষ্টান্তটি উপস্থাপন করা হয়েছে তা হচ্ছে, আমরা যেন আমাদের জন্য প্রয়োজন এমন যে কোন আত্মিক দয়া কামনা করার ক্ষেত্রে সনির্বন্ধ হই এবং একাগ্রতা সহকারে প্রার্থনা করি; তা হতে পারে আমাদের জন্য কিংবা ঈশ্বরের মণ্ডলীর যে কোন প্রয়োজনের জন্য। যখন আমরা আমাদের আত্মিক শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি লাভ করার জন্য প্রার্থনা করি, আমাদের সকল প্রলোভন, কামনা-বাসনা ও ভ্রষ্টতা দূর করার জন্য প্রার্থনা করি, যা আমাদের সবচেয়ে গুরুতর শত্রু, তখন

অবশ্যই আমাদের একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করতে হবে এবং কোনমতেই ভেঙ্গে পড়লে চলবে না; কারণ আমাদের জীবনের সকল কাজে যে কোন মূল্যে ঈশ্বরের মুখ রক্ষা করতে হবে। তাই আমাদের প্রার্থনার অবশ্যই অত্যাচারকারী এবং নির্যাতনকারীদের হাত থেকে ঈশ্বরের লোকদের উদ্ধারের জন্য সাহায্য কামনা করতে হবে।

ক. খ্রীষ্ট এখানে একটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যকার একাগ্রতার শক্তি দেখিয়েছেন, যাদের ভেতরকার শক্তির কারণে যখন তাদের সামনে আর কোন আশা থাকে না তখনও তারা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল থাকে এবং যা সত্য এবং ন্যায় সেই পথেই থাকে। তিনি আমাদেরকে একটি সততার দৃষ্টান্ত বা যুক্তি দেখিয়েছেন, যা এক অসৎ ও অন্যায্য বিচারকের কাছে অনুমোদন পেয়েছিল; কোন ন্যায্যতা বা সহানুভূতির কারণে নয়, বরং শুধুমাত্র যেন তাকে বারবার বিরক্ত না করা হয় সে কারণে। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. দুষ্ট চরিত্রের যে বিচারকের কথা এখানে বলা হয়েছে, সে বাস করতো একটি শহরে। সে ঈশ্বরকেও ভয় করতো না কিংবা কোন মানুষকেও মানতো না। সে তার বিবেচনা বা সহৃদয়তা বা খ্যাতি কোনটির জন্যই তেমন সুপরিচিত ছিল না। ঈশ্বর তার বিরুদ্ধে ক্রোধান্বিত কি না কিংবা মানুষ তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলছে কি না সে সম্পর্কে সে মোটেও চিন্তিত ছিল না; কিংবা সে ঈশ্বর এবং মানুষের প্রতি তার যে দায়িত্ব রয়েছে তা সঠিকভাবে পালনের প্রতি মোটেও চিন্তিত ছিল না। সে ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং সম্মান এ দু'টো সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিল এবং এগুলো পাওয়ার জন্য তার কোন চেষ্টাও ছিল না। যারা তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কোন ভয় রাখে না তারা যদি তাদের সমগোত্রীয় সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন ধরনের সহানুভূতি বা সচেতনতা প্রদর্শন না করে, তাতে করে অবাক হওয়ার মত কিছু নেই। যার ভেতরে ঈশ্বরের প্রতি ভয় নেই, তার কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না। এ ধরনের ধার্মিকতা এবং মানবতার বোধহীনতা কারও ভেতরে থাকাটা খুবই খারাপ, কিন্তু তা সবচেয়ে খারাপ যখন তা কোন বিচারকের ভেতরে দেখা যায়, যার হাতে ক্ষমতা রয়েছে। যার আচরণ করা উচিত ধর্ম এবং ন্যায়ের মাপকাঠির মাধ্যমে এবং তথাপি যদি সে তা না করে, বরং তার নিজ ইচ্ছা এবং বুদ্ধি অনুসারে ভাল কাজ করারও চেষ্টা করে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই তা অমঙ্গল বয়ে নিয়ে আসতে পারে। বিচারকের দুষ্টতা হচ্ছে অন্যতম জঘন্য একটি দুষ্টতা, যা জ্ঞানী রাজা শলোমন অবলোকন করেছেন (হেদায়েত ৩:১৬)।

২. একজন দরিদ্র বিধবার দুরাবস্থা অবশ্যই একজন বিচারকের কাছে বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু তা তখনই ভুলভাবে বিবেচিত হয়, যদি কোন বিচারক সেটি তার শক্তি দিয়ে এবং ভীতি প্রদর্শন করে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। সেই বিধবা তার দিক থেকে পুরোপুরিই ন্যায্য ছিল এবং বিচারকের উচিত ছিল তার প্রতি ন্যায় বিচার করা। সে নিজেকে আইনের জালে জড়ায় নি, বরং সে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিদিনই বিচারকের বাড়িতে এসে তার অভিযোগ জানাতো এবং আবেদন করতো। কেঁদে কেঁদে সে তার বিরুদ্ধে যে কাজ করা হয়েছে তার জন্য অভিযোগ করতো, আর তা হচ্ছে: *আমার বিরুদ্ধে যে অন্যায় করা হয়েছে তার জন্য আমার প্রতি ন্যায় বিচার করুন*। এর অর্থ এই নয় যে, তার বিরুদ্ধে যা করা হয়েছে তার

জন্য সে বিচারককে প্রতিশোধ নিতে বলেছিল। কিন্তু সে চেয়েছিল যে, বিচারকের আইন অনুসারে যে ক্ষমতা রয়েছে তা ব্যবহার করে যেন তার যথাযোগ্য বিচার করা হয় এবং তার উপরে যেন আর কোন অত্যাচার করা না হয়। লক্ষ্য করুন, দরিদ্র বিধবারা অনেক সময় অনেক ধরনের বিরোধিতার মুখে পড়ে। অনেকেই বর্বরের মত এই দুর্বল এবং অসহায় বিধবাদের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিতে চায় এবং তাদের যেটুকু সম্পত্তি আছে তা কেড়ে নিয়ে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করতে চায়। আবার অনেক ক্ষেত্রেই বিচারকদের বা প্রশাসকদের কাছে দাবী জানানো হয়েছে বিধবাদের উপর অত্যাচার ও জুলুম না করার জন্য (যিরমিয় ২১:৩), বরং এতিমদের পক্ষে বিচার করার জন্য এবং বিধবাদের আবেদন শোনার জন্য (যিশাইয় ১:১৭), তাদের তত্ত্বাবধানকারী এবং রক্ষক হওয়ার জন্য। এই কাজ যদি তারা করেন, তাহলেই তারা ঈশ্বরের স্বভাববিশিষ্ট হবেন; কারণ ঈশ্বর নিজেও তাই (গীতসংহিতা ৬৮:৫)।

৩. সে তার যুক্তি এবং আবেদন উপস্থাপন করতে গিয়ে যে সমস্যায় পড়েছিল এবং নিরুৎসাহিত হয়েছিল: বিচারকটি তার কথা শুনলো না। সে তার সব সময়কার স্বভাব অনুসারে বিধবাটির দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলো, তার আবেদনের প্রতি কোন কানই দিল না। বরং সে তার প্রতি যে সমস্ত লোকেরা বিরোধিতা করেছে তাদেরকে প্রশ্রয় দিল; কারণ বিধবাটি সেই বিচারককে কোন ঘুষ দেয় নি। তার সামনে কোন মহান ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়ে বিধবাটির পক্ষে কোন কথা বলে নি, তাই সেই বিধবাটির শোক প্রশমিত করার জন্য কোন কাজই করলো না। সে নিজেও তার এই শীতল মনোভাবের কারণ জানে, কিন্তু সে এটি পরিবর্তনের কোন চেষ্টাই করলো না, কারণ সে ঈশ্বরকেও ভয় করতো না এবং মানুষকেও পরোয়া করতো না। এটা খুবই দুঃখজনক যে, একজন মানুষ তার নিজের এত বড় একটি অন্যায় সম্পর্কে অবগত হয়েও তা সংশোধন করার ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী ছিল না।

৪. প্রতিনিয়ত অন্যায়কারী বিচারকটিকে বিরক্ত করার মাধ্যমে বিধবাটির উদ্দেশ্য অর্জন (পদ ৫): "যেহেতু এই বিধবাটি আমাকে বিরক্ত করছে, প্রতিদিনই আমাকে এসে যন্ত্রণা দিচ্ছে, তাই আমি তার আবেদন শুনবো এবং তার প্রতি ন্যায় বিচারই করবো। তবে তাই বলে এই নয় যে সে আমার নামে বদনাম করবে বলে আমি ভয় পেয়েছি, কিন্তু সে যাতে আমাকে আর বিরক্ত করতে না পারে সে কারণেই আমি তার পক্ষে বিচার করবো। যা বুঝতে পারছি, সে ন্যায় বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে কোনই শান্তি দেবে না। আর তাই আমি এই কাজটি করবো, যাতে আমি সমস্যা থেকে মুক্ত থাকতে পারি। তবে এই প্রথম, আর এই শেষ।" এভাবে বিধবাটি তার ক্রমাগত অভিযোগ প্রদানের মধ্য দিয়ে তার দাবী অনুসারে বিচার লাভ করলো। সে বিচারকের বাড়ির দরজায় গিয়ে বিচার প্রার্থনা করতো, তাকে রাস্তায় অনুসরণ করতো, উন্মুক্ত আদালতে তার কাছে বিচার চাইতো এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার আবেদন ছিল এই: *ন্যায়বিচার করে আমার বিপক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিন*; যা সেই বিচারক করতে বাধ্য হয়েছিল, যাতে করে সে বিধবাটির হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। অথচ যেহেতু বিচারকটির বিবেক তাকে কখনোই নাড়া দেয় না, তাই সে খুব সহজেই বিধবাটিকে তার বাড়িতে এসে বিরক্ত করার জন্য ধরে সোজা জেলখানায় পাঠিয়ে

দিতে পারতো।

খ. প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই ঘটনাটিকে ঈশ্বরের প্রার্থনাকারী লোকদের জন্য প্রার্থনার প্রতি বিশ্বাসের সাথে একাগ্র এবং মনযোগী হওয়ার জন্য একটি উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

১. তিনি তাদেরকে এই বলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, ঈশ্বর এক সময় তাদের প্রতি নিশ্চয়ই সদয় হবেন (পদ ৬): *সেই অধার্মিক বিচারক কি বলে তাই শোনো, কিভাবে সে এক নাছোড়বান্দা বিধবার কাছে হার মেনেছে, তাহলে ঈশ্বর কি তার নিজ মনোনীত লোকদের প্রার্থনা শুনবেন না?* লক্ষ্য করুন:

(১) তারা যা আশা এবং আকাঙ্খা করেছিল: ঈশ্বর যেন তাঁর নিজ বেছে নেওয়া লোকদের প্রার্থনা শোনেন। মনে রাখবেন:

[১] এই পৃথিবীতে এমন এক জাতি বা একদল লোক আছে যারা ঈশ্বরের নির্বাচিত, তাঁর হাতে বেছে নেওয়া, তাঁর নিজ বাছাইকৃত জাতি, বেছে নেওয়া লোক। আর সে কারণেই তিনি তাদের প্রতি সব সময়ই দৃষ্টি রাখেন; কারণ তারা তাঁর নিজ হাতে বাছাইকৃত, আর এ কারণেই তিনি তাদের সমস্ত প্রার্থনা শোনেন।

[২] ঈশ্বরের বেছে নেওয়া লোকেরা এই জগতে প্রচুর সমস্যা এবং বাধার মুখে পড়ে। তাদের অনেক শত্রু রয়েছে, যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। শয়তান হচ্ছে অন্যতম একজন বিপক্ষ বা শত্রু।

[৩] তারা যা চায় তা হচ্ছে ঈশ্বর যেন তাদেরকে সমস্যা এবং বিপক্ষতা থেকে উদ্ধার করেন এবং রক্ষা করেন; তাদের জীবনে তাঁর কর্ম সাধন করেন। তিনি যেন এই পৃথিবীতে মণ্ডলীর স্বার্থ রক্ষা করেন এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন।

(২) এই সকল কিছু পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের লোকদেরকে কি করতে হবে: তাদেরকে অবশ্যই দিন-রাত ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করতে হবে। এমন নয় যে, তাদের বিলাপ শোনা তাঁর প্রয়োজন কিংবা তিনি তাদের কাতর আবেদন শুনলে সদয় হবেন; কিন্তু তিনি এই কাজটি তাদের জন্য কর্তব্য এবং দায়িত্ব হিসেবে ঠিক করেছেন এবং এই কাজ সম্পন্ন করলে তাদের জন্য দয়া ও করুণা অপেক্ষা করছে বলে তিনি জানিয়েছেন। আমাদের অবশ্যই বিশেষভাবে আমাদের আত্মিক শত্রুদের বিপক্ষে প্রার্থনা করতে হবে, যেভাবে প্রেরিত পৌল করতেন: *এই বিষয়টি নিয়ে আমি তিনবার তোমার কাছে আবেদন করালাম প্রভু, এখন তা আমার কাছ থেকে দূর কর*। আমাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে সেই নাছোড়বান্দা ও একাগ্রচিত্ত বিধবার মত। *প্রভু, এই দুষ্টতাকে প্রতিহত কর। প্রভু, আমাদের এই প্রলোভনের বিরুদ্ধে শক্তি যোগাও*। আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই অত্যাচারিত ও নির্যাতিত মণ্ডলীর জন্য চিন্তিত হতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে যেন ঈশ্বর তাদের পক্ষে ন্যায় বিচার করেন এবং তাদেরকে নিরাপদে রাখেন। আর এই কারণে আমাদেরকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে প্রার্থনা করতে হবে; আমাদের আকুল হয়ে আবেদন জানাতে হবে। আমাদেরকে দিন রাত ক্রন্দন করতে হবে, কারণ এতে করে আমরা বিশ্বাস করতে

পারবো যে আমাদের প্রার্থনা অবশ্যই শ্রবণ করা হবে। আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের সাথে এই নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে, কারণ আমরা জানি ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনলে কতটা অনুগ্রহ লাভ করা যায়। ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনাকারী লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা যেন তাঁকে বিশ্রাম না দেয় (যিশাইয় ৬২:৬,৭)।

(৩) প্রার্থনাকারীরা তাদের প্রার্থনা এবং আকাঙ্খার ব্যাপারে যে ধরনের হতাশায় ভুগতে পারে: তিনি তাদেরকে উত্তর দান করতে অনেক বিলম্ব করতে পারেন এবং তারা যা চেয়েছে তা হয়তো হুবুহু তাদের কাছে নাও আসতে পারে। তিনি তাঁর লোকদের বিপক্ষে বিরোধিতাকারী লোকদের ধৈর্য পরীক্ষা করেন, তিনি তাদের উপর প্রতিশোধ নেন না। তিনি তাঁর লোকদেরও ধৈর্য পরীক্ষা করেন এবং তিনি তাদের জন্য আবেদন করেন না। তিনি অনেক দিন ধরে ইস্রায়েলীয়দের উপরে মিশরীয়দের অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত ইস্রায়েলীয়দের কান্নাও সহ্য করেছেন।

(৪) তাদের কাছে এই নিশ্চয়তা রয়েছে যে, তাদের প্রতি ঠিকই দয়া ও অনুগ্রহ করা হবে, যদিও তা আসতে কিছুটা বিলম্ব হতে পারে এবং যেভাবে সেই অধার্মিক বিচারক বলেছিল ঠিক সেভাবেই তাদের প্রতি দয়া করা হবে। যদি সেই বিধবার একাগ্রতায় বিচারকটি এই দয়ার কাজ করতে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর তাঁর নির্বাচিত লোকদের প্রতি আরও বেশি দয়ার কাজ করবেন। কারণ:

[১] এই বিধবা ছিল একজন অচেনা নারী, বিচারকের সাথে তার কোন চেনা-জানা বা কোনই সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর যাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন তারা সকলে ঈশ্বরের নির্বাচিত লোক; যাদেরকে তিনি চেনেন এবং ভালবাসেন এবং তাদেরকে দেখে তিনি খুশি হন এবং তাদের জন্য সব সময় চিন্তা করেন।

[২] সেই বিধবা ছিল মাত্র একজন ব্যক্তি, কিন্তু ঈশ্বরের বেছে নেওয়া লোকেরা সংখ্যায় অনেক। তারা সকলে তাঁর কাছে একই উদ্দেশ্য নিয়ে আসে এবং তারা সকলে একমত হয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানায় (মথি ১৮:১৯)। যেভাবে স্বর্গের সাধুরা গৌরবের সিংহাসনের সামনে একত্রিত হয়ে প্রশংসা ও গৌরব করেন, তেমনিভাবে এই পৃথিবীতে সাধুরা একত্রিত হয়ে অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে তাদের প্রার্থনা ব্যক্ত করেন।

[৩] সেই বিধবা এমন একটি বিচার নিয়ে এসেছিল, যার কারণে বিচারক বিরক্ত হয়ে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল বারবার। কিন্তু আমাদের পিতা ঈশ্বর আমাদেরকে শিখিয়েছেন যেন আমরা সাহসিকতার সাথে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াই এবং যেন তাঁর সামনে গিয়ে আমরা *হে আব্বা, পিতা* বলে সম্বোধন করে আবেদন জানাই।

[৪] বিধবাটি এসেছিল এক অধার্মিক বিচারকের কাছে, কিন্তু আমরা যাই একজন ধার্মিক পিতার কাছে (যোহন ১৭:২৫)। তিনি এমন এক পিতা যিনি তাঁর নিজ মহিমা এবং তাঁর সৃষ্ট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের সান্ত্বনা ও স্বস্তির দিকে খেয়াল রাখেন, বিশেষ করে যারা কষ্টের ভেতরে থাকে; যেমন বিধবা ও এতিমেরা।

[৫] বিধবাটি এই বিচারকের কাছে কেবলমাত্র তার নিজের আবেদন জানাতে

এসেছিল। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই সেই সমস্ত বিষয়ের সমাধান দেন, যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। আর এ কারণে আমরা বলতে পারি, *হে ঈশ্বর, জাগ্রত হও। তোমার নিজ বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমার মহা নামের অনুগ্রহ ছাড়া আমরা কি কোন কাজ করতে পারি?*

[৬] বিধবাটির এমন কোন বন্ধু ছিল না যে তার পক্ষ হয়ে কথা বলতে পারে, যাতে করে তার আবেদনে আরও জোর সৃষ্টি করা যায় এবং তার স্বপক্ষে আরও বেশি আবেদন করা যায়। কিন্তু আমাদের পিতার কাছে আমাদের এক উকিল রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন তাঁর নিজ পুত্র, যিনি আমাদের স্বপক্ষ হয়ে আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থতা করেন এবং স্বর্গে তাঁর এক প্রভাবশালী ক্ষমতা রয়েছে।

[৭] তাকে এমন কোন প্রতিজ্ঞা করা হয় নি যে, তার আবেদন শোনা হবে কিংবা তাকে আবেদন জানাতে কোন উৎসাহও দেওয়া হয় নি। কিন্তু আমাদের হাতে সেই স্বর্গের রাজদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে বলা হয়েছে যেন আমাদের কাছে যা ওয়াদা করা হয়েছে তা যেন আমরা চাই।

[৮] বিধবাটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু সময়ে সেই বিচারকের কাছে যেতে পারতো এবং তার আবেদন জানাতে পারতো। কিন্তু আমরা দিন-রাত সব সময় ঈশ্বরের কাছে আমাদের আবেদন জানাতে পারি এবং সেই কারণে আমাদের একাগ্রতা দেখে ঈশ্বর অবশ্যই আরও দ্রুত আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন।

[৯] বিধবাটির একাগ্রতা ও নাছোড়বান্দা মনোভাবের কারণে বিচারকটি তাকে ন্যায় বিচার প্রদান করতে বাধ্য হয়েছিল। বিধবাটির নিশ্চয়ই এই ভয় ছিল যে, এতবার বিরক্ত করার কারণে বিচারকটি হয়তো তাকে কারাগারে প্রেরণ করতে পারে; কিন্তু আমাদের একাগ্রতা ঈশ্বরের কাছে সন্তুষ্টিজনক; দৃঢ়চিত্তের প্রার্থনা তাঁর জন্য আনন্দের বিষয়। আর সেই কারণেই আমরা এই আশা করতে পারি যে, আমরা নিশ্চয়ই অনেক বেশি অনুগ্রহ লাভ করবো, যদি আমাদের প্রার্থনা সত্যিই কার্যকরী হয়।

২. খ্রীষ্ট শুধু যে তাদের প্রতি সদয় হয়েছেন তাই নয়, তাদেরকে এমনভাবে অপেক্ষাও করতে হবে না (পদ ৮): "যদিও তোমাদেরকে এ ধরনের নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে যে, ঈশ্বর তাঁর নিজ লোকদেরকে জড়ো করবেন, তথাপি যখন যীশু খ্রীষ্ট, মনুষ্যপুত্র এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, তখন কি তিনি তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসের খোঁজ করবেন না?" মনুষ্যপুত্র তাঁর নির্বাচিত লোকদের বাছাই করে নিতে আসবেন। কিন্তু কখন তিনি আসবেন, কখন তিনি এই পৃথিবীতে বিশ্বাস খোঁজ করতে আসবেন?

(১) পৃথিবীতে মানুষের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে বিশ্বাস; কারণ নরকে যে সমস্ত পাপীরা থাকে, তারা সেই যন্ত্রণা ভোগ করে যা তারা কখনো বিশ্বাস করে নি; আবার স্বর্গে সাধুরা সেই আনন্দ লাভ করে যা তারা সব সময় আশা করে এসেছে।

(২) বিশ্বাস হচ্ছে সেই মহান বস্তু, যা খ্রীষ্ট সব সময় মানুষের মাঝে খোঁজ করেছেন। তিনি শুধু মানুষের মধ্যে তাকিয়েছেন, তিনি তাদেরকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেন নি,

তোমার মধ্যে কি নিষ্কলুষতা আছে? যদি আমাদের মধ্যে সত্যিই বিশ্বাস থাকে, তাহলে তিনি তা খুঁজে বের করবেন এবং তিনি তা দেখতে পাবেন। তিনি ক্ষুদ্রতম বিশ্বাসও নির্ণয় করতে পারবেন এবং তিনি সে অনুযায়ী আমাদের বিচার করবেন। তবে তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ফল পাবেন না। এর অর্থ হচ্ছে:

[১] সাধারণভাবে তিনি মাত্র অল্প কয়েকজন মানুষকে পাবেন, যারা উত্তম। তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই মাত্র ভাল। অনেকেরই উপর দিয়ে উত্তমতা এবং স্বর্গীয় সত্তার মুখোশ রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে অল্পই সতিকার বিশ্বাসী (গীতসংহিতা ১২:১,২)। এমন কি শেষ সময়েও তাদের বিরুদ্ধে অনেক ধরনের অভিযোগ পাওয়া যাবে।

[২] বিশেষভাবে তিনি এমন কয়েকজনকে দেখবেন যারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের ব্যাপারে বিশ্বাস রেখেছিল। যখন খ্রীষ্ট তাঁর নিজের লোকদেরকে একত্র করতে ফিরে আসবেন, সে সময় তিনি যে কারও বিশ্বাস গ্রহণ করার জন্য ফিরে আসবেন (যিশাইয় ৫৯:১৬; ৬৩:৫)। কিন্তু আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় হচ্ছে এই যে, যখন সেই সময় আসবে, তখন দেখা যাবে সেই অবিশ্বাসী লোকদের মাঝে ঈশ্বরের ওয়াদা কোন ফল দেয় নি।

লূক ১৮:৯-১৪ পদ

এই দৃষ্টান্তের মূল উদ্দেশ্য এর আগেই বলা হয়েছে, আর তা হচ্ছে (পদ ৯): কাদেরকে নিচু করা হবে এবং কাদেরকে উঁচু করা হবে। তিনি সেই সব লোকদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন, যারা মনে করতো যে, তারা ধার্মিক এবং এ কথা চিন্তা করে তারা অন্যদেরকে অবজ্ঞা করত।

১. তাদের মধ্যে ছিল নিজেদের ব্যাপারে প্রচণ্ড গর্ব ও অহঙ্কার এবং তারা নিজেদেরকে মহা ধার্মিক বলে মনে করত। তারা নিজেদেরকে তাদের পরিচিত যে কারও চেয়ে বেশি পবিত্র এবং নিষ্পাপ বলে দাবী করত এবং সকলের সাথে সেই ধরনের আচরণ করত।

২. তাদের ভেতরে এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাদেরকে গ্রহণ করবেন এবং তারা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারবে। তাই তারা প্রার্থনার সময় নিজেদের ধার্মিকতার কথা ফলাও করে প্রচার করত এবং নিজেদেরকে অত্যন্ত বড় করে দেখাত।

৩. তারা অন্যদেরকে অবজ্ঞা করত এবং সকলকে পাপী ভেবে নাক সিঁটকাত। এটা ছিল তাদের বোকামি, কারণ তারা ঈশ্বরের চোখে দোষী ছিল। এখন খ্রীষ্ট আমাদেরকে এই দৃষ্টান্ত বলছেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের সেই বোকামি আমাদের সামনে তুল ধরছেন।

ক. এখানে দুইজন মানুষের প্রার্থনা করার ঘটনা বলা হয়েছে, যারা একই দিনে একই সময়ে এবং একই স্থানে প্রার্থনা করতে গিয়েছিল (পদ ১০): দুইজন মানুষ মন্দিরে প্রার্থনা করতে গেল। সে সময় সকলের একসাথে বসে প্রার্থনা করার প্রহর ছিল না, কিন্তু তৎকালীন সময়েও মন্দিরে বা যে কোন মন্দিরে যে কোন সময়ে প্রার্থনা করা যেত। এখানে আমরা দেখি:

১. সেই ফরীশী মন্দিরে গিয়েছিল, কারণ সেটা ছিল জন-সমাগমের একটি স্থান। রাস্তার চেয়ে মন্দিরে আরও বেশি জন-সমাগম হত। তাই সে চেয়েছিল যেন তার প্রার্থনা শুনে লোকেরা তার প্রশংসা করে। লক্ষ্য করুন, কিভাবে ভণ্ডেরা ধর্মকে তাদের নিজেদের লাভবান হওয়ার পথ হিসেবে ব্যবহার করে।

২. সেই কর-আদায়কারী মন্দিরে গিয়েছিল, কারণ সেই স্থানটি যে কোন লোকের উপাসনা করার জন্য উন্মুক্ত ছিল (যিশাইয় ৫৬:৭)। ফরীশী মন্দিরে এসেছিল প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে, আর কর-আদায়কারী এসেছিল প্রশংসা করার ও অনুতাপ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। ফরীশী এসেছিল তার নিজের চেহারা দেখাতে এবং কর-আদায়কারী এসেছিল তার নিজের আত্মার জন্য অনুরোধ করতে।

খ. ফরীশী যেভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করলো। সে দাঁড়ালো এবং নিজের জন্য প্রার্থনা করল, পদ ১১,১২। ফরীশী দাঁড়িয়ে নিজে নিজে এরূপ প্রার্থনা করলো, "হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমি অন্য সব লোকের মত জুলুমবাজ, অন্যায়কারী ও জেনাকারী নই, কিংবা ঐ কর-আদায়কারীর মতও নই। আমি সপ্তাহের মধ্যে দুই বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দান করি।" অনেকে এখানে *ফরীশী দাঁড়িয়ে নিজে নিজে এরূপ প্রার্থনা করলো* কথাটির ব্যাখ্যা এভাবে দেন, সে তখন নিজের প্রতি গর্বে এতটাই অন্ধ ছিল যে, তার চোখে তখন সে নিজে ছাড়া আর কেউই ছিল না। সে তখন নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। সে বসে বা অন্য কোনভাবে তার প্রার্থনা করে নি। সে দাঁড়িয়ে সবার সামনে গিয়ে প্রার্থনা করেছিল। লক্ষ্য করুন, সে কি প্রার্থনা করল:

১. সে নিজের উপর এই বিশ্বাস করত যে, সে অত্যন্ত ধার্মিক। সে নিজের সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা বলল, যা হয়তোবা সত্যিই ছিল। সে বলল যে, সে অন্য যে কারও মত জুলুমবাজ নয়, সে অন্যায়কারী নয়, সে কোন অপরাধ করে নি এবং তার নামে কোন মামলা হয় নি। সে ব্যভিচার করে নি এবং এ ধরনের কোন অপরাধে তাকে অভিযুক্তও করা হয় নি। এমন কি সেখানে তার পাশে যে কর-আদায়কারী এসেছিল প্রার্থনা করতে, সে তার মতও নয়। হয়তো পাশে কর-আদায়কারী লোকটিকে দেখে সে আরও জোরে জোরে বলছিল যে, সে ঐ কর-আদায়কারীর মত নয়। তবে এখানেই শেষ নয়, সে সপ্তাহে দুই বার উপবাস রাখে এবং প্রার্থনা করে। সাধারণত ফরীশীরা এবং তাদের শিষ্যরা সপ্তাহে প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার উপবাস রাখত। এভাবে তারা ঈশ্বরকে তাদের শরীর দিয়ে মহিমান্বিত করতো বলে দাবী জানাত। এছাড়া সে সকল প্রকার দশমাংশ প্রদান করত, যা আইনে বলা আছে। এভাবে সে তার নিজ সম্পদ দিয়ে ঈশ্বরের সেবা ও গৌরব করত।

২. সে অন্যদেরকে অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস করেছিল। সে নিজেকে ছাড়া আর অন্য সকল মানুষকে চরম অবজ্ঞা করেছিল: *আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমি অন্য সব লোকের মত নই*। সে নির্দিষ্টভাবে কারও কথা বলে নি, যেন সে সবার চাইতেই ভাল ছিল। সে সকলকে তার চেয়ে অনেক নিচু স্তরের মনে করেছিল। কিন্তু আমাদের সকলের এই কথা মনে রাখা দরকার যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট সব মানুষই সমান এবং কাউকে নিচু করার ও

কাউকে উঁচু করার ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরেরই আছে। সে যে ভুলটি করেছিল তা হচ্ছে, সে বিশেষভাবে সেই কর-আদায়কারী লোকটির প্রতি বেশি করে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল। সে তাকে পুরোপুরিভাবে অবিশ্বাস করে বলেছিল যে, *আমি ঐ কর-আদায়কারীর মতও নই; আমি তার মত অন্যায়কারী এবং জুলুমবাজ নই*। সে সময় যিহূদীরা কর-আদায়কারীদেরকে ঘৃণা করত, কারণ তারা রোমীয় সরকারের অধীনে কাজ করত এবং লোকদের কাছ থেকে কর আদায় করত। অনেক সময় তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে পরিমাণ কর আদায় করার কথা তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ জোর করে নিত। এই বিষয়টির কারণে সব কর-আদায়কারীকেই যিহূদীরা ঘৃণা করত। কিন্তু এই ফরীশীর মোটেও তার প্রতিবেশী এবং পরিচিতদের বিপক্ষে এভাবে প্রার্থনা করা উচিত ছিল না।

গ. এখানে সেই কর-আদায়কারী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। তার প্রার্থনার মধ্যে আমরা অত্যন্ত নম্রতা এবং সংযম দেখতে পাই, যা সেই ফরীশীর প্রার্থনায় ছিল না। সে যেভাবে প্রার্থনা করল:

১. সে যা যা করেছে তার জন্য সে অনুতাপ করল এবং ক্ষমা চাইল। তার বাহ্যিক চেহারাতেও তার সেই অনুশোচনার ছাপ ফুটে উঠেছিল। সে এসেছিল অনুশোচনা বা শোক প্রকাশের পোশাক পরে এবং সে সঠিকভাবেই তার চেহারায় তার অনুশোচনার ছাপ ফুটিয়ে তুলেছিল। এতে বোঝা যাচ্ছিল যে, সে আন্তরিকভাবেই অনুতাপ করছে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা চাইছে। এখানে সে এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল যে, সে যে পাপ করেছে তার জন্য সে ঈশ্বরের সামনে আসার যোগ্য নয়। তাই সে তার মাথা নিচু করে রেখেছিল। সে তার চোখ তুলে উপরে তাকানোর সাহস পেল না। কিংবা সে দুই হাতও তুলল না, যা সাধারণত প্রার্থনার সময় অনেকেই করে থাকে। কিন্তু সে একদমই এ ধরনের কোন চেষ্টা করল না। বরং সে বুকে করাঘাত করতে করতে তার প্রার্থনা করল। সে বুকে করাঘাত করার সময় হয়তো ভাবছিল, “এভাবেই আমি আমার দুষ্ট হৃদয়কে আঘাত করব এবং তাকে শাস্তি দেব, যেখান থেকে সমস্ত পাপের উৎপত্তি।” পাপীর হৃদয়কে আঘাত করে একটি অনুতাপকারী বিবেক (২ শমূ ২৪:১০)। দায়ূদের হৃদয় তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিল, *হে পাপী মানুষ, তুমি এ কি করেছ?*

২. সে যা বলেছিল তা সে তার অভিব্যক্তি দিয়েও ফুটিয়ে তুলেছিল। তার প্রার্থনাটি ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। ভয় এবং লজ্জার কারণে সে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক বেশি কথা বলতে পারছিল না। তবে তার প্রার্থনার যা উদ্দেশ্য তা সে প্রকাশ করেছিল: “হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর”। সে নিজে জানতো যে, সে পাপী এবং সে অন্যায় করেছে। তথাপি সে ঈশ্বরের কাছে এসে বলল যে, *আমি পাপ করেছি, আমি তোমার কাছে আর কি বলব?* ফরীশী এই বিষয়ে অস্বীকার করেছিল যে, সে একজন পাপী। সে দাবী করেছিল যে, তার কোন পরিচিতি ব্যক্তিই তাকে পাপী বলে অভিহিত করতে পারবে না। কিন্তু এই কর-আদায়কারী নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করল এবং নিজেকে ঈশ্বরের সামনে মেলে ধরল। সে একাগ্রভাবে দয়া পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করল। ফরীশী তার অনেক ধরনের ভাল কাজের ফিরিস্তি দিল, কিন্তু কর-আদায়কারী এক বাক্যে

তার পাপের কথা স্বীকার করল। সে যেন একজন ভিক্ষুক হয়ে এসেছে, যে তার নিজের আত্মার জন্য করুণা ভিক্ষা করছে। সে তার পাপের বোঝা বইতে না পেরে আবেদন জানাচ্ছে: *হে ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি পাপী*।

ঘ. এখানে আমরা জানতে পাই যে, সেই কর-আদায়কারীকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে গ্রহণ করা হল। আমরা দেখেছি যে, কতটা ভিন্নভাবে তারা নিজেদেরকে সম্বোধন করেছে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সকলের অন্তর সম্পর্কে জানেন। যখন সেই ফরীশী তার নিজের গুণগান গেয়ে প্রার্থনা করেছে, তিনি তখন তার অন্তরের ভেতরে দেখতে পেয়েছেন। তাই আমরা বলতে পারি যে, তার প্রকৃত অবস্থা তিনি জানতে পেরেছেন। অপরদিকে এই কর-আদায়কারী যখন প্রার্থনা করল, তখনও তিনি তার অন্তর দেখতে পেয়েছেন এবং তার ভেতরের সমস্ত পাপ ও এর বিপরীতে তার অনুশোচনা দেখতে পেয়েছেন। তাই খ্রীষ্ট এখানে আমাদেরকে বলছেন (পদ ১৪): *আমি তোমাদেরকে বলছি, এই ব্যক্তি ধার্মিক গণিত হয়ে নিজের গৃহে নেমে গেল, ঐ ব্যক্তি নয়*। অর্থাৎ এই কর-আদায়কারীকে ধার্মিক বলে ঈশ্বর গ্রহণ করলেন, ঐ ফরীশীকে নয়; আর তখন সেই কর-আদায়কারী তার ঘরে ফিরে গেল এবং ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন হল। অনেকে হয়তো ভাববে, সেই ফরীশী যেহেতু তার কথা ও কাজ অনুসারে সৎ, তাহলে নিশ্চয়ই সেই ফরীশীকেও ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু এটা একেবারেই ভুল ধারণা। খ্রীষ্ট বলছেন, "আমি তোমাদের বলছি, এ কথা অবধারিতভাবেই সত্য যে, সেই কর-আদায়কারীকেই বরং ক্ষমা করা হবে, ফরীশীকে নয়। কর-আদায়কারীর নম্রতা তাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবে। অপরদিকে ফরীশী তার নিজের গর্ব এবং ঔদ্ধত্যের কারণে পাপে পতিত হল এবং সে ঈশ্বরের কাছে গৃহীত হল না।" লক্ষ্য করুন:

১. যারা নম্র, তাদেরকে ঈশ্বর উঁচু করবেন। যারা নিজেদেরকে সব সময় নিচু করে রাখে, তাদেরকে ঈশ্বর উঁচু স্থানে বসাবেন এবং তাদেরকে উচ্চীকৃত ও সম্মানিত করবেন।

২. যে ব্যক্তি গর্বিত ও উদ্ধত, তাকে ঈশ্বর নিচু করবেন এবং তাকে একেবারে নিচের স্তরে নামিয়ে আনবেন। সে আর কখনো উঁচুতে উঠতে পারবে না, কারণ সে তার নিজের গর্বের উপর ভর করে অনেক দূর উঠে গিয়েছিল। তাই খ্রীষ্ট এখানে আমাদেরকে বলছেন (পদ ১৪): *যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা যাবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা যাবে*। দেখুন, অনুশোচনার উত্তর কতটা অনুগ্রহ সহকারে দেওয়া হয়: যে নিজেকে নিচু করবে তাকে উঁচু করা হবে। সেই সাথে দেখুন মন্দের ক্ষমতা এবং ঔদ্ধত্বের উপরে খ্রীষ্টের ক্ষমতা: যে নিজেকে উঁচু করে তাকে নিচু করা হবে। সেই ফরীশী নিজে কোন পাপ করে নি বা অন্যায্য কাজ করে নি। কিন্তু তার একমাত্র পাপ ছিল সে শয়তানের বশবর্তী হয়ে নিজেকে নিয়ে গর্ব করেছে।

লূক ১৮:১৫-১৭ পদ

এই অংশটি আমরা মার্ক এবং মথি লিখিত সুসমাচারে পাই। সম্ভবত এই ঘটনাটি ঘটেছিল ফরীশী এবং কর-আদায়কারীর প্রার্থনার দৃষ্টান্ত বলার পরপরই। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তটির

প্রমাণ হিসেবেই যেন এই ঘটনাটির অবতারণা ঘটেছিল। এখানে আমরা দেখি:

১. যারা খ্রীষ্টতে আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তারা চায় যেন তাদের সন্তানেরাও এই আশীর্বাদ পায়। আর তাই আমরা এখানে দেখতে পাই, লোকেরা তাদের শিশু সন্তানদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে এসেছে যেন তিনি তাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। শিশুদের প্রতি খ্রীষ্টের সত্যিকার আন্তরিকতা এবং ভালবাসা ছিল। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তারা তাঁর কাছে তাদের নবজাত শিশু, কোলের শিশু, হাঁটতে পারা শিশু এবং কৈশোরে পা দেওয়া সন্তানদেরকে নিয়ে এসেছিল যেন তিনি তাদের প্রতি তাঁর দয়া প্রদর্শন করেন।

২. খ্রীষ্টের আশীর্বাদপূর্ণ একটি স্পর্শ তাদের জীবনকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত করবে, এমনটিই ছিল তাদের ধারণা, তাই তারা তাদের সন্তানদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিল। এতে করে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাদের মধ্যে তাঁর কাজ এবং কথার প্রভাব বেশ ভালভাবেই পড়েছিল, যার কারণে তারা স্বর্গ-রাজ্য এবং আত্মার বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিল।

৩. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা খ্রীষ্টের সঙ্গ লাভ করতে চায় এবং তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ পেতে চায় তাদেরকে অনেক সময়ই এমন লোকদের কাছ থেকে নিরুৎসাহিত হতে হয়, যাদের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পাওয়ার কথা ছিল। এখানে আমরা দেখি খ্রীষ্টের শিষ্যরা লোকদেরকে শিশুদের নিয়ে খ্রীষ্টের কাছে যেতে বাধা দিচ্ছিলেন। যখন শিষ্যরা লোকদেরকে দেখলেন, তখন তারা মনে করলেন যে, এরা খ্রীষ্টের কাছে গেলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হবেন এবং তাঁদেরকে এর জন্য দোষারোপ করবেন। তাই তাঁরা লোকদেরকে ধমক দিলেন এবং তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে যেতে বাধা দিলেন।

৪. খ্রীষ্টের মনে সব সময় এই চিন্তা ছিল যে, শিশুদেরকে যেন তাঁর কাছে আসতে দেওয়া হয়। তাই তিনি এখানে বললেন (পদ ১৬): "শিশুদেরকে আমার কাছে আসতে দাও, বারণ করো না, কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এদের মত লোকদেরই। তাদেরকে কোন সময়ই আসতে বারণ করবে না। তারা যে কোন সময় আমার কাছে আসতে পারে।" আমাদের কাছে এই ওয়াদা করা হচ্ছে যেন আমরা যে কোন সময় আমাদের সন্তানদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসি এবং তিনি নিশ্চয়ই তাদেরকে গ্রহণ করবেন।

৫. যারা স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করতে চায়, তাদেরকে এই শিশুদের মত নিষ্পাপ এবং পবিত্র হতে হবে। তাই তিনি একই সাথে তাঁর কাছে সেই সমস্ত লোকদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, যারা শিশুর মত সরল এবং নিষ্পাপ। এখানে তিনি বলছেন (পদ ১৭): *আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, যে কেউ শিশুর মত হয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোন মতে তাতে প্রবেশ করতে পারবে না*। তারাই ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁর সন্তান হওয়ার সুযোগ পাবে, যারা শিশুর মত সরল হৃদয় নিয়ে তাদের পিতার উপহার হিসেবে সেই রাজ্যের প্রবেশের এবং বাস করার অধিকার পাবে।

লূক ১৮:১৮-৩০ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখি:

ক. একজন বিচারকের সাথে খ্রীষ্টের আলোচনা। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল এই– একজন ব্যক্তির সুন্দর মন তাকে স্বর্গের উদ্দেশে পরিচালিত করে। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:

১. এই জগতের মানুষদেরকে তাদের আত্মা এবং অনন্ত জীবনের উপর ভিত্তি করে আলাদা পদমর্যাদা অনুসারে ভাগ করে দেখার ক্ষমতা বা যোগ্যতা লাভ করা খুবই ভাগ্যের বিষয়। লূক এখানে এটি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একজন শাসক ছিলেন। খ্রীষ্টের জন্য খুব কম শাসকেরই আগ্রহ বা সহানুভূতি ছিল। তবে এখানে খ্রীষ্টের পক্ষাবলম্বনকারী একজন শাসকের দেখা পাওয়া যায়। এখানে কোন মণ্ডলী বা কোন প্রদেশের শাসকের কথা আলাদা করে বলা হয় নি। তবে এটা ঠিক যে, তিনি ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী এবং কর্তৃত্ববান শাসক।

২. আমাদের প্রত্যেকেরই যে বিষয়টির দিকে সর্বাধিক দৃষ্টি এবং আগ্রহ নিবদ্ধ করার উচিত তা হচ্ছে কি করে আমরা সকলে স্বর্গে যেতে পারি, অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি। এখানে অনন্ত জীবন লাভের বিশ্বাস বা বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি এমন একটি বিশ্বাস যার উপরে নাস্তিক বা অধার্মিক ব্যাক্তিদের কোন বিশ্বাস নেই। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে এই ভাবনা ও চিন্তাবিহীন জগত কখনোই চিন্তা করে না। যাদের ভেতরে এ নিয়ে চিন্তা থাকে এবং যারা এর শর্ত পূরণে আগ্রহী হয়, তারা নিশ্চয়ই এই জগতের এবং মাংসিক অভিলাষের দাস নয়।

৩. যারা নিজেদেরকে অনন্ত জীবনের জন্য রক্ষিত রাখতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী করতে হবে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে তাদের জীবনের মনিব করতে হবে, তাদের শিক্ষা দানকারী মনিব করতে হবে। খ্রীষ্ট জানতেন যে, এই শাসক যদি তাঁকে সৎ বলে অভিহিত করে তাহলে ঈশ্বরকে ছোট করা হবে । সে বিষয়টিই তিনি এখানে বলছেন (পদ ১৯): "আমাকে সৎ কেন বলছো? একজন ছাড়া সৎ আর কেউ নেই, তিনি ঈশ্বর।"

৪. আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যে পথ ধরে স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীতে এসেছেন, সেই পথ তিনি পরিবর্তন করে নি, বরং তা আরও সরল এবং মসৃণ করেছেন। তিনি চান যেন আমরা সেই পথে পা বাড়াই। *তুমি কি অনন্ত জীবন লাভ করতে চাও? তাহলে আমার আদেশ মান্য কর*। তিনি এখানে তাঁর সেই আদেশ সম্পর্কে বলছেন, "ব্যভিচার করো না, খুন করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, তোমার পিতামাতাকে সমাদর কোরো" পদ ২।

৫. মানুষ নিজেকে নিষ্পাপ মনে করে, কারণ তারা অজ্ঞ। এই শাসকটিও তেমনি ছিলেন; তিনি খ্রীষ্টকে বললেন, "বাল্যকাল থেকে এসব পালন করে আসছি," পদ ২১। ফরীশী যেমন নিজের মধ্যেকার অন্য কোন দোষ বা অপরাধ সম্পর্কে জানতো না, ইনিও তেমনি, পদ ১১। তিনি এই ভেবে গর্ববোধ করছিলেন যে, তিনি বলতে গেলে জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই সব ধরনের পাপ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন নিজেকে।

খ. তার এই কথা শুনে খ্রীষ্ট তাকে যা বললেন (পদ ২২): এই কথা শুনে যীশু তাকে

বললেন, *এখনও একটি বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে; তোমার যা কিছু আছে সমস্ত বিক্রি কর, আর দরিদ্রদেরকে বিতরণ কর, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; আর এসো, আমার পশ্চাৎগামী হও।* লক্ষ্য করুন:

১. স্বর্গে যাওয়ার পথে ধন সম্পদ অনেক বড় একটি বাধা। খ্রীষ্ট সেই ধনী লোকটির গর্ব এবং ধন সম্পত্তির মোহ দেখেছিলেন, যা তাকে স্বর্গের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যতম বাধা ছিল। সে যখন খ্রীষ্টের কথা শুনল তখন সে অত্যন্ত দুঃখিত হল, কারণ সে প্রচুর ধন সম্পত্তির মনিব ছিল। তাই খ্রীষ্ট তখন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, *যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর!* পদ ২৪।

২. সকল মানুষের হৃদয়ে এই পৃথিবীর প্রতি মায়া আছে, যা তাদেরকে এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করা থেকে বিরত রাখে। সে কারণে অবশ্যই তাদেরকে প্রথমে ধন সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করতে হবে, নতুবা তারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারবে না। ধনীদের চেয়ে দরিদ্রেরা এই কারণে আরও সহজে স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে; কারণ তাদের মাঝে সেই ধন সম্পদের মোহ নেই। তাই খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছেন, "বাস্তবিক ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ করা সহজ।" এ কথা শুনে আমরা সকলেই আশ্চর্য হই এবং সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারাও আশ্চর্য হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, *তবে কে পরিত্রাণ পেতে পারে?* পদ ২৬। খ্রীষ্ট যা এত সহজ বলে বলছিলেন, সেটাকে তারা একেবারেই কঠিন বলে মনে করছিলেন।

৩. আমাদের পরিত্রাণ প্রাপ্তির পথে এ ধরনের বাধা বিপত্তি রয়েছে, কারণ আমরা কখনোই বিশুদ্ধ ও পবিত্র অনুগ্রহ লাভ না করে জয় লাভ করতে পারি না। আর এই অনুগ্রহ হচ্ছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দান। একমাত্র এর মাধ্যমেই সম্ভব সমস্ত পার্থিব ক্ষমতা এবং জ্ঞানের উপরে জয় লাভ করা। মানুষের দ্বারা যে কাজ করা অসম্ভব, সেই বিষয়গুলো শুধু ঈশ্বরই করতে পারেন। মানুষের পক্ষে এমন কাজ করা সত্যিকার অর্থেই অনুচিত, যা তাদেরকে ঈশ্বরের পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবে। এটি অনেকটা সমুদ্র বিভক্ত করে ফেলার মত এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে দেওয়ার মত। তাঁর অনুগ্রহ কাজ করতে পারে আত্মার উপরে। এতে করে আত্মার সমস্ত আত্ম-অহমিকা এবং গর্ব দূর হয় এবং বিপরীত পরিবর্তন সাধিত হয়। আর তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি একই সাথে আমাদের ইচ্ছা এবং করণীয়ের উপরে কাজ করেন।

৪. আমরা কি হারিয়েছি এবং কি ফেলে এসেছি এবং খ্রীষ্টের জন্য আমরা কি করেছি এবং কি নিয়ে কষ্ট করেছি তা নিয়ে অনেক বেশি কথা বলতে আমাদের মাঝে অনেক বেশি আগ্রহ দেখা যায়। পিতরের ক্ষেত্রে এমনটি দেখা গিয়েছিল: *প্রভু, আমরা সব কিছু ফেলে রেখে আপনাকে অনুসরণ করতে এসেছি,* পদ ২৮। যখন তিনি খ্রীষ্টের নির্দেশিত পথে চলছিলেন, তখন তাঁর কোনমতেই উচিত ছিল না তাঁর ভাইদের চাইতে তাঁর নিজের ত্যাগ বা কাজকে বড় করে দেখানো, কিংবা সব কিছু ফেলে রেখে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া। বরং আমাদের উচিত হবে সব ধরনের গর্ব থেকে দূরে থাকা এবং

এ সম্পর্কে কোন ধরনের চিন্তা না করা। এই কাজ করতে গিয়ে যদি আমরা কোন ধরনের সমস্যায় পড়ি, তাহলে আমাদের নিজেদেরকে দোষারোপ করা বা অনুশোচনা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি আমাদের মনে এ ধরনের কোন চিন্তার উদয় হয়, তাহলে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। পরবর্তীতে আমাদের আর সেই সব জিনিসের প্রতি অধিক আগ্রহী হওয়া উচিত হবে না।

৫. আমরা খ্রীষ্টের জন্য যাই ফেলে আসি না কেন বা ছেড়ে আসি না কেন, তা আমাদেরকে অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে এবং তার চেয়ে শতগুণ পরিমাণে এই জগতে এবং এর পরবর্তী জগতে পূরণ করে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা বা অক্ষমতা বিবেচ্য বিষয় হবে না (পদ ২৯,৩০): কোন মানুষই ঈশ্বরের রাজ্যের স্বার্থে তার নিজ সম্পত্তি বা আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করে আসতে চায় না, বরং তারা চায় ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি তাদের দায়িত্ব ফাঁকি দিতে এবং নিজেদের আনন্দ ও সুখ নিয়ে মেতে থাকতে। তারা ভাবে, *আমরা এই পৃথিবীতে এত সুখ আর আনন্দ আর কোন কিছুতেই পাব না। ঈশ্বরের আত্মার অনুগ্রহ এবং সান্ত্বনা, ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা রক্ষা এবং উত্তম বিবেক জাগ্রত করা এর কোন কিছুর মধ্য দিয়েই আমরা পার্থিব সুখ লাভ করতে পারবো না*। কিন্তু তারা জানে না যে, এর মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের বিবেক এবং মূল্যবোধকে আরো উন্নত করতে পারবে এবং জাগ্রত করতে পারবে। এর মধ্য দিয়ে তারা প্রচুররূপে তাদের সকল ক্ষতিপূরণ লাভ করবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; যে জগত আসছে, সেখানে তারা সকলে অনন্ত জীবন লাভ করবে; যার উপরে সেই শাসকের দৃষ্টি এবং হৃদয় নিবদ্ধ ছিল বলে মনে করা হয়।

লূক ১৮:৩১-৩৪ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর আসন্ন যন্ত্রণাভোগ এবং মৃত্যু এবং তাদের গৌরবময় অভিষেক সম্পর্কে বলেছেন, যে ঘটনা সম্পর্কে তাঁর নিজের স্পষ্ট ধারণা ছিল এবং আগে থেকেই তিনি এর সম্পর্কে জানতেন। তাই তিনি ভেবেছিলেন যে, শিষ্যদেরকে আগে থেকে এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়াটাই ভাল হবে, যাতে করে তাঁরা সে সময় খুব বেশি বিস্মিত কিংবা ভীত হয়ে না পড়েন। এখানে আমরা দু'টি জিনিস দেখি যা আগের দু'টি সুসমাচারে নেই:

১. এখানে খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের ঘটনাটিকে বলা হয়েছে পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা হিসেবে, যা বিবেচনা করেই খ্রীষ্ট তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং পরবর্তীতেও প্রকাশ করবেন। মনুষ্যপুত্র সম্পর্কে যে সমস্ত কথা লেখা রয়েছে, বিশেষ করে তিনি যে সমস্ত যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে যাবেন, তার সব কিছুই সম্পন্ন হবে। লক্ষ্য করুন, পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের মাঝে খ্রীষ্টের যে চেতনা ও আত্মা কাজ করেছিল তা তাঁর যন্ত্রণা ভোগের আগেই প্রমাণিত হয়েছিল এবং তিনি মহিমান্বিত হয়েছিলেন (১ পিতর ১:১১)। এটিই প্রমাণ করে যে, পবিত্র শাস্ত্র হচ্ছে ঈশ্বর দত্ত পুস্তক এবং ঈশ্বরের বাক্য,

কারণ সেগুলো সঠিকভাবে এবং যথাযথভাবেই পূর্ণ হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন বলে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পূর্ণ হয়েছে। তিনি আসবেন, এমন কথাই বলা হয়েছিল, আর খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণীই করা হোক না কেন তার সবই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণ হয়েছে। তিনি পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পূর্ণ করার জন্য যে কোন ধরনের যন্ত্রণা এবং দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে যাবেন, যাতে করে পবিত্র বাক্যের একটি শব্দ বা অক্ষরও বিফলে না যায়। এই কারণেই ক্রুশের যাত্রাপথে কোন ধরনের বিরতি আসে নি এবং এর উপরে একটি সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এভাবেই এটি লেখা হয়েছিল এবং এভাবেই এটি খ্রীষ্টকে যন্ত্রণাভোগের পথে নিয়ে গিয়েছিল; তাঁকে এই যন্ত্রণা ভোগ করতেই হত।

২. খ্রীষ্টকে তাঁর যন্ত্রণা ভোগের সময় যে অসম্মান ও অবিশ্বাস সহ্য করতে হবে, তার উপরেই এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যান্য সুসমাচার লেখকেরা বলেছেন যে, তাঁকে অত্যাচার করা হবে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, তাঁর সাথে অত্যন্ত ঘৃণা সহকারে আচরণ করা হবে। তাঁকে চরম ঘৃণা এবং দোষারোপ করে অবিশ্বাস করা হবে। তাঁর উপরে যত ধরনের দোষ পারা যায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। এটি হচ্ছে তাঁর যন্ত্রণা ভোগের একটি অংশ, যার মধ্য দিয়ে তিনি আত্মিকভাবে ঈশ্বরের কাছে তাঁর সেই আঘাতের জন্য উপশম তৈরি করবেন, যে আঘাত আমরা ঈশ্বরকে দিয়েছি। এখানে আমরা তাঁকে করা অ বিশ্বাসের একটি উদাহরণ দেখতে পাই যে, তাঁর মুখে থুথু দেওয়া হবে; যা এর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (যিশাইয় ৫০:৬)। কিন্তু এখানে অন্য সব সময়কার মত খ্রীষ্ট যখন তাঁর যন্ত্রণাভোগ এবং মৃত্যুর কথা বললেন, তখন তিনি তাঁর পুনরুত্থানের ব্যাপারেও আগাম ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন, যা তাঁর যন্ত্রণাভোগের ভীতি এবং অবিশ্বাস দু'টোকেই মুছে দেবেঃ তৃ তীয় দিনে তিনি আবারও উঠবেন।

খ. এখানে এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে শিষ্যরা দ্বিধার মধ্যে পড়লেন। খ্রীষ্ট এবং তাঁর রাজ্য সম্পর্কে তাঁরা এতদিন যা জেনে এসেছিলেন তার সাথে এই ঘটনার কোন মিলই নেই। তাঁরা তাঁদের প্রভুর কাছ থেকে যা আশা ও আকাঙ্খা করেছিল তার সাথে এর কোন মিলই নেই। এতে করে তাঁদের সমস্ত চিন্তার পরিধি ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাঁরা এ সবের কিছুই বুঝতে পারলেন না, পদ ৩৪। তাঁদের সংস্কার ও পুরনো ধ্যান ধারণার প্রতি বিশ্বাস এতটাই প্রবল ছিল যে, তাঁরা খ্রীষ্টের বলা এই কথাগুলো আক্ষরিকভাবে বুঝতে পারলেন না, কিংবা তারা অন্য কোনভাবেও তা বুঝতে পারলেন না। কাজেই এটি তাদের কাছে কোনভাবেই বোধগম্য হল না। এটি ছিল একটি রহস্য, এটি ছিল তাঁদের জন্য একটি ধাঁধাঁ; আর আসলেই এটি তাই ছিল। কিন্তু তাঁরা মনে করেছিলেন যে, খ্রীষ্টের গৌরব এবং মহিমার সাথে এবং খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপনের ঘটনার সাথে তুলনা করলে এমন ঘটনা কখনোই সম্ভব নয়। এই বিষয়টি তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, লুকিয়ে রাখা হয়েছিল; এটি ছিল তাঁদের জন্য এ্যাপোক্রিফা। তাঁরা তা গ্রহণ করতে পারতেন না, কারণ তাঁরা অতীতে বহুবারই পুরাতন নিয়ম পাঠ করেছেন, কিন্তু তাঁরা এমন কিছুই সেখানে পায় নি যেখানে খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ এবং অ বিশ্বাসজনক মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। আসলে তাঁরা খ্রীষ্টের গৌরবময় বিষয়গুলোর প্রতি এতটাই মনযোগী ছিলেন যে, তাঁরা তাঁর যন্ত্রণাভোগের বিষয়গুলো একেবারেই উপেক্ষা করে গেছেন; যে বিষয়গুলোর প্রতি ফরীশী এবং ধর্ম-

শিক্ষকদের অবশ্যই মনযোগী হওয়া উচিত ছিল এবং সাধারণ জনগণকে এ বিষয়ে আরও শিক্ষা দান করার প্রয়োজন ছিল। এটি তাদের প্রথা, ধর্মীয় কৃষ্টি ইত্যাদির মাঝেও অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তারা তাদের শিক্ষার মাঝে তা অন্তর্ভুক্ত করে নি এবং তা অবহেলা করে পাশে সরিয়ে রেখেছে। লক্ষ্য করুন, লোকদের ভুল পথে যাওয়ার কারণে এটাই যে, তারা পুরো পুস্তকুল মোকাদ্দসকে দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছে। তারা ভাববাদীদের কথা এবং আইনের মধ্যেও অনেক বেশি বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। তারা শুধুমাত্র মসৃণ পথ ধরে চলতে চায় (যিশাইয় ৩০:১০)। এভাবে আমরাও এখন অনেক বেশি বেশি করে সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করি যা এখনও পরিপূর্ণ হয় নি। আমরা পরবর্তী দিনে মণ্ডলীর গৌরবময় দিনগুলো ফিরে পাওয়ার আশা পুষে রেখেছি। কিন্তু আমরা এর প্রান্তরে ছেঁড়া চট পরে ঘুরে বেড়ানোর বিষয়গুলো ভুলে গিয়েছি। আমরা মনে করি যে, তা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের সামনে এখন শুধুই আনন্দের দিন রয়েছে। ঠিক সে সময় আমাদের সামনে নির্যাতন এবং শোষণের দিনগুলো এসে দাঁড়ায় এবং আমরা আর তা বুঝতে পারি না। আমরা সেই বিষয়গুলো জানি না যা সম্পন্ন হবে, যদিও আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে, আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে গেলে অবশ্যই নানা ধরনের নির্যাতন এবং যন্ত্রণা সহ্য করে যেতে হবে।

লূক ১৮:৩৫-৪৩ পদ

খ্রীষ্ট শুধুমাত্র একটি অন্ধকার জগতে আলো জ্বালাতেই আসেন নি, সেই সাথে তিনি আমাদের সামনে সেই সমস্ত বিষয় আনতে চেয়েছেন যা আমাদের অবশ্যই জানা থাকা প্রয়োজন। তিনি চেয়েছেন অন্ধ আত্মাকে দৃষ্টি দান করতে, যেন তারা তাদের সমস্ত অক্ষমতা দূর করে তা দেখতে পায়। এর চিহ্ন হিসেবে তিনি অনেককে শারীরিকভাবে অন্ধত্ব থেকে সুস্থ করেছেন। আমরা এখন এ ধরনেরই একটি ঘটনা দেখব, যেখানে তিনি যিরীহো শহরের কাছে এক ব্যক্তিকে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মথি দু'জন ব্যক্তির কথা বলেছেন, যাদেরকে খ্রীষ্ট যিরীহো শহর থেকে বের হওয়ার সময় সুস্থ করেছিলেন (মথি ২০:৩০)। মার্ক আমাদেরকে একজন ব্যক্তির কথা বলেছেন এবং তার নামও উল্লেখ করেছেন, যাকে খ্রীষ্ট যিরীহোতে যাওয়ার সময় সুস্থ করেছিলেন (মার্ক ১০:৪৬)। লূক এখানে বলেছেন যে, খ্রীষ্ট যখন যিরীহোর কাছে এসেছিলেন তখন তিনি এই কাজটি করেন, এটি হতে পারে তিনি যিরীহোতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন আবার হতে পারে তিনি এর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করুন:

ক. এই অন্ধ হতভাগ্য লোকটি পথের পাশে বসে ভিক্ষে করছিল, পদ ৩৫। এতে আমরা দেখতে পাই যে, সে শুধুমাত্র অন্ধই ছিল না, সেই সাথে দরিদ্রও ছিল। তার কোন সম্পদ ছিল না, তার কোন আত্মীয়-স্বজনও ছিল না যে তার দেখাশোনা করতে পারে। সে ছিল এই মানব জগতের মধ্যে সবচেয়ে হতদরিদ্র এবং দুর্ভাগা একজন লোক, যাদেরকে উদ্ধার করতেই খ্রীষ্ট এসেছিলেন। তারা নিঃস্ব এবং হতদরিদ্র, কারণ তারা অন্ধ এবং দরিদ্র (প্রকা ৩:১৭)। সে সেই স্থানে বসে ভিক্ষা করতো, কারণ সে অন্ধ ছিল এবং সে জীবিকার নির্বাহের জন্য আর কোন কাজ করতে পারতো না। লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের সৃষ্ট এই

পৃথিবীতে অত্যন্ত হতদরিদ্র এবং নিজের প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না, তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করার প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের সাহায্যপ্রার্থী কোন লোক যদি পথের পাশে আমাদের চোখে পড়ে তাহলে তাকে কোনমতেই ফেলে আসা উচিত হবে না, বরং তাকে সাহায্য করা উচিত। খ্রীষ্ট এখানে একজন সাধারণ ভিক্ষুকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। যদিও এ ধরনের ভিক্ষুকদের মধ্যে অনেক সময় ভণ্ডদেরকে দেখা যায়, কিন্তু তবুও আমাদের উচিত সব সময় তাদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকা।

খ. বহু সংখ্যক লোকের হেঁটে যাওয়ার আওয়াজ শুনে সেই ভিক্ষুকটি জিজ্ঞেস করেছিল যে, কি ঘটছে এখানে, পদ ৩৬। এই ঘটনাটি আমরা আগে দেখি নি। এটি আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, কৌতূহলী হওয়া ভাল এবং যারা কৌতূহল প্রকাশ করে তারা কোন না কোন সময় এর সুফল লাভ করে। যারা তাদের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেতে চায় তাদেরকে অবশ্যই শ্রবণ শক্তি আরও প্রখর করতে হবে। যেহেতু তারা নিজেদের চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তাই তাদের উচিত হবে কোন কিছু জানার জন্য কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া। তাদের উচিত অন্য লোকদের চোখ ব্যবহার করে সব কিছু সম্পর্কে জানা। এই কাজটিই সেই অন্ধ লোকটি করেছিল এবং মাধ্যমে সে জানতে পেরেছিল যে, নাসরতের যীশু খ্রীষ্ট এখান দিয়েই যাচ্ছেন, পদ ৩৭। খ্রীষ্টের পথে থাকা উত্তম এবং আমরা যখনই সুযোগ পাই না কেন, আমাদের উচিত হবে তাঁকে অনুসরণ করা। কোনমতেই আমাদের এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানো উচিত হবে না।

গ. তার প্রার্থনা বা প্রার্থনা ছিল একাধারে বিশ্বাস এবং অন্য দিকে প্রবল আকুতিতে পূর্ণ: হে যীশু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি করুণা করুন, পদ ৩৮। সে খ্রীষ্টকে দায়ূদের সন্তান বলে সম্বোধন করেছিল, যিনি প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট। সে তাঁকে খ্রীষ্ট বলে বিশ্বাস করেছিল, যিনি পরিত্রাণকর্তা। সে বিশ্বাস করেছিল যে, তিনি তাকে সাহায্য করতে এবং তাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারবেন। এ কারণেই সে আকুল স্বরে খ্রীষ্টের সাহায্য কামনা করেছিল: "আমার উপরে দয়া করুন, আমার পাপ ক্ষমা করুন; আমার দৈন্যদশা দেখে আমাকে দয়া করুন।" খ্রীষ্ট একজন দয়াময় এবং করুণাময় রাজা। যারা তাঁকে নিজেদের মনের মাঝে দায়ূদের সন্তান বলে ধারণ ও লালন করে, তাদের কাছে তিনি সেভাবেই উপস্থিত হবেন এবং যখন তারা প্রার্থনা করবে তখন তিনি তাদেরকে অজস্র দয়া করবেন; কারণ খ্রীষ্টের দয়া ও অনুগ্রহ সবার জন্যই।

ঘ. যারা খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়, তাদের কখনোই খ্রীষ্টের কাছ থেকে তা পাওয়ার আশা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, যদিও তারা হয়তোবা অনেক বিরোধিতা এবং তিরস্কারের সম্মুখীন হতে পারে। যারা সমস্যা সৃষ্টিকারী দাসের মত খ্রীষ্টকে যন্ত্রণা দেবে, গোলমাল করবে ও অধৈর্য হবে, তিনি তাদেরকে তাঁর শান্তি ধরে রাখতে বলবেন। কিন্তু তিনি তার আবেদন অগ্রাহ্য করে চলে যেতে থাকবেন। আর সে সময় সে আরও জোরে জোরে চিৎকার করে বলে উঠবে, *হে দায়ূদ সন্তান, আমার উপরে দয়া করুন*। যারা অনেক দ্রুত প্রার্থনা করে, তারা নিশ্চয়ই অনেক দ্রুত অধৈর্য হয়ে পড়ে। অধ্যায়ের শেষে এই ইতিহাস আমাদেরকে সেই একই জিনিস দেখায় যা অধ্যায়ের শুরুতে ঘটেছিল।

সেই দৃষ্টান্তটি, যেখানে বলা হয়েছে যে, মানুষকে অবশ্যই একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করে যেতে হবে, থেমে গেলে চলবে না।

ঙ. খ্রীষ্ট দরিদ্র ভিক্ষুকদেরকে উৎসাহিত করেছেন, যাদেরকে মানুষ দেখলে ভ্রূকুটি করে, এবং তিনি তাদেরকে নিজের কাছে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাদেরকে আপ্যায়ন করতে চান এবং তাদেরকে স্বাগত জানাতে চান। তিনি তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন। লক্ষ্য করুন, এ ধরনের হতদরিদ্র লোকদের জন্য খ্রীষ্টের মাঝে তাঁর শিষ্যদের চাইতে অনেক বেশি সহানুভূতি রয়েছে। যদিও খ্রীষ্ট সে সময় যাত্রাপথে ছিলেন, তবুও তিনি থামলেন এবং দাঁড়ালেন। তিনি তাকে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। যারা এতক্ষণ তাকে অবহেলা করে এসেছে তারাই এখন খ্রীষ্টের কাছে তাকে নিয়ে আসার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

চ. যদিও খ্রীষ্ট আমাদের সকল অভাব ও প্রয়োজন সম্পর্কে জানেন, তবুও তিনি সে সব আমাদের মুখ থেকে শুনতে চান (পদ ৪১): *তুমি কি চাও? আমি তোমার জন্য কি করবো?* ঈশ্বরের সামনে আমাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আমাদের সমস্ত চাহিদা এবং অভাব ও প্রয়োজনগুলো জানিয়ে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি যে, আমাদের কতটা দয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং আমরা ঈশ্বরের উপর কতটা নির্ভরশীল। সেই সাথে এটি আমাদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন যে, আমরা যেন এভাবে প্রার্থনা করি, নতুবা তা আমাদের জন্য উপযোগী হবে না। এই লোকটি খ্রীষ্টের সামনে তার আত্মাকে মেলে ধরেছিল, যখন সে বলেছিল, *প্রভু, আমি যেন দেখতে পাই*। এভাবেই আমাদেরকে প্রার্থনায় পৃথকভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে; বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র উল্লেখ করতে হবে।

ছ. খ্রীষ্টের উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়ে এবং এর উপরে ভিত্তি স্থাপন করে বিশ্বাসে আমাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে এবং তা কোনমতেই বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না। এই প্রার্থনা শুধুমাত্র যে শান্তির একটি উত্তর লাভ করবে তাই নয়, সেই সাথে এটি মর্যাদাও লাভ করবে (পদ ৪২): খ্রীষ্ট বললেন, *আচ্ছা, তা-ই হোক। তুমি বিশ্বাস করেছ বলে ভাল হয়েছ*। সত্যিকার বিশ্বাস প্রার্থনার মাঝে আকুলতা তৈরি করে এবং এ দু'টি একত্রে খ্রীষ্টের দয়ার ফল প্রচুররূপে ফলাতে সাহায্য করে। সে সময় আমাদের সব কষ্ট মুছে যায় এবং আমাদের স্বস্তি ও সান্ত্বনা দ্বিগুণ হয়ে যায়, যখন আমরা বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পাই।

জ. খ্রীষ্টের অনুগ্রহ অবশ্যই কৃতজ্ঞতা সহকারে মনে রাখা উচিত; কারণ তা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রশংসা করা, তাঁরই মহিমা করা, পদ ৪৩।

১. দরিদ্র ভিক্ষুকটি, যার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া হল এইমাত্র, সে নিজেই খ্রীষ্টের পিছন পিছন যেতে লাগল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা ও মহিমা করতে লাগল। খ্রীষ্ট তাঁর নিজ পিতার মহিমা করাকেই সেই ভিক্ষুকটির কাজ হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সুস্থ হয়ে যারা ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করে, তাদের প্রশংসায় তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হন। সব ধরনের প্রশংসার মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশংসা হচ্ছে খ্রীষ্টের প্রশংসা করা এবং তাঁকে সম্মান জানানো। তিনিই যে প্রভু তা স্বীকার করার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর পিতা ঈশ্বরের প্রশংসা করি। আমরা যদি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করি তবে তা তাঁরই মহিমা

প্রকাশ করে। বিশেষ করে যাদের চোখ খুলে দেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই আদেশটি অবশ্য পালনীয়।

২. যে সমস্ত লোকেরা এই ঘটনা দেখেছিল, তারা সেখানে ঈশ্বরের প্রশংসা না করে পারলো না, যিনি এই মনুষ্যপুত্রকে এত ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাঁর মধ্য দিয়ে মানুষের সন্তানদের উপর এত অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। লক্ষ্য করুন, আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের উপর করা দয়া ও অনুগ্রহের কাজ ছাড়াও অন্যান্যদের উপর করা দয়া এবং অনুগ্রহের কাজের জন্য প্রশংসা ও গৌরব প্রকাশ করা কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

লূক লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৯

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো, ক. যিরীহোতে কর-আদায়কারী সক্কেয়র মন পরিবর্তন (পদ ১-১০)। খ. তালন্তের দৃষ্টান্ত, যা একজন রাজা বিশ্বাস করে তার দাস এবং বিদ্রোহী নাগরিকদের দিয়েছিলেন (পদ ১১-২৭)। গ. যিরূশালেমে খ্রীষ্টের বিজয় যাত্রা (আক্ষরিক অর্থেই তা ছিল বিজয়); এবং সেই শহরের আসন্ন ধ্বংসের জন্য তাঁর বিলাপ (পদ ২৮-৪৪)। ঘ. মন্দিরে তাঁর শিক্ষা এবং সেখান থেকে ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের বের করে দেওয়া (পদ ৪৫-৪৮)।

লূক ১৯:১-১০ পদ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এমন অনেকেই খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিল, যারা কখনো খ্রীষ্টের সুসমাচার শোনে নি। এদের অনেকের কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেমন এখানে আমরা যিরীহো নগরীর সক্কেয়র মন পরিবর্তনের ঘটনাটি দেখতে পাই, যে সময় খ্রীষ্ট যিরীহো নগরী দিয়ে যাচ্ছিলেন, পদ ১। নগরীটি নির্মিত হয়েছিল একটি অভিশাপের মধ্য দিয়ে, কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর উপস্থিতি দ্বারা সেই নগরীটিকে পবিত্র করলেন; কারণ সুসমাচার সব ধরনের অভিশাপ তুলে নেয়। খ্রীষ্ট সে সময় যর্দন নদীর অপর পার থেকে বৈথনিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন, যা যিরূশালেমের খুব কাছেই অবস্থিত ছিল। সেখানে তিনি লাসারের জীবন রক্ষা করার জন্য যাচ্ছিলেন। খ্রীষ্ট যখন কোন একটি ভাল কাজ করতে যান তখন তিনি যেতে যেতে আরও অনেক ভাল কাজ করেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. এই সক্কেয় কে ছিল: এখানে তার যে নামটি বলা হয়েছে সেটি একটি হিব্রু নাম। *সাক্কাই* ছিল ইব্রীয়দের মধ্যকার একটি সাধারণ নাম। তাদের মধ্যে এই নামের একজন বিখ্যাত রব্বি বা ধর্মগুরু ছিলেন। লক্ষ্য করুন:

১. তার আহ্বান এবং সে যে পদে ছিল: সে ছিল কর-আদায়কারীদের প্রধান বা নেতা। সে সকলের কাছ থেকে কর আদায় করে নিজের কাছে জমা করে রাখত। অন্যান্য কর-আদায়কারীরা তার অধীনে থেকে কাজ করতো। আমরা অনেক সময় খ্রীষ্টের কাছে কর-আদায়কারীদের আসতে দেখি; কিন্তু এখানে আমরা দেখছি কর-আদায়কারীদের নেতা বা প্রধান নিজেই খ্রীষ্টের কাছে এসেছে তাঁর সাথে দেখা করতে, তাঁর খোঁজ করতে। ঈশ্বরের নির্বাচিত লোক সব ধরনের পেশার ও গোষ্ঠীর ভেতর থেকেই আসবে। খ্রীষ্ট এমন কি কর-আদায়কারীদের নেতাকেও পরিত্রাণ দিতে এসেছিলেন।

২. এই পৃথিবীতে তার বিষয় সম্পত্তি অত্যন্ত ভাল পরিমাণে ছিল: সে ছিল অত্যন্ত ধনী। সাধারণ কর-আদায়কারীরা গতানুগতিকভাবেই অত্যন্ত কম আয়ের লোক ছিল এবং এই জগতে তাদের তেমন ধন সম্পদ ছিল না। কিন্তু সক্কেয় ছিল কর-আদায়কারীদের নেতা

এবং সে অনেক সম্পদ তৈরি করেছিল। খ্রীষ্ট পরে দেখিয়েছেন যে, এই জগতে ধনীদের পক্ষে স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করা কতটা কঠিন। যদিও এখন তিনি এমন একজন ধনী মানুষকে দেখাচ্ছেন, যে কিনা হারিয়ে গিয়েছিল কিন্তু আবার ফিরে এসেছে এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।

খ. কিভাবে সে খ্রীষ্টের পথে আসলো এবং কিভাবে তার সাথে খ্রীষ্টের দেখা হল:

১. যীশু খ্রীষ্টকে দেখার জন্য সক্কেয়র ভেতরে অদম্য কৌতূহল ছিল। সে তাঁর সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা শুনেছিল। আর তাই সে তাঁকে দেখতে চাইছিল, পদ ৩। যাদের কথা আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করেছে এবং মধুর বাণীর মত আমাদের কানকে শীতল করেছে, তাদেরকে দেখতে চাওয়া বা তাদের সংস্পর্শে যেতে চাওয়া অবশ্যই আমাদের জন্য একটি অন্যতম দায়িত্ব। আমাদের অবশ্যই এ ধরনের মানুষের সংস্পর্শে যাওয়া উচিত, যারা মহান এবং ধার্মিক বলে পরিচিত। আমাদেরকে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টকেও খুঁজতে হবে, তবে তা আমাদের খুঁজতে হবে বিশ্বাসের চোখ দিয়ে।

২. সে তার এই কৌতূহল মেটাতে পারছিল না, কারণ সে ছিল বেঁটে। এছাড়া জনতার ভিড়ও অনেক বেশি ছিল। খ্রীষ্ট কখনোই নিজেকে সকলের কাছে জাহির করার চেষ্টা করেন নি, তাই তিনি সহজে কোন মঞ্চের উপর উঠতেন না। তিনি রাস্তায়, পাহাড়ে, মাঠে এবং লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বেশিরভাগ সময় শিক্ষা দিতেন। তাই বেঁটে সক্কেয় এত মানুষের ভিড়ে খ্রীষ্টকে দেখতে পাচ্ছিল না। আমাদের কার মত হওয়া উচিত: সক্কেয়র মত বেঁটে, না কি তালুতের মত লম্বা? সক্কেয় বেঁটে হলেও সে খ্রীষ্টের খোঁজ করেছে, স্বর্গ-রাজ্যের খোঁজ করেছে। কিন্তু শৌল লম্বা এবং চওড়া কাঁধের অধিকারী হলেও তিনি স্বর্গ-রাজ্যের আহ্বান থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখানে সক্কেয় তার এই কম উচ্চতার কারণে খ্রীষ্টকে দেখার আগ্রহ দমালো না, বরং সে তার মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে দমন করল। সে একটি গাছে উঠল যেন সে খ্রীষ্টকে দেখতে পারে (পদ ৫) এবং এতে করে সে তার জীবনের জন্য সবচেয়ে ভাল কাজটি করল, পদ ৬।

গ. খ্রীষ্ট তাকে লক্ষ্য করলেন এবং তাকে আহ্বান করলেন, পদ ৫।

১. খ্রীষ্ট সক্কেয়র বাড়িতে নিজের আতিথেয়তা গ্রহণের জন্য তাকে প্রস্তাব দিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খ্রীষ্ট তাকে খুব উষ্ণভাবে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সক্কেয় তার হৃদয় খুলে দিল এবং সে খ্রীষ্টকে তার বাড়িতে সাদরে গ্রহণ করল। সক্কেয় যখন সেই গাছে উঠল, তখনই খ্রীষ্ট তার দিকে তাকালেন। সে একটি ডুমুর গাছে উঠেছিল, ঠিক একটি বাচ্চা ছেলের মত। সেখান থেকে সে খ্রীষ্টের দিকে তাকিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, যারা আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টকে দেখতে চায়, তারা যে কোন মূল্যে হোক তাঁকে দেখার চেষ্টা করে। সে শুধুমাত্র খ্রীষ্টকে দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু খ্রীষ্টই তাকে ডাকলেন এবং তারই বাড়িতে যাওয়ার আহ্বান জানালেন। এটি ছিল এক মহা সম্মান এবং তার যা প্রাপ্য ছিল তার চেয়ে বেশিই সে পেয়েছিল। খ্রীষ্ট তাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন যেন সে আলোর পথে আরও অগ্রসর হয়। যে খ্রীষ্টকে জানে, খ্রীষ্টও তাকে জানবেন। লক্ষ্য করুন, যারা সামান্য বিষয়ে বিশ্বাস

করে, তারা বড় বিষয়েও বিশ্বাস করবে বলে ধরে নেওয়া যায়। অনেক সময় সক্কেয়র মত যারা খ্রীষ্টের কাছে প্রচার শুনতে আসতো, তারা শুধুমাত্র কৌতূহলের কারণে খ্রীষ্টের কাছে আসতো। কিন্তু অনেকে ক্ষেত্রেই তাদের হৃদয় পরিবর্তিত হত। তারা খ্রীষ্টের স্পর্শ পেয়ে পরিবর্তিত হত, তাদের হৃদয় পরিবর্তিত হত। খ্রীষ্ট সে সময় তাকে তার নাম ধরে ডাকলেন, *সক্কেয়;* কারণ সে এই নামেই পরিচিত ছিল। তার নাম জীবন শাস্ত্রে লেখা ছিল, তাই খ্রীষ্ট তার নাম জানতেন। সক্কেয় নিশ্চয়ই নথনিয়েলের মত করে (যোহন ১:৪৮) খ্রীষ্টকে জিজ্ঞেস করতে পারত, *আপনি আমাকে কি করে চেনেন?* কিন্তু সে ডুমুর গাছে ওঠার আগেই খ্রীষ্ট তাকে দেখেছিলেন এবং তাকে জানতেন। তিনি তাকে তাড়াতাড়ি করে ডাকার কারণে সে দ্রুত নেমে আসল। যাদেরকে খ্রীষ্ট ডাকবেন তাদের উচিত হবে খুব দ্রুত তাঁর কাছে চলে আসা এবং নম্রতা সহকারে তাঁর কাছে আসা। সক্কেয়র মোটেও তাড়াহুড়ো করার দরকার ছিল না, তবুও সে তাড়াহুড়ো করেছিল। সে জানতো যে, এটি এমন এক আহ্বান যা কোনক্রমেই ফেলে দেওয়ার মত নয়।

২. সক্কেয় এত আনন্দিত হয়েছিল যে, সে নিজেকে অনেক বেশি সম্মানিত বোধ করেছিল (পদ ৬): সে তাড়াহুড়ো করে নেমে এল এবং খ্রীষ্টকে আনন্দের সাথে তার বাড়িতে গ্রহণ করল। খ্রীষ্টকে তার বাড়িতে মেহমান হিসেবে পেয়ে তার হৃদয় আনন্দে ভরে গেল। লক্ষ্য করুন, যখন খ্রীষ্ট আমাদেরকে আহ্বান করেন, তখন আমাদের উচিত হবে তাঁর আহ্বানে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সাড়া দেওয়া এবং যখন তিনি আমাদের কাছে আসবেন তখন আমাদের উচিত হবে তাঁকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করা। তিনি তাঁর সাথে করে যত মঙ্গলময়তা নিয়ে আসবেন তার সব কিছুর জন্যই আমাদের উচিত হবে আনন্দ করা। খ্রীষ্ট অনেক সময়ই বলেছেন, *আমার জন্য দরজা খুলে দাও*। আমাদের উচিত হবে আমাদের হৃদয়ের দরজা তাঁর জন্য চিরকাল খোলা রাখা। সক্কেয় যেভাবে দ্রুততার সাথে খ্রীষ্টকে বরণ করার জন্য নেমে এল তা আমাদেরকে লজ্জিত করে। আমরা যদি খ্রীষ্টকে আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এরকম আন্তরিক না হই তাহলে তা আমাদের জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। আমরা এখন খ্রীষ্টকে আমাদের ঘরে আপ্যায়ন করতে পারব না ঠিকই, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা এবং তাঁর অনুসারীরা আমাদের মাঝে রয়েছেন। আমরা তাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সাধ্য অনুসারে আপ্যায়ন করতে পারি।

ঘ. খ্রীষ্ট এবং সক্কেয়র মধ্যে এই ধরনের আন্তরিক বাক্যালাপে লোকেরা যে রকম ভুল ধারণা পোষণ করল। সেই সকল সঙ্কীর্ণমনা যিহূদীরা নিজেরা বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "তিনি কেমন মানুষ যে, এ ধরনের একজন পাপীর বাড়িতে খেতে যাচ্ছেন? এ ধরনের একজন পাপী মানুষের সাথে তিনি কেন যাচ্ছেন? তাহলে কি তিনি এবং তাঁর শিষ্যরাও পাপী নন?" খ্রীষ্ট এই জগতে এসেছিলেন পাপীদেরকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে এবং তাদের পাপ থেকে মুক্ত করে পরিত্রাণের পথ দেখাতে। এখন খ্রীষ্টকে এই পাপীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য দোষারোপ করা খুবই অন্যায্য বিষয় হবে। লক্ষ্য করুন:

১. যদিও সক্কেয় একজন কর-আদায়কারী ছিল এবং অনেক কর-আদায়কারীর মত সেও খুব মন্দ একজন মানুষ ছিল, তথাপি সে তার মন ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়েছিল এবং সে

খ্রীষ্টের প্রচার শুনে তার হৃদয় পূর্ণ করতে চেয়েছিল।

২. যদিও সে একজন পাপী ছিল, তথাপি সে এখন আর খারাপ মানুষ বা পাপী মানুষ নয়, কারণ সে খ্রীষ্টকে তার হৃদয়ে আহ্বান জানিয়েছে এবং তার অন্তর থেকে সকল প্রকার মন্দ চিন্তা দূরীভূত হয়ে গেছে। সে যদিও অতীতে খারাপ জীবন যাপন করেছে, তথাপি সে এখন বর্তমানে উত্তম জীবন যাপন করতে শুরু করেছে। আমরা যখন থেকে অনুশোচনা করব, তখন থেকেই আমরা খ্রীষ্টের অধীনে থাকি।

৩. যদিও সে একজন পাপী ছিল, তথাপি তার কাছে যাওয়ার জন্য খ্রীষ্টকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ একজন পাপীর কাছ থেকে তাঁর আঘাত পাওয়ার বা তাঁর নিজেরও কলুষিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। রোগী অসুস্থ হলে কি চিকিৎসক তার কাছে যান না?

৪. সক্কেয় প্রকাশ্যে তার পাপের স্বীকারোক্তি দিল এবং এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করল। সে একজন পাপী ছিল ঠিকই, কিন্তু সে এখন অনুশোচনা করেছে এবং সে এখন সত্যিকারভাবে তার মন পরিবর্তন করেছে, পদ ৮। তার কাজের জন্য তাকে ফরীশীদের মত করে বিচার করার প্রয়োজন নেই, যারা তাদের কাজের জন্য গর্ববোধ করে এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। এখন সে তার ভাল কাজের দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবে এবং এতে করে সে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে। সে তার সিদ্ধান্ত এখানে প্রকাশ করল, যা সে তার পাপের অনুশোচনার জন্য করেছিল। যেহেতু খ্রীষ্ট এখন তাঁর বাসায় এসেছেন, তাই সে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত পাপ স্বীকার করল এবং সে তার পাপের জন্য সকলের কাছে প্রায়শ্চিত্ত করার ঘোষণা দিল। সে জানালো যে, সে খ্রীষ্টের সাক্ষাতে এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে পাপ করেছে, তাই সে অপরাধী। আমাদের সকল মন্দ কাজের জন্য অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছে ক্ষমা চেয়ে আবেদন করতে হবে এবং নিজেকে তাঁর সামনে শুদ্ধ প্রমাণ করতে হবে। আমাদের হৃদয় ও মনকে পবিত্র করে খ্রীষ্টের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে। সক্কেয় তার মনকে পুরোপুরিভাবে পরিবর্তন করেছিল এবং নিজেকে সম্পূর্ণ পবিত্র করতে চেয়েছিল।

১. সক্কেয়র অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল এবং এই সমস্ত সম্পত্তি সে তার নিজের জন্য জড়ো করেছিল, যা তার নিজেরই ক্ষতি করছিল। এখন সে বুঝতে পেরেছে যে, এই সম্পত্তি ভাল কাজের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে দিতে হবে, যাতে করে সে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে: *প্রভু দেখুন, আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি দরিদ্রদেরকে দান করছি; আর যদি অন্যায়পূর্বক কারো কিছু হরণ করে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি*। সম্ভবত সে খ্রীষ্টের এই শিক্ষা শুনেছিল, যেখানে তিনি একজন ধনী ব্যক্তিকে তার সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দিয়ে তা দরিদ্রদেরকে দেওয়ার পর তাঁর পিছনে আসার জন্য এবং তাঁকে অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন (মথি ১৯:২১)। এই কারণেই সে খ্রীষ্টের কাছে এই কাজ করার জন্য ওয়াদা করল। সক্কেয় খ্রীষ্টকে বলল, "প্রভু, আমি অনেক পাপ করেছি। তাই আমি শুধুমাত্র তাদের যে পরিমাণ সম্পদ প্রাপ্য তাই দেব না, সেই সাথে আমি তাদেরকে তার চারগুণ ফিরিয়ে দেব। এমনকি আমার সম্পত্তির অর্ধেক অংশও তাদেরকে দিয়ে দেব।" সে তার সম্পত্তির অর্ধেক অংশ গরিবদেরকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল, যার পরিমাণ নেহায়েত কম ছিল না। যীশু খ্রীষ্ট প্রায়ই একটি কথা বলতেন যে, মানুষের বার্ষিক আয়ের

এক পঞ্চমাংস ধর্মীয় কাজে ব্যয় করা অত্যন্ত পূণ্যের কাজ। কিন্তু সক্কেয় আর বেশি দিতে চেয়েছিল। সে নিজের সম্পত্তির অর্ধেক অংশই তাদেরকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল।

২. সক্কেয় তার নিজের ব্যাপারে এই কথা জানত যে, সে তার আয়ের সমস্ত কিছু সৎভাবে এবং নিয়মমাফিক উপার্জন করে নি; বরং সে অসৎভাবে এবং বেআইনীভাবে অনেক অর্থ আয় করেছে। সে এর সবই ফিরিয়ে দেবে বলে স্বীকার করল: “আমি যদি কারও কাছ থেকে জোরপূর্বক কিছু নিয়ে থাকি, কিংবা আমি যদি ব্যবসায়ের খাতিরে কারও সাথে ঠগবাজি করে থাকি, যা আমার নেওয়ার কথা ছিল তার থেকে অনেক বেশি নিয়ে থাকি, তাহলে আমি প্রত্যেককে যার কাছ থেকে যে পরিমাণ নিয়েছি তার চারগুণ বেশি ফিরিয়ে দেব।

(১) সে খুব সরলভাবেই এই কথা বলেছিল যে, সে ভুল কাজ করেছে। তাকে যে পদ দেওয়া হয়েছিল, কর-আদায়কারীর কাজ, সেখানে সে সৎভাবে তার কাজ করে নি। সে বেআইনীভাবে অনেক অর্থ আত্মসাৎ করেছে। এতে সে এখন অনুতপ্ত হচ্ছে এবং সে এই সমস্ত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করছে।

(২) সে ভুল কাজ করে এই পৃথিবীতে পাপ করেছে এবং সে কর-আদায়কারী হিসেবে যারা কাজ করে তাদের সকলের মতই সাধারণ সেই প্রলোভনে পতিত হয়েছে, যার সম্পর্কে বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাদের সকলকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন (লূক ৩:১৪)। সরকার তাদের পক্ষে ছিল এবং তারা যা যা করত তার সবই সরকারের পক্ষে কর আদায়ের জন্য করত। আর সেখান থেকেই তারা কিছু অংশ তাদের নিজেদের জন্য রেখে দিত। এতে করে তারা মহা এক পাপ করত, যাকে চৌর্য্যবৃত্তি বলে অভিহিত করা যায়।

(৩) সে চারগুণ ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল। সে তার বই খুঁজে দেখবে যে, সে কতজন মানুষের কাছ থেকে অন্যায়পূর্বক টাকা আদায় করেছে এবং সে অনুসারে সে তাদের সমস্ত পাওনার চারগুণ ফিরিয়ে দেবে। সে এ কথা বলে নি যে, “যদি আমাকে আদালতে ডাকা হয় এবং আমাকে সমস্ত দেনা পরিশোধ করতে বলা হয়, তাহলে আমি তা ফিরিয়ে দেব;” কারণ অনেকেই যখন আর পারে না তখন সৎ জীবন যাপনে উৎসাহী হয়। কিন্তু সে তা স্বেচ্ছায় করতে চেয়েছিল: *এটি হচ্ছে আমার নিজের কাজ এবং চুক্তি*। লক্ষ্য করুন, যারা বুঝতে পারে যে, তারা ভুল করেছে, তারা অন্য কোনভাবে তাদের অনুশোচনা প্রকাশ করে না; বরং তারা তাদের সমস্ত দেনা শোধ করে দেয়। আরও দেখুন, সে এটা মনে করে নি যে, তার সম্পত্তির অর্ধেক অংশ দিয়ে দিলেই সে যা ভুল করছে তা ক্ষমা হয়ে যাবে। ঈশ্বর পোড়ানো-উৎসর্গর জন্য ডাকাতি করে আনা সম্পদ ঘৃণা করেন এবং আমাদেরকে অবশ্যই প্রথমত ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করতে হবে এবং এর পরে দয়াপূর্ণ ভালবাসা দেখাতে হবে। যা আমাদের নিজেদের নয়, তা যদি আমরা দান করি, তাহলে তা দয়া হবে না, বরং ভণ্ডামী বলে গণ্য হবে। সেই সাথে আমাদেরকে এটিও স্মরণে রাখতে হবে যে, যা আমরা সৎ উপায়ে উপার্জন করি নি, কিংবা যা আমরা পাওনা আদায় করার মাধ্যমে উপার্জন করেছি এবং ভুল কাজের জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, এগুলোও বিবেচ্য হবে না।

৬. সক্কেয়র মন পরিবর্তনের প্রতি খ্রীষ্ট তাঁর সাধুবাদ এবং সমর্থন ব্যক্ত করলেন। সেই সাথে এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে তার মেহমান হওয়ার কলঙ্ক থেকে পরিষ্কার রাখলেন, পদ ৯,১০।

১. এখন সক্কেয় একজন সুখী মানুষ বলে গণ্য হল। সে এখন পাপ থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে। এখন সে খ্রীষ্টকে তার ঘরে স্বাগত জানালো এবং একজন সৎ, দানশীল ও ভাল মানুষে পরিণত হল: *আজ এই দিনে এই বাড়িতে পরিত্রাণ উপস্থিত হল*। এখন যেহেতু সে পরিবর্তিত হয়েছে, তাই সে পরিত্রাণ লাভ করেছে এবং উদ্ধার পেয়েছে। সে তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করেছে, সেই সকল পাপের দায়ভার থেকে সে মুক্ত হয়েছে। সে সকল পাপের ক্ষমতার কবল থেকে সে বের হয়ে এসেছে; পরিত্রাণের সকল সুফলই সে লাভ করেছে। খ্রীষ্ট তার ঘরে এসেছেন এবং যখন খ্রীষ্ট এসেছেন তখনই তিনি তার জন্য পরিত্রাণ বয়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চিরকালীন অনন্ত পরিত্রাণের রচয়িতা। যারা সক্কেয়র মত করে তাঁকে গ্রহণ করবে তারাই তাঁর সেই পরিত্রাণ লাভ করবে। তবে এই শেষ নয়। আজকের এই দিনে এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হয়েছে।

(১) যখন সক্কেয় পরিবর্তিত হল, তখন সে এই গৃহের জন্য অন্য সকলের চেয়ে বেশি অনুগ্রহের পাত্র বলে গণিত হল। সে এই গৃহে অনুগ্রহ এবং পরিত্রাণের জন্য মাধ্যম হিসেবে পরিণত হয়েছে, কারণ এখন সে অব্রাহামের সন্তানদের একজন বলে পরিগণিত হয়েছে। আর এই কারণেই সে অব্রাহামের মত করেই তার গৃহের সকলকে ঈশ্বরের পথে চলার জন্য শিক্ষা দেবে। সে এক সময় তার অতিরিক্ত লোভের কারণে তার গৃহে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল এবং তার গৃহের উপরে অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল (ইব ২:৯), কিন্তু এখন সে দরিদ্রদের প্রতি দানশীল হওয়ার মধ্য দিয়ে তার নিজ গৃহের জন্যই দয়া প্রদর্শন করছে এবং সে তার নিজ গৃহে পরিত্রাণ এবং অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে এসেছে (গীতসংহিতা ১১২:৩)।

(২) যখন সক্কেয় খ্রীষ্টের কাছে নিজ পরিবারকে উপস্থান করলো, তখন তার পরিবারও খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হল এবং তখন থেকেই তার সন্তানেরা মণ্ডলীর একটি অংশ হিসেবে গণিত হল; আর সেই কারণেই পরিত্রাণ তার ঘরে এসে উপস্থিত হল। যেহেতু সে এখন অব্রাহামের সন্তানদের একজন, আর তাই সে এখন অব্রাহামের সাথে করা ঈশ্বরের চুক্তি অধীনে আসলো। এভাবেই অব্রাহামের উপর করা আশীর্বাদ কর-আদায়কারীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হল, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে অযিহূদীদের মধ্যেও তা সঞ্চারিত হয়। আর তখন থেকে ঈশ্বর তাদেরকে নিজ সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আর তাই যখন থেকে সে বিশ্বাস করেছে তখন থেকেই এই গৃহে পরিত্রাণ এসে গেছে; ঠিক যেভাবে সেই জেল রক্ষীকে বলা হয়েছে: *প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করো, তাতে তুমি ও তোমার পরিবার পরিত্রাণ পাবে* (প্রেরিত ১৬:৩১)। সক্কেয় জন্মগতভাবে অব্রাহামের একজন বংশধর, কিন্তু কর-আদায়কারী হিসেবে কাজ করার কারণে সে একজন পরজাতি বলে গণ্য হত। তাদেরকে নিচু স্তরের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হত (মথি ১৮:১৭)। আর এই কারণেই যিহূদীরা তার সাথে কথা বলতে লজ্জা বোধ করতো এবং তারা চাইতো খ্রীষ্টও যেন তেমনটি করেন। কিন্তু সে

তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, একজন সত্যিকার অনুশোচনাকারী হওয়ার মধ্য দিয়ে সে বিচারের কাঠগড়ায় নিজেকে সত্য প্রমাণিত করেছে, যেমনটি অব্রাহামের একজন সত্যিকার বংশধর করে থাকে। এরপর থেকে সে আর কর-আদায়কারীর কাজে ফিরে যায় নি এবং তার বিরুদ্ধে আর সে কারণে কোন অভিযোগ তোলা হবে না।

২. খ্রীষ্ট বিশেষভাবে যা করতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে, তিনি তাকে একজন সুখী মানুষে পরিণত করতে চেয়েছিলেন; যেটি ছিল এই পৃথিবীতে আসার জন্য তাঁর অন্যতম মুখ্য একটি উদ্দেশ্য, পদ ১০। এই একই বিষয় নিয়ে তিনি কর-আদায়কারীদের ব্যাপারে তাঁর আরেকটি আলোচনায় যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন (মথি ৯:১৩)। সেখানে তিনি এই আবেদন জানিয়েছিলেন যে, তিনি সকল পাপীর অনুশোচনা ও মন পরিবর্তনের জন্য এসেছেন। এখন তিনি আরও বলছেন যে, তিনি এসেছেন তাদেরকে খুঁজতে এবং উদ্ধার করতে, যারা হারিয়ে গেছে। লক্ষ্য করুন:

(১) মনুষ্য সন্তানদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা: তারা হারিয়ে গিয়েছিল এবং এখানে সমস্ত মানব জাতিকে একটি অখণ্ড সত্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। আরও দেখুন, মানুষের এই পুরো পৃথিবীই তাদের পতনের কারণে হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীয় পরিণত হয়েছে: একটি শহর যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন যেমন তা হারিয়ে যায়, একজন পথিক বা ভ্রমণকারী যখন প্রান্তরে তার দিশা হারিয়ে ফেলে তখন যেমন সে হারিয়ে যায়, একজন অসুস্থ মানুষের রোগ যখন আর কখনোই সারবে বলে জানা যায় তখন যেমন সে হারিয়ে যায়, কিংবা একজন বন্দীর উপরে যখন শাস্তি কার্যকর করা হয় তখন যেমন সে হারিয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে।

(২) ইবনুল্লাহর অনুগ্রহপূর্ণ পরিকল্পনা: তিনি খুঁজতে এবং উদ্ধার করতেই এসেছেন, উদ্ধার করার জন্যই তিনি অনুসন্ধান করবেন। তিনি স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছেন, যা অনেক বড় একটি যাত্রা। তিনি এসেছেন যা হারিয়ে গেছে, যা উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও পথ হারিয়ে ফেলেছে তা খুঁজতে এবং তা উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনতে (মথি ১৮:১১,১২)। তিনি এসেছেন যা হারিয়ে গেছে তা রক্ষা করতে, যা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বা ধ্বংস হবার মুখে রয়েছে তা উদ্ধার করতে। খ্রীষ্ট এই যুক্তিই দেখিয়েছিলেন যখন তিনি হারিয়ে যাওয়ার মানুষের কথা বলেছেন: তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে এবং মঙ্গলের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট এই হারিয়ে যাওয়া জগতে এসেছিলেন খুঁজতে এবং উদ্ধার করতে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রক্ষা করা, কারণ সে সময় কারও মাঝেই পরিত্রাণ ছিল না। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি সকল ধরনের মাধ্যমের খোঁজ করছেন যা তাঁর পরিত্রাণ প্রদানের কর্মযজ্ঞে প্রয়োজন হবে। তিনি তাদেরকেই খুঁজেছেন যাদেরকে খোঁজা হয় না। তিনি তাদেরকেই খুঁজছেন যারা তাঁকে খোঁজে নি এবং তাঁর অনুসন্ধান করে নি, যেমনটি এখানে আমরা সক্কেয়কে দেখতে পাই।

লূক ১৯:১১-২৭ পদ

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এখন যিরূশালেমে তাঁর গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন, তাঁর শেষ নিস্তার পর্বের ঈদ উদযাপনের জন্য; যে সময়টিতে তিনি কষ্টভোগ করবেন এবং মৃত্যুবরণ করবেন। এখন এখানে আমাদের কাছে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা হচ্ছে:

ক. এই ঈদ উপলক্ষে তাঁর বন্ধুদের মাঝে আকাঙ্খা বা আশা কিভাবে বৃদ্ধি পেল: তাঁরা ভাবছিলেন যে, ঈশ্বরের রাজ্য হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত হবে, পদ ১১। ফরীশীরা এটি এই সময়েই আকাঙ্খা করছিল (লূক ১৭:২০) এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, খ্রীষ্টের শিষ্যরাও তেমনটি কামনা করছিলেন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই এ ব্যাপারে একটি ভুল ধারণা পোষণ করেছিলেন। ফরীশীরা মনে করেছিল যে, এই রাজ্য হয়তো কোন স্বর্গীয় রাজপুত্র বা রাজা বা স্বর্গীয় মন্দিরের পুরোহিত কর্তৃক স্থাপিত হবে। খ্রীষ্টের শিষ্যরা মনে করতেন যে, তাঁদের প্রভু নিজেই এই রাজ্যকে উপস্থাপন করবেন; কিন্তু তখন তাঁর সাথে থাকবে স্বর্গীয় অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা এবং শক্তি। তিনি স্বর্গীয় শক্তি দ্বারা আশ্চর্য কাজ সাধন করবেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তিনি যখনই চাইবেন তখনই নিজেকে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই সেই স্বর্গীয় বাদশাহের উপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত করে ফেলতে পারেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, যিরূশালেম অবশ্যই তাঁর রাজ্যের সিংহাসনের পাদপীঠ হতে চলেছে, আর সে কারণেই খ্রীষ্ট এখন সে দিকে এগিয়ে চলেছেন। এতে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না যে, তাঁরা আর অল্প কিছু মুহূর্ত পরেই সেই সিংহাসনে তাঁদের প্রভুকে দেখতে পাবেন। লক্ষ্য করুন, এমন কি ধার্মিক মানুষেরাও অনেক সময় খ্রীষ্টের রাজ্যের ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে এবং এ ব্যাপারে ভুল মত ব্যক্ত করতে পারে। তাঁরা এ কারণেই ভেবেছিলেন যে, খ্রীষ্টের রাজ্য এখনই প্রকাশিত হবে, যা প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী কোন এক সময়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

খ. কিভাবে তাঁদের আকাঙ্খাকে নিয়ন্ত্রণ করা হল এবং তাঁদের ভুলগুলো যে ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছিল সেই ভিত্তি কিভাবে ভেঙে দেওয়া হল। এই কাজগুলো খ্রীষ্ট তিনটি উপায়ে সম্পাদন করেছিলেন:

১. তাঁরা আশা করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট এখন তাঁর আপন মহিমায় এই মুহূর্তেই প্রকাশিত হবেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে বললেন যে, তিনি প্রকাশ্যে তাঁর পিতার সেই স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন না, যতদিন না তাঁর সময় পূর্ণ হয়। তিনি ছিলেন একজন বিশেষ মহৎ ব্যক্তি, যিনি জন্ম নিয়েছিলেন এক বিশেষ মহৎ স্থান হতে (এমনটিই বলেছেন ড. হ্যামন্ড)। তিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসা প্রভু এবং তিনি জন্মগতভাবেই এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবেন; কিন্তু তিনি দূরের এক দেশে চলে গেলেন, সেখানে তাঁর নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য। খ্রীষ্টকে অবশ্যই স্বর্গে ফিরে যেতে হবে, যাতে করে তিনি তাঁর পিতার ডান পাশে আসন গ্রহণ করতে পারেন এবং সেখান থেকে তিনি যেন সম্মান এবং মর্যাদা লাভ করতে পারেন। যে আত্মার মাধ্যমে তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন সেই আত্মা প্রবাহিত ও সঞ্চারিত হওয়ার আগে এবং এই পৃথিবীতে অযিহূদীদের মাঝে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করার আগেই তিনি সেই সম্মান লাভ করেছেন। তিনি অবশ্যই সেই রাজ্য লাভ করবেন

এবং এরপর তিনি ফিরে যাবেন। খ্রীষ্ট তখনই ফিরেছিলেন, যখন পবিত্র আত্মা দান করা হয়ে গিয়েছিল, যখন যিরূশালেম ধ্বংস করা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়টি ছিল এমন এক জাতির, যারা শত্রুকে মিত্র এবং মিত্রকে দুশমনে পরিণত করেছিল; আর এটিই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাঁর ফিরে আসার ব্যাপারটি দিয়ে প্রধানত যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে, তিনি এমন এক দিনে ফিরে আসবেন যা হবে এক মহান দিন; যা আমরা এখনও প্রত্যাশা করে আছি। যা তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটতে চলেছে বলে ভেবেছিলেন, সে সম্পর্কে খ্রীষ্ট তাঁদেরকে আগেই বলেছিলেন যে, এই ঘটনা ততক্ষণ পর্যন্ত কখনই ঘটবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খ্রীষ্টকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি আবারও একইভাবে ফিরে আসেন (প্রেরিত ১:১১)।

২. তাঁরা এই আশা করেছিলেন যে, তাঁর শিষ্যরা এবং যারা সেখানে সেই সময় উপস্থিত থাকবে তাঁরা সকলে মর্যাদা এবং সম্মান লাভ করবেন এবং তাঁরা সকলে একেক জন বাদশাহে পরিণত হবেন ও খ্রীষ্টের বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হবেন। কিংবা তাঁরা হয়তো প্রশাসক কিংবা বিচারকে পরিণত হবেন এবং তাঁরা সকলে শহরের উপরে বিভিন্ন পদে ন্যস্ত থেকে কর্তৃত্ব করবেন। কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে তাদেরকে বলছেন, এর বদলে তাঁদেরকে কাজের মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে হবে। তাঁদেরকে অবশ্যই শহরে গিয়ে কোন ধরনের ব্যবসা করার কথা চিন্তা করলে চলবে না, যেভাবে এই পৃথিবীর মানুষেরা কাজ করে। তিনি তাঁদেরকে নির্দিষ্ট কিছু কাজ দিয়েছেন এবং সেই কাজের প্রেক্ষিতে তিনি তাঁদেরকে তা সুচারুরূপে পালন করতে বলছেন। খ্রীষ্টের একজন পরিচর্যাকারীর জন্য খুবই গৌরবের একটি কাজ হচ্ছে খ্রীষ্টের সেবা করা এবং তাঁর রাজ্য বৃদ্ধির জন্য কাজ করা। প্রেরিতেরা স্বর্গীয় রাজ্যে গিয়ে খ্রীষ্টের বাম পাশে এবং ডান পাশে বসে থাকার স্বপ্ন দেখেন। তাঁরা তাঁদের বর্তমান দুঃখ-কষ্ট এই ভেবে আনন্দের সাথে কাটিয়ে দেন যে, এই দুঃখ-কষ্ট এবং যন্ত্রণার পর তাঁদের জন্য এক স্বর্গীয় আনন্দ অপেক্ষা করছে। তাঁরা সেই আনন্দ উপভোগ করার জন্য নিজেদেরকে বর্তমান পৃথিবীতে যন্ত্রণাভোগ করতে দেন।

(১) তাঁদেরকে এখন এক মহান কাজ করতে হবে। তাঁদের প্রভু এখন তাঁদেরকে ছেড়ে যাবেন, যাতে করে তিনি তাঁদের জন্য তাঁর রাজ্য প্রস্তুত করতে পারেন। সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার বিদায়ের সময় তার দাসদেরকে একটি করে মুদ্রা দিলেন। সম্ভবত এই মুদ্রা হচ্ছে সেই একই তালন্ত, যা আমরা মথি ২৫ অধ্যায়ে দেখি। সম্ভবত এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে আরও নম্র হতে বলা হচ্ছে এবং আমাদেরকে বলা হচ্ছে যেন আমাদেরকে এই পৃথিবীতে যে সম্পদ দেওয়া হবে তা আমরা সৎভাবে ব্যয় করি। এই দৃষ্টান্তে প্রভু তার দাসদেরকে সেই মুদ্রা দিলেন যেন তারা এ দিয়ে ব্যবসা করতে পারে। তিনি তাদেরকে এ দিয়ে কোন সম্পদ কিনতে বলেন নি, বা দামী দামী কোর্তা বানতে বলেন নি, বা নিজেদের জন্য বিলাসের উপকরণ কিনতে বলেন নি। বরং তিনি বলেছেন যেন এই মুদ্রা দিয়ে তারা ব্যবসা করে: *আমি যে পর্যন্ত না আসি, তুমি তা দিয়ে ব্যবসা কর*। কিংবা এভাবে বলা যেতে পারে, *আমি না আসা পর্যন্ত এ দিয়ে ব্যবসা করতে থাক। ব্যস্ত থাক*। তাই এখানে খ্রীষ্ট আমাদেরকে বোঝাতে চাইছেন, "তোমাদেরকে সুসমাচার প্রচার করার জন্য বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হচ্ছে। তোমরা অনেক জায়গায় গিয়ে মণ্ডলী স্থাপন করবে এবং খ্রীষ্টের জন্য

এই পৃথিবীতে স্থান তৈরি করবে। তোমাদেরকে এর জন্য ক্ষমতা দেওয়া হবে এবং তোমাদেরকে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ করা হবে” (প্রেরিত ১:৮)। যখন খ্রীষ্ট এগারোজন শিষ্যের উপরে তাঁর নিজ আত্মা প্রদান করলেন, তখন তিনি বললেন, *তোমরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর*। ঠিক এখানে এইভাবে এই মনিব বলছেন, “তোমরা এই মুদ্রা গ্রহণ কর। এখন তোমরা তোমাদের ব্যবসায়ে মন দাও এবং যে উপায়ে সবচেয়ে ভালভাবে ব্যবসা করা যায় ও লাভ করা যায় সেভাবেই তা ব্যবহার কর। তোমাদের যথাসাধ্য দিয়ে মানুষের আত্মার জন্য মঙ্গল সাধন কর এবং তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে এসো।” লক্ষ্য করুন:

[১] সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে অবশ্যই খ্রীষ্টের জন্য এই জগতে কাজ করতে হবে, বিশেষ করে পরিচর্যাকারীদেরকে। তাদের কাউকেই অলস হয়ে বসে থাকার জন্য বাপ্তিস্ম দেওয়া হয় নি বা অভিষিক্ত করা হয় নি।

[২] যাদেরকে কাজ করার জন্য খ্রীষ্টের কাছে আহ্বান জানানো হয়, তিনি তাদেরকে সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় দান ও উপহার দেন, যার মধ্য দিয়ে তারা এই জগতে তাঁর জন্য কাজ করবে। অপরদিকে যাদের ক্ষমতার প্রয়োজন তাদেরকে তিনি সেই শক্তি ও ক্ষমতা দেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ সকলকে সেই মুদ্রা দিচ্ছেন; তাদের দায়িত্ব হচ্ছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তিনি তাদেরকে বলছেন, *যাও, এ নিয়ে ব্যবসা কর*।

[৩] আমাদের অবশ্যই এ কথা মাথায় রাখতে হবে যে, আমাদের যত সমস্যা বা যত বিপদই আসুক না কেন, আমাদের প্রভু ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। যারা শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবে, তারাই শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণ পাবে ও রক্ষা পাবে।

(২) তারা অনেকেই খুব কম সময়ের ভেতরে তাদের দেওয়া মুদ্রা ব্যবসা করে অনেক সম্পদ বানিয়ে ফেলল। এই দাসদেরকে তার কাছে ডাকা হল এবং তারা তাকে দেখালো যে, তারা এই মুদ্রা থেকে কি কি সম্পদ বানিয়েছে। খ্রীষ্টের সেবকদেরকেও অবশ্যই এই হিসাব দেখাতে হবে যে, তারা খ্রীষ্টের দেওয়া আত্মিক দান দিয়ে কি কি কাজ করেছেন এবং কতজন মানুষের আত্মার জন্য মঙ্গল সাধন করেছেন। লক্ষ্য করুন:

[১] যারা খ্রীষ্টের জন্য বিশ্বস্তভাবে এবং অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করে যাবে, তারা শেষ পর্যন্ত পুরস্কৃত হবে। আমরা এই পৃথিবীর কাজের ক্ষেত্রে তেমনটি বলতে পারি না, কারণ অনেক কঠোর পরিশ্রমী ব্যবসায়ীও সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু যারা খ্রীষ্টের দেওয়া দান নিয়ে কাজ করবে, তারা অবশ্যই সফল হবে। তারা কোনমতেই ব্যর্থ হবে না। যদিও ইস্রায়েলের সমস্ত মানুষ পবিত্র আত্মার একত্রিত হবে না, তবুও যারা যারা তাঁর কাছে আসবে তারা মহিমান্বিত হবে।

[২] আত্মার পরিবর্তন হচ্ছে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় অর্জন। প্রত্যেক সত্যিকার মন পরিবর্তনকারী খ্রীষ্টের কাছে লাভ হিসেবে গণ্য হবে। পরিচর্যাকারীরা তার পক্ষ হয়ে ব্যবসা করে এই লাভ অর্জন করবেন। তাদেরকে সুসমাচারের জাল দিয়ে মাছরূপ মানুষ ধরতে এবং নিমন্ত্রণ দিয়ে বিবাহ ভোজে মানুষকে নিয়ে আসতে বলা হবে। তারা যতজন মানুষকে

এখানে নিয়ে আসতে পারবেন ততই তাদের লাভের পরিমাণ বাড়বে। এখানে লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, বেশ কয়েকজন দাস তাদের ব্যবসায়ের লাভের খবর দিল। তাদের প্রভু তাদেরকে প্রশংসা করলেন এবং পুরস্কার দিলেন। এখানে এ রকম দুই জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, পদ ১৬,১৯।

১. তারা দুইজনেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লাভ করেছিল, তবে একই পরিমাণে নয়। তাদের মধ্যে একজন লাভ করেছিল দশ মুদ্রা এবং অন্যজন লাভ করেছিল পাঁচ মুদ্রা। যারা খ্রীষ্টের প্রতি নিবেদিত প্রাণ এবং অধ্যবসায়ী থাকে, তারা তাদের জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও অনুগ্রহ পাবে। যারা তাদের জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্টের মুখ দেখবে, তাদের পরিশ্রম কখনো বৃথা যাবে না। যারা শেষ সময় পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকে তারা অবশ্যই সফল হবে। সম্ভবত তাদের দু'জনার মধ্যে বিশ্বাস থাকলেও তাদের মধ্যে একজন বেশি পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছিল। এ কারণে সে বেশি লাভ করতে পেরেছিল এবং অন্যজন তার পরিশ্রম অনুসারেই লাভ করেছিল। অনুগ্রহপ্রাপ্ত পৌল নিশ্চয়ই সেই দশ মুদ্রা লাভকারী দাসের মত ছিলেন, যে দশটি মুদ্রা লাভ করেছিল। সবচেয়ে বেশি লাভ সে-ই করেছিল। পৌল অন্য সকলের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছিলেন এবং তিনিই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। আর এই কারণে নিশ্চয়ই তিনি সবচেয়ে বেশি পুরস্কৃত হবেন।

২. তারা দুজনেই তাদের প্রভুর জন্য কাজ করার প্রেক্ষিতে পুরস্কার এবং সুযোগ লাভ করার বিষয়ে জানতো: *প্রভু, আমার পরিশ্রম নয়, বরং আপনার মুদ্রা ছিল বলেই আমি এত লাভ করতে পেরেছি এবং দশটি মুদ্রা লাভ করেছি*। লক্ষ্য করুন, আমাদের সকল লাভের বা সম্পদের জন্য ধন্যবাদের দাবীদার ঈশ্বর। তাঁকে এর জন্য অবশ্যই প্রশংসা দিতে হবে (গীতসংহিতা ১১৫:১)। পৌল, যিনি দশটি মুদ্রা লাভ করেছিলেন, তিনি বলেছেন, "আমি পরিশ্রম করেছি ঠিকই, কিন্তু তবুও এর কৃতিত্ব আমার নয়। আমি যা কিছু করেছি তার সবই আমি করেছি ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহে; এবং এই পরিশ্রম বৃথা যায় নি" (১ করিন্থীয় ১৫:১০)। তিনি যা করেছেন সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলবেন না, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর জন্য যা যা করেছেন তাই তিনি বলবেন (রোমীয় ১৫:১৮)।

৩. তাদের দুজনকেই তাদের চেষ্টা এবং পরিশ্রমের জন্য প্রশংসা করা হল এবং পুরস্কার দেওয়া হল: *উত্তম দাস, তুমি খুবই ভাল কাজ করেছ*, পদ ১৭। এরপর তিনি দ্বিতীয় দাসকেও একইভাবে বললেন, *উত্তম দাস, তুমি ভাল কাজ করেছ*, পদ ১৯। যারা ভাল কাজ করবে, তাদের সকলকেই একইভাবে প্রশংসা করা হবে। "ভাল কাজ কর, তাহলে খ্রীষ্ট তোমাদেরকে বলবেন, *অতি উত্তম*। যদি তিনি তোমাদেরকে বলেন অতি উত্তম, তাহলে তোমরা তোমাদের পুরস্কার পেয়েই গেছ"। দেখুন আদি ৪:৭ পদ ।

৪. তারা যে পরিমাণ লাভ করেছিল তার জন্যে তাদেরকে সেই পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হল: "যেহেতু তোমরা ছোট বিষয়ে অনেক বড় বিশ্বাসের পরিচয় দিলে এবং যেহেতু তোমরা বল নি যে, *মাত্র একটি মুদ্রা দিয়ে আমরা আর কি ব্যবসা করব*, বরং তোমরা অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম সহকারে তোমাদের দায়িত্ব পালন করলে, সেহেতু আমি তোমাদের এই কাজের স্বীকৃতি দিতে চাই। তুমি দশটি নগরের কর্তৃত্ব নাও।" লক্ষ্য করুন, যারা বেশি

পরিশ্রম করবে এবং বেশি লাভ করবে, তারা বেশি পুরস্কার পাবে। যে তার ছোট পদ ব্যবহার করেও অনেক বড় দায়িত্ব পালন করবে, তাকে অনেক বড় দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হবে (১ তীমথিয় ৩:১৩)। এখানে প্রেরিতদের কাছে দু'টি বিষয়ে ওয়াদা করা হচ্ছে:

(১) যখন তাঁরা মণ্ডলী স্থাপনের জন্য কষ্টভোগ করবেন, তখন তাঁরা সেই সন্তুষ্টি ও সম্মান লাভ করবেন, যা তাঁদেরকে পরবর্তী জগতে প্রদান করা হবে। তাঁদেরকে মহা সম্মানিত করা হবে এবং তাঁদেরকে যোগ্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে সেই ভালবাসা এবং মর্যাদা প্রদান করা হবে। যে একটির ডুমুর গাছ প্রতিপালন করবে, সে নিজেই এর ফল ভোগ করবে এবং এর ফল খাবে। যে ঈশ্বরের বাক্য এবং খ্রীষ্টের মতবাদের জন্য কাজ করবে, সে তার প্রাপ্য পরিমাণের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ পুরস্কার পাবে।

(২) যখন তাঁরা তাঁদের প্রজন্মের লোকদের জন্য কাজ করবেন এবং খ্রীষ্টের ইচ্ছানুসারে কাজ করবেন, তখন তাঁরা এই জগতের সবচেয়ে খারাপ অবস্থা এবং সময়ের মধ্য দিয়ে পার হলেও এবং সবচেয়ে কষ্টকর যন্ত্রণা এবং নির্যাতন সহ্য করলেও, শত অবিশ্বাস ও নির্যাতন ভোগ করলেও, তাঁরা ঠিকই খ্রীষ্টের সাথে রাজা হয়ে কর্তৃত্ব করতে পারবেন। তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে সিংহাসনে বসতে পারবেন এবং জাতিগণের উপরে ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারবেন (প্রকা ২:২৬)। স্বর্গের সুখ একজন উত্তম পরিচর্যাকারী বা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য সব সময়ই প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। যে পাঁচটি মুদ্রা লাভ করেছিল সে পাঁচটি নগরের কর্তৃত্ব লাভ করেছিল। এর অর্থ হচ্ছে, স্বর্গে মহিমা ও গৌরবের স্তর রয়েছে। প্রত্যেক পাত্রই পুরোপুরিভাবে পূর্ণ করে দেওয়া হবে, কিন্তু সবগুলোর ধারণ ক্ষমতা এক নয়। যেভাবে তারা তাদের কাজ করবে সেভাবেই তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদের মধ্যে একজন দাস তার কাজের যে বাজে হিসাব দিল এবং তাকে এর প্রেক্ষিতে তার ধীরগতি এবং অবিশ্বস্ততার জন্য যে শাস্তি দেওয়া হল, পদ ২০।

১. সে স্বীকার করেছিল যে, সে তার মনিবের দেওয়া মুদ্রা দিয়ে কোন ব্যবসা করে নি, যা তাকে বিশ্বাস করে দেওয়া হয়েছিল (পদ ২০): "প্রভু, দেখুন, এই যে আপনার মুদ্রা। এটা সত্যি যে, আমি ব্যবসা করে সেটাকে আরও বাড়াই নি, কিন্তু এতে করে সেটার পরিমাণ কমেও যায় নি বা তা হারিয়ে যায় নি। আমি এটাকে রুমালে জড়িয়ে রেখে দিয়েছিলাম।" এখানে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের দান ও ভালবাসার প্রতি অসতর্কতা দেখা যায়। তাদেরকে ঠিকই সেই দান দেওয়া হয় কিন্তু তারা কখনোই এর সদ্ব্যবহার করে না। এ ধরনের মানুষের জন্যই খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের সফলতা ব্যর্থতায় রূপান্তরিত হয় এবং এর উদ্দেশ্য বিফল হয়। এমন কিছু সেবক খ্রীষ্টের আছে, যারা তাদেরকে দেওয়া দান ও সুসমাচারের উপহার রুমালে জড়িয়ে রেখে দেয় এবং মনে করে এতে করে তা ভাল থাকবে; যদিও তাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল এর পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য।

২. সে নিজের কাজের জন্য অজুহাত দিতে লাগল। সে এই উদ্দেশ্যে যে অজুহাত দেখিয়েছিল তা খুবই অযৌক্তিক এবং মোটেও ভাল নয় (পদ ২১): *কারণ আপনার সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল, কেননা আপনি কঠিন লোক। আপনি রাগী এবং মেজাজী।* এখানে কঠিন বলতে বুৎপত্তিগত অর্থ বোঝায় *লোভী* বা *স্বার্থপর*। *আপনি যা রাখেন নি, তা তুলে নেন*

এবং যা বুনেন নি, তা কাটেন। সে ভেবেছিল যে, তার প্রভু নিশ্চয়ই যখন খুশি তার দাসদের উপর কাজের চাপ দিয়ে যাবেন এবং এসে তাদের কাছ থেকে আবার তা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবেন এবং তিনি যা নিজে অর্জন করেন নি, যা সেই দাসেরা অর্জন করেছে, তাও তিনি আদায় করে নেবেন। সে মনে করেছিল যে, কেন সে তার মনিবের জন্য বৃথা এত কষ্ট করবে? সে তার মনিবের লাভের জন্য এত কষ্ট করতে চায় নি। সবচেয়ে বড় কথা, সে তার নিজের অলসতা ঢাকতে গিয়ে এই ধরনের একটি ধারণার অবতারণা ঘটিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, এই ভণ্ড অনুশোচনাকারীদেরকে যখন বিচারের জন্য আনা হবে, তখন তাদের এই আর্তিকে ন্যায্য হিসেবে দেখার চাইতে লজ্জাজনক হিসেবে দেখা হবে।

৩. তার অজুহাত তার নিজের বিপক্ষেই কথা বললো: *দুষ্ট দাস, আমি তোমার নিজের মুখের কথা দিয়েই তোমার বিচার করবো, পদ* ২২। সে তার অপরাধের জন্য বিচারীকৃত হবে; সে তার এই আবেদনের মধ্য দিয়ে নিজেকেই অভিযুক্ত করছে। "তুমি যদি এই ভেবে থাক যে, আমি যে মুনাফা পাওয়ার আশায় তোমাকে এই ব্যবসা করতে দিয়ে গিয়েছিলাম তা লাভ করা আসলে অনেক কঠিন, তার অর্থ হচ্ছে আমার ইচ্ছার ব্যাপারে তোমার কোন আগ্রহই নেই। তুমি এই টাকা কোন ব্যাংকে রাখতে পারতে, কোন তহবিলে জমা রাখতে পারতে, যা আমি হলে অবশ্যই করতাম। সেক্ষেত্রে আমি শুধু আসল টাকাই পেতাম না, সাথে সুদও পেতাম; আর এতে করে তোমাকেও খুব বেশি কষ্ট করতে হত না।" যদি সে টাকাটি হারিয়ে ফেলার ভয়ে তা দিয়ে কোন ব্যবসা না করে, সেক্ষেত্রে তা হারিয়ে যাওয়ার মত কোন ঘটনা ঘটেনি বলে সে এই দিক থেকেও তার মনিবের কাছে অভিযুক্ত হয় নি। তারপরও তার যুক্তি ধোপে টিকবে না, কারণ সে তার মনিবের আসল উদ্দেশ্য পালন করেনি। লক্ষ্য করুন, এই ধরনের ধীরগতির অনুশোচনাকারী তাদের ধীর গতিসম্পন্ন কাজের জন্য যে ধরনের অজুহাতই দেখাক না কেন, এর আসল কারণ হচ্ছে, সে খ্রীষ্ট এবং তাঁর রাজ্যের ব্যাপারে কোন আগ্রহ পোষণ করে না, বরং সে এ ব্যাপারে শীতল মনোভাব পোষণ করে। ধর্ম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে না কি বিলুপ্ত হচ্ছে এ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথ্যা নেই, তাই তারা কোন চিন্তা ব্যতিত স্বাভাবিকভাবে জীবনধারণ করতে পারে।

৪. তার কাছ থেকে তার তালন্ত নিয়ে নেওয়া হল, পদ ২৪। এটা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত যে, যারা তাদের দান ব্যবহার করে না, তারা সেই দান হারিয়ে ফেলবে এবং যারা মন্দভাবে তা ব্যবহার করবে, তাদেরকে আর সে ব্যাপারে বিশ্বাস করা হবে না। যারা তাদের মালিককে সেবা প্রদান করবে না, যা করার জন্য তাদের মনিব তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, কেন সেই দাসেরা এর জন্য শাস্তি ভোগ করবে না? *এর কাছ থেকে ঐ মুদ্রা নিয়ে নাও*।

৫. মুদ্রাটি দেওয়া হয়েছিল তার কাছে, যার কাছে ছিল দশটি মুদ্রা। এই ঘটনা দেখে যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা অভিযোগ করা শুরু করলো, যেহেতু যাকে সেই মুদ্রা দেওয়া হয়েছিল তার ইতোমধ্যেই অনেক মুদ্রা ছিল: *প্রভু, এর যে দশটি মুদ্রা আছে*, পদ ২৫। এর উত্তর দেওয়া হয়েছিল (পদ ২৬): *আমি তোমাদেরকে বলছি, যার আছে, তাকে আরও দেওয়া যাবে; কিন্তু যার নেই, তার যা আছে, তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া*

যাবে। এটিই হচ্ছে বিচারের নিয়ম।

(১) যারা সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী, তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রতিফল দেওয়া হবে। যারা তাদের অংশ দিয়ে সবচেয়ে বেশি ভাল কাজ করবে, তাদেরকে আরও ভাল কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা হবে ও আরও বেশি অংশ দেওয়া হবে। যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে, কারণ তারা আরও গ্রহণ করার সামর্থ আছে।

(২) যারা তাদের উপহার গ্রহণ করেছে, তারা যদি তা না চায়, কিংবা তা উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যবহার না করে, তা দিয়ে কোন ভাল কাজ না করে, তাহলে তা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। যাদের মাঝে তা আরও বৃদ্ধি করার ইচ্ছা থাকে, ঈশ্বর তাদের সেই যোগ্যতা আরও বাড়িয়ে দেবেন। আর যারা তা উপেক্ষা করবে এবং তা অস্বীকার করবে, তারা কষ্টভোগ করবে এবং তারা আর কখনোই ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন উপহার লাভ করবে না। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এই প্রয়োজনীয় সতর্কবাণীটি প্রদান করেছিলেন, যাতে করে যখন তাঁরা এই পৃথিবীর প্রদত্ত সম্মানে ভূষিত হবেন তখন যেন তাঁরা নিজেদের কাজের প্রতি বেশি মনযোগী না হন, কারণ এতে করে তাঁরা স্বর্গের সুখ থেকে বঞ্চিত হবেন।

৩. তাঁরা আরেকটি যে বিষয় আকাঙ্খা করছিলেন তা হচ্ছে, যখন ঈশ্বরের রাজ্য নেমে আসবে, তখন যিহূদী রাজ্য তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে পতিত হবে, স্বর্গ-রাজ্যের অধীনস্থ হবে এবং তখন খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচারের প্রতি যত ধরনের বিরোধিতা ছিল সবই হাওয়ায় উড়ে যাবে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁদেরকে বললেন যে, তাঁর স্বর্গারোহণের পরে তাঁদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বাধা বিপত্তি এবং বিদ্রোহ দেখা দেবে। এতে করে তাঁদের সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এই দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তা দেখানো হয়েছে:

(১) প্রজারা সেই প্রভুর কাছে দূত পাঠিয়েছিল, আাত ১৪। তারা শুধু যে তার বিরোধিতা করত তাই নয়, সেই সাথে যখন তিনি সগৌরবে তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যে সকলের জন্য স্থান প্রস্তুত করে ফিরে আসবেন, সেই সময়েও তারা তাঁর সাথে তাদের শত্রুতা বজায় রাখবে। তারা তাঁর অধীনে থাকতে অস্বীকার করবে এবং বলবে, *আমরা চাই না আপনি আমাদের উপরে শাসন করেন*।

[১] এটি পূর্ণ হয়েছিল যিহূদীদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা দ্বারা, যখন তিনি স্বর্গে আরোহণ করেন এবং তাঁর শিষ্যদেরকে এই পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচারের কাজে নিয়োজিত করেন। তারা কখনোই খ্রীষ্টের জোয়ালিতে তাদের কাঁধ পেতে দেবে না। তারা বলবে, *এসো আমরা এই বন্ধন ভেঙ্গে দিই* (গীতসংহিতা ২:১-৩; প্রেরিত ৪:২৬)।

[২] এটি সকল অবিশ্বাসীদের ভাষার কথা বলে। খ্রীষ্ট তাদেরকে পরিত্রাণ দেবেন এবং রক্ষা করবেন– এই কথায় তারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। তারা এমনকি তাঁকে তাদের উপরে রাজত্ব করতেও দিতে চায় না। যেখানে খ্রীষ্ট আমাদের ত্রাণকর্তা এবং তিনি সমগ্র মানব জাতিকে রক্ষা করবেন, সেখানে তারা তাঁকে একদমই মান্য করতে চাইবে না।

(২) তিনি ফিরে আসলে তাদেরকে যে শস্তি দেবেন: *আমার যে শত্রুরা রয়েছে তাদেরকে ধরে এখানে নিয়ে এসো,* পদ ২৭। যখন তাঁর বিশ্বস্ত অধীনস্থ বিশ্বাসীদেরকে পুরস্কার দেওয়া হয়ে যাবে, তখন তিনি তাঁর শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নেবেন, বিশেষ করে যিহূদী জাতির উপর। তাদের উপরে যে ধ্বংস নেমে আসবে তাই আমরা এখানে দেখতে পাই। যখন খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচারের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন এবং এরপর ওয়াদা অনুসারে তাঁর সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদেরকে পুরস্কার দান করবেন, তখন তিনি সেই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন, যারা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করেছিল, যার তাঁর রাজত্ব পর্বের বিপক্ষে কথা বলেছিল। তারা বলেছিল, *কৈসর ছাড়া আমাদের আর কোন রাজা নেই*। তারা তাঁকে তাদের নিজেদের রাজা বলে গ্রহণ করে নি। তারা কৈসরের কাছে আবেদন করেছিল এবং কৈসরের কাছেই বিচার নিয়ে গিয়েছিল, আর এই কৈসরই শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। সে সময় ঈশ্বরের স্বর্গ-রাজ্য এসে উপস্থিত হবে এবং তখন খ্রীষ্টের সকল শত্রু এবং বিরোধিতাকারীকে সমূলে বিনাশ করা হবে। তাদেরকে সকলের সামনে নিয়ে এসে হত্যা করা হবে। এমন হত্যাকাণ্ড যিহূদীদের ইতিহাসে আর কোন যুদ্ধে ঘটে নি আর ঘটবেও না। যে জাতি যিহূদীদের মধ্যে বাস করে খ্রীষ্টের রাজ্যের বিজয় দেখার জন্য শত অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেও টিকে ছিল ও অপেক্ষা করে ছিল, তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে এবং পুরস্কৃত করা হবে। বিদ্রোহীদের উপরে খ্রীষ্টের ক্রোধ বর্ষিত হবে (১ থিষ ২:১৫,১৬) এবং তাদের ধ্বংসের কারণে খ্রীষ্টের সম্মান বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। সবশেষে মণ্ডলীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এই বিষয়টি তাদের সকলের জন্যও প্রযোজ্য, যারা তাদের দুষ্টতার জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের সকল শত্রুদের জন্য ধ্বংস এবং বিনাশই একমাত্র চূড়ান্ত পরিণতি।

লূক ১৯:২৮-৪০ পদ

এখানে আমরা সেই বিষয়টির বর্ণনা দেখতে পাই, যা আমরা এর আগে মথি এবং মার্কে দেখেছি: প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সগৌরবে যিরূশালেম প্রবেশ; খ্রীষ্টের বিজয় যাত্রা। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:

ক. প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করতে এবং মৃত্যুবরণ করতে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যিরূশালেম প্রবেশ করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, সেখানে গেলে পরে তাঁর ভাগ্যে কি কি ঘটবে। তারা তাঁকে বন্দী করবে, বিচারে নিয়ে আসবে এবং ক্রুশে দেবে। তাই তিনি প্রস্তুত হয়েই যিরূশালেমে গিয়েছিলেন, পদ ২৮। ঠিক এই দিনটির জন্যই তিনি এতকাল অপেক্ষা করে এসেছেন এবং এখন তাঁকে কাজে নামতে হবে, নির্ধারিত সময় এসে গেছে। তিনি যেহেতু আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করতে এবং মৃত্যুবরণ করতে একটুও পিছ-পা হন নি, সেহেতু আমাদেরও কি তাঁর জন্য সেবা কাজ করতে পিছ-পা হওয়া উচিত?

খ. তিনি শারীরিক মৃত্যুকে বরণ করার আগ পর্যন্তও প্রকাশ্যে সব স্থানে তাঁর মতবাদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং সবখানে বসে তিনি লোকদের সাথে কথা বলেছেন। তাঁর মধ্যে সব সময় সেই নম্রতা দেখা গিয়েছিল। এভাবেই তিনি নিজেকে এমনভাবে তৈরি করেছিলেন,

যেন তাঁর এই মৃত্যু আরও বেশি মহিমান্বিত হয়।

গ. খ্রীষ্টকে সকল প্রাণী, মানুষ এবং সম্পদের উপরে কর্তৃত্বকারী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে এবং তিনি তাঁর খুশিমত সে সব ব্যবহার করতে পারেন। কোন মানুষেরই এমন কোন সম্পত্তি নেই যার মনিব প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্ট নন। যখন খ্রীষ্টের প্রয়োজন তখন অবশ্যই সেটি তাঁর ব্যবহারার্থে ছেড়ে দেওয়া উচিত। খ্রীষ্ট যিরূশালেমে প্রবেশের জন্য তাঁর শিষ্যদেরকে একটি আস্তাবল থেকে একটি গাধা নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন; কারণ সব প্রাণীর মনিব তিনিই, এমন কি পোষা প্রাণীরও।

ঘ. সমস্ত মানুষের হৃদয় খ্রীষ্টের হাত এবং চোখের নাগালে থাকে। তিনি তাদেরকে প্রভাবিত করেছিলেন, যারা সেই গাধাটিকে পালন করত। তিনি তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করে সেই গাধাটিকে তাঁর শিষ্যদের দ্বারা তাঁর নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। গাধাটির মালিকদেরকে সেটি নেওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা মাত্রই তারা গাধাটি দিয়ে দিয়েছিল।

ঙ. যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিভ্রমণ করেন তারা দ্রুতগতিতেই এগিয়ে যান (পদ ৩২): তাদেরকে সেই সমস্ত জিনিস খুঁজতে পাঠানো হয়েছিল যা তাদেরকে খুঁজতে বলা হয়েছে এবং সেই জিনিসগুলোর মালিকও তাদের সাথে খুঁজবেন। এটি খ্রীষ্টের বার্তাবাহকদের জন্য একটি সান্ত্বনার বিষয় যে, তাদেরকে যা খোঁজার জন্য পাঠানো হচ্ছে তারা তা খুঁজে পাবেন; কারণ প্রভু নিজেই তা খুঁজতে এসেছেন।

চ. খ্রীষ্টের যে অনুসারীরা তাঁর জন্য সেটি খুঁজে নিয়ে আসবেন, তারাও এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলছেন। যা তাদের নেই তা নিয়ে তাদের আফসোস করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তাই নিয়ে যদি তারা সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে তাদেরকে মহা সম্মানে ভূষিত করা হবে এবং তাদেরকে তাদের যোগ্য পুরস্কার প্রদান করা হবে, আর এই কারণেই তাদের উচিত হবে খ্রীষ্টকে সেবা প্রদান করতে প্রস্তুত থাকা। এমন অনেকেই খ্রীষ্টের সামনে তাদের মূল্যের বিনিময়ে উপস্থিত থাকতে চাইবে, যারা নিজেরা খ্রীষ্টের আগমনের মূল্য সম্পর্কে অবহিত বা সচেতন নয়। এই শিষ্যরা শুধুমাত্র গাধার বাচ্চাই সাথে করে নিয়ে আসেন নি, সেই সাথে তাঁরা সেই গাধার বাচ্চার উপরে নিজেদের গায়ের চাদরও বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং তা দিয়ে তাঁরা খ্রীষ্টের আসন তৈরি করে দিয়েছিলেন।

ছ. খ্রীষ্টের বিজয় তাঁর শিষ্যদের জন্য উল্লাসের বিষয়। যখন খ্রীষ্ট যিরূশালেমের দ্বারপ্রান্তে এলেন, তখন ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত অসংখ্য শিষ্য ও উম্মতের হৃদয়ের মাঝে তাঁর প্রশংসা ও গৌরব মহিমা প্রকাশ করার জন্য এক আবেদন ও অনুভূতি জাগিয়ে তুললেন। এরা শুধু সেই বারোজন শিষ্য ছিলেন না, বরং সেখানে যিরূশালেমে বসবাসকারী অসংখ্য শিষ্যের ছিল, পদ ৩৭। *আর তারা পথের উপর নিজেদের গায়ের কাপড় বিছিয়ে দিতে লাগলো*, পদ ৩৬। এটি ছিল আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশের একটি সাধারণ ভাষা, বিশেষ করে সাক্ষ্য-তাঁবুর পর্বের সময়কার। লক্ষ্য করুন:

১. তাদের এই আনন্দ-উল্লাস এবং গৌরব-প্রশংসা করার কারণ কি ছিল? তারা সে

সময় ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল এই কারণে যে, তিনি তাদের উপর কত না মহা মহা আশ্চর্য কাজ করেছেন। খ্রীষ্ট কত না আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন; যেমন লাসারকে মৃত থেকে জীবিত করা, যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (যোহন ১২:১৭,১৮)। তারা অন্যদের কথাও চিন্তা করেছিল, কারণ নতুন আশ্চর্য ঘটনা এবং দয়ার কাজ পূর্ববর্তীদের উদ্ধার এবং দয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

২. তারা কিভাবে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করেছিল এবং প্রশংসা করেছিল (পদ ৩৮): *ধন্য সেই রাজা, যিনি প্রভুর নামে আসছেন*। খ্রীষ্টই হচ্ছেন সেই রাজা, তিনি ঈশ্বর প্রভুর নামে আসছেন, তিনি স্বর্গীয় কর্তৃত্বের পোশাক পরে আসছেন, তিনি স্বর্গ থেকে আইন প্রতিষ্ঠার এবং শান্তি স্থাপনের জন্য অনুমতি লাভ করেছেন। তিনি আশীর্বাদ ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আমরা তাঁর গৌরব মহিমা করি, ঈশ্বর তাঁকে বৃদ্ধি দান করুন। তাঁকে চিরজীবনের জন্য অনুগ্রহপ্রাপ্ত করা হবে এবং তাঁর বিষয়ে সব সময় মঙ্গলবাদ ব্যক্ত করা হবে। স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। স্বর্গের ঈশ্বর শান্তি প্রদান করুন এবং তাঁর কাছে সফলতা দান করুন; সর্বোচ্চ স্থানে মহিমা প্রকাশিত হোক। এই প্রশংসা সঙ্গীত সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী ঈশ্বরের মহিমার নিকটবর্তী হবে এবং সেই স্বর্গদূতরা, উর্ধ্বে বাসকারী মহিমাপূর্ণ অধিবাসীরা তাঁকে সেই সম্মান দান করবে। পৃথিবীতে সাধুগণের এই আনন্দ সঙ্গীতের সাথে স্বর্গের স্বর্গদূতদের সেই আনন্দ সঙ্গীতের তুলনা করুন (লূক ২:১৪)। এই উভয় শ্রেণীই ঈশ্বরকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করছে তাদের গানের মধ্য দিয়ে। এখানে আমরা সেই প্রশংসা সঙ্গীত শুনি, যা স্বর্গদূতরা গেয়েছিলেন, *পৃথিবীতে শান্তি*। তারা তখন আনন্দে এই গান গেয়েছিলেন, কারণ খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে মানুষের উপকারার্থে কাজ করবেন। আর সাধুগণ এই গান গাইবেন, স্বর্গে *শান্তি হোক*। তারা এই কারণে আনন্দ করবেন যে, স্বর্গে স্বর্গদূতরা খ্রীষ্টের সাথে আনন্দে সময় কাটাচ্ছেন। এভাবেই আমরা পবিত্র স্বর্গদূতদের সাথে সহভাগিতা লাভ করে থাকি, তারাও সে সময় সেরকম আনন্দ ভোগ করছিলেন, যার কারণে তারা গাইছিলেন, *পৃথিবীতে শান্তি, আমরা স্বর্গের শান্তি লাভ করবো, ঈশ্বর আমাদের উচ্চ স্থানে শান্তিতে স্থাপন করবেন* (ইয়োব ২৫:২)। খ্রীষ্ট স্বর্গ এবং পৃথিবীর এ সমস্ত কিছুই তাঁর নিজের অধিকারে রেখেছেন।

জ. খ্রীষ্টের বিজয় এবং তাঁর শিষ্যদের আনন্দপূর্ণ প্রশংসা। এ সব কিছুই ফরীশীদের অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল, যারা তাঁর শত্রু ছিল এবং তাঁর রাজ্যের শত্রু ছিল। সেই জনতাদের মধ্যে কয়েকজন ফরীশী ছিল, যারা এত হই-হট্টগোল কি কারণে হচ্ছে তা দেখতে এসেছিল। তারা ভেবেছিল যে, যেহেতু খ্রীষ্ট নম্রতার এক অনুপম উদাহরণ, সে কারণে নিশ্চয়ই এত বেশি হইচই করে খ্রীষ্টের প্রশংসা করার কারণে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে ধমক দেবেন এবং তাদেরকে চুপ করতে বলবেন, পদ ৩৯। কিন্তু খ্রীষ্টের গৌরবের বিষয় হচ্ছে, তিনি গর্বিত ও উদ্ধত ব্যক্তির চাটুকারিতামূলক তোষামোদ গ্রহণ করেন না, বরং তিনি নম্রদের প্রশংসা গ্রহণ করেন।

ঝ. মানুষ খ্রীষ্টের প্রশংসা করুক আর না করুক, তাকে অবশ্যই সব সময় প্রশংসা করতে হবে এবং তাঁর গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করতে হবে (পদ ৪০): *এরা যদি চুপ করে*

যায়, এবং খ্রীষ্টের রাজ্যের ও তাঁর গৌরব না করে, তাহলে পাথরগুলো চিৎকার করে উঠবে, তারপরও খ্রীষ্টের প্রশংসা করা বন্ধ হবে না। এই কথাটি পরবর্তীতে আক্ষরিক অর্থেই পূর্ণতা পেয়েছিল: যখন খ্রীষ্ট ক্রুশের উপরে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময় তাঁর প্রশংসা এবং গৌরব করার বদলে তাঁর শিষ্যরা লুকিয়ে পড়েছিলেন এবং নীরব হয়ে ছিলেন; আর সেই সময় পুরো পৃথিবীর সকল পাহাড় এবং পর্বত ভূমিকম্পে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল এবং গর্জন করে উঠেছিল। ফরীশীরা হয়তো খ্রীষ্টের প্রশংসা করা বন্ধ করতে পারবে, কিন্তু তারা তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে না; কারণ যে ঈশ্বর পাথর থেকে অব্রাহামের বংশ সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই দোলনায় শুয়ে থাকা শিশুদের মুখ থেকেও খ্রীষ্টের প্রশংসা বের করে আনতে পারবেন।

লূক ১৯:৪১-৪৮ পদ

স্বর্গের মহান রাষ্ট্রদূত এখন প্রকাশ্যে স্বর্গ থেকে যিরূশালেমে প্রবেশ করতে চলেছেন। তিনি সেখানে সম্মান পাওয়ার আশায় যাচ্ছেন না, বরং প্রত্যাখ্যাত হতেই চলেছেন। তিনি জানেন যে, তাঁকে এখানে সাপের গর্তে ফেলে দেওয়া হবে। তবুও তিনি এই স্থানের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং চিন্তার কথা প্রকাশ করছেন।

ক. তিনি এই শহরের আসন্ন ধ্বংসের কথা চিন্তা করে অশ্রু বিসর্জন করলেন, পদ ৪১। যখন তিনি শহরের কাছে আসলেন, তখন তিনি শহরটির দিকে তাকালেন এবং অশ্রু বিসর্জন করলেন। সম্ভবত তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই জায়গাটি ছিল জৈতুন পর্বত থেকে নেমে আসা যিরূশালেমগামী ঢালু পাহাড়ী রাস্তা, যেখান থেকে তিনি পুরো যিরূশালেম শহর দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি ব্যাপকভাবে শহরটির সমস্ত খুঁটিনাটি দেখতে পাচ্ছিলেন এবং এর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন দৃঢ় স্থাপত্যকর্ম দেখতে পাচ্ছিলেন। এ সমস্ত কিছু তাঁর চোখে পড়েছিল এবং তাঁর চোখ তাঁর হৃদয়কে প্রভাবিত করেছিল। এখানে দেখুন:

১. খ্রীষ্টের ভেতরে কতটা আবেগ লুকানো ছিল: আমরা কখনো এই উল্লেখ পাই না যে, তিনি হেসেছিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা দেখি যে, তিনি কেঁদেছেন। এই স্থানেই তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদ কেঁদেছিলেন এবং দায়ূদের সাথে যারা ছিল তারাও কেঁদেছিল, যদিও তিনি নিজে একজন মহান বীর ছিলেন। সবচেয়ে কঠিন মানুষটিও যদি কোন বিষয় নিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তবে তাতে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই।

২. যীশু খ্রীষ্ট তাঁর বিজয় যাত্রার সময় কিভাবে কেঁদেছিলেন: যখন তাঁর উল্লাস করার কথা তখন তিনি কেঁদেছিলেন। এতে করে তিনি প্রকাশ করলেন যে, মানুষের প্রশংসা এবং সম্বর্ধনায় তিনি কতটা কম প্রভাবিত হয়েছিলেন। এভাবে তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যেন আমরা আনন্দ করার সময় সতর্ক থাকি, যেন আমরা আনন্দ করলেও আনন্দ করছি না। যদি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ আমাদের বিজয়ের সৌন্দর্যকে ম্লান না করে, তথাপি আমাদের উচিত হবে আমাদের দুঃখকে বড় করে দেখা।

৩. খ্রীষ্ট যিরূশালেমের জন্য যে কারণে কেঁদেছিলেন: লক্ষ্য করুন, এমন অনেক শহর

আছে, যাদের জন্য সত্যিই কাঁদতে হয়। যিরূশালেম শহরের মত অন্য কোন শহরের জন্য এত শোক করা হবে না, যদিও এটি সবচেয়ে পবিত্র শহর এবং এখানে সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ নিহিত। কিন্তু কেন যীশু খ্রীষ্ট যিরূশালেম শহর দেখে কাঁদলেন? এ কারণ কি এ-ই ছিল: "ধিক্ সেই শহরকে, যেখানে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে এবং বন্দী করা হবে, চাবুক মারা হবে এবং থুতু দেওয়া হবে, দোষীকৃত করা হবে এবং ক্রুশে দেওয়া হবে"? না, খ্রীষ্ট নিজেই তাঁর এই অশ্রুর কারণ আমাদেরকে এখানে জানাচ্ছেন:

(১) যিরূশালেম তার নিজের উন্নতির দিনগুলোকে কাজে লাগায় নি। খ্রীষ্ট কাঁদলেন এবং বললেন, "শুধু তুমি যদি জানতে এই দিনটির কথা, যে দিন তোমার কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল এবং পরিত্রাণ প্রদান করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। যদি তুমি সত্যিই তোমার নিজের কথা চিন্তা করতে এবং তোমার জন্য যা শান্তিজনক তাই করতে, তোমরা সাথে ঈশ্বরের শান্তি তৈরির কথা বলতে, তাহলে তুমি নিজের আত্মার মঙ্গল করতে। কিন্তু তুমি এখনো তা জানো নি বলে এখন পর্যন্ত তা তোমার কাছে গোপন রাখা হবে," পদ ৪৪। তাঁর কথার মধ্যে ছিল হাহাকার: "তুমি, তুমিই যদি অদ্য যা যা শান্তিজনক, তা বুঝতে! তুমি যদি আমার কথা একটুখানি শুধু শুনতে, যেভাবে আমার লোকেরা আমার কথা শুনছে (গীতসংহিতা ৮১:১২; যিশাইয় ৪৮:১৮)। কত না সুখী হতে তাহলে এখন তুমি। তাহলে আর তোমার পরবর্তীতে কাঁদার প্রয়োজন হত না। আমারও এখন আর তোমার জন্য কাঁদতে হত না, বরং আমরা চিরকাল আনন্দ করতে পারতাম।" তিনি যা বললেন তাতে করে যিরূশালেম নগরীর সকল অপরাধের দায়ভার তার উপরেই ন্যস্ত করা হল। লক্ষ্য করুন:

[১] এমন কিছু বিষয় আছে যা আমাদের শান্তির জন্য প্রয়োজন, যা আমাদের সকলের বোঝা প্রয়োজন এবং যা সম্পর্কে আমাদের সকলের জানতে হবে। সেটা হচ্ছে কি করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, কি করে শান্তির জন্য আহ্বান জানাতে এবং গ্রহণ করতে হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠা করলে আমাদের জন্য তা প্রচুর মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবে। আমাদের শন্তির জন্য যা যা প্রয়োজন তা অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত মঙ্গলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই এর প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে হবে।

[২] এমন একটি সময় আসবে, যখন আমরা আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং তা ধরে রাখার জন্য যা যা করণীয় সে সম্পর্কে জানতে পারব। আমরা যখন প্রচুররূপে অনুগ্রহ লাভ করব, তখন আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য প্রচুররূপে প্রচার করা হবে এবং সে কারণে তখন আত্মা আমাদের উপরে কাজ করবে। সে সময় আমরা যদি আত্মাকে গ্রহণ করি তাহলে তা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। আমাদের বিবেককে অবশ্যই সে সময় জাগিয়ে তুলতে হবে এবং আমাদের নিজেদের উন্নতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

[৩] যারা তাদের এই সাক্ষাতকে অনেক দিন ধরে উপেক্ষা করে এসেছে, সব শেষে তাদের চোখ খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে, তারা কি হারিয়েছে। সে সময় তারা একমাত্র তাদের নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করতে পারবে। যারা এমনকি শেষ মুহূর্তের আগেও আঙ্গুর ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করবে তারা

প্রত্যাখ্যাত হবে না।

[৪] লোকদের এই বোকামি সত্যিই আশ্চর্যজনক যে, তারা ঠিকই অনুগ্রহ লাভ করে এবং তা ভোগ করে, তথাপি তারা তাদের সুযোগের দিনগুলোকে উন্নত করার চেষ্টা করে না। তাদের জন্য যে বিষয়গুলো শান্তিদায়ক, তা তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু তারা সেগুলো গ্রহণ করে না। কিংব তাদের চোখের সামনে থেকে সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়, তারা ভান করে যেন তারা সেগুলো কখনোই দেখে নি। তারা গ্রহণযোগ্য সময় এবং পরিত্রাণের দিন সম্পর্কে সচেতন নয়। সেই কারণে তারা এই সুযোগ হেলায় নষ্ট করে এবং চলে যেতে দেয়। কেউই এত অন্ধ নয় যে, তাদের এই সুযোগের দিন চোখে দেখবে না। কিন্তু তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই তা উপেক্ষা করে।

[৫] যারা সুসমাচারের অনুগ্রহকে উপেক্ষা করে, তাদের বোকামি এবং পাপের কারণে খ্রীষ্টের মনে এই তীব্র যন্ত্রণা এবং দুঃখের উদয় হয়েছিল এবং আমাদেরও তেমনটি হওয়া উচিত। তিনি হারিয়ে যাওয়া আত্মার দিকে তাঁর কান্নাভেজা চোখ দিয়ে তাকাচ্ছেন, যা এখন পর্যন্ত অনুশোচনা করছে না। তা ক্রমাগতভাবে তার ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি চান যেন তারা সম্পূর্ণরূপে পতিত না হয় এবং মৃত্যুবরণ না করে। বরং তিনি চান যেন তারা মন পরিবর্তন করে এবং জীবন পায়। তিনি চান না যে, তাদের মধ্যে একজনও ধ্বংস হোক।

(২) যিরূশালেম তার ধ্বংসের দিন থেকে পালাতে পারবে না। তার জন্য যে সকল শান্তির বিষয় রয়েছে তা এখন তার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, তবে খুব শীঘ্রই তা আবার তার সামনে নিয়ে আসা হবে। খ্রীষ্টের মৃত্যুর পরপরই প্রেরিতদের সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে আবার তার সামনে সেই অনুগ্রহ নিয়ে আসা হবে। খ্রীষ্ট তখন তাকে আকুল স্বরে শান্তির জন্য আহ্বান জানাবেন (প্রেরিত ২:৩৬) এবং হাজার হাজার মানুষ তখন মন পরিবর্তন করবে এবং অনুশোচনা করবে। কিন্তু তাদের জাতির বেশিরভাগ অংশ, প্রধান অংশই নিজেদেরকে এই সুসমাচারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে; ঈশ্বর তাদেরকে জড়তার আত্মা দিয়েছেন (রোমীয় ১১:৮)। তারা সুসমাচারের প্রতি এতটাই বিরুদ্ধবাদী ছিল যে, তারা সুসমাচারকে একদমই গ্রহণ করতে পারত না এবং সে কারণে তারা সুসমাচারকে তাদের কাছে আসতে দেয় নি। এতে করে তাদের উপরে স্বর্গীয় আশ্চর্য কাজের বিন্দুমাত্রও কাজে লাগে নি। অল্প মাত্র কয়েকজন যারা এই সুসমাচার গ্রহণ করেছিল, তাদেরকেই শুধুমাত্র স্বর্গীয় আশ্চর্য কাজ বা দর্শন দ্বারা পরিবর্তিত করা হয়েছিল; যেমনটি বলা যায় প্রেরিত পৌলের কথা। কোন বিশেষ মানুষের চোখ থেকে শান্তির বিষয়গুলো সরিয়ে রাখা হয় নি, কিন্তু এখন যিহূদী জাতিকে খ্রীষ্টান জাতিতে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা একেবারেই শেষ হয়ে গেছে, আর কোন সুযোগ নেই। লক্ষ্য করুন, মহান পরিত্রাণকে অবহেলা করলে অনেকে সময় পুরো জাতির উপরই স্বর্গীয় অভিশাপ নেমে আসে। এমনটিই ঘটেছিল যিরূশালেমের উপরে। এই ঘটনার পর চল্লিশ বছর পার হওয়ার আগেই খ্রীষ্ট যা যা বলেছিলেন সেই সমস্ত ঘটনা পূর্ণতা পেয়েছিল।

[১] রোমীয়রা শহরটি দখল করেছিল। তারা শহরের চারদিকে পরিখা খুঁড়েছিল, এর

চারদিক বেষ্টন করেছিল এবং চারদিকে তাদের অধিবাসী দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। যোসেফাস বলেন যে, টাইটাস খুব কম সময়ের ভেতরে একটি দেয়াল তেরি করেন, যা পুরো শহরটিকে ঘিরে ফেলে এবং পালানোর সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয়।

[২] তার এমনকি শহরটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। টাইটাস তার সৈন্যদেরকে আদেশ দেন যেন তারা শহরটি খনন করে। এর চারপাশের সমস্ত কিছুর মত এই শহরটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, শুধুমাত্র তিনটি দুর্গ ধ্বংস করা হয় নি। যিহূদীদের যুদ্ধ সম্পর্কিত যোসেফাসের ইতিহাস ভিত্তিক বইটি দেখুন। শুধুমাত্র শহরটিকে নয়, সেই সাথে এর অধিবাসীদেরকেও মাটিতে ফেলে হত্যা করা হয়েছিল, সেই সাথে তাদের শিশু ও সন্তানদেরকেও হত্যা করা হয়েছিল। তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং *তাদের প্রস্তরের উপর আর প্রস্তর ছিল না*। এর কারণ হচ্ছে, তারা খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, *তারা তাদের তত্ত্বাবধানের সময় চিনে নেয় নি*। অন্যান্য শহর এবং জাতিদের এ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

খ. তিনি মন্দির পরিষ্কার করার কাজে যে উৎসাহ ও আন্তরিকতা দেখালেন। যদিও এক সময় তা ধ্বংস করে ফেলা হবে, তথাপি এখন পর্যন্ত এর যত্ন নেওয়া অবশ্যই কাম্য।

১. খ্রীষ্ট এখানে থেকে সেই সমস্ত লোকদের উৎখাত করেছিলেন, যারা সেখানে বসে বেচা-কেনা করছিল, পদ ৪৫। যদিও খ্রীষ্টকে মন্দিরের শত্রু হিসেবে গণ্য করা হত এবং এই কারণেই তাঁকে মহাপুরোহিতের সামনে বিচারে নিয়ে আসা হয়েছিল, তথাপি তিনি মন্দিরের প্রতি নিজের ভালবাসা প্রকাশ করলেন এবং তা তিনি দেখালেন এর কোরবানগাহ্, এর ধন ভাণ্ডার এবং সমস্ত পবিত্র বস্তুর উপরে; কারণ এর পবিত্রতা ছিল এর মূল্যবান সমস্ত সম্পদের চেয়েও বেশি। খ্রীষ্ট এখানে সেই ক্রেতা-বিক্রেতাদের উৎখাত করার কারণ বর্ণনা করছেন, পদ ৪৬। মন্দির হচ্ছে প্রার্থনার স্থান, এখানে শুধুই ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন করা হয়: সেই ক্রেতা এবং বিক্রেতারা তাদের ভণ্ডামিপূর্ণ ব্যবসায়ের দ্বারা এর অভ্যন্তরটিকে দস্যুগণের গহ্বর করে তুলেছিল। এতে করে যারা সেখানে প্রার্থনা করতে আসত তাদের সমস্যা হত এবং তারা কষ্ট পেত, কারণ এত হই-হট্টগোলের কারণে তাদের প্রার্থনার ব্যাঘাত ঘটত এবং মনযোগ নষ্ট হত।

২. তিনি মন্দিরকে তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যবহার ও উপযোগিতার জন্য উপযোগী করে তুললেন, কারণ তিনি নিজে সেখানে প্রতিদিন শিক্ষা দিতেন, পদ ৪৭। লক্ষ্য করুন, শুধুমাত্র মণ্ডলীর ভেতরের দুর্নীতি দূর করাই আসল কথা নয়, বরং সেই সাথে সুসমাচারের প্রচার ও প্রচারকেও আরও উৎসাহিত করা উচিত। যখন খ্রীষ্ট মন্দিরে বসে শিক্ষা দিতেন, সে সময়ের কথা লক্ষ্য করুন:

(১) মন্দিরের পরিচালকেরা তাঁর প্রতি কতটা বিদ্বেষী ছিল এবং তারা তাঁর যে কোন একটি ভুল ধরে তাঁকে অভিযুক্ত করার জন্য কতটা সুযোগ-সন্ধানী ছিল (পদ ৪৭): আর প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-শিক্ষকরা এবং লোকদের নেতৃবর্গরা তাঁকে বিনষ্ট করতে চেষ্টা করতে লাগল; তারা তাঁকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

(২) সাধারণ মানুষ তাঁর প্রতি কতটা সম্মান প্রদর্শন করত: তারা তাঁর কথা খুব মনযোগ দিয়ে শুনতো। তিনি বেশিরভাগ সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু কখনও তিনি মন্দিরে বসে প্রচার করেন নি। তাই এখন তারা খ্রীষ্টের প্রচার শুনতে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিল। তারা তাঁর কথার একটি শব্দও না শুনে থাকতে চাইছিল না। এ কারণেই ফরীশীরা ও ধর্ম-শিক্ষকরা তাঁর বিরুদ্ধে জনগণকে খেপিয়ে তুলতে চাইল না, কারণ তারা দেখছিল যে, লোকদের মধ্যে এমন উত্তেজনা বিরাজ করছে, যার কারণে তাদেরকে একটু খেপিয়ে দিলেই তারা সহিংসতায় মেতে উঠিবে। সেই সময় থেকেই জনতা সব সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁকে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ঘিরে রাখতে শুরু করল। কিন্তু যখন সময় উপস্থিত হল, তখন মহাপুরোহিতের প্ররোচণায় লোকেরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিল।

লূক লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ২০

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, ক. খ্রীষ্ট মহাপুরোহিতকে তাঁর ক্ষমতার উৎস নিয়ে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন (পদ ১-৮)। খ. অসৎ কৃষকদের কাছ থেকে আঙ্গুর ক্ষেত কেড়ে নেওয়ার দৃষ্টান্ত (পদ ৯-১৯)। গ. কৈসরকে কর দেওয়া আইনসঙ্গত কি না সে বিষয়ে খ্রীষ্টের জবাব (পদ ২০-২৬)। ঘ. মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান এবং ভবিষ্যত অবস্থা সম্পর্কিত যিহূদী এবং খ্রীষ্টান মতবাদের মহান মৌলিক নীতি, যা খ্রীষ্ট সদ্দূকীদের বোকামি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন (পদ ২৭-২৮)। ঙ. খ্রীষ্ট নিজেকে দায়ূদের সন্তান হিসেবে উল্লেখ করে ধর্ম-শিক্ষকদের ধাঁধায় ফেলে দেন (পদ ৩৯-৪৪)। চ. তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীদের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য সাবধান করে দেন (পদ ৪৫-৪৭)। এই সকল অংশ আমরা এর আগে মথি এবং মার্কে পেয়েছি এবং এই কারণে আমরা তেমন ব্যাপকভাবে এর ব্যাখ্যা দেব না, যদি না নতুন কোন বিষয় আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

লূক ২০:১-৮ পদ

আগের দুই জন সুসমাচার লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন এই ঘটনার, এখানে তার থেকে তেমন আলাদা কিছু উল্লেখ করা নেই। তবে কেবলমাত্র প্রথম লাইনে আমরা দেখি:

ক. তিনি লোকদের মাঝে বসে মন্দিরে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং সুসমাচার প্রচার করছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট ছিলেন তাঁর নিজ সুসমাচারের প্রচারক। তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পরিত্রাণ ক্রয় করে নিয়েছেন তাই নয়, তিনি তা প্রকাশও করেছেন, যা সুসমাচারের সত্যের এক মহান নিশ্চয়তা। খ্রীষ্ট যখনই সুযোগ পেতেন তখনই তিনি লোকদের মাঝে বসে খুব কাছ থেকে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। লক্ষ্য করুন, শয়তান এবং তার সঙ্গীরা যে কোনভাবে হোক মানুষকে সুসমাচার শোনার পথ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করে, কারণ এর চেয়ে অন্য কোন কিছুই শয়তানের রাজ্যের ব্যাপারে মানুষের মনকে সরিয়ে আনতে পারে না।

খ. এখানে বলা হয়েছে যে, তাঁর শত্রুরা তাঁর কাছে আসলো। এখানে বোঝানো হয়েছে:

১. তারা তাঁকে প্রশ্ন করে হতবুদ্ধি করে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল; তারা হঠাৎ করে তাঁর কাছে এসেছিল। তারা ভাবছিল যে, তারা হয়তো তাঁকে কোন একটি প্রশ্ন করে আটকিয়ে দিতে পারবে। তারা ভাবছিল তিনি হয়তো কোন একটি বিষয়ে নাও জানতে পারেন।

২. তারা ভেবেছিল যে, তারা তাঁকে এই প্রশ্নটি করে ভয় দেখাতে পারবে। তারা খুব রাগান্বিত ভাব নিয়ে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি কি করে মানুষের

ক্রোধের কারণে ভীত হবেন? তিনি তো তাঁর নিজ শক্তিতে তা রহিত করতে পারেন এবং সেই মহা ক্রোধকে তাঁর নিজ প্রশংসায় রূপান্তরিত করতে পারেন। এই ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হচ্ছে:

(১) যারা আলোর কাছে এসে চোখ বন্ধ করে থাকে, তারা যদি কোন চির সত্য বিষয়কে না জানার ভান করে এবং সেটাকে সন্দেহের বশবর্তী কোন বিষয় বলে চালিয়ে থাকে ও তা নিয়ে প্রশ্ন করে থাকে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। খ্রীষ্টের সকল আশ্চর্য কাজ খুবই স্পষ্টভাবে এই কথা প্রকাশ করে যে, তিনি কোন্ কর্তৃত্ব বা ক্ষমতায় এই কাজ করছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কর্তৃত্বকে প্রকাশ করেছেন এবং সেখানে সীলমোহর দিয়েছেন।

(২) যারা খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তারা যদি নিজেরা সবচেয়ে সহজ এবং সুপ্রাপ্য প্রমাণ দিয়ে অনুসন্ধান করে, তাহলে তারা খুব সহজেই তাদের নিজেদের বোকামি ধরতে পারবে। সব মানুষের কাছে তাদের বোকামি তখন প্রকাশ হয়ে পড়বে। খ্রীষ্ট এই ধর্ম -শিক্ষক এবং পুরোহিতদেরকে বাপ্তিস্মদাতা যোহন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। প্রশ্নটি ছিল অতি সাধারণ, যার উত্তর একদম সাধারণ মানুষও দিতে পারবে: *যোহনের বাপ্তিস্ম স্বর্গ থেকে হয়েছিল না মানুষ থেকে?* তারা সকলেই জানতো যে, এর উত্তর হবে স্বর্গ থেকে; সেখানে পার্থিব বা বানোয়াট কোন কিছুই ছিল না। এই প্রশ্নটিই তাদেরকে ঘায়েল করে দিয়েছিল, তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল এবং এতে করে তারা মানুষের সামনে লজ্জিত হয়েছিল।

(৩) এতে অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই যে, যারা নিজেদের খ্যাতি এবং পার্থিব বিষ-য়াদির উপর নির্ভর করে নিজেদেরকে চালনা করে, তারা সবচেয়ে সাধারণ সত্যটিকেও ভুলে যায় এবং সবচেয়ে দৃঢ় মতবাদটিও ভুল বলে ভাবে, যেমনটি ঘটেছিল এই পুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষকদের ক্ষেত্রে। তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই ভান করল যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন বাপ্তিস্ম দেওয়ার অধিকার কোথা থেকে পেয়েছেন তা তারা জানে না। নতুবা আর কি কোন কারণ আছে এ কথা অস্বীকার করার? তারা বলল না যে, তিনি এই ক্ষমতা পেয়েছিলেন মানুষের কাছ থেকে; কারণ তাহলে তাদেরকে জনতার রোষের মুখে পড়তে হবে। এ ধরনের চিন্তা যাদের মনে আছে, তাদের কাছ থেকে ভাল আর কি আশা করা যেতে পারে?

(৪) যারা সেই জ্ঞানকে মাটিচাপা দেবে, তারা অন্য যে কোন জ্ঞান গ্রহণ করতেও অস্বীকৃতি জানাবে। শুধুমাত্র খ্রীষ্ট যে স্বর্গ থেকে তার এই সমস্ত ক্ষমতা পেয়েছেন এ কথা অস্বীকার করার জন্যই তারা এ কথাও অস্বীকার করল যে, যোহন বাপ্তিস্ম দেওয়ার ক্ষমতা কোথা থেকে পেয়েছেন তা তারা জানে না। এতে করে তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসও করলো না এবং তাদের জ্ঞানকেও স্বীকার করল না, পদ ৭,৮।

লূক ২০:৯-১৯ পদ

খ্রীষ্ট এই দৃষ্টান্তটি তাদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, যারা তাঁর কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে চায়

নি, যদিও এর প্রমাণ এতটাই জ্বলজ্বলে যে, তা অস্বীকার করাটা একেবারেই বোকামি। নির্দিষ্ট সময়ে এটি সকলের কাছে প্রকাশ করা হবে যে খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলা তাদের সকলের জন্যই বোকামির কাজ হয়েছে। এতে করে তারা তাদের নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে এনেছে। এখানে বলা হয়েছে, কি করে একটি আঙ্গুর ক্ষেতের কৃষকরা তাদের মালিককে অস্বীকার করল এবং এর পরিণতি কি হল। যে প্রত্যাখ্যাত মনিবের কথা বলা হচ্ছে, তার একটি বিরাট আঙ্গুর ক্ষেত ছিল এবং সেই মনিব দীর্ঘদিনের জন্য বিদেশ চলে যাওয়ার কারণে তা কৃষকদের কাছে জমা দিয়ে গেলেন।

ক. এই দৃষ্টান্ত সম্পর্কে নতুন করে বলার কোন কিছুই নেই, যেহেতু আমরা এ সম্পর্কে মথি এবং মার্কের সুসমাচারে পড়েছি। এই দৃষ্টান্তটি মূলত বলা হয়েছে যিহূদী জাতিকে উদ্দেশ করে, যার প্রতিনিয়ত ভাববাদীদেকে অত্যাচার ও হত্যা করে গেছে এবং শেষ পর্যায়ে খ্রীষ্টকেও তারা অত্যাচার করে এবং হত্যা করে। এতে করে ঈশ্বর তাদেরকে মণ্ডলীর সেবাকাজের সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস হওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এখানে আমরা শিক্ষা পাই:

১. যারা প্রত্যক্ষভাবে মণ্ডলীর সুবিধা ভোগ করছে বা এর ছত্রছায়ায় অবস্থান করছে, তারা সকলে এর ভাড়াটিয়া বা কৃষক হিসেবে এখানে অবস্থান করছে। তারা একটি আঙ্গুর ক্ষেত্রের কৃষকদের মত করে এই মণ্ডলী দেখাশোনা করছে এবং এখানে ভাড়া দিয়ে অবস্থান করছে। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে প্রকাশিত ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে একটি আঙ্গুর ক্ষেত তৈরি করেছেন, যেখানে তিনি যে সমস্ত লোক তাঁর আবাস-তাঁবুতে বাস করে তাদেরকে প্রবেশ করতে দিয়েছেন, পদ ৯। তাদেরকে অবশ্যই আঙ্গুর ক্ষেত্রের পরিচর্যা কাজ করতে হবে, যা অবশ্য পালনীয় এবং সার্বক্ষণিক কাজ, কিন্তু তা আনন্দনীয় এবং লাভজনক কাজ। যেহেতু মানুষকে তার পাপর জন্য মাটিতে কাজ করার শাস্তি দেওয়া হয়, সেহেতু মণ্ডলী হচ্ছে তাদের সেই স্থান, যেখানে তারা নিষ্কলুষভাবে আদমের সেই কাজ করতে পারবে। তারা মণ্ডলীর সেবা করতে এবং সেখানে পরিচর্যা কাজ করতে দায়িত্ব পেয়েছে; কারণ মণ্ডলী হচ্ছে স্বর্গ এবং খ্রীষ্ট সেখানকার জীবন বৃক্ষ।

২. ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীদের কাজ হল তাদেরকে আহ্বান করা, যারা মণ্ডলীর সুফল ভোগ করে এবং ফল দান করে। তারা হচ্ছে ঈশ্বরের পক্ষে ভাড়া আদায়কারী, তারা কৃষকদেরকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয়। কিংবা তারা তাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, মনিব তাদের কাছ থেকে কি ধরনের কাজ আশা করেন এবং তাদের কাছ থেকে কি ধরনের সংবাদ শুনতে চান। তিনি তাদের মুখ থেকে এটা শুনতে চান যে, তারা তাঁর উপরে নির্ভরশীল, পদ ১০। পুরতান নিয়মের ভাববাদীদেরকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়েছিল, যেন তাঁরা যিহূদী মণ্ডলীকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এটি ছিল সে সময় ঈশ্বরের দেওয়া দায়িত্ব যা তাঁদেরকে অবশ্যই পালন করতে হত।

৩. অনেক সময় ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাসদের ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটে যে, তারা তাঁর নিজের ভাড়াটিয়াদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। তাদেকে প্রহার করা হয় এবং অবিশ্বাসজনক আচরণ করা হয় এবং শেষে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই কৃষকেরা তাদের দায়িত্ব

ঠিকমত পালন করে না, যার কারণে তারা চায় না যে, ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে কাজের হিসাব নেবেন।

৪. অবশেষে ঈশ্বর তাঁর নিজ পুত্রকে তাদের মাঝে পাঠালেন, যাতে করে তারা তাঁকে অন্ততপক্ষে সম্মান করে। তিনি তাঁকে সেই একই কাজ দিয়ে পাঠালেন যা তিনি ভাববাদীদেরকে দিয়েছিলেন, যাতে করে আঙ্গুর ক্ষেত্রের সমস্ত ফল একত্রিত করা যায়। যে কেউ ভাবতে পারে যে, তাঁকে নিশ্চয়ই সকলে বেশ সাদরে গ্রহণ করেছিল; কিন্তু আসলে তা নয়। ভাববাদীরা কথা বলেছিলেন দাসদের মত, *আমার প্রভু বলেছেন*। কিন্তু খ্রীষ্ট এসে নিজেই বলছেন, *আমিই এ কথা বলছি*। তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদান করে নিশ্চয়ই তাদের উচিত ছিল তাঁকে গ্রহণ করে নেওয়া।

৫. যারা খ্রীষ্টের পরিচর্যাকে উপেক্ষা করে, তারা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টকেও উপেক্ষা করবে। এমনটিই ঘটেছিল। সে সময় দেখা গিয়েছিল, তাঁর ভাববাদীদেরকে যারা নির্যাতন করেছিল এবং হত্যা করেছিল, সেই একই লোকেরা তাঁকেও নির্যাতন করল এবং হত্যা করল। তারা বলল, *এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করি, যেন অধিকার আমাদেরই হয়*। তারা চিন্তা করল, “যদি একজন দাসকে খুন করা হয়, তাহলে আরেকজনকে প্রেরণ করা হবে; কিন্তু যদি তার উত্তরাধিকারী হত্যা করা হয়, তাহলে আর কেউই এর দখল নিতে আসবে না। আমরা নিশ্চিন্তে একাই সব ভোগ দখল করতে পারব।” ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা নিজেরা নিজেরা এই আলোচনা করেছিল যে, যদি তারা খ্রীষ্টকে তাদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারে, তাহলে তারা যিহূদী মণ্ডলীর প্রধান বনে যেতে পারবে, আর তাই তারা এই দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিল। তারা তাঁকে ধরে আঙ্গুর ক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেল এবং সেখানে ফেলে তারা তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করল।

৬. তারা খ্রীষ্টকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে যিহূদী জাতির উপর অভিশাপ ডেকে আনল এবং তাদের নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে নিয়ে আসল। সবাই নিশ্চয়ই এই আশাই করবে যে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই এমন অবাধ্য কৃষককে ধ্বংস করে দেবেন। তারা তাদের অব-াধ্যতা শুরু করেছিল আঙ্গুর ক্ষেতের ফল তাঁকে জমা না দেওয়ার মধ্য দিয়ে। অবশেষে তারা তাঁর দাসদেরকে খুন করতে শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত তারা আঙ্গুর ক্ষেতের মনিবের ছেলেকেই খুন করে বসল। লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের দায়িত্ব অবহেলা করে, তারা জানে না যে, তার নিজেরা কতটা পাপ এবং ধ্বংসের পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

খ. এখানে এই দৃষ্টান্তের প্রয়োগ এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে, যা আমরা এর আগে পাই নি, তাদের দুর্ভাগ্যজনক ধ্বংসের কথা এখানে বলা হয়েছে (পদ ১৬): যখন তারা তা শুনল তখন বলল, *এমন না হোক*। *এমন ঘটনা না ঘটুক*। যদিও তারা এ কথা স্বীকার না করে পারল না যে, এই ধরনের পাপের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তিই তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এবং এটাই তারা একমাত্র আশা করতে পারে, তথাপি তারা এ কথা শুনে সহ্য করতে পারল না। লক্ষ্য করুন, পাপীদের বোকামি এবং মূর্খতার এটি একটি নিদর্শন যে, তারা ঠিকই তাদের পাপপূর্ণ কাজ করে বেড়ায় এবং তা বজায় রাখে, আবার একই সাথে তারা

শেষ বিচারের দিনে তাদের ধ্বংস সম্পর্কে জানতে পেরে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়। কিভাবে তারা নিজেদের সাথে ধোঁকাবাজি করল তা দেখুন: তারা এ কথায় খুব ঠাণ্ডাভাবে বলল, *ঈশ্বর এমন না করুন;* যখন তাদের এই ধরনের কাজে আর পা না বাড়ানো উচিত ছিল। কিন্তু এতে করে কি তারা আসলেই ভয় পেয়েছিল? তারা সত্যিকারভাবে ভয় পায় নি এবং তারা ঈশ্বর বা অন্য কারও কথা শুনবে না বলে ঠিক করেছিল। এখন লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট এখানে তাদের আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কিত শিশুসুলভ উক্তি শুনে কি বলছেন।

১. তিনি তাদের দিকে তাকালেন। এই বিষয়টি কেবলমাত্র এই সুসমাচার লেখকই উল্লেখ করেছেন, পদ ১৭। তিনি তাদের দিকে দয়া এবং সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি তাদেরকে তাদের নিজেদের বোকামির কারণে তিরস্কার করলেন এবং বললেন যে, তাদের ধ্বংস কেউই ঠেকাতে পারবে না, যারা এ ধরনের বোকার স্বর্গে বাস করে।

২. তিনি তাদের কাছে পবিত্র শাস্ত্রের কথা উদ্ধৃত করলেন: *তবে এই যে কথা লেখা রয়েছে তার অর্থ কি, "যে প্রস্তর রাজমিস্ত্রিরা অগ্রাহ্য করেছে, তা-ই কোণের প্রধান প্রস্তর হয়ে উঠলো"?* প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে তাঁর পিতা ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড় করিয়ে উচ্চীকৃত করা হবে। তিনি মহান হয়ে উঠবেন। তিনি সকল বিচার ও আইনের কর্তৃত্ব করবেন। তিনি মণ্ডলীর ভিত্তিপ্রস্তর এবং প্রধান প্রস্তর। যদি তাই হয়, তাহলে তাঁর শত্রুরা নিশ্চয়ই তাঁর ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই চায় না। যারা তাঁর উপরে হোঁচট খেয়ে পড়ে, তারা ভেঙ্গে যাবে এবং তাদের ধ্বংস হবে অনিবার্য। কিন্তু যারা তাঁকে শুধু নির্যাতনই করবে না, সেই সাথে তাঁকে ঘৃণাও করবে, যিহূদীদের মত, তিনি তাদের উপর আছড়ে পড়বেন এবং তাদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবেন। ঘৃণিত নির্যাতনকারীদের অবস্থা অবিশ্বাসীদের চেয়েও ভয়ঙ্কর হবে। সবশেষে, আমাদেরকে বলা হয়েছে এই দৃষ্টান্ত শুনে ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা কি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল (পদ ১৯): তারা বুঝতে পেরেছিল যে, খ্রীষ্ট এই দৃষ্টান্ত তাদের বিপক্ষেই বলছেন। একটি দোষী বিবেকের কোন অভিযোগকারীর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই পুরোহিত ও ধর্ম-শিক্ষকরা তাদের দোষ বুঝতে পেরেও তার জন্য অনুশোচনা না করে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে আরও ক্রোধান্বিত হল এবং তারা সুযোগ খুঁজতে লাগল কি করে খ্রীষ্টের ক্ষতি করা যায়।

লূক ২০:২০-২৬ পদ

আমরা এখানে খ্রীষ্টের জন্য পাতা একটি ফাঁদ দেখতে পাই, যা তাঁর শত্রুরা তাঁর জন্য পেতেছিল, তারা চেয়েছিল প্রশ্ন করে তাঁকে কোন একটি বিষয়ে ফাঁসিয়ে দিতে। এই অংশটি আমরা মথি এবং মার্ক উভয় সুসমাচারে পাই। এখানে আমরা দেখি:

ক. তাঁর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল: আগের সুসমাচারগুলোতে এই বিষয়ে যা বলা হয়েছিল, সেটাই এখানে আগের চেয়ে আরও বেশি পরিমাণে দেখানো হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে যে কোন একটি প্রশ্নের ফাঁদে ফেলে শাসনকর্তার হাতে অপরাধী হিসেবে সোপর্দ করা, পদ ২০। তারা নিজেরা তাঁকে আইনের আওতায় ফেলে বন্দী করতে পারছিল না, যার জন্য তারা এই ছল চাতুরির আশ্রয় নিল। তারা একদল গোয়েন্দাকে

ধার্মিক সেজে প্রশ্ন করতে পাঠিয়ে দিল, যাতে করে খ্রীষ্ট তাদের প্রশ্ন হতবুদ্ধি হন এবং তারা খ্রীষ্টকে অভিযুক্ত করতে পারে। লক্ষ্য করুন, অত্যাচারকারী মণ্ডলী শাসকদের জন্য এটি একটি সাধারণ নীতি যে, তারা তাদের ভীতি ও আতঙ্কের অস্ত্র হিসেবে পার্থিব শক্তিকে ব্যবহার করে এবং তারা এ কাজে পৃথিবীর রাজাকে, অর্থাৎ শয়তানকে মান্য করে। তারা যদি উৎসাহিত না হয় তাহলে সে তাদের সাথেই তাদের প্রতিবেশীকে নীরবে বাস করতে দেয়, যেমনটি পীলাত করেছিলেন খ্রীষ্টকে ফরীশীরা এবং মহাপুরোহিতরা তাঁর কাছে নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত। কিন্তু এভাবে খ্রীষ্টের বাক্য অবশ্যই তাদের অভিশপ্ত রাজনীতির মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছিল যে, তাঁকে অযিহূদীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

খ. তারা যাদেরকে এই ঘৃণ্য কাজে নিযুক্ত করেছিল। মথি এবং মার্ক আমাদেরকে বলেছেন যে, তারা ছিল ফরীশীদের অনুসারী। এদের মধ্যে অনেক হেরোদিয়ানও ছিল। এখানে এই কথাটি যুক্ত করা হয়েছে যে, তারা ছিল গুপ্তচর, যারা সবার সামনে নিজেদেরকে ভাল মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করত। লক্ষ্য করুন, মন্দ লোকদের পক্ষে নিজেদেরকে ভাল মানুষ হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয় এবং তারা তাদের সবচেয়ে মন্দ কার্যকলাপকে সবচেয়ে পবিত্র এবং ন্যায্য কোন কিছুর আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করে। শয়তান নিজেকে একজন নূরের স্বর্গদূতয় পরিণত করতে পারে। একইভাবে একজন ফরীশী ধর্মীয় শিক্ষকের রূপ ধরে আসে, এ নিয়ে শিক্ষা দেয় এবং যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের মত করে কথা বলে। একজন গুপ্তচর অবশ্যই ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করে। এই গুপ্তচরেরা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের নিকট থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য অন্যায্য আকাঙ্খা করে থাকে এবং তারা এ কারণে নির্ভর করে জাদুবিদ্যার উপর। এ কারণে তারা নিশ্চয়ই চেতনার জন্য তাঁর উপদেশ গ্রহণ করে। লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীরা অবশ্যই সব সময় সেই ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ বজায় রাখেন, যারা নিজেদেরকে ভাল মানুষ বলে দাবী করতে চায়। তাঁরা সাপ ও বিছার এই বংশের ভেতরে *সর্পের ন্যায় সতর্ক* হয়ে চলেন।

গ. তারা তাঁকে একটি প্রশ্ন করলো, যে প্রশ্নটি দিয়েই তারা তাঁকে অভিযুক্ত করতে চেয়েছিল।

১. তাদের প্রশ্নের ভূমিকাটি ছিল অত্যন্ত ভদ্রতাসূচক: *হুজুর, আমরা জানি, আপনি যথার্থ কথা বলেন ও যথার্থ শিক্ষা দেন,* পদ ২১। এভাবে তারা তাঁর সাথে মিথ্যে আন্তরিকতা এবং বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে চেয়েছিল এবং এভাবে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিল। যারা অহঙ্কারী এবং যারা প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা সেই সব ব্যক্তির সাথে প্রথম প্রথম খুব নম্রভাবে কথা বলে, যাদেরকে তারা অপদস্থ করতে চায়। কিন্তু তারা এখানে নম্র যীশু খ্রীষ্টের সাথে একই প্রক্রিয়ায় কথা বলতে গিয়েই ভুলটা করেছিল। তিনি এ ধরনের ভণ্ডদের সাক্ষ্য শুনে সন্তুষ্ট হন নি এবং তিনি নিজেকে তাদের সম্বোধন এবং কথার কারণে সম্মানিতও মনে করেন নি। এটি অবশ্যই সত্যি যে, তিনি তাদের মধ্যে কারও ব্যক্তিত্বই পছন্দ করেন নি। তবে এও সত্যি যে, তিনি তাদের সকলের অন্তর জানতেন এবং তিনি তাদেরকে চিনতেন। সেই সাথে সেখানে যে সাতজন ঘৃণাস্পদ ব্যক্তি ছিল তাদেরকেও তিনি জানতেন, যদিও তারা অত্যন্ত ভাল ও সুন্দর কথা বলছিল। এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল

যে, তিনি সত্যিকারভাবে ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে, তারা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পাওয়ার অযোগ্য; কারণ তিনি এসেছিলেন তাঁর কথা বলতে, তাদের কথা শুনতে নয়।

২. তাদের বিষয়বস্তু ছিল বেশ ভাল: *এটি কি আমাদের জন্য আইনসঙ্গত?* লূকের সুসমাচারে এই কথাটি যুক্ত করা হয়েছে। "মূসার ব্যবস্থা অনুসারে রোম-সম্রাটকে কি খাজনা দেওয়া উচিত? আমরা তো অব্রাহামের স্বাধীন বংশ, আমরা সদাপ্রভুর সেবার জন্য ব্যয় করি, তাহলে আমাদের কি কৈসরের সেবার জন্যও কর দেব?" তাদের গর্ব এবং ভণ্ডামী তাদেরকে কর দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল এবং তারা এই কারণেই এমন একটি প্রশ্ন করতে পেরেছিল যে, এটি করা তাদের জন্য উচিত না কি উচিত না। এখন যদি খ্রীষ্ট তাদেরকে বলেন যে, এটি তাদের জন্য উচিত, তাহলে লোকেরা তা খারাপভাবে নেবে; কারণ তারা আশা করে যে, তিনি হচ্ছেন সেই খ্রীষ্ট, যিনি তাদেরকে রোমান সাম্রাজ্যের শাসনের হাত থেকে মুক্ত করবেন এবং তিনি তাদের পক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে তাদেরকে কৈসরের জন্য কর দেওয়া থেকে বিরত হতে বলবেন। কিন্তু তিনি যদি এ কথা বলেন যে, কৈসরকে কর দেওয়া উচিত নয়, তাহলে সেটা হত সেই কথা, যা তারা আসলে শুনতে চইছিল তাঁর মুখ থেকে। এর মূল কারণ হচ্ছে, তারা ভেবেছিল তিনি যদি এ ধরনের কোন ধারণা পোষণ নাই করতেন, তাহলে তিনি কখনই লোকদের এতটা সমর্থন লাভ করতে পারতেন না। আর সেই কারণে তারা চাইছিল তাঁকে অভিযুক্ত করার মত কোন কিছু সরকারের কাছে উপস্থাপন করতে। তারা সব সময়ই তা চেয়ে এসেছে।

ঘ. তারা খ্রীষ্টের জন্য যে ফাঁদ পেতেছিল তা তিনি পাশ কাটিয়ে গেলেন: খ্রীষ্ট তাদের চালাকি বুঝতে পারলেন, পদ ২৩। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি ভণ্ডামী ও ধূর্ততা সহকারে কাজ করে, তাদের ছদ্মবেশও কোন মতেই খ্রীষ্টের চোখ থেকে এড়িয়ে যেতে পারে না। তিনি সবচেয়ে নম্র ব্যক্তির ছদ্মবেশের ভেতর দিয়েও দেখতে পান, আর এই কারণে তিনি সবচেয়ে বিপজ্জনক ফাঁদও চূর্ণ করে দিতে পারেন। নিশ্চিতভাবে যে ধরনের জালই ছড়িয়ে রাখা হোক না কেন, শিকারী পাখির চোখ থেকে তা কোনমতেই এড়িয়ে যাবে না। তিনি তাদেরকে সরাসরি কোন উত্তর দেন নি, বরং তিনি তাদেরকে তাঁকে পরীক্ষায় ফেলার জন্য তিরস্কার করলেন। *কেন আমাকে পরীক্ষা করছো?* তিনি তাদের কাছে একটি মুদ্রা চাইলেন যা সেই সময় ব্যবসায়ীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল: *আমাকে একটি দীনার দেখাও*। দীনারটি নিয়ে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটি কার মুদ্রা? এখানে কার ছবি মুদ্রাঙ্কিত রয়েছে?" তারা বললো, "এটি কৈসরের মুদ্রা।" তখন খ্রীষ্ট বললেন, "তাহলে তোমাদেরতো আগে এই কথা চিন্তা করা উচিত ছিল যে, তোমাদের নিজেদের মধ্যে কৈসরের মুদ্রা গ্রহণ করা এবং প্রদান করা উচিত কি না এবং তা নিজেদের ব্যবসায়ের প্রচলিত মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত কি না। কিন্তু যেহেতু তোমরা এই মুদ্রাকে তোমাদের ব্যবসায়ের একটি সাধারণ মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছ, তাই তোমরা নিজেদের কাজে নিজেরাই ধরা পড়ে গিয়েছ। তাই নিঃসন্দেহে তোমাদের এখন উচিত তাঁকেই কর দেওয়া, যিনি এই মুদ্রা তোমাদের ব্যবসায়ের জন্য তোমাদের মাঝে প্রদান করেছেন। তিনি তোমাদেরকে এই মুদ্রা দ্বারা সব ধরনের বিনিময়সূচক কাজ

করতে দিয়েছেন। তোমাদের অবশ্যই উচিত এই মুদ্রা কৈসরকে দেওয়া, কারণ এই মুদ্রা সীজারের। পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে তোমরা পার্থিব শাসনকর্তার কাছে দায়বদ্ধ। সে কারণে যেহেতু কৈসর তোমাদেরকে আইন দ্বারা তাঁর নাগরিক আইনের আওতায় তোমাদেরকে নিয়েছেন, তাই তোমাদের উচিত তাঁর এই আইন মান্য করা। তিনি যেমন তাঁর আইন দ্বারা তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছেন তেমনি তোমাদেরও উচিত তাঁর আইনের আওতায় আবদ্ধ হওয়া এবং তাঁকে যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। সেই কারণে যা কৈসরের তা কৈসরকে দাও এবং যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও। উপাসনা করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সব সময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে এবং তাঁকেই প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে, সেই সম্মান কৈসরের প্রাপ্য নয়। ঈশ্বরই একমাত্র এই কথা বলতে পারেন, *হে বৎস, তোমার হৃদয় আমাকে দাও।*

৬. এখানে তারা যে দ্বিধায় পড়েছিল, পদ ২৬।

১. তাদের ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে গেল: এতে তারা লোকদের সাক্ষাতে তাঁর কথার কোন ছিদ্র ধরতে পারল না। তারা শাসনকর্তা বা অন্য লোকদের সাক্ষাতে খ্রীষ্টকে কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারল না।

২. খ্রীষ্ট সম্মানিত হলেন: এমনকি মানুষের ক্রোধ দ্বারাও তিনি সম্মানিত হন এবং প্রশংসিত হন। তারা খ্রীষ্টের কথা শুনে অবাক হল, কারণ এটি ছিল অত্যন্ত অনাকাঙ্খিত এবং আকস্মিক একটি উত্তর। এ ধরনের বুদ্ধি ও বিবেচনাপূর্বক কথা স্বর্গীয় জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে।

৩. তাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল: তারা চুপ করে থাকল। তাদের আর এই কথার প্রতিবাদ করার কিছু ছিল না এবং তারা আর তাঁকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না, কারণ আবার না এতে করে তাদের লজ্জায় পড়তে হয় এবং মানুষের কাছে তাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে।

লূক ২০:২৭-৩৮ পদ

সদ্দূকীদের সাথে এই আলোচনাটিও আমরা এর আগেও দেখতে পাই, যেমনটি রয়েছে এখানে। কেবলমাত্র খ্রীষ্ট ভবিষ্যতের যে সমস্ত বিষয়ের কথা বলেছেন সেগুলো কোথাও কোথাও একটু বড় পরিসরে দেওয়া হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. প্রতিটি যুগেই মন্দ চরিত্রের ও চিন্তার কিছু কিছু মানুষ ছিল, যারা সব সময় ধর্মের মূল বিষয়টিকে উপেক্ষা করে তাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করত। এখন যেমন বহুত্ববাদীরা রয়েছে, তেমনি তখন তাদেরকে বলা হত মুক্ত চিন্তাবিদ, কিন্তু তারা আসলে ছিল ভুল চিন্তাবিদ। আমাদের পরিত্রাণকর্তার সময়ে তেমনি ছিল সদ্দূকীরা, যারা এই পৃথিবীর জীবন এবং পুনরুত্থানের মতবাদটিকে বিকৃত করেছিল, যদিও তাদেরকে পুরাতন নিয়মে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তারা ছিল যিহূদী ধর্মমতের বিরোধী। সদ্দূকীরা এই কথা অস্বীকার করত যে, পুনরুত্থান বলতে সত্যিই কিছু আছে বা ভবিষ্যত বলতে সত্যিই কিছু আছে। তারা শুধু যে পুনরুত্থানের পর দেহে জীবন ফিরে আসার বিষয়টি অস্বীকার করত

তাই নয়, সেই সাথে তারা এ কথাও মানত না যে, জীবনের মাঝে কোন আত্মা আছে, কিংবা আত্মার কোন জগত আছে। এই সমস্ত ধারণা যদি মিথ্যে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে সব ধর্মই মিথ্যে প্রমাণিত হবে।

খ. এটা তাদের জন্য খুবই সাধারণ যারা এ কথা চিন্তা করে যে, ঈশ্বরের যে কোন সত্য তারা তাদের নিজেদের মত করে বিমিশ্রিত করবে এবং সেখানে কোন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করবে; যেমনটি সে সময়কার সদ্দূকীরা করত। তারা তাদের ভ্রান্ত মত দিয়ে এবং পুনরুত্থানের মতবাদ অস্বীকার করার মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিত। তারা এর উপরে একটি উল্টো প্রশ্ন করত এবং মানুষের মনের মাঝে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিত। তারা এমন কিছু প্রশ্ন করত যার কোন সঠিক উত্তর নেই। বিষয়গুলো ছিল অনেকটা এ ধরনের অবান্তর: *একজন নারী কি সাতজন স্বামী রাখতে পারে? সেক্ষেত্রে সে পুনরুত্থানের পর কাকে বিয়ে করবে?* ব্যাপারটা একেবারেই অবান্তর এই কারণে যে, পুনরুত্থানের পর মানুষের সম্পর্ক কখনোই পুনর্গঠিত হয় না; কারণ সে সময় শুধুমাত্র মানুষের আত্মার অস্তিত্ব অবস্থিতি করে।

গ. পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান এবং পুনরুত্থানের পর তাদের অবস্থানের ভেতরে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এই জগত এবং সেই জগতের ভেতরে অনেক পার্থক্য আছে। আমরা এই ভেবে ভুল করব এবং খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হবে, যদি আমরা মনে করি যে, আত্মার জগতে আমাদের জগতের মত একই রকম সুখ ও আনন্দ ভোগ করা হয়।

১. এই পৃথিবীর লোকেরা বিয়ে করে এবং তাদেরকে বিয়ে দেওয়া হয়। *এই যুগের লোকেরা* (*hyioi tou aionos toutou*), এই প্রজন্ম, তারা উভয়েই ভাল এবং মন্দ। তারা পরস্পর বিয়ে করে এবং তাদেকে বিয়ে করানো হয়। আমাদের এই জগতের প্রধান একটি কাজ হচ্ছে পরিবার গঠন করা এবং সন্তানের জন্ম দেওয়া। এই জগতে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দের সম্পর্ক হচ্ছে স্ত্রী এবং সন্তানের সাথে সম্পর্ক। প্রকৃতিগতভাবেই আমাদের জন্য তা অন্যতম প্রিয় সম্পর্ক। মানব জীবনের স্বস্তি এবং আরাম আয়েশের জন্য বিয়ের বিধান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে সেই অবস্থার কথা বোঝানো হচ্ছে, যেখানে আমাদের সাথে শরীর উপস্থিত থাকবে। এটি হচ্ছে ব্যভিচারের বিপক্ষে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যাতে করে স্বভাবগত কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং মানুষ কারও প্রতি নিষ্ঠুর বা পাশবিক আচরণ না করে। এই জগতের লোকেরা ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। এই কারণে তারা বিয়ে করে এবং সন্তানের জন্ম দেয়, যেন তারা এই মানব জাতিকে আবারও পূর্ণ করে তুলতে পারে, তাদের নিজেদের শূন্যস্থান যেন পূর্ণ হয়। বিশেষভাবে যে ব্যক্তি ঈশ্বর কর্তৃক বাছাইকৃত হয়েছে, তাকে অবশ্যই ভবিষ্যতে উপস্থাপন করতে হবে; কারণ ঈশ্বরের বংশধরেরাই বিয়ের কথা চিন্তা করে (মালাখি ২:১৫)। সেই বংশ সদাপ্রভুর সেবা করে এবং তারা তাঁর সামনে একটি জাতি হিসেবে আবির্ভূত হবে।

২. যে জগত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন জগত। একে বলা হয় *সেই জগত*; এটি বলা হয় গুরুত্ব সহকারে এবং জোর দিয়ে। লক্ষ্য করুন, আমাদের সামনে একাধিক জগত রয়েছে; একটি হচ্ছে বর্তমান দৃশ্যমান জগত এবং একটি হচ্ছে অদৃশ্য জগত। আমাদের প্রত্যেকের এই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত যে, আমরা যেন এই দু'টি জগতের মধ্যে তুলনা করি, এই জগত এবং সেই জগতের মাঝখানে তুলনা করি। সেই সাথে আমরা যেন আমাদের কথায়, চিন্তায় এবং কাজে সেই জগতের সমস্ত বিষয়কে গুরুত্ব দিই, কারণ এটিই আমাদের জন্য প্রয়োজন। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) কারা সেই জগতের অধিবাসী হবে: যারা সেই জগতের অধিবাসী হওয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করবে তারা তা অর্জন করবে। এর অর্থ হচ্ছে, তারা খ্রীষ্টের প্রতি আকর্ষিত, যিনি তাদের জন্য পরিত্রাণ ও নতুন জীবন ক্রয় করেছেন। তিনি আমাদের মাংসিক দেহকে শুদ্ধ করেছেন যেন আমাদের পবিত্রীকৃত আত্মা সেখানে বসবাস করতে পারে। আর তাঁর কাজই হচ্ছে সেই আত্মাকে প্রস্তুত করা। তাদের কোন ন্যায়সঙ্গত মূল্য নেই। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের জন্য তাঁর নিজ রক্তের বিনিময়ে আমাদের জন্য সেই অমূল্য পরিত্রাণ ক্রয় করে এনেছেন, যার মধ্য দিয়ে আমরা সেই অন্য জগতে প্রবেশ করতে পারবো। এটি হচ্ছে এক অমূল্য মহানুভবতা, যার মধ্য দিয়ে আমরা মহিমান্বিত হই। সেই সাথে আমাদের মাঝে ধার্মিকতারও প্রবেশ ঘটানো হয়েছে, যেন আমরা পবিত্রীকৃত হই; যেন আমরা সেই জগতে প্রবেশ করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। এখানে একমাত্র যে অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি উঠে আসে তা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই দুষ্টতা ও মন্দতা বিদ্যমান, কিন্তু আত্মার এই ভ্রষ্টতাকে ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব দিয়ে শুচি করা হয়েছে। মহিমা দিয়ে তাকে পবিত্রীকৃত করা হয়েছে এবং সেই জগতের কাছে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে। তবে সেখানে পৌঁছাবার জন্য কিছু সমস্যার সম্মুখীন আমাদেরকে হতে হবে এবং আমাদেরকে বিপদের সম্মুখীনও হতে হবে। তাই আমাদেরকে অবশ্যই দৃঢ়তার সাথে আমাদের লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে হবে। তারা মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান লাভ করবে, তার অর্থ হচ্ছে তাদের এই পুনরুত্থান হবে অনুগ্রহযুক্ত; কারণ যারা বিচারের জন্য বের হয়ে আসবে (যীশু খ্রীষ্ট এমনটিই বলেছেন যোহন ৫:২৯ পদে), তারা আসলে মৃত্যুবরণ করার জন্যই পুনরুত্থিত হবে। তারা পুনরুত্থিত হবে তাদের দ্বিতীয় মৃত্যুর জন্য, একটি অনন্ত মৃত্যুর জন্য এবং সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মৃত্যু।

(২) এই পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য যে অবস্থাটি সবচেয়ে সুখকর পরিস্থিতি যা আমরা প্রকাশ করতে পারি না বা অর্জন করতে পারি না (১ করিন্থীয় ২:৯)। এখানে লক্ষ্য করুন খ্রীষ্ট এ সম্পর্কে কি কি বলেছেন।

[১] তারা আর বিয়েও করবে না কিংবা তাদেরকে আর বিয়ে দেওয়াও হবে না। যারা সদাপ্রভুর সাথে তাঁর অনন্তকালীন আনন্দের ভাগী হবে, তারা চিরকালই সেখানে বসবাস করবে। তারা আর কখনোই সেখানে কোন বিয়ে করার কিংবা বর বা কনে হয়ে আনন্দ করার প্রয়োজন হবে না, কারণ তাঁরা সেখানে খ্রীষ্টের সাথেই বরযাত্রীদের মত আনন্দ করবে। সেই ভালবাসার জগতে ভালবাসা হচ্ছে স্বর্গী, পবিত্র ও নির্মল এবং সেখানকার

ভালবাসা হচ্ছে সবচেয়ে পবিত্র ও শুদ্ধ ভালবাসা। সেখানে শরীর বলতে শুধু আত্মিক শরীর থাকবে। সেখানে সুখের সকল অনুভূতি বিলীন হয়ে যাবে। যেহেতু সেখানে পবিত্রতার চূড়ান্ত পর্যায়ে সকলে অবস্থান করবে, তাই সেখানে বিয়ের কোন প্রশ্নই আসবে না, যা আমাদের পাপের কথা বলে। সেই নতুন যিরূশালেমে এমন কিছুই প্রবেশ করবে না যা সেখানকার পরিবেশকে দূষিত করে।

[২] তারা আর কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না এবং এটি তাদের মধ্যে বিয়ে না হওয়ার আরেকটি কারণ। এই মরণশীল জগতে আমাদের মাঝে বিয়ের প্রশ্ন আসে, যাতে করে আমরা মৃত্যুর কারণে যে শূন্যতা তৈরি হয় তা পূরণ করতে পারি। কিন্তু সেখানে কখনো কারও মৃত্যু হবে না, আর তাই বিয়েরও কোন প্রয়োজন নেই। এই বিষয়টিই সেই জগতের সবচেয়ে স্বস্তির বিষয় যে, সেখানে কোন মৃত্যু নেই, যা এই জগতের সমস্ত সৌন্দর্যকে ম্লান করে দেয় এবং সমস্ত আনন্দকে বিলীন করে দেয়। এখানে মৃত্যু রাজত্ব করে, কিন্তু সেখানে তা চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

[৩] স্বর্গদূতদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। অন্যান্য সুসমাচার লেখকেরা বলেছেন, তারা হবে স্বর্গদূতদের মত। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, তাদের আর স্বর্গদূতদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। তাদের এমন গৌরব ও মহিমা থাকবে এবং তাদের মধ্যে এমন শান্তি বিরাজ করবে যা কোন মতেই পবিত্র স্বর্গদূতদের চেয়ে আলাদা হবে না। তারা তখন সেই পবিত্র স্বর্গদূতদের সাথে একই দৃষ্টিতে সব কিছু দেখবে, একই কাজ করবে এবং একই আনন্দ সহভাগিতা করবে। সাধুরা যখন স্বর্গে গমন করবেন তখন তারা তাদের স্বভাবগত পরিবেশে প্রবেশ করবেন এবং সেখানে তারা স্বাভাবিকভাবে আগন্তুক হলেও ঠিকই তারা তাদের স্বাধীনতা পুরোমাত্রায় লাভ করবেন, যা খ্রীষ্ট তাদের জন্য কিনে রেখেছেন। সে সময় তারা অন্য সকলের মতই মুক্ত ও স্বাধীনভাবে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন সেই সমস্ত মুক্ত ও স্বাধীন স্বর্গদূতদের মত করে, যারা সেই জগতেরই অধিবাসী এবং সেখানেই জন্মপ্রাপ্ত। তারা স্বর্গদূতদের সঙ্গী হবেন এবং তারা সেই অনুগ্রহপ্রাপ্ত আত্মার সাথে কথা বলবেন, যিনি তাদেরকে অনেক অনেক ভালবাসেন। তারা হচ্ছে এক মূল্যবান সঙ্গী, যাদের কাছে এখন তারা বিশ্বাস, আশা এবং ভালবাসার সাথে এসেছে।

[৪] তারা হচ্ছে ঈশ্বরের বংশধর এবং স্বর্গদূতরাও তাই, যাদেরকে বলা হয় ঈশ্বরের সন্তান। সন্তানদের সংস্পর্শে এসে বংশধরেরা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। এই কারণেই বিশ্বাসীদেরকে তাদের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়, এমনকি যারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদেরকেও (রোমীয় ৮:২৩); কারণ এখন পর্যন্ত যে শরীর কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়েছে তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয় নি। এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে গণ্য হয়েছি (১ যোহন ৩:২)। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার মত স্বভাব এবং গুণ রয়েছে, কিন্তু আমরা পরিপূর্ণভাবে সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা স্বর্গে গমন করি।

[৫] তারা হচ্ছে পুনরুত্থানের সন্তান এবং এর অর্থ হচ্ছে তারা ভবিষ্যতের সমস্ত আনন্দ

এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের যোগ্যতা রাখে; তারা সেই জগতেই জন্মপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা সেই স্বর্গীয় পরিবারের অন্তর্গত, তারা সেখানেই শিক্ষা লাভ করেছে এবং তাদের সমস্ত অধিকার এখানেই নিহিত রয়েছে। তারা ঈশ্বরের সন্তান, কারণ তারা পুনরুত্থিত হয়েছে। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর কেবলমাত্র তাদেরকেই তাঁর সন্তান হিসেবে গণ্য করবেন না, যারা পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করেছে, বরং তিনি তাদেরকেও তাঁর সন্তান হিসেবে ডেকে নেবেন, যারা স্বর্গেই জন্মগ্রহণ করেছে, যারা আত্মার পৃথিবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যারা সেই পৃথিবীয় প্রবেশের জন্য প্রস্তুত; কারণ তারা ইতোমধ্যে এই পরিবারের সদস্য।

ঘ. এটি একটি সন্দেহাতীত সত্য যে, এই জীবনের পর আরেকটি জীবন রয়েছে এবং এই সত্য সম্পর্কে এর আগেকার মণ্ডলীর যুগগুলোতে নানা ধরনের প্রমাণ ও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে (পদ ৩৭,৩৮): মোশি তা দেখিয়েছেন, যেভাবে মোশির কাছে জ্বলন্ত ঝোপে সমস্ত কিছু দেখানো হয়েছিল। তিনি তা আবার আমাদের কাছে দেখিয়েছেন, যখনই তিনি প্রভুকে আহ্বান করেছেন; যিনি নিজেকে বলে থাকেন *প্রভু, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বর*। অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোব আমাদের জগতের হিসাব অনুসারে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁরা অনেক অনেক বছর আগেই মারা গেছেন এবং তাদের দেহ সেই মক্‌পেলার গুহায় ধূলিতে পরিণত হয়েছে। তাহলে কেন ঈশ্বর নিজেকে বলেন যে, *আমি এখনও অব্রাহামের ঈশ্বর?* কেন তিনি বলেন না যে, *আমি অব্রাহামের ঈশ্বর ছিলাম?* এটি অবশ্যই একটি অবান্তর যুক্তি যে, জীবন্ত ঈশ্বর এবং জীবনের ঝর্ণার সাথে এখনও মৃতের সংযুক্তি রয়েছে, কারণ এখন আর সেই গুহায় তাদের জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। বরং সেখানে শুধুমাত্র তাদের শরীরের ধূলিকণাই অবশিষ্ট রয়েছে, যাকে এখন আর সাধারণ পৃথিবীর ধূলিকণার ভেতর থেকে আলাদা করা যাবে না। এ কারণে আমরা অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, এই পৃথিবীর বাইরেও অন্য কোন জগতে আমাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে; কারণ আমাদের ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, তিনি সকল জীবিতদের ঈশ্বর। লূক এখানে আরও যোগ করেছেন, *কারণ সকলেই তারই জন্য বেঁচে থাকে*। এর অর্থ হচ্ছে, যারা সকল সত্যিকার বিশ্বাসীদের মত করে তাঁর উপরে বিশ্বাস করে, তারা মরলেও জীবিত থাকবে। তারা শারীরিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেও তাদের আত্মা গিয়ে ঈশ্বরের কাছে অবস্থান করে; কারণ এই আত্মা ঈশ্বরই তাদেরকে দিয়েছিলেন (উপদেশক ১২:৭)। তারা তাদের পিতার কাছে গিয়েই আত্মার আকারে অবস্থান করবেন এবং তাদের শরীর আবারও সেই শেষ সময়ে জীবিত হয়ে উঠবে ঈশ্বরের ক্ষমতার বলে। তিনি তাদেরকে এই অবস্থা থেকে পরিবর্তিত করবেন, কারণ তাদের এভাবে থাকার কথা নয়। তিনি মৃতদের জীবন দেন এবং যা নেই তা আছে বলে ঘোষণা করেন (রোমীয় ৪:১৭)। কিন্তু এখানে এখনও অনেক কিছু বলার রয়েছে। যখন ঈশ্বর নিজেকে আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর বলে ঘোষণা দেন, তখন তিনি বোঝাতে চান যে, তিনি তাদের উৎস এবং তাদের নিয়তি। তিনি একাই তাদের সমস্ত কিছুর জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ (আদিপুস্তক ১৭:১), তিনি তাদের অপরিসীম মহান পুরস্কার (আদিপুস্তক ১৫:১)। এখন তাদের ইতিহাস দেখে আমরা এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নিতে পারি যে, তিনি কখনোই তাদের জন্য এই জগতে কিছু করে যান নি। এর উপরে ভিত্তি করেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই জীবনের পরে

আরেকটি জীবন রয়েছে এবং সেখানে তিনি আমাদের কাছে করা সমস্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন। সে সময় তিনি আমাদের জন্য সত্যিকারের ঈশ্বর হিসেবে আমাদের মঙ্গল সাধন করবেন, তাঁর সাথে আমরা সকলে জীবিত হয়ে বসবাস করবো এবং তখন তিনি আমাদের সকলের আত্মা ও অন্তরকে আনন্দিত করবেন; যা সকলের জন্য, প্রত্যেকের জন্যই যথেষ্ট হবে।

লূক ২০:৩৯-৪৭ পদ

সেই ধর্ম-শিক্ষকেরা বা ধর্ম-শিক্ষকরা ছিলেন আইনের শিক্ষার্থী এবং তারা জনগণের কাছে নিজেদেরকে এর ধারক ও শিক্ষক হিসেবে প্রকাশ করতেন। তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী, সম্মানিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতেন, কিন্তু তাদের মধ্যকার বেশিরভাগই ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের ও তাঁর সুসমাচারের শত্রু। এখন এখানে আমরা তাঁর কাছে কয়েকজন ধর্ম-শিক্ষকের আগমনের বিষয়ে দেখতে পাই এবং তারা তাঁর সাথে কথা বলা অবস্থায় চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি, যা আমরা এর আগের সুসমাচার দু'টিতে দেখেছি:

ক. আমরা এখানে তাদেরকে সদ্দূকীদের প্রতি খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কিত জবাবটি নিয়ে প্রশংসা করতে দেখি। তখন কয়েকজন ধর্ম-শিক্ষক বললেন, “হুজুর, আপনি ভালই বলেছেন,” পদ ৩৯। খ্রীষ্ট তাঁর বিরোধিতাকারীদের কাছ থেকেই এই সাক্ষ্য লাভ করেছেন যে, তিনি উত্তম কথা বলে থাকেন এবং এ কারণেই ধর্ম-শিক্ষকরা তাঁর শত্রু, কারণ তিনি পূর্বপুরুষদের নিয়ম-কানুন অন্ধের মত অনুসরণ করতেন না। কিন্তু তিনি যখন মৌলিক ধর্মীয় আচার আচরণগুলোর স্বপক্ষে কথা বলেন এবং সেগুলো রক্ষা করার ব্যাপারে কথা বলেন, সে সময় ধর্ম-শিক্ষকরাও তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং এ কথা স্বীকার করেছেন যে, খ্রীষ্ট অত্যন্ত ভাল কথা বলেছেন। এমন অনেকেই রয়েছেন যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বলে দাবী করে থাকেন, কিন্তু তারা আত্মায় ততটা শক্তিশালী নন।

খ. এখানে আমরা তাদেরকে খ্রীষ্টের প্রতি ভয়ে পরিপূর্ণ হতে দেখি এবং তারা তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে সম্ভ্রম প্রদর্শন করেছিলেন (পদ ৪০); তারা তাঁকে আর কোন প্রশ্ন করার সাহস করলেন না, কারণ তাদের পক্ষে কথায় তাঁর সাথে পেরে ওঠা অনেক কঠিন ছিল। তাঁর নিজ শিষ্যরা অনেক দুর্বল হলেও তারা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং এর কারণেই তারা তাঁকে নানা ধরনের প্রশ্ন করতেন। কিন্তু সেই সদ্দূকীরা, যারা তাঁর শিক্ষার প্রতি ও মতবাদের প্রতি বিরোধিতা করতো এবং ভ্রূকুটি করতো, তারা আর তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না।

গ. এখানে আমরা তাদেরকে খ্রীষ্টের একটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে হতবিহ্বল অবস্থায় এবং কোণঠাসা অবস্থায় দেখতে পাই, পদ ৪১। অনেক পবিত্র শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি পরিষ্কার আমাদের কাছে যে, খ্রীষ্ট হচ্ছেন দায়ূদের সন্তান; এমন কি একজন অন্ধ লোকও তা জানে (লূক ১৮:৩৯); এবং তবুও এটি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, রাজা দায়ূদ খ্রীষ্টকে প্রভু বলে (পদ ৪২,৪৪), তাঁর মনিব এবং শাসনকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী বলে অভিহিত করেছেন:

প্রভু আমার প্রভুকে বললেন। ঈশ্বর এই কথা খ্রীষ্টকে বলেছেন (গীতসংহিতা ১১০:১)। এখন তিনি যদি তাঁর সন্তান হয়ে থাকেন, তাহলে কেন তিনি তাঁকে প্রভু বলে ডাকছেন? তিনি যদি তাঁর প্রভু হয়ে থাকেন তাহলে কেন আমরা তাঁকে তাঁর সন্তান বলে ডাকি? এই বিষয়টি তিনি তাদের বিবেচনার জন্য রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারা এটিকে পরস্পর বিরোধী কথা মনে করে এড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারি এটি চিন্তা করে যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বর সদাপ্রভু হিসেবে রাজা দায়ূদের প্রভু ছিলেন, কিন্তু মানুষ হিসেবে বিবেচনা করলে খ্রীষ্ট ছিলেন দায়ূদের সন্তান। তিনি একই সাথে দায়ূদের মূল এবং শাখা দু'টোই ছিলেন (প্রকা ২২:১৬)। তাঁর মানব বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি ছিলেন দায়ূদের সন্তান, তাঁর বংশের একটি শাখা; অপরদিকে স্বর্গীয় প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি ছিলেন দায়ূদের মূল বা শিকড়, যার কাছ থেকে দায়ূদসহ অন্য সকলে জীবন লাভ করেছেন এবং সকল ধরনের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করেছে।

ঘ. এখানে আমরা খ্রীষ্টকে তাদের কথা না শোনার জন্য তাঁর শিষ্যদেরকে সতর্কবাণী প্রদান করতে দেখি, পদ ৪৫-৪৭। এই অংশটিই এর আগে আমরা দেখেছি মার্ক ১২:৩৮ পদে এবং আরও বিস্তারিতভাবে দেখেছি মথি ২৩ অধ্যায়ে। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এই ধরনের ধর্ম-শিক্ষকদের কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, সেখানে তিনি বলেছেন:

১. "সাবধানে থেকো, যেন তাদের কথা শুনে, তাদের শেখানো পথে চলে এবং তাদের মত করে কাজ করে তোমরা পাপে পতিত না হও। তারা যে ধরনের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, সে ধরনের আত্মার কবল থেকে নিজেদেরকে সাবধানে রেখো। তারা তাদের যিহূদী মণ্ডলীতে যা যা করে, তোমরা তোমাদের খ্রীষ্টান মণ্ডলীতে সেই সব কাজ কোরো না।"

২. "তাদের কথা শুনতে গিয়ে বিপদে পোড়ো না," এই একই ভাবধারায় তিনি বলেছেন (মথি ১০:১৭), "মানুষের কাছ থেকে সাবধান থেকো, কারণ মানুষ বিচার-সভার লোকদের হাতে তোমাদের ধরিয়ে দেবে এবং তাদের সমাজ-ঘরে তোমাদের বেত মারবে। ধর্ম-শিক্ষকদের কাছ থেকে সাবধানে থেকো, কারণ তারাও তাই করবে। তাদের কাছ থেকে সাবধানে থেকো, কারণ,"

(১) "তারা অত্যন্ত অহঙ্কারী এবং উদ্ধত। তারা লম্বা লম্বা কোর্তা পরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ায় এবং দেখাতে চায় যে তাদের কাজ অন্য সকলের চেয়ে উঁচু স্তরের (কারণ সাধারণ কর্মজীবী মানুষেরা তাদের কোর্তা উঁচু করে বন্ধনী দিয়ে বেঁধে রাখতো), এবং তারা এই বেশে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে থাকে।" তারা বুকে হাত বেঁধে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতো। তাদের সবচেয়ে পছন্দের কাজ ছিল বাজারে এবং জনসমাগমের স্থলে লোকদের কাছে কথা বলা এবং শিক্ষা দেওয়া, কারণ এতে করে অনেকেই দেখতে পেত এবং মনে করতো যে, তারা কত না সম্মানের পাত্র। এভাবে যত জায়গায় তারা কথা বলতো সেখানেই তারা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করতো। তারা সমাজ-ঘরের সবচেয়ে উঁচু আসনে বসতে চাইতো এবং ভোজের সময় সবচেয়ে প্রধান আসনে বসতে চাইতো, এবং যখন তারা সেই আসন গ্রহণ করতো, তখন তারা চরম তৃপ্তির সাথে নিজেদের দিকে তাকাতো এবং অন্য সকলের দিকে চরম অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাতো। *আমি রাজার মত বসে আছি*।

(২) “তারা ভণ্ড এবং বিরোধিতাকারী এবং তারা ধর্মকে তাদের অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার কাজে ব্যবহার করে।” তারা বিধবাদের গৃহে যায়, তাদের সমস্ত সম্পত্তির হিসাব নেয় এবং এক সময় কোন না কৌশলে তা নিজেদের মালিকানায় নিয়ে নেয় কিংবা তা ভোগ দখল করে, এবং তাদের যা কিছু আছে সব কিছু নিঃশেষ করে দেয়; এদিকে বিধবারা তাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়, কারণ তারা ধর্ম-শিক্ষকদের ভণ্ডামীর মুখোশে সহজেই প্রতারিত হয়; কারণ তারা লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে থাকে এবং সকলকে তা দেখায়, সম্ভবত তারা সেই সময়েই লম্বা লম্বা প্রার্থনাগুলো করে যখন বিধবারা দুঃখে জীবন ধারণ করে, এবং তখন বিধবারা মনে করে যে, তাদের প্রতি ধর্ম-শিক্ষকদের শুধু জাগতিকভাবেই দয়া নয়, বরং স্বর্গীয় বিবেচনাও রয়েছে, এবং এভাবেই তারা তাদের সমস্ত সম্পত্তি এক সময় ধর্ম-শিক্ষকদের হাতে তুলে দেয় নিজেদেরকে ধর্ম-শিক্ষকদের জালে জড়িয়ে ফেলে। ধার্মিক মানুষকে নিঃসন্দেহে স্বর্ণ ও টাকা-পয়সার ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু ধর্ম-শিক্ষকরা নিজেদেরকে এ ব্যাপারে বিশ্বাসী হিসেবে প্রমাণ করতে অনেক কিছু করে দেখাতো এবং তারা নিজেদেরকে এর যোগ্য বলে মনে করতো। খ্রীষ্ট অল্প কথায় তাদের ধ্বংসের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন: তারা আরও বেশি বিচারের সম্মুখীন হবে, তারা দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করবে, কারণ তারা বিধবাদের উপর অত্যাচার ও অবিচার করেছে, তাদের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। অপরদিকে তারা ধর্মকে অপব্যবহার করেছে, বিশেষ করে প্রার্থনার বিষয়টি, যা তারা তাদের পার্থিব দুষ্টতা এবং মন্দ কাজ ও অপরাধ সংঘটিত করার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী এবং উপযুক্ত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে; কারণ কলুষিত ধার্মিকতার অর্থ হচ্ছে দ্বিগুণ পরিমাণ পাপ।

লূক লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ২১

এই অধ্যায়ে আমরা দেখি, ক. মন্দিরের ভাণ্ডারে দু'টি পয়সা দান করা এক বিধবা মহিলার প্রতি খ্রীষ্টের দৃষ্টিপাত এবং এ কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা (পদ ১-৪)। খ. ভবিষ্যতের ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী, যা তিনি বলেছিলেন তাঁর শিষ্যদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে (পদ ৫ -৭)। ১. যিরূশালেমের পতন, ভণ্ড খ্রীষ্টের উদ্ভব, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের শিষ্য ও অনুসারীদের প্রতি নির্যাতনের ভবিষ্যদ্বাণী (পদ ৮-১৯)। ২. যিরূশালেমের ধ্বংসের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী (পদ ২০-২৪)। ৩. এই পৃথিবীতে বিচার করতে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন এবং এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (পদ ২৫-৩৩)। গ. সাবধানতা এবং পরামর্শ দানের জন্য এর ব্যবহারিক ব্যাখ্যা (পদ ৩৪-৩৬) এবং খ্রীষ্টের প্রচার ও এর প্রতি মানুষের আগ্রহ ও মনযোগের একটি বর্ণনা (পদ ৩৭,৩৮)।

লূক ২১:১-৪ পদ

এই সংক্ষিপ্ত অংশটি আমরা এর আগে মার্কের সুসমাচারে পেয়েছি। এভাবে এটি দু'বার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেন আমরা শিখতে পারি যে:

১. দরিদ্রদের প্রতি সেবার ও দয়ার মনোভাব পোষণই ধর্মের মূল কথা। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই নীতি পালন করেছেন এবং তিনি যেখানেই পেরেছেন সেখানে এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি এই মাত্র ধর্ম-শিক্ষকদের বর্বরতার কথা উল্লেখ করেছেন, যারা গরীব বিধবাদের উপরে অত্যাচার করতো (লূক ২০ অধ্যায়) এবং সম্ভবত এর পরিকল্পনা করা হয়েছে এই বিষয়টি আরও তরান্বিত করার জন্য যে, গরিব বিধবারাই জনসাধারণের তহবিলের সবচেয়ে উপযুক্ত ভোক্তা ছিল, যা ছিল ধর্ম-শিক্ষকদের মাথা ব্যথার কারণ।

২. আমাদের উপর খ্রীষ্টের চোখ রয়েছে এবং তিনি আমাদের দিকে নজর রাখছেন যে, আমরা দরিদ্রদেরকে কি পরিমাণ দান করছি। তিনি দেখছেন যে, আমরা দয়া এবং সেবা প্রকাশের জন্য আমরা কি কাজ করছি। খ্রীষ্ট যদিও এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য চিন্তা করেন নি, কিন্তু একটি ঘটনা দেখে এই শিক্ষা দিতে উদ্যত হলেন। তিনি মন্দিরে বসে ধন ভাণ্ডারে লোকদের অর্থ দান করা দেখছিলেন, পদ ১। তিনি দেখেন যে, আমরা আমাদের যে পরিমাণ সম্পত্তি আছে সেই অনুসারে কতটুকু বেশি পরিমাণে বা ব্যাপক পরিমাণে দান করছি, না কি আমরা সেখানে লুকোচুরি করছি এবং অনেক কম পরিমাণে দান করছি। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর চোখ দিয়ে দেখেন যে, আমরা স্বেচ্ছায় এবং স্বতস্ফূর্তভাবে দান করছি কি না, না কি অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং স্বার্থচিন্তা করে দান করছি। এই বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করে আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। মানুষ হয়তো সেই সমস্ত অজুহাত দেখিয়ে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, যা খ্রীষ্টের কাছে একেবারেই অযৌক্তিক এবং অবান্তর। এই বিষয়টি চিন্তা করে আমাদের উচিত অবাধে দান

করা এবং এমন কোন কিছু চিন্তা না করা, যা আমাদের জন্য অমঙ্গলজনক। আমাদের নিজেদের স্বার্থের দিকে চিন্তা করে কোন কাজ করা উচিত নয়; কারণ খ্রীষ্ট আড়াল থেকে সবই দেখেন। আমরা যদি মনে করি *প্রভুর ভাণ্ডারে দান করে আমাদের ক্ষতি হয়ে গেল,* সেটাও তিনি জানতে পারেন। তাই আমাদের উচিত নিজেদেরকে সংযত রাখা। তিনি গোপনে সমস্ত কিছু দেখেন এবং তিনি প্রকাশ্যে সমস্ত পুরস্কার ও প্রতিদান দেবেন।

৩. খ্রীষ্ট একটি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দরিদ্রদের দান এবং উপহারের দিকে তাকান। যাদের দেওয়ার মত কোন কিছু নেই, তারাও দরিদ্রদের পরিচর্যা করার মাধ্যমে খ্রীষ্টের জন্য সেসব কাজে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। তারা দরিদ্রদেরকে আর্থিক সাহায্য দান করতে পারে, ভিক্ষা দিতে পারে, কিংবা তাদের জন্য নিজেরা ভিক্ষা করতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা এমন একজনকে দেখতে পাই, যে একজন দরিদ্র বিধবা। সে নিজেই এত দরিদ্র ছিল যে, ধন ভাণ্ডারে দেওয়ার মত কোন অর্থ তার কাছে ছিল না। তার কাছে মাত্র দু'টি সিকি ছিল, যা সে ভাণ্ডারে দিতে এসেছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট এই সামান্য সেবার দানকে সবচেয়ে সেরা দান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন: *সে এখানে সকলের চেয়ে বেশি দান করল*। খ্রীষ্ট তাকে তার এত ক্ষুদ্র দানের জন্য তিরস্কার করেন নি, বরং তার প্রশংসা করেছেন। তার কাছে যতটুকু ছিল সে তার সবটুকুই দিয়ে দিয়েছিল, যার কারণে তিনি তার প্রশংসা করেছিলেন। তিনি তার সততার জন্য তার প্রশংসা করেছিলেন। সে যে ইচ্ছা নিয়ে প্রভুর রাজ্যের বৃদ্ধিকল্পে দান করতে এসেছিল তার জন্য তিনি তার প্রশংসা করেছিলেন। তার ভেতরে মহা বিশ্বাস দেখা গিয়েছিল এবং ঈশ্বর যে তার দেখাশোনার ভার নেবেন সে ব্যাপারে তার নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। *Jehovah-Jireh*– ঈশ্বর যুগিয়ে দেবেন।

৪. যা কিছু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করা হবে তা অবশ্যই অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে এবং স্বেচ্ছায় দান করতে হবে। আমাদের যে ক্ষমতা আছে সে অনুযায়ী আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে দান করতে হবে এবং আনন্দের সাথে সেবা কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। পরিচর্যাকাজ এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য যে দান করা হচ্ছে, ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য যে দান করা হচ্ছে, শিক্ষা এবং যুবকদের উন্নয়নের জন্য যে দান করা হচ্ছে, বন্দীদেরকে মুক্ত করার জন্য, বিধবা এবং ভবঘুরেদের উন্নতি সাধনের জন্য, গরিবদেরকে সাহায্য করার জন্য যে দান দেওয়া হচ্ছে, তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই দান করা হচ্ছে বলে গণ্য করা হবে। তা অবশ্যই গ্রহণ করা হবে ও সেই অনুসারে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

লূক ২১:৫-১৯ পদ

এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. কতটা শ্রদ্ধা সহকারে কয়েকজন ব্যক্তি মন্দিরের বাহ্যিক জাঁকজমক এবং জৌলুসের কথা বলছেন এবং তাঁরা ছিলেন খ্রীষ্টেরই কয়েকজন শিষ্য। তাঁরা খ্রীষ্টকে এই কথা বলছিলেন যে, *সেই মন্দির কেমন সুন্দর সুন্দর প্রস্তরে ও নিবেদিত দ্রব্যে সু-শোভিত,* পদ ৫। মন্দিরের বাইরের দিকটা সুন্দর এবং মূল্যবান পাথর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি সাজিয়ে তোলা হয়েছিল উপাসনাকারীদের দেওয়া ও অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া উপহার

সামগ্রী এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য দিয়ে। সেগুলো বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করে সুশোভিত করা হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের প্রভু নিশ্চয়ই এই সমস্ত কিছু দেখে প্রভাবিত হবেন এবং এর আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে তাঁরা যেমন দুঃখার্ত, তেমনি তিনিও দুঃখার্ত হবেন। যখন আমরা মন্দির সম্পর্কে কথা বলব, তখন আমাদের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত সেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি সংক্রান্ত চিন্তা এবং আমাদের কথা বলা উচিত ঈশ্বরের যে বিধান দ্বারা তা পরিচালিত হচ্ছে তা নিয়ে। সেই সাথে লোকেরা এখানে এসে যে সহভাগিতা লাভ করছে তা নিয়েও আমাদের কথা বলা উচিত। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, যখন আমরা মণ্ডলীর বিষয়ে কথা বলার সময় এর বাহ্যিক জাঁকজমক এবং আর্থিক বিষয় নিয়ে কথা বলি এবং এর কর্মকর্তাদের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব দিয়ে কথা বলি।

খ. খ্রীষ্ট প্রচণ্ড অসন্তোষ নিয়ে তাদের সাথে কথা বললেন এবং তিনি তাদেরকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, খুব শীঘ্রই এই সমস্ত জৌলুস মাটির সাথে মিশে যাবে (পদ ৬): "তোমরা এই যেসব দেখছো, এমন সময় আসছে, যখন এর একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হবে। এখন তোমরা এর যা কিছুই দেখ না কেন, এর যা কিছুই তোমরা ভালবেসে থাক না কেন, এর যা কিছুই পছন্দ করে থাক না কেন; দেখ, এমন এক দিন আসছে, যখন এখন যারা বেঁচে আছে তারা কেউ কেউ সেই দিন দেখতে পাবে, যেখানে এই স্থানের একটি পাথরও একটি আরেকটির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে না। এই দালান, যা যে কারও কাছে অত্যন্ত মনোরম ও সুন্দর, যা কেউ দয়া করে ভেঙ্গে ফেলতে চাইবে না, তা অবশ্যই নিঃশেষে ধ্বংস করা হবে। এবং এই পৃথিবীতে আত্মিক সুসমাচারের মণ্ডলী প্রসার লাভ করার সূচনা লগ্ন ধেকেই এই স্থাপনা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলা হবে।" আমরা কি বিশ্বাসের চোখ দিয়ে সমস্ত বাহ্যিক জৌলুস এবং জাঁকজমকের সমাপ্তি দেখতে পাই না? আমরা কি দেখি না কিভাবে সমস্ত জাঁকজমকের অবসান ঘটে? আমাদের উচিত সে দিকে চিন্তা রেখে সমস্ত বাহ্যিকতার দিক থেকে মন ফিরিয়ে নেওয়া এবং সকল ধরনের বাহ্যিকতা পরিহার করা।

গ. তাঁরা অত্যন্ত তীব্র কৌতূহল নিয়ে খ্রীষ্টকে সেই আসন্ন ধ্বংসের দিনের কথা জিজ্ঞেস করলেন: *হুজুর, তবে এসব ঘটনা কখন হবে?* পদ ৭। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ভবিষ্যতের কোন ঘটনার কথা এবং তার সময়ের কথা যদি আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই। কিন্তু তাঁরা যা জানতে চেয়েছিলেন সেটা আমাদের জানার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের জানতে হবে ভবিষ্যতে আমাদের কি কাজ করতে হবে এবং সেটা কোন সময়ে করতে হবে। এটাই আমাদের জানার মূল বিষয়। তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন যে, যখন এসব সফল হবার সময় হবে, তখন তার চিহ্নই বা কি? তাঁরা বর্তমানের কোন চিহ্নের কথা জানতে চান নি, যাতে করে তাঁরা নিজেরাই এর আসন্ন সময় সম্পর্কে আগে থেকে বলতে পারেন। কিন্তু তাঁরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে সেই চিহ্ন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, যেন যখন সেই ঘটনার চিহ্ন প্রকাশ পাবে তখন তাঁরা তা বিশ্বাস করতে পারেন। তাঁরা চেয়েছিলেন সেই ভবিষ্যতের ঘটনার চিহ্ন মনে রাখতে যেন সেই সময়ে তাঁরা এই সমস্ত ঘটনা মাথায় রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে সময়ের সেই চিহ্ন সম্পর্কে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা এখানে

লক্ষ্য করুন।

ঘ. খ্রীষ্ট তাঁদের প্রশ্নের পরিষ্কার এবং পরিপূর্ণ উত্তর দান করলেন, যা তাঁদেরকে তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি তাঁদেরকে এই সমস্ত জ্ঞান নিজেদের ভেতরে ধারণ করে অনুশীলন করতে ও সেই অনুসারে কাজ করতে শিক্ষা দিলেন।

১. তাদেরকে অবশ্যই ভণ্ড খ্রীষ্টদের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ভণ্ড ভাববাদীদের আগমনের জন্য তৈরি হয়ে থাকতে হবে। তাঁদের কাছে সে সময় মিথ্যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করা হবে (পদ ৮): *আমার নাম নিয়ে অনেকে উঠবে*। তিনি এ কথা বোঝান নি যে, যীশু নামের অনেকে আসবে; কিন্তু তিনি এটাই বোঝাচ্ছেন যে, এমন অনেকে আসবে যারা ভণ্ডামি করে তাঁর কাছ থেকে দায়িত্ব পেয়েছে বলে দাবী করবে এবং সুযোগ নেবে, যেমনটা আমরা দেখি প্রেরিত ১৯:১৩ পদে। কিন্তু তারা শুধুই খ্রীষ্টের নাম গ্রহণ করতে পারবে, তাদের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র তাঁর মত হবে না। অনেকেই যিহূদী মণ্ডলীর রক্ষক ও ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হবে; কিন্তু কেউই সত্যিকারের পরিত্রাণকর্তা হিসেবে আসবে না। অনেকেই রোমীয় জাতি থেকে আসবে, যারা আসলে ভণ্ড। তারা ঠিক সেই সময়টিতেই আসবে, যে সময়ে জাতির মুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে; কিন্ত সে সময় পুরো জাতি তাদের ফাঁদে পড়বে এবং তারা সকলেই বিনষ্ট হবে। তারা বলবে, *hoti ego eimi, আমিই সে, আমিই সে*; যেন তারা উচ্চারণের জন্য নিষিদ্ধ ঈশ্বরের সেই নামধারী হয়ে আসবে, যাঁর দ্বারা ইস্রায়েল জাতি মিশর থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং মরুপ্রান্তর পাড়ি দিয়েছিল: *আমি যে আছি সেই আছি*। তারা লোকদেরকে উৎসাহ দেবে এবং বলবে, "সেই সময় এগিয়ে আসছে, যখন রাজ্য সকলের কাছে ভাগ করে দেওয়া হবে এবং ইস্রায়েল জাতিকে আবারও পুনরুদ্ধার করা হবে। যারা আমাকে অনুসরণ করবে তারা সকলে সেই রাজ্যের অধিকারী হবে।" এখন এই বিষয়টি বিবেচনা করলে, তিনি তাদেরকে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন:

(১) "সতর্ক থাক যেন তোমরা ধোঁকা না খাও; তোমরা কেউ এ কথা কল্পনাও করবে না যে, আমি কখনো বাহ্যিক জাঁকজমক ও জৌলুসতা নিয়ে ফিরে আসব, যাতে করে আমি যিরূশালেম কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে পারি। না, তোমাদের কখনোই এ ধরনের চিন্তা মাথায় আনা উচিত নয়। আমি কখনই এ কাজ করব না, কারণ আমার রাজ্য এই জগতের নয়।" যখন তাঁরা একাগ্রভাবে এবং নাছোড়বান্দার মত করে জিজ্ঞেস করলেন, *প্রভু এই সমস্ত ঘটনা কখন ঘটবে?* তখন খ্রীষ্ট প্রথম যে কথাটি বললেন তা হচ্ছে, *দেখো, ভ্রান্ত হয়ো না*। লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত, তারা সবচেয়ে ভাল বিষয় নিয়েই চিন্তা করছে এবং তারাই সবচেয়ে বেশি বিপদের আশঙ্কায় আছে; কারণ শয়তান প্রথমে তাদেরকেই আঘাত করবে, এ কারণে তাদের নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

(২) "তাদেরকে অনুসরণ কোরো না। তোমরা জান যে, খ্রীষ্ট আসবেন এবং সেই কারণে তোমরা অন্য কারও খোঁজ কোরো না। তোমরা এত বেশি খোঁজ করার চেষ্টা কোরো

না, কারণ তাদের সাথে তোমাদের কোন কাজ নেই।” আমরা যদি নিশ্চিত হই যে, যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিক্ষাই সুসমাচার, ঈশ্বরের বাক্য, তাহলে আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের রূপধারী অন্য সকল ভণ্ড লোকদের দিকে ও তাদের কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন নেই। সেই সাথে আমাদের অবশ্যই সেই মিথ্যে সুসমাচারের দিকে চোখ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

২. তাদেরকে অবশ্যই জাতিদের প্রতি তাদের মহান দায়িত্বের প্রতি কান খোলা রাখতে হবে এবং তাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে, যিহূদী জাতি এবং এর আশেপাশের জাতির উপর মহা বিচার ও ধ্বংস নেমে আসবে।

(১) অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে (পদ ১০): জাতির বিপক্ষে জাতি উঠবে, যিহূদী জাতি-রই এক অংশ আরেক অংশের বিপক্ষে দাঁড়াবে, কিংবা সমস্ত যিহূদী জাতি রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তাদেরকে উৎসাহ দেবে সেই ভণ্ড খ্রীষ্ট। তারা চক্রান্ত করে তাদেরকে রোমীয় সাম্রাজ্যের জাঁতাকল থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে এবং প্ররোচনা দেবে। যখন তারা সেই স্বাধীনতা অস্বীকার করবে, যা খ্রীষ্ট তাদের পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে দিয়েছেন এবং যখন তারা তাদের পার্থিব স্বাধীনতা আদায় করতে চাইবে, যা আসলে পাপ, তখন তারা আর তাদের কাজে সফল হবে না।

(২) সে সময় ভয়ানক ভূমিকম্প হবে, বিভিন্ন স্থানে মহা ভূমিকম্প হবে, যা লোকদেরকে শুধু ভীতই করে তুলবে না, সেই সাথে সমস্ত শহর ও নগর ধ্বংস করে ফেলবে এবং তাদের অনেকে সেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়বে এবং মারা যাবে।

(৩) সে সময় দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী দেখা দেবে, যা যুদ্ধের সাধারণ প্রভাব, যার কারণে পৃথিবীর সমস্ত ফসল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং খারাপ আবহাওয়া বা খারাপ খাবারের কারণে মানুষ মারা যাবে, এতে করে সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়বে। ঈশ্বর দুষ্ট লোকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য নানা ধরনের পথ রেখেছেন। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা যে সমস্ত ধ্বংসের কথা ও বিচারের কথা উল্লেখ করে ভীতি প্রদর্শন করেছেন, নতুন নিয়মের সেখান থেকে চারটি বিচারের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, যদিও সুসমাচারের সময় আত্মিক বিচারই সবচেয়ে কার্যকরী ছিল, তবুও সে সময় পর্যন্তও ঈশ্বর শরীয়তী বিচার প্রচলিত রেখেছেন।

(৪) সে সময় স্বর্গ থেকে ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য এবং এবং অদ্ভুত সব চিহ্ন দেখা যাবে। মেঘের মাঝে, ধুমকেতুর মধ্য দিয়ে এবং জ্বলন্ত তারার মধ্য দিয়ে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত চিহ্ন দেখা যাবে। এগুলো সাধারণ দুর্বল আত্মার মানুষদেরকে ভীত করবে এবং সন্ত্রস্ত করবে। এখন তাদের সকলকে এই সাবধানবাণী দেওয়া হচ্ছে, “তোমরা ভয় পেয়ো না। অন্যেরা এতে ভয় পাক, কিন্তু তোমরা ভয় পেয়ো না,” পদ ২। “এই ভীতিকর দৃশ্য যেন তোমাদের কাছে ভীতিকর না হয়, যারা তোমরা স্বর্গের দিকে তাকিয়ে সর্বোচ্চ স্থানে ঈশ্বরের সিংহাসন দেখতে পাও। স্বর্গের চিহ্ন দেখে হতাশ হোয়ো না, কারণ অযিহূদীরা এতে হতাশ হবে (যিরমিয় ১০:২)। দুর্ভিক্ষ ও মাহামারীর সময় তোমরা ঈশ্বরের হাতে থাকবে এবং তিনি তোমাদেরকে সকল প্রকার মহামারী ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা করবেন। তাঁর উপরে বিশ্বাস

রাখ এবং ভীত হোয়ো না। শুধু তাই নয়, যখন তোমরা যুদ্ধের কথা শুনবে, তখন তোমরা ভীত হোয়ো না। তোমরা জান যে, এর বিকল্প হলে তোমাদের উপর কি ভীষণ বিচার নেমে আসতে পারে। সে কারণেই যুদ্ধ বিগ্রহে ভয় পেও না। কারণ– ”

[১] “তোমাদের কাজ হবে এখান থেকে সবেচেয়ে ভাল অবস্থানটি খুঁজে বের করা, যাতে করে তোমাদের ভীতি তোমাদেরকে জয় করতে না পারে। তোমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে চলতে হবে। সেই কারণে তোমরা অবশ্যই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করবে এবং তাঁরই নির্দেশিত পথ অনুসরণ করবে।”

[২] “এর চেয়েও মন্দ কিছু আছে। তোমরা নিজেরা এমন করে চিন্তা কোরো না যে, তোমরা শীঘ্রই এ সমস্ত কিছুর অবসান দেখতে পাবে; এ কথা একেবারেই চিন্তা কোরো না। এর শেষ এখনই বা খুব শীঘ্র বা হঠাৎ করে হবে না। ভীত হোয়ো না। কারণ তোমরা যদি এত সহজে নিরুৎসাহিত হয়ে যাও, তাহলে কি করে তোমাদের সামনে যা আসছে সেগুলোর মোকাবেলা তোমরা করবে?”

৩. তাদের অবশ্যই ইস্রায়েলের জন্য চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজ দেখার আশা করতে হবে। তাদের নির্যাতন হবে তাদের শহর এবং মন্দিরের ধ্বংসের সমতুল্য, যা এখন তাদেরকে বলা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এটা হচ্ছে তাদের প্রতি আগত ধ্বংসের প্রথম সংকেত: “এ সমস্ত কিছুর আগে তারা তোমাদেরকে ধরে আনবে। বিচার শুরু হবে ঈশ্বরের গৃহ থেকেই। তোমাদেরকেই প্রথমে দায়িত্ব নিতে হবে এবং তাদেরকে সতর্ক করতে হবে। তাদের যদি বিবেক থাকে তাহলে তারা অবশ্যই বিবেচনা করবে এবং তারা তোমাদের কথা কর্ণপাত করবে। তারা বলবে, যদি সবুজ গাছের প্রতিই এমন বিচার করা হয়, তাহলে শুষ্ক গাছের প্রতি কেমন করা হবে? (দেখুন ১ পিতর ৪:১৭,১৮)। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; একে অবশ্যই শুধুমাত্র কষ্টভোগ এবং নির্যাতন হিসেবে দেখলে চলবে না, সেই সাথে একে বিবেচনা করতে হবে নির্যাতনকারীদের প্রতি পাপের বিচার হিসেবে। ঈশ্বরের বিচার তাদের উপরে আসার আগে তারা তাদের হাত তোমাদের উপর বিস্তার করে তোমাদের নির্যাতন করবে।” লক্ষ্য করুন, মানুষের ধ্বংসের সূচনার সর্বপ্রথম কারণ হচ্ছে তাদের পাপ। এটি হচ্ছে সেই চিহ্ন, যার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের ক্রোধ সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি তাঁর দাসদের উপরে করা নির্যাতনের জন্য তাদের উপর নির্যাতনকারীদের প্রতি শাস্তি প্রদান করবেন। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে বলছেন যে, কি করে তাঁদেরকে তাঁর নামের কারণে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে। একইভাবে তিনি তাঁদেরকে এর আগেও এই কথা বলেছিলেন, যখন তিনি প্রথম তাঁদেরকে আহ্বান করেন, মথি ১০ অধ্যায়। তাদেরকে এর মূল্য সম্পর্কে জানতে হবে, যাতে করে তারা বসে এবং হিসাব করে দেখে। সাধু পিতর ছিলেন সমস্ত শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী এবং সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাভোগকারী। খ্রীষ্ট নিজেই তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁকে তাঁর নামের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্টভোগ করতে হবে (প্রেরিত ৯:১৬)। তাই যারা খ্রীষ্টের সাথে স্বর্গীয় জীবন যাপন করতে চায় তাদের সকলকে অবশ্যই তাঁর জন্য মহা কষ্টভোগ করতে হবে। যে সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী তখন পর্যন্ত

যিহূদীদের মত করে জীবন ধারণ করছিল এবং পুরাতন নিয়মের সমস্ত বিধান মেনে চলছিল, তারা হয়তো ভাবতে পারে যে, তাদের প্রতি সামান্য দয়া করা হতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্ট সেই ধারণা নাকচ করে দিয়েছেন: "না, তাদেরকেই সবার আগে নির্যাতন করা হবে।"

[১] "তারা তাদের নিজেদের মণ্ডলীর ক্ষমতা তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে: তারা তোমাদেরকে সমাজ-ঘরে নিয়ে যাবে, যেন সেখানে তোমাদেরকে চাবুক মারা হয় এবং সেখানে তোমাদেরকে দারুনভাবে প্রহার করা হবে।"

[২] "তারা শাসকদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলবে: তারা তোমাদেরকে কারাগারে বন্দী করবে। তোমাদেরকে তোমাদের নামের জন্য রাজার সামনে এবং শাসকের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।"

[৩] "তোমাদের আপন সম্পর্কের মানুষেরাই তোমাদেরকে অস্বীকার করবে (পদ ১৬)। সে সময় তোমাদের পিতা-মাতা, ভাই এবং আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু সকলেই তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা তখন জানবে না কার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, কিংবা কোথায় গিয়ে তোমরা নিরাপদে থাকবে।"

[৪] "তোমাদের ধর্মকেই তখন তোমাদের প্রধান অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। তোমাদেরকে রক্তের মূল্যে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলা হবে। তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে তখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। তোমাদের যেখানে সম্মান এবং প্রশংসা পাওয়ার কথা সেখানে তোমরা নির্যাতন এবং মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই পাবে না। সেই মৃত্যু হবে অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু। শুধু তাই নয়;"

[৫] "আমার নামের জন্য তোমাদেরকে সকল মানুষের মধ্যে ঘৃণা করা হবে।" এটি মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং তা সেই প্রেরিতদের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছিল, যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন শহীদ হিসেবে। তারা তোমাদেরকে পৃথিবীর চোখে সবচেয়ে ঘৃণ্য আসামী হিসেবে উপস্থাপন করবে, যেন তোমরা সবচেয়ে নোংরা এবং ঘৃণ্য বস্তু (১ করিন্থীয় ৪:৯,১৩)। তাদেরকে সকল মানুষ অর্থাৎ সকল মন্দ মানুষ ঘৃণা করবে, যারা সেই সুসমাচারের আলো সহ্য করতে পারবে না, কারণ এতে করে তাদের সমস্ত অপকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়বে। সে কারণে যাদেরকে সেই আলোতে নিয়ে আসা হবে তাদেরকেও তারা ঘৃণা করবে। তারা তাদেরকে ধরে প্রহার করবে এবং ক্রোধে তাদেরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

(২) এই দুষ্ট পৃথিবী, যারা পরিবর্তনকে ঘৃণা করে, যার পরিত্রাণ দানকারী খ্রীষ্টকে ঘৃণা করে, তারা যারা যারা তাঁর নিজের তাদের সকলকেও ঘৃণা করে। যিহূদী মণ্ডলীর শাসকেরা ভাল করেই জানতো যে, যদি সুসমাচার যিহূদীদের ভেতরে প্রচার পায় তাহলে তারা আর তাদের এই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবে না। তাই তারা তাদের সকল শক্তি দিয়ে লোকদেরকে সুসমাচারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলবে এবং তাদের ভেতরে সুসমাচারের জন্য বিপক্ষতা তৈরি করবে। তিনি তাদেরকে সাহস ও উৎসাহ দিলেন যেন তারা তাদের বিচারের সময় শক্ত থাকে ও দৃঢ় চেতনা নিয়ে অবস্থান করে এবং যে বিরোধিতার সম্মুখীন

তারা হবে সেদিকে যেন তারা মন না দেয়।

[১] ঈশ্বরের তাদের উপরে এবং তাদের সকল নির্যাতনের উপরে গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করবেন: "আমি নিজে তোমাদেরকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করব (পদ ১৩); এভাবে তোমরা একেকটি চিহ্ন হিসেবে প্রকাশ পাবে এবং প্রকাশ্যে নির্যাতিত হবে। এতে করে তোমরা এবং তোমাদের সুসমাচার আরও বেশি করে মানুষের কাছে প্রকাশ পাবে। এতে করে তোমাদের শিক্ষা এবং আশ্চর্য কাজও মানুষের চোখে অনেক বেশি করে পড়বে। তোমাদেরকে রাজা এবং শাসকদের কাছে নেওয়া হবে যেন তোমরা তাদের সামনে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে পার, যারা অন্য কোন সময় হয়তোবা কখনোই তোমাদের সাক্ষ্য শুনতো না। তোমাদের কষ্ট হবে এমনই ভয়ঙ্কর। তোমাদেরকে পৃথিবীর সকলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করা হবে। তোমাদের সাহস, তোমাদের দৃঢ় চিত্ত এবং তোমাদের উৎসাহ তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। যার কারণে লোকেরা তোমাদের প্রচার শুনে বিশ্বাস করবে যে, তোমাদের মধ্যে সত্যিই স্বর্গীয় ক্ষমতা রয়েছে এবং ঈশ্বরের আত্মা সব সময় তোমাদের উপর অবস্থিতি করেন।"

[২] "ঈশ্বর তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন, তোমাদেরকে তাঁর স্বীকৃতি দেবেন এবং তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তোমরা হবে তাঁর মধ্যস্থতাকারী এবং তোমরা তাঁর সমস্ত নির্দেশনা অনুসারে কাজ করবে (পদ ১৪,১৫)। তোমরা তোমাদের হৃদয়ের ভেতরে যুক্তির অবতারণা ঘটাবে না; সেখানে তথ্য, আইন, নীতি, বিধান ইত্যাদির চর্চা করবে না, যা তোমাদেরকে পৃথিবীর আদালতে পর্থিব বিষয় নিয়ে লড়াই করতে সাহায্য করে। বরং তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের আত্মা স্থাপন কর, তাতে করে তোমরা এ কথার উপরে বিশ্বাস রাখতে পারবে যে, তোমাদের সমস্ত কথা তোমাদের হয়ে ঈশ্বর নিজে বলবেন এবং সমস্ত প্রশ্নের জবাবও তিনিই দেবেন। তোমাদের নিজেদের বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করবে না। ঈশ্বর তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, যেন তোমরা স্বর্গীয় অনুগ্রহ এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সমস্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে পার। আমি তোমাদেরকে কথা দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে বিশেষ স্বর্গীয় অনুগ্রহ প্রদান করব: আমি তোমাদের মুখে জ্ঞান প্রদান করব।" এতে করে এটি প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্ট নিজেই ঈশ্বর, কারণ ঈশ্বরেরই একমাত্র ক্ষমতা আছে জ্ঞান প্রদান করার এবং তিনিই মানুষের মুখ সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, একটি মুখ এবং জ্ঞান দুই মিলে একজন মানুষকে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য এবং কষ্টভোগ করার জন্য উপযোগী করে তোলে; কি বলতে হবে তা জানার জ্ঞান এবং যেখানে যা বলতে হবে সেখান তা বলার জন্য একটি মুখ। ঈশ্বরের সম্মান প্রকাশের জন্য এবং উত্তম কাজ করার জন্য বস্তু এবং বাক্য উভয় থাকা অত্যন্ত জরুরি।

দ্বিতীয়ত, যারা খ্রীষ্টের কাছে কোন বিষয় নিয়ে আবেদন জানাবে, তাদেরকে তাঁর কাছ থেকে দেওয়া মুখ এবং জ্ঞানের উপর নির্ভর করে চলতে হবে। যা তাদের উপরে মহা সম্মান আরোপ করবে, যা তাদেরকে সেই সমস্ত দান এবং উপহার প্রদান করবে, যা ঈশ্বর তাদেরকে দিয়ে থাকেন এবং তাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আরও গৌরবান্বিত হবেন। এরা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যারা শত্রুদের মাঝে গিয়ে মাথা উঁচু করে ঈশ্বরের নামের গৌরব ও প্রশংসা

করে।

তৃতীয়ত, যখন খ্রীষ্ট তাদেরকে মুখ এবং জ্ঞানের সাক্ষ্য দেন, তখন তাদের উচিত তাদের সকল প্রকার বিপক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের অন্বেষণ করা, যাতে করে তাঁর মুখস্বরূপ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যত বাধা আসবে সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াতে পারে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। তাদেরকে চুপ থাকলে চলকে না বা দ্বিধায় পড়লে চলবে না। এই বিষযটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্যভাবে পূর্ণতা পেয়েছিল, যখন খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পর প্রেরিতদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটেছিল। সে সময় খ্রীষ্ট তাঁর সকল শিষ্যের উপরে পবিত্র আত্মার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ঢেলে দিয়েছিলেন। এতে করে যারা তাদেরকে প্রশ্ন করত তারা এর সমুচিত জবাব পেয়ে যেত এবং তারা লজ্জিত হত (প্রেরিত ৪,৫ এবং ৬ অধ্যায়)।

[৩] "তোমরা কোন মতেই এত কষ্টের মধ্যে সত্যিকার অর্থে কষ্টভোগ বা যন্ত্রণাভোগ করবে না, যা তোমরা সহ্য করতে পারবে না (পদ ১৮); তোমাদের একটি চুলও বিনষ্ট হবে না।" তাদের মধ্যে অনেকেরই মাথা কাটা পড়বে, তাহলে কি করে তাদের একটি চুলও বিনষ্ট হবে না? এটি একটি প্রবাদ বা প্রবচনমূলক বাণী, যার মাধ্যমে সর্বোচ্চ আত্মিক সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। একইসাথে পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মেও এটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে অনেকেই মনে করেন, যখন রোমীয়দের হাতে যিহূদীরা নির্যাতিত হবে এবং তাদের নগর আক্রমণ করা হবে, সে সময় যীশুয়ীদেরকে নিরাপদে রাখার বিষয়টি এখানে বোঝানো হয়েছে। ঐতিহাসিকরা আমাদের বলেন যে, সেই যুদ্ধে কোন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী মৃত্যুবরণ করে নি। আবার অনেকে মনে করেন এখানে খ্রীষ্টের জন্য বহু মানুষের মৃত্যুর কথা বোঝানো হয়েছে এবং তা এখানে খ্রীষ্ট তাঁর বাণীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চান। তিনি বলেছিলেন, *যে আমার জন্য তার জীবন হারাবে, সে তা আবার ফিরে পাবে*। "তোমাদের মাথার একটি চুলও বিনষ্ট হবে না। কিন্তু– "

প্রথমত, "আমি তার যত্ন নেব।" এই কথা অনুসারে তিনি এর আগে বলেছেন (মথি ১০:৩০): *তোমাদের মাথার প্রত্যেকটি চুল গণনা করা আছে এবং সেগুলোর হিসাব রাখা আছে, তাই একটি চুলও যদি বিনষ্ট হয় তাহলে আমি তা ধরতে পারবো।*

দ্বিতীয়ত, "এই বিষয়টিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।" আমরা বুঝতে পারি না যে, হারিয়ে যাওয়া বা বিনষ্ট হওয়া বলতে খ্রীষ্ট আসলে কি বুঝিয়ে থাকেন। এ কথার পেছনে ঈশ্বরের মূল উদ্দেশ্য কি তা আমরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই। আমরা যদি খ্রীষ্টের নামে আমাদের দেহ উৎসর্গ করি, তাহলে এটি কখনই ধ্বংস হবে না, বরং এটি চিরস্থায়ী হবে।

তৃতীয়ত, "একে অবারিতভাবে পুরস্কৃত করা হবে। সে সময় তোমরা দেখবে যে, তোমাদের কোন কিছুই ধ্বংস হয় নি, বরং তোমরা তোমাদের বর্তমান আরাম আয়েশ এবং স্বস্তির চেয়ে আরও বহুগুণ বেশি আরাম আয়েশ এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে। বিশেষ করে তোমরা অনন্ত জীবনের আনন্দ লাভ করবে।" এভাবেই আমরা যদি খ্রীষ্টের কারণে আমাদের নিজেদের জীবন হারাই তাহলে অনন্ত জীবন লাভ করার মধ্য দিয়ে আমরা তা

চিরতরে আমাদের নিজেদের করে পাব।

[৪] "সেই কারণে তোমাদের দায়িত্ব এবং মূল চিন্তার বিষয় হচ্ছে, কি করে তোমরা তোমাদের যন্ত্রণা ও কষ্টের এবং সেই সমস্ত জাতির মাঝখানে একটি পবিত্র আগ্রহ এবং আন্তরিকতা ধরে রাখবে, যা তোমাদেরকে স্বস্তি দেবে (পদ ১৯): *তোমরা নিজ নিজ ধৈর্যে নিজ নিজ প্রাণ লাভ করবে*। তোমাদের আত্মার জন্য ধৈর্য ধারণ কর।" অনেকে কথাটি এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে, *তোমরাই তোমাদের প্রাণের ধারক*। এর অর্থ আসলে একই। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সব সময় এবং সবক্ষেত্রে বিশেষ করে যন্ত্রণাভোগের এবং দুঃখভোগের সময় আমাদের আত্মার জন্য ধৈর্য ধারণ করা। তা না হলে তা চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখন যদি আমরা আমাদের আত্মাকে রক্ষা করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের আত্মার দিকে দৃষ্টি রেখে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। নিজেদের আত্মার জন্য ধৈর্য ধর এবং নিজেদের দায় নিজেরাই গ্রহণ কর। নিজেদের যুক্তির উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখ এবং কোন ধরনের প্রলোভনে পা দিও না। যাতে করে কোন দুঃখ বা কোন ভয় তোমাদের উপরে জেঁকে বসতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।" বিপদের সময়ে আমরা যখন আমাদের ধৈর্য ধারণ করব, তখন যেন আমরা আমাদের আত্মার দিকে দৃষ্টি রাখি এবং সবার আগে আমাদের প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা করি।

দ্বিতীয়ত, এটি হচ্ছে ধৈর্য, কেবলই খ্রীষ্টীয় ধৈর্য, যার দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের আত্মার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারি। "কষ্টভোগের সময় তোমাদের প্রাণ রক্ষা করার জন্য এর উপরে রক্ষা কবচ দিয়ে রাখ, যাতে করে তোমাদের আত্মাকে আরেকটি উত্তম কাঠামোতে আবদ্ধ করে রাখা যায় এবং যা যা তোমাদের ধৈর্যকে ভেঙে দেয় সে সমস্ত কিছু থেকে দূরে থাক।"

লূক ২১:২০-২৮ পদ

সাহাবীদেরকে আসন্ন আটত্রিশ বছরের আগাম ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার পর খ্রীষ্ট এখানে সেই সমস্ত বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী দিচ্ছেন, যা যিরূশালেমের ধ্বংসের সময় দেখা যাবে। সে সময় যিহূদী জাতির উপরে মহা দুর্যোগ নেমে আসবে এবং তাদের উপর মহা বিচার নেমে আসবে। সে সময় অনেকটা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের মত ঘটনা ঘটতে থাকবে, যা এখানে পুরোপুরিভাবে বলা না হলেও এর আগে বলা হয়েছে (মথি ২৪ অধ্যায়), যা আমরা এর আগেই দেখেছি। কারণ যিরূশালেমের ধ্বংস হচ্ছে পৃথিবীর ধ্বংসের ক্ষুদ্র রূপ। যারা এ সম্পর্কে সচেতন তারাই তা বুঝতে পারবে।

ক. তিনি তাদেরকে বলছেন কি করে তাদের এই যিরূশালেম শহরকে ঘেরাও করে ফেলা হবে এবং রোমান সৈন্যবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ করা হবে (পদ ২০)। যখন তারা তা দেখবে, তখন তারা অবশ্যই ধরে নিতে পারবেন যে, ধ্বংস কাছে এসে গেছে। এই অবরোধ এবং আক্রমণের মধ্য দিয়ে তাদের ধ্বংস উপস্থিত হয়েছে, যদিও এটি ঘটতে খুব বেশি সময় লাগবে না। লক্ষ্য করুন, দয়া এবং বিচার উভয়ের ক্ষেত্রেই যখন আমাদের প্রভু

ঈশ্বর শুরু করেন, তখন তিনি এর শেষ দেখে ছাড়েন।

খ. তিনি তাদেরকে সতর্ক করছেন, তাদেরকে সেই চিহ্ন সম্পর্কে বলছেন, যা দেখে তারা বুঝতে পারবে যে, কি করে তারা নিরাপত্তা অবলম্বন করবে (পদ ২১): "সে সময় যারা যিহূদিয়া অঞ্চলে থাকবে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে এবং দূরে পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নেবে। যারা যিরূশালেমে থাকবে সেখানে তাদেরকে থাকতে দাও, অন্যরা পালিয়ে যাক। শহরের দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই তাদেরকে পালিয়ে যেতে হবে। পরিখা খনন করার আগেই তাদেরকে পালাতে হবে। যারা গ্রামে থাকে তারা যেন এসে শহরে না ঢোকে, তারা যেন মনে না করে যে, সেখানে নিরাপত্তা আছে। ঈশ্বর যদি কোন দেশ এবং শহর ত্যাগ করেন, তাহলে তোমরা কি সেই দেশ বা সেই শহরে থাকবে? *আমার লোকেরা, ওখান থেকে বেরিয়ে এসো।*"

গ. তিনি তাদেরকে সেই ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা বলছেন যার সম্মুখীন তারা হবে এবং যে আচরণ যিহূদী জাতির সাথে করা হবে (পদ ২২): সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা প্রায়ই পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা বলেছেন, যা দুষ্ট লোকদের কারণে পুরোপুরিই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

১. তাদের সকল ধারণা ও ভবিষ্যদ্বাণী এখন পূর্ণতা পাবে। এই জন্য পুরাতন নিয়মের সাক্ষ্যমরদের রক্ত এখন প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তার সবই পূর্ণতা পাবে। বহু দিনের ধৈর্যের অবশেষে অবসান ঘটছে। এবার সমস্ত অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে এবং প্রতিফল প্রদান করা হবে। মানুষের উপর ক্রোধ ও শাস্তি নেমে এসেছে, ঈশ্বরের ক্রোধ, এটি সেই নিভে যাওয়া আগুনকে আবারও জ্বালিয়ে তুলবে।

২. বিশেষ করে ভীতি হবে নারী এবং শিশুদের জন্য, যারা ধাইমা তাদের জন্য। তারাই সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের শিকার হবে, কারণ এত দিন ধরে তারা তাদের যে শিশুদের ও সন্তানদেরকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে, গর্ভে ধারণ করেছে এব দুধ খাইয়েছে, আজ তাদেরকে শত্রুদের ও হত্যাকারীর হাতে তুলে দিতে হবে।

৩. পুরো জাতির উপরে দ্বিধা ও সন্দেহ ছড়িয়ে পড়বে। দেশে বিষম দুর্গতি হবে এবং এই জাতির প্রতি ক্রোধ বর্তাবে, কারণ লোকেরা জানে না কিভাবে তাদের কাজের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। কিংবা কোথা থেকে সাহায্য পেতে হবে তাও তারা জানবে না।

ঘ. তিনি যিহূদী এবং রোমান জাতির মধ্যেকার সংঘর্ষের কথা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের পরিণতি কি হবে সে বিষয়েও তিনি সংক্ষেপে বলেছেন:

১. তাদের অনেকেই শাণিত ছোরার নিচে পড়ে মৃত্যুবরণ করবে। ইতিহাসে খোঁজ করলে দেখা যায়, রোমীয়দের সাথে যিহূদীদের যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার যিহূদী মারা গিয়েছিল। যিরূশালেমের অবরোধের শেষ পরিণতি ছিল বন্দীদের নির্মম মৃত্যু।

২. যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদেরকে বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হবে; একটি জাতি হিসেবে নয়, যেভাবে কলদীয়রা নিয়ে গিয়েছিল, যার কারণে তারা একসাথে থাকার সুযোগ

পেয়েছিল। কিন্তু এবারে তাদেরকে এমনভাবে নেওয়া হবে যেন তারা কেউ কারও সাথে কথা বলার বা যোগাযোগ করার সুযোগ না পায়।

৩. যিরূশালেমেক ছিন্নভিন্ন করে অযিহূদীদের কাছে ভাগ করে দেওয়া হবে। রোমীয়রা যখন তাদের প্রভু হয়ে শাসন করতে শুরু করল, তখন তারা সমস্ত নগর ও শহর ধ্বংস করে ফেলল, কারণ সেটি ছিল একটি বিদ্রোহী ও দুষ্ট শহর, তা ছিল রাজা এবং শাসকদের জন্য ক্ষতির কারণ এবং সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত।

৬. তিনি সেই মহান যুদ্ধের কথা বলেছেন যেখানে অনেক মানুষের অংশগ্রহণ করার কথা। সূর্য, চাঁদ এবং তারায় অনেক ধরনের ভীতিকর দৃশ্য দেখা যাবে, স্বর্গে অনেক আশ্চর্য কাজের চিহ্ন দেখা যাবে এবং এখানে এই নিম্নতর পৃথিবীতে সমুদ্র এবং স্রোত গর্জন করবে, সেখানে ভয়ানক ঝড় উঠবে। এমন আর কখনো দেখা যায় নি। সে সময় নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেবে। এর প্রভাব সারা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হবে এবং এতে করে পৃথিবীতে জাতিগণের ক্লেশ হবে, পদ ২৫। ড. হ্যামণ্ড মনে করেন যে, এখানে বোঝানো হয়েছে বি-ভন্ন জাতি একত্রে এই মহা দুর্যোগের সম্মুখীন হবে। বিশেষ করে যিহূদী জাতির সাথে সাথে যিহূদিয়া, শমরীয়া এবং গালীল এই দুর্যোগের মধ্যে পড়বে। *ভূমণ্ডলে যা যা ঘটবে তার ভয়ে এবং আশঙ্কায় মানুষের প্রাণ উড়ে যাবে; কেননা আকাশের পরাক্রম সকল বিচলিত হবে,* পদ ২৬। *Apopsychonton anthropon,* অর্থাৎ মানুষের প্রাণ উড়ে যাবে। তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হবে, তাদেরকে আত্মাবিহীন করা হবে এবং আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখা হবে। এভাবেই তাদেরকে হত্যা করা হবে, যারা খ্রীষ্টের শিষ্যদেরকেও এমনভাবে হত্যা করেছিল (রোমীয় ৮:৩৬)। এর অর্থ হচ্ছে, তারা সেই দিন পর্যন্ত মৃত্যুভয়ে ভীত থাকবে। তারা যা কিছু পাবে তাই ধরে বাঁচার চেষ্টা করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই তাদের একমাত্র পরিণতি হিসেবে গণ্য হবে। যখন প্রভুর গৃহে বিচারের প্রবেশ হবে, তখন সেখানেই তা শেষ হবে না, বরং পুরো নগর এবং পুরো দেশে তা ছড়িয়ে পড়বে। পুরো পৃথিবীকে টুকরো টুকরো করে বিভক্ত না করে তা শেষ হবে না। স্বর্গীয় সমস্ত ক্ষমতা কেঁপে উঠবে এবং পৃথিবীর সমস্ত স্তম্ভ কম্পমান হবে। এভাবেই বর্তমান যিহূদী রাজনীতি, ধর্ম, আইন এবং সরকার ব্যবস্থার অবসান ঘটবে; তবে কয়েক পর্যায়ের দুর্যোগ দ্বারা এর সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধিত হবে। কিন্তু আমাদের ত্রাণকর্তা এ বিষয়টির রূপক বর্ণনা দিয়েছেন, কারণ পৃথিবীর শেষ দিনে এমনটিই আক্ষরিক অর্থে ঘটবে। সে সময় গুটানো কিতাবের মত সমস্ত আকাশ গুটিয়ে ফেলা হবে এবং সমস্ত ক্ষমতা শুধু যে প্রকম্পিত হবে তা-ই নয়, সেই সাথে তা ভগ্নও হবে। এই পৃথিবী এবং তার সমস্ত অপকর্ম আগুনে পুড়তে থাকবে (২ পিতর ৩:১০,১২)। দিনটি সকলের কাছে, বিশেষ করে অবিশ্বাসী এবং অযিহূদীদের কাছে আতঙ্ক এবং ধ্বংসের দিন হিসেবে পরিগণিত হবে।

চ. খ্রীষ্ট এই সময়টিকে মনুষ্যপুত্রের আগমনের সময় হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন: *আর তৎকালে তারা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম ও মহামহিমা সহকারে মেঘযোগে আসতে দেখবে,* পদ ২৭। যিরূশালেমের ধ্বংস এক দিক থেকে বিচার করলে খ্রীষ্টের বিচার হিসেবে গণ্য করা যায়। মানুষ মনুষ্যপুত্রের প্রতি যে আচরণ করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিচার।

তাঁর ধর্ম কখনোই মন্দিরের সম্পূর্ণ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হবে না এবং সেই সাথে লেবীয়দের বিধানও বিলুপ্ত করা হবে না। তারা সে সময় যীশু খ্রীষ্টকে মেঘের ভেতরে করে মহিমা ও গৌরব সহকারে নেমে আসতে দেখবে, যার থাকবে প্রচণ্ড ক্ষমতা এবং মহিমা। তবে তাঁকে দৃশ্যত দেখা যাবে না, কারণ সেই অধার্মিকদের বিচারের সময় চারদিক ঘন কালো অন্ধকার এবং মেঘে ঢাকা থাকবে। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্টের প্রথম আগমনের একটি চিহ্ন, যার ব্যাখ্যা অনেকে এভাবে করে থাকেন: সে সময় অবিশ্বাসী যিহূদীরা তাদের মন শক্ত করবে এবং যখন খুব বেশি দেরি হয়ে যাবে, তখন যীশু খ্রীষ্ট হিসেবে আবির্ভূত হবেন। যারা তাঁকে ক্ষমতা এবং অনুগ্রহ সহকারে নেমে আসতে দেখবে, তারা সকলে দেখবে যে, তিনি তাঁর সাথে ক্ষমতা এবং ক্রোধ নিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করতে এগিয়ে আসছেন। যারা তাঁকে তাদের উপরে রাজত্ব করতে দেয় নি তাদের উপর এখন তিনি জোরপূর্বক রাজত্ব করবেন।

২. এটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় আগমনের একটি পূর্বাভাস: সে সময় সকলে আতঙ্কে পরিপূর্ণ হবে, যে দিন মনুষ্যপুত্র মেঘের মাঝে করে পৃথিবীতে আসবেন এবং সেই দিন সমস্ত আতঙ্কের অবসান হবে। তারা এর নমুনা দেখতে এবং তারা আর এর স্মৃতি মনে রাখতে পারবে না। এতই যদি ভয়ানক হয় সেই ঘটনা তাহলে তা কেমন হবে?

ছ. তিনি তাঁর সকল বিশ্বাসী শিষ্যকে এই সাহস দিচ্ছেন যেন তারা সেই দিনের আতঙ্কের কথা মনে রাখে (পদ ২৮): "যখন এই বিষয়গুলো তোমাদের জীবনে ঘটবে, যখন যিরূশালেম দখল করা হবে এবং যখন যিহূদীদের ধ্বংস করা হবে, সে সময় তোমরা মাথা উঁচু করে রাখবে। যখন অন্যরা মাথা নিচু করে রাখবে, তখন তোমরা স্বর্গের দিকে মাথা উঁচু রাখবে। তোমাদের সঙ্গী হবে প্রার্থনা, বিশ্বাস এবং আশা। আনন্দের সাথে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে মাথা উঁচু করে রাখ, কারণ তোমাদের মুক্তি এসে গেছে।"

১. যখন খ্রীষ্ট যিহূদীদের ধ্বংস করতে ফিরে আসবেন, তখন তিনি সেই সমস্ত যীশুয়ীদেকে মুক্তি দিকে নিয়ে আসবেন, যারা অধ্যবসায়ের সাথে তাঁর উপরে বিশ্বাস রেখেছিল, যারা তাঁর জন্য অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেছে, তাঁর জন্য মণ্ডলী স্থাপন করতে গিয়ে যারা তাদের সর্বস্ব হারিয়েছে, যাদেরকে তাদের সকল প্রিয়জন ত্যাগ করে চলে গেছে।

২. যখন তিনি এই পৃথিবীর বিচার করতে আসবেন, তখন তিনি তাদের সকলকে মুক্ত করবেন যারা তাঁর নিজের। তিনি তাদের দুর্দশা থেকে তাদেরকে মুক্ত করবেন। সেই দিন তাদের সামনে সেই সমস্ত লোকদের দুর্দশা তারা দেখবে, যারা মন্দ, অপবিত্র এবং অধার্মিক; যারা তাদেরকেই এক সময় অত্যাচার করেছিল। তাদের এমন মৃত্যুই হবে। তাই ধার্মিকরা সেই দিনে হাত উঁচু করে আনন্দ প্রকাশ করতে পারে, কারণ তাদের মুক্তির দিন এসে গেছে; তারা তাদের পরিত্রাণকর্তাকে দেখতে পেয়েছে।

জ. এখানে আমরা একটি ধারণা বা ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাই, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে

যিহূদী জাতির ধ্বংসের পরবর্তী সময়কার, যা উপলব্ধি করা আমাদের জন্য অতটা সহজ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না যিহূদীদের সময় পূর্ণ হয়।

১. অনেকে মনে করেন এখানে অতীতের কথা বলা হয়েছে। অযিহূদীরা, যারা যিরূশালেম নগর জয় করেছিল, তারা এর দখল বজায় রাখবে এবং তা পুরোপুরি অযিহূদী হয়ে পড়বে, যে সময় পর্যন্ত অযিহূদীদের সময় পূর্ণ না হয়। এরপর অযিহূদী পৃথিবীর বিরাট এক অংশ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীতে রূপান্তরিত হবে এবং সে সময় এড্রিয়ান শাসকের আমলে যিরূশালেম পুনর্গঠিত হবে। সে সময় অনেক যিহূদী যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করবে এবং তারা অযিহূদী খ্রীষ্টান হিসেবে পরিচিত হবে। তারা যিরূশালেমে একটি মণ্ডলী গঠন করবে এবং তারা অনেক দিনের জন্য প্রসার লাভ করবে।

২. অন্যান্যরা মনে করেন এখানে এখনও যে সময় আসে নি সে সময়ের কথা বলা হয়েছে। যিরূশালেম অযিহূদীরা দখল করে নেবে এবং এরাই হবে এই ধরনের বা অনেক ধরনের অযিহূদী। এরা সেই সময় পর্যন্ত টিকে থাকবে যে সময় পর্যন্ত না অবশিষ্ট লোকেরা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং সেই সময় এই রাজ্য খ্রীষ্টীয় রাজ্যে রূপ নেবে। সে সময় সকল যিহূদী ধর্মান্তরিত হবে। তারা তখন যিরূশালেম বাস করতে শুরু করবে এবং অন্য কোন শহর আর অযিহূদীদের অধীনে থাকবে না।

লূক ২১:২৯-৩৮ পদ

এখানে এই আলোচনার শেষে আমরা দেখতে পাই:

ক. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে সময়ের চিহ্ন দেখার জন্য নিয়োগ দান করছেন, যা তাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। তাদের মাঝে যে অন্তর্দৃষ্টি তাই দিয়ে তাদেরকে সময়ের চিহ্ন বুঝতে হবে, যেভাবে তারা গাছের মুকুল দেখে গ্রীষ্মের আগমনের কথা বুঝতে পারেন, পদ ২৯-৩১। প্রকৃতির রাজ্যের মত এখানেও যুক্তির একটি ধারা রয়েছে, তাই এই আত্মিক রাজ্যেও একটি ঘটনার পর ক্রমান্বয়ে আরেকটি ঘটনা ঘটে থাকে। আমরা যখন একটি জাতিকে তাদের মন্দতার চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখি তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে, তাদের ধ্বংস উপস্থিত হয়েছে। যখন আমরা শক্তিমান কোন ক্ষমতার পতন দেখতে পাই, তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে, স্বর্গ-রাজ্য হাতের কাছেই এসে গেছে। সে সময় যত বাধা এর সামনে আসবে সমস্ত বাধা চূর্ণ করে ফেলা হবে। আমরা যেভাবে প্রকৃতিগতভাবে ঋতুর পরিবর্তন চিহ্নিত করতে পারি, সেভাবে আমরা ঈশ্বর সমস্ত কাজের রীতিও নির্ণয় করতে পারি। আমরা সমস্ত ঘটনার কার্যকারণ খুঁজে বের করতে পারি এবং কি প্রক্রিয়ায় তা ঘটে থাকে তা নির্ণয় করতে পারি। ঈশ্বর ইতোমধ্যে তাঁর পবিত্র বাসস্থান থেকে উঠে এসেছেন (জাকা ২:১৩)। তিনি দাঁড়াবেন এবং তাঁর প্রদত্ত পরিত্রাণ দেখাবেন।

খ. তিনি তাদেরকে এই আদেশ দিলেন যেন তারা এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি সন্দেহ বা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে না তাকায়, কারণ সে সময় তাদের উপর এই বিষয়গুলো ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের প্রভাবই ফেলবে; কিন্তু তারা যেন নিশ্চিত হয়ে এবং বিশ্বাস নিয়ে সেগুলোর দিকে তাকায়। যিহূদী জাতির ধ্বংসের চিহ্নগুলো কি?

১. যিহূদী জাতির ধ্বংস ছিল সন্নিকট (পদ ৩২): *এই সমস্ত বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই কালের লোকেরা বিনষ্ট হবে না*। তখনও তাদের অনেকে জীবিত ছিল যারা সেগুলো দেখতে পারবে এবং যাদের সেগুলো দেখা উচিত। তাদের অনেকে এর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছে।

২. এটা খুবই নিশ্চিত যে, তাদের শাস্তি হবে অমোচনীয়। যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা কখনই পরিবর্তন করা হবে না; এই আদেশ স্বর্গ থেকে এসেছে (পদ ৩৩): "স্বর্গ এবং পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কথার এক বিন্দু পরিমাণ লোপ পাবে না। শুধু তাই নয়, তারা অবশ্যই বিনষ্ট হবে, কিন্তু আমার বাক্য পূর্ণ হওয়ার আগে নয়। যে পর্যন্ত এই সমস্ত ঘটনা না ঘটে সেই সময় পর্যন্ত তাদের কেউ মারা যাবে না" (১ শমূ ৩:১৯)।

গ. তিনি তাদেরকে তাদের জীবিকার এবং কামনা-বাসনার প্রতি নজর রাখতে বলেছেন, যেন সে সময় তাদের মনযোগ নষ্ট না হয়। যে সময় এই ঘটনা ঘটবে, তখন অবশ্যই তাদের কাছে এক মহা আশ্চর্যের ঘটনা ঘটবে এবং তারা মহা আতঙ্কের সম্মুখীন হবে। (পদ ৩৪, ৩৫): তোমাদের নিজেদের দিকে খেয়াল রেখ। এই কথাটি খ্রীষ্টের সকল শিষ্যের প্রতি বলা হচ্ছে: "নিজেদের দিকে খেয়াল রেখ, যেন তোমরা প্রলোভনের কারণে অতিরিক্ত ক্ষমতার অপব্যবহার না কর, কিংবা নিজেদের মন্দ কাজ ঢাকতে গিয়ে পাপ না কর।" লক্ষ্য করুন, আমরা নিজেরা নিরাপদে থাকতে পারি না, যদি আমরা নিজেরা সুরক্ষায় না থাকি। এটি আমাদেরকে সকল সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদেরকে অবশ্যই কোন কোন সময়ে খুব বেশি সতর্ক থাকতে হবে। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. আমাদের সামনে কি কি বিপদ রয়েছে: আমাদের উপরে হয়তো মৃত্যু এবং বিচার অসতর্ক অবস্থায় এসে পড়বে, যখন আমরা তা আশা করবো না এবং এর জন্য আমরা যখন প্রস্তুত থাকব না। আমাদেরকে সে সময় অবশ্যই তৈরি থাকতে হবে, যেন প্রভু আমাদেরকে আহ্বান করলেই আমরা তাঁর কাছে চলে যেতে পারি। আমাদের যেন আর কোন চিন্তা করতে না হয় এবং বাড়তি কোন কিছু ভেবে যেন আমাদেরকে সামনে এগোতে না হয়। আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যেন আমাদের সামনে কোন ধরনের পিছুটান না থাকে। আমাদেরকে যেন সব সময় হৃদয়ের মধ্যে এই চিন্তা থাকা অবস্থায় পাওয়া যায় যে, আমরা প্রভুর সাথে দেখা করতে চাই। আমরা যেন সব সময় প্রভুর সাথে আমাদের সময় কাটাতে আগ্রহী হই। আমাদেরকে সব সময় স্বর্গের কথা এবং ঈশ্বরের কথা মাথায় রাখতে হবে (হেদায়েত ৯:১২)। এটি হবে তাদের জন্য আতঙ্ক এবং ধ্বংসের কারণ। এটি তাদেরকে অকল্পনীয় ভীতির মধ্যে রাখবে, যার কারণে তাদের ধ্বংস হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

২. আমাদের দায়িত্ব কি হবে এই দুর্যোগের সময়: আমাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আমাদের হৃদয়ের উপর আমরা অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে না দিই। কারণ এতে করে আমরা বোঝাগ্রস্ত এবং ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ব। আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের পার্থিব চিন্তা থেকে মুক্ত রাখতে হবে যেন আমাদের মধ্যে কোন অতিরিক্ত চিন্তা না আসে। আমাদেরকে সেই সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে রাখতে হবে যা আমাদেরকে শেষ সময়ে দেরি করিয়ে দিতে পারে। আমাদের দু'টি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই

খেয়াল রাখতে হবে, যাতে করে আমাদের উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে:

(১) *শরীরের ক্ষুধার প্রতি লক্ষ্য রাখ যেন তোমরা মত্ততা এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় ডুবে না যাও*, এর অর্থ হচ্ছে মাংস এবং মদের যথেচ্ছাচার। এটি হৃদয়কে কলুষিত করে এবং ভারী করে তোলে। তারা যে শুধু এর দোষে ভারাক্রান্ত থাকে তাই নয়, তারা এর মন্দ প্রভাবেও ডুবে যায়, কারণ এতে করে তাদের শরীর প্রভাবিত হয় এবং তারা জরাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। মনকে সুস্থ রাখতে হলে অবশ্যই শরীরের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। সেই সাথে আমাদের বিবেক যেন আমাদেরকে দংশন না করে সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

(২) এই জগতের উত্তম দ্রব্য সকল পাওয়ার জন্য আকাঙ্খা: আমাদের হৃদয় এই জীবনের প্রতি অতিরিক্ত চিন্তা করতে গিয়ে ভারাক্রান্ত হয়। প্রথমটি ছিল সেই সমস্ত বিষয়ের ফাঁদ, যা আমাদের শরীরের জন্য আনন্দদায়ক। এখন আমরা দেখি মানুষের জীবিকা, কাজ এবং ধন সম্পদের মোহ। আমাদের দুই দিকেই ভালভাবে প্রতিরক্ষা তৈরি করতে হবে, যেন মৃত্যু আসলে আমরা যে কোন সময় আমাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে পারি। আমাদের হৃদয় যেন অতিরিক্ত চাপগ্রস্থ না হয়। এভাবে আমরা পাপে পতিত হই এবং আমাদের আত্মার ক্ষতি করি। তাই আমাদেকে অবশ্যই স্থির হতে হবে।

ঘ. তিনি তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন যেন তারা প্রস্তুতি নেয় এবং সেই দিনের জন্য তৈরি থাকে, সেই মহান দিনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে, পদ ৩৬। এখানে দেখুন:

১. আমাদের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত: আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যেন আমরা কোন পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্ত না হই এবং সকল প্রকার লোভনীয় বিষয় হতে দূরে সরে যাই। আমরা যেন কোন সাধারণ বিষয়ের প্রতিও আকাঙ্খী না হই, কারণ তা আমাদের মনের ভেতরে অতৃপ্তির জন্ম দেবে। তাহলে যখন ঈশ্বর আমাদের বিচার করতে আসবেন তখন আমরা প্রস্তুত হতে পারব না। তবুও আমাদের শুধুমাত্র এ থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তা করলে হবে না, বরং আমাদেরকে মনুষ্যপুত্রের সামনে দাঁড়াতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই তাঁকে আমাদের প্রভু বলে গ্রহণ করে নিতে হবে। তিনি আমাদের উপরে বিচার করবেন (গীতসংহিতা ১:৫), আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর সামনে সেই দিনে সাহস নিয়ে দাঁড়াতে হবে (এর অর্থ হচ্ছে আমরা সেই সকল প্রলোভন থেকে দূরে সরে আসতে পেরেছি) এবং আমরা তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকবো। আমার আমাদের প্রভুকে বরণ করে নেব এবং সব সময় তাঁর সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকব। আমরা দিন-রাত তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সেবা করব (প্রকা ৭:১৫), আমরা সব সময় তাঁর মুখ দর্শন করব, যেভাবে স্বর্গদূতরা সব সময় তাঁর মুখ দর্শন করে (মথি ১৮:১০)। এখানে বলা হয়েছে স্বর্গদূতদের কথা যা যথার্থভাবেই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে (লূক ২০:৩৫)। ঈশ্বর তাঁর এই সমস্ত অনুগ্রহপূর্বক কাজের দ্বারা তাদের মধ্যে সুখ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাঁর অনুগ্রহ তাদের মধ্যে প্রদান করতে চান, তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা তাদের মধ্যে স্থাপন করতে চান। তিনি চান যেন তারা তাঁর কাছে এসে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় এবং অনন্ত জীবনের চির অধিকারী হয়। এ কারণে আমদের অবশ্যই সকল প্রকার মন্দতা, অপবিত্রতা ও প্রলোভন থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

২. এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের কি কি কাজ করতে হবে: *সতর্ক থাক এবং প্রার্থনা কর*। আমাদেরকে একই সাথে সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে (যিহি ৪:৯)। যারা সেই আসন্ন ক্রোধ থেকে উদ্ধার পেতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই আসন্ন আনন্দের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এর মাঝখানে আর কোন পথ নেই। তাদেরকে সব সময় আসন্ন আনন্দের জন্য আনন্দিত থাকতে হবে। তাদেরকে সব সময় প্রার্থনা করতে হবে, যেভাবে তারা সব সময় করে থাকে। এটিকেই তাদের সার্বক্ষণিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

(১) তাদেরকে সব সময় নিজেদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে: "পাপ থেকে সতর্ক থাক, প্রতিটি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন কর এবং প্রতিটি উত্তম কাজের জন্য সুযোগ খোঁজ। জেগে থাক এবং জাগিয়ে রাখ। যত দিন না তোমাদের প্রভু আসেন তত দিন তাঁর জন্য অপেক্ষা কর, যাতে করে তোমরা তাঁকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পার এবং বরণ করে নিতে পার।"

(২) তাদেরকে সব সময় ঈশ্বরের সাথে সংযোগ রাখতে হবে: "সব সময় প্রার্থনা কর; সব সময় এই দায়িত্বের প্রতি তোমাদের নজর রাখবে। সময় মত সমস্ত কাজ করবে। যখন যা করার কথা তখন তা করবে এবং কোন প্রকার ফাঁকি দেবে না।" তাদেরকে অবশ্যই প্রশংসার সাথে জীবন যাপন করার অনুমতি দেওয়া হবে, যারা সঠিকভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত করবে। যারা এই পৃথিবীতে প্রার্থনার জীবন কাটাবে তাদের জন্য স্বর্গে রয়েছে অপার অনুগ্রহ এবং সম্মান।

৬. শেষের দুই পদে আমরা দেখতে পাই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কিভাবে যিরূশালেমে রাজার বেশে তাঁর প্রবেশ এবং যিহূদার হাতে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ার মধ্যবর্তী তিন বা চারটি দিন নিজেকে প্রকাশ করলেন।

১. তিনি সারাদিন মন্দিরে বসে শিক্ষা দিতেন। খ্রীষ্ট সপ্তাহের কাজের দিনের পাশাপাশি বিশ্রামবারের দিনেও শিক্ষা দিতেন। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। তিনি বিরোধিতার মুখে বসে শিক্ষা দিতেন। তিনি তাদের মধ্যে বসেই শিক্ষা দিতেন, যারা তাঁকে যে কোন সুযোগ পেলেই ধরে বন্দী করবে।

২. রাতে তিনি কোন এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে থাকতেন। সেটা ছিল জৈতুন পর্বতের উপরে, যা শহর থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। সম্ভবত শহরে তাঁর অনেক বন্ধুই ছিল, যারা তাঁকে খুশি মনেই স্থান দিত। কিন্তু তিনি নিজেই শহরের কোলাহল ছেড়ে বাইরে গিয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। তাছাড়া তিনি যেহেতু জানতেন যে, তাঁর সময় শেষ হয়ে আসছে, সেই কারণে তিনি নীরবে ধ্যান ও প্রার্থনা করার জন্য নির্জন স্থানে যেতে বেশি পছন্দ করতেন।

৩. খুব সকালে তিনি আবারও মন্দিরে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন। সকালে সেখানে তিনি প্রাতকালীন বক্তৃতা দিতেন, যা শুনতে অনেক লোক জড়ো হত। সে সময় লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য এবং তাঁর প্রার্থনা শোনার জন্য অনেকে দল বেঁধে সেখানে আসত, পদ ২৮। তারা খুব সকালেই আসতে শুরু করতো। তার দল

বেঁধে মন্দিরে যেত, যেভাবে কবুতর ঝাঁক বেঁধে জানালায় বসে থাকে। তারা সেখানে খ্রীষ্টকে দেখার ও তাঁর কথা শোনার জন্য যেত; যদিও সে সময় মহাপুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষকরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। উত্তম ও মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং প্রচারের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আগ্রহ এবং ক্ষুধা রয়েছে, কখনো কখনো তা ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান লোকদের চাইতে আন্তরিক, সৎ এবং সরল লোকদের কাছে তা আরও বেশি মূল্যায়িত হত এবং জনপ্রিয়তা পেত। আর এভাবেই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর জীবনের শেষ ক'টা দিন মানুষের মাঝে কথোপকথন ও শিক্ষা প্রদানের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেন।

লূক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ২২

সকল সুসমাচার লেখকই তাদের সুসমাচারে যা-ই বলে থাকুন না কেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের বিষয়টি তারা সকলেই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন; কারণ খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য এবং পুনরুত্থিত হয়েছিলেন আমাদের বিচার করার জন্য। এই সুসমাচার লেখক অন্য যে কারও চেয়ে অনেক বেশি বিবৃতি এবং বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি প্রকাশ করেছেন, যা এর আগে আমরা কারও কাছ থেকে পাই নি। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, ক. যীশুকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য করা পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনায় যিহূদার অন্তর্ভুক্তি (পদ ১-৬)। খ. শিষ্যদের সাথে খ্রীষ্টের উদ্ধার-পর্বের ভোজ গ্রহণের ঘটনা (পদ ৭-১৮)। গ. প্রভুর ভোজের প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন (পদ ১৯,২০)। ঘ. ভোজের পর শিষ্যদের সাথে খ্রীষ্টের বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা (পদ ২১-৩৮)। ঙ. গেৎশিমানী বাগানে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ (পদ ৩৯-৪৬)। চ. যিহূদার সহায়তায় খ্রীষ্টকে ধরিয়ে দেওয়া (পদ ৪৭-৫৩)। ছ. পিতর কর্তৃক খ্রীষ্টকে অস্বীকার করা (পদ ৫৪-৬২)। জ. যারা খ্রীষ্টকে কারাগারে নিয়ে গিয়েছিল তাদের হাতে খ্রীষ্টের লাঞ্ছনাভোগ এবং মহাপুরোহিতের সভায় তাঁর বিচার ও অপরাধ সাব্যস্তকরণ (পদ ৬৩-৭১)।

লূক ২২:১-৬ পদ

উদ্ধারপর্বের সময় উপস্থিত হয়েছে, যা অনন্তকালের জন্য স্বর্গীয় পরিষদে নির্ধারিত হয়েছিল। যারা ইস্রায়েলের মুক্তি কামনা করে, তারা দীর্ঘদিন ধরে এই সময়টির অপেক্ষা করছিল। বহু বছরের ও বহু যুগের সাধনার পর আজ তারা এই সময়ের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে (যিশাইয় ৬৩:৪)। এটি খুবই দর্শনীয় একটি বিষয় যে, সেই বছরের প্রথম মাসেই সেই উদ্ধারের কাজটি সম্পন্ন হতে চলছিল। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য আমাদের ত্রাণকর্তা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কাজটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে প্রহর গুনছিলেন। এটি ছিল সেই একই মাস এবং একই সময় (মাসের শুরু, হিজ ১২:২), যখন ঈশ্বর মোশিকে ইস্রায়েলীয়দের নেতা করে মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। আর তাই এখানে সেই প্রতিরূপ প্রকৃত রূপের ছায়া তুলে ধরেছিল। খ্রীষ্ট এখানে উচ্চীকৃত হয়েছেন, *যখন খামিহীন রুটির ঈদ নিকটবর্তী হচ্ছিল*, পদ ১। যেভাবে তারা উদ্ধার-পর্বের আগে থেকেই তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক সেভাবেই আমাদের উদ্ধারের জন্য প্রস্তুতি চলছিল। এখানে আমরা দেখি:

ক. খ্রীষ্টের শত্রুরা কিভাবে এই সময়টির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, পদ ২। মহাপুরোহিত ও

ধর্ম-শিক্ষকরা, যারা ছিল বিদ্বান ব্যক্তি, তারা কি প্রকারে খ্রীষ্টকে হত্যা করতে পারে তারই চেষ্টা করছিল; কেননা তারা লোকদেরকে ভয় করতো। তারা যে করে হোক তাঁকে হত্যা করতে চাইছিল, তা হতে পারে জোর খাটিয়ে নতুবা চালাকি করে। তারা যদি তাদের ইচ্ছা মত কাজ করতে পারতো তাহলে তারা বহু আগেই এ কাজ করে ফেলতো। কিন্তু তারা লোকদেরকে ভয় পেত এবং তারা সে সময় যা দেখতে পাচ্ছিল তা হচ্ছে, খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর শ্রোতাদের অপরিমেয় আগ্রহ।

খ. এক বিশ্বাসঘাতক শিষ্য তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল এবং তাদের সকল কাজে সহযোগিতা করেছিল, সে হচ্ছে যিহূদা ইস্কারিয়োত। এখানে তাকে বলা হয়েছে বারো জন শিষ্যের একজন হিসেবে, যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝানো হয়েছে। যে কেউ এ কথা ভেবে অবাক হতে পারে যে, যিনি সকল মানুষকে জানেন ও চেনেন, তাঁর নিশ্চয়ই এই সকল শিষ্যের ভেতর থেকে তাঁর বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করতে পারার কথা। আর কেউ তাকে চিনতে না পারলেও খ্রীষ্টের তো তাকে নিশ্চয়ই চেনার কথা ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট অত্যন্ত বুদ্ধি সহকারে এবং একটি পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যিহূদাকে তাঁর শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। আর এই কারণেই খ্রীষ্ট যাকে এত ভালভাবে জানতেন সেই শিষ্য এভাবে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার সুযোগ পেয়েছিল। যিহূদার ভেতরে শয়তান প্রবেশ করেছিল, পদ ৩। এটি ছিল শয়তানের কাজ, যে এখানে খ্রীষ্টের সমস্ত কাজ নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এতে করে শেষ পর্যন্ত তার নিজের মস্তকই চূর্ণ হয়েছিল। যে কেউ খ্রীষ্টকে, তাঁর পথকে বা তাঁর সত্যকে অস্বীকার করুক না কেন, তার ভেতরে অবশ্যই শয়তান অবস্থান করে বলেই তার এই পথভ্রষ্টতা। যিহূদা জানতো যে, খ্রীষ্টকে আটক করার জন্য এবং নিজেদের হাতে পাওয়ার জন্য সেই মহাপুরোহিতরা কতটা উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। তারা এই কাজটি নির্ঝঞ্ঝাটে করতে পারবে না, যদি তারা খ্রীষ্টের খুব ঘনিষ্ট কাউকে তাদের সাহায্যকারী হিসেবে না পায়; যেভাবে ইস্কারীয়োতীয় যিহূদা তাদেরকে সাহায্য করেছিল। এই কারণে যিহূদা নিজেই তাদের কাছে গিয়েছিল এবং খ্রীষ্টের গতিবিধি তাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল, পদ ৪। লক্ষ্য করুন, এটি বলা মুশকিল যে, খ্রীষ্টের প্রকাশ্য শত্রুদের ক্ষমতা ও পরিকল্পনা দ্বারা বা তাদের সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বার্থান্ধতার জন্য খ্রীষ্টের রাজ্যের আরও কোন ক্ষতি সাধিত হয়েছিল কি না। কারণ দ্বিতীয় বিষয়টি ছাড়া খ্রীষ্টের শত্রুরা এত সহজে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারতো না। যখন আপনি দেখবেন যে, যিহূদা মহাপুরোহিতের সাথে জোট বেঁধেছে, তার অর্থ হচ্ছে কোন একটি বিরাট ভুল সাধিত হয়েছে। তারা যে কারণে তাদের মাথা একত্রিত করেছে তা মোটেও কোন ভাল উদ্দেশ্যে নয়।

গ. তাদের মধ্যকার চুক্তির উদ্দেশ্য:

১. যিহূদাকে অবশ্যই তাদের জন্য খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই এমন একটি স্থানে নিয়ে আসতে হবে, যেখান থেকে তারা কোন ধরনের বিপদ বা ঝুঁকির আশঙ্কা ছাড়াই খ্রীষ্টকে আটক করতে পারে। তা যদি যিহূদা করতে পারে তাহলে তার প্রতি তারা অত্যন্ত খুশি হবে।

২. তাদের অবশ্যই এই কাজ করে দেওয়ার জন্য যিহূদাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে (পদ ৫): তারা যিহূদাকে অর্থ দিতে সম্মত হয়েছিল। যখন এই চুক্তি স্থাপন করা হল তখন যিহূদার খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য রাজি হল। সম্ভবত সে পিতর এবং যোহনের প্রতি কিছুটা ঈর্ষান্বিত ছিল, যারা তাঁদের খ্রীষ্টের সাথে তার নিজের চাইতেও বেশি ঘনিষ্ট ছিল; কারণ যেখানে সে নিজেও থাকতে পারতো বলে ভেবেছিল। কিন্তু সে যে উদ্ধার-পর্বের ভোজের পরপরই কেন বাইরে চলে গিয়েছিল, তা উপলব্ধি করার মত এবং তাকে সন্দেহ করার মত প্রজ্ঞা তখনও সেই শিষ্যদের মাঝে ছিল না। আর এই কারণেই সে অন্য সকলের কাছ থেকে এই সুবিধাটি পেয়েছিল। সে একটি নির্দিষ্ট স্থান এবং নির্দিষ্ট সময়ের কথা জানতে পেরেছিল, যেখানে শত শত লোকের চোখের আড়ালে কোন ধরনের বিপদ ছাড়াই খ্রীষ্টকে আটক করা সম্ভব হবে।

লূক ২২:৭-২০ পদ

মন্দিরে আমরা খ্রীষ্টের প্রচার এবং উত্তম কাজগুলোর দ্বারা এক আশাপূর্ণ দিক-নির্দেশনা খুঁজে পাই। এই ঘটনাটি ঘটেছিল সাত দিনব্যাপী চলা খামিহীন রুটির উৎসবের সময়, যখন লোকেরা প্রতিদিন খুব সকালে তাঁর কথা শোনার জন্য মন্দিরে এসে উপস্থিত হত! কিন্তু এখানে তাঁর প্রচারে একটি বাঁধা এসে উপস্থিত হল। এখন তিনি আরেক ধরনের কাজে যোগ দান করবেন, যেখানে তিনি অবশ্যই অন্য যে কোন কাজের চাইতে ভাল করবেন; কারণ খ্রীষ্টের দিন এবং খ্রীষ্টের মণ্ডলীর দিন কোনটিই অকার্যকর কোন সময় নয়। এখানে আমরা দেখবো:

ক. খ্রীষ্টের শিষ্যদের সাথে তাঁর উদ্ধার-পর্বের ভোজ খাওয়ার প্রস্তুতি। খামিহীন রুটির ভোজের দিনটি, যে দিন পবিত্র শাস্ত্র অনুসারে উদ্ধারের ভেড়ার মাংস খাওয়ার কথা রয়েছে, পদ ৭। খ্রীষ্ট পবিত্র শাস্ত্র অনুসারেই জন্ম নিয়েছিলেন এবং তাঁর সুসমাচারও পবিত্র শাস্ত্র অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছিল; বিশেষ করে উদ্ধার-পর্বের ঘটনাটি, যেন আমরা তা অবজ্ঞা না করি। এটি সম্ভব হতে পারে যে, তিনি আর সব দিনের মত সেই দিনও মন্দিরে প্রচার করতে গিয়েছিলেন এবং ওদিকে পিতর ও যোহনকে উদ্ধার-ঈদ পালন করার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যাদের নিজেদের সহকারী বা সহযোগী রয়েছে, তারা পার্থিব যে কোন কার্যকলাপের জন্য তাদেরকে পাঠিয়ে থাকেন এবং এতে করে তারা মোটেও অলস বা অকর্মণ্য বলে প্রতীয়মান হন না; কারণ এতে করে তারা নিজেদেরকে আরও বেশি করে আত্মিক কাজে লিপ্ত করে তুলতে পারেন বা মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন। খ্রীষ্টকে তাঁদেরকে সেই সমস্ত নির্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করেছিলেন যাদের সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল (পদ ৯,১০): তাঁদের অবশ্যই একজন মানুষকে অনুসরণ করতে হত, যে একটি জল ভর্তি কলসি বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল এবং সেই লোকটিরই তাঁদেরকে উদ্ধার-পর্বের ভোজের জন্য নির্ধারিত ঘরটিতে নিয়ে যাওয়ার কথা। খ্রীষ্ট নিজেই তাঁদের কাছে সেই ঘরটির বর্ণনা দিতে পারতেন। হয়তোবা এটি এমন একটি ঘর ছিল যা তারা সকলেই চিনতেন। তিনি বলতে পারতেন যে, *এ ধরনের একটি ঘর খুঁজে বের কর*, কিংবা এই লোকের ঘরটি খুঁজে বের কর, কিংবা এ ধরনের একটি রাস্তায় ঘরটি

রয়েছে, কিংবা *এ ধরনের একটি এলাকায় ঘরটি রয়েছে*, কিংবা *ঘরটি চেনার জন্য এই চিহ্ন রয়েছে* ইত্যাদি। কিন্তু তিনি তাঁদের এই নির্দেশনা দিলেন যে, তাঁরা যেন পবিত্র আত্মার নির্দেশাবলী অনুসরণ করেন এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ নেন। তাঁরা যেন এক ধাপ এক ধাপ করে পবিত্র আত্মার নির্দেশিত পথে এগিয়ে যান। তাঁরা গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে তাদের কোথায় যেতে হবে, কিংবা কাকে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে। ঘরটিতে গিয়ে তাঁদের নিশ্চয়ই এই ইচ্ছা জাগবে যে, যেন ঘরটির মনিব তাঁদেরকে সেই ভোজের জন্য উপযুক্ত কক্ষটি দেখান (পদ ১১) এবং সেই ঘরের মনিব তক্ষুণি তাঁদেরকে সেই কক্ষটি দেখাবেন, পদ ১২। সেই ঘরটি খ্রীষ্টের কোন বন্ধুর বাড়ি, নাকি জনগণের ব্যবহার্য বা ভাড়া নেওয়া যায় এমন কোন ঘর ছিল তা বলা হয় নি; কিন্তু শিষ্যরা ঠিকই সেই পথ প্রদর্শক, সেই বাড়ি এবং সেই কক্ষটি খুঁজে পেয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে তাদেরকে বলা হয়েছিল (পদ ১৩); কারণ যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের কথা অনুসারে চলে তার কোনমতেই হতাশ হওয়ার কোন উপায় নেই। যেভাবে তাঁদের আদেশ করা হয়েছিল সেভাবেই তাঁরা সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং তাঁরা উদ্ধার-পর্বের জন্য সমস্ত কিছু প্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গিয়েছিলেন, পদ ১১।

খ. আইন অনুসারে উদ্ধার-ঈদ বা উৎসব পালন। যখন সেই সময় এসে উপস্থিত হল, তখন তাঁরা সকলে মিলে সেই কক্ষটিতে গেলেন এবং খ্রীষ্ট তাঁদের মধ্যমণি হয়ে বসলেন। সম্ভবত তিনি ভোজের টেবিলটির মাথায় বসেছিলেন এবং তাঁর বারোজন শিষ্য তাঁর বিপরীত দিকে বা তাঁর দুই পাশ দিয়ে তাঁর সাথে বসেছিলেন। সেখানে যে যিহূদা ইস্কারিয়োত ছিল না তা নয়; কারণ যাদের অন্তর শয়তান দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তারা ধর্মকর্মে অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ হয়ে থাকে এবং আপাতদৃষ্টিতে তাদেরকে সব ধরনের বাহ্যিক ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করতে দেখা যায়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে শয়তান থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই তার ভেতরে থাকা শয়তানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। যদিও যিহূদা ইতোমধ্যেই তার একটি চরম ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অভিযুক্ত হয়েছিল, তবুও তা প্রকাশ্যে কেউ জানতো না এবং খ্রীষ্ট তাকে উদ্ধার-পর্বের অন্য সকল সদস্যের সাথে বসতে বলেছিলেন। এখন লক্ষ্য করুন:

১. কিভাবে খ্রীষ্ট এই উদ্ধার-পর্বের ভোজটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তিনি তাঁর নিজ উদ্ধার-ঈদকেও এই একইভাবে স্বাগত জানাতে সকল শিষ্যকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেটি হচ্ছে প্রভুর ভোজ। তিনি বলেছিলেন তারা যেন এই ভোজে ক্ষুধা সহকারে আসে (পদ ১৫): "আমি কষ্টভোগ করবার আগে তোমাদের সঙ্গে উদ্ধার-পর্বের এই ভোজ খাবার আমার খুবই ইচ্ছা ছিল।" তিনি জানতেন যে, এই ভোজই তাঁর যন্ত্রণা ভোগের সূচনা পর্ব। তিনি এর জন্য প্রতীক্ষাও করছিলেন বটে, কারণ এটি করা হয়েছিল তাঁর পিতার গৌরব প্রকাশ এবং মানুষের পরিত্রাণ সাধনের জন্য। তিনি ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এই কাজ করতে পেরে ও ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পেরে খুবই আনন্দিত ছিলেন। আমরা কি তাঁর প্রতি কোন দায়িত্ব পালন করা থেকে পিছিয়ে থাকব, যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করলেন? দেখুন তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে কতটা ভালবেসেছেন: তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে বসে সেই উদ্ধার-পর্বের ভোজ খেতে চেয়েছিলেন

এবং সেখানে তাঁরা বেশ কিছুটা সময় একসাথে কাটিয়েছেন। সেখানে শুধু তাঁরাই ছিলেন, সেখানে আর কেউই ছিল না। তাঁরা সেখানে ব্যক্তিগতভাবে অনেক কথা বলেছেন, যা তাঁরা যিরূশালেমে ঘটতে চলা এই ঘটনা সম্পর্কেই বলেছিলেন। তিনি সে সময় তাঁদেরকে ছেড়ে যেতে চলছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর যন্ত্রণাভোগের সময়টাতে প্রবেশ করার আগ মুহূর্তে তাঁর শিষ্যদের সাথে একত্রে বসে এই উদ্ধার-পর্বের ভোজ খেতে চেয়েছিলেন। এতে করে এই সময়টার কথা চিন্তা করে তিনি সান্ত্বনা পাবেন। তিনি উৎফুল্ল মন নিয়ে তাঁর যন্ত্রণাভোগের সময়টা অতিবাহিত করতে পারবেন এবং এই সময়টা তাঁর জন্য সহজ হবে। লক্ষ্য করুন, আমাদের সুসমাচাররূপ উদ্ধার-পর্বের ভোজ যীশু খ্রীষ্ট কতটা বিশ্বাস সহকারে ভোজন করেছিলেন। এটি ছিল তাঁর বিচার, যন্ত্রণাভোগ এবং নিজের মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য চমৎকার একটি অংশ।

২. কিভাবে খ্রীষ্ট নিজে সকল উদ্ধার-পর্বের ভোজের খামি হিসেবে কাজ করেছেন এবং তিনি শরীয়তী আইন অনুসারেই সকল কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। এর মধ্যে উদ্ধার-ঈদ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে প্রাচীন (পদ ১৬): "আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যে এর উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি আর কখনও এই ভোজ খাব না, কিংবা আর কোন শিষ্যের এই ভোজ পালন করবে না।"

(১) এটি তখনই পূর্ণতা লাভ করেছে, যখন খ্রীষ্ট আমাদের জন্য উদ্ধার-পর্বের ভেড়ার মত করে বলিকৃত হয়েছেন এবং আমাদের জন্য পরিত্রাণ নিয়ে এসেছেন (১ করিন্থীয় ৫:৭)। আর এই কারণেই সেই প্রতিরূপ এবং ছায়া সরিয়ে ফেলা হয়েছিল; কারণ এখন ঈশ্বরের রাজ্য এসে উপস্থিত হয়েছে, যার প্রতীক্ষায় সকলে ছিল।

(২) এটি প্রভুর ভোজের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। এটি হচ্ছে সুসমাচার ভিত্তিক রাজ্যের একটি প্রত্যাদেশ, যেখানে উদ্ধার-ঈদ সম্পন্ন করা হয়ে গেছে এবং যা শিষ্যরা তাঁদের উপর পবিত্র আত্মার অভিষেক হওয়ার পর নিয়মিত পালন করে এসেছেন। এমনটি আমরা দেখি প্রেরিত ২:৪২,৪৬ পদে। তাঁরা সেটি ভোজন করেছিলেন এবং খ্রীষ্টকেও অবশ্যই তাঁদের সাথে বসে খেতে বলা হয়েছিল; কারণ তাঁদের সাথে তাঁরও অবশ্যই আত্মিক চুক্তি সাধনের প্রয়োজন ছিল। তিনি তাঁদের সাথে বসে এবং তাঁরা সকলে খ্রীষ্টের সাথে একত্রে বসে ভোজন করেছিলেন (প্রকা ৩:২০)।

(৩) এই স্বাধীনতার সোপানটি অর্জন করার জন্য তাঁদের অবশ্যই সেই গৌরবের রাজ্যে প্রবেশের আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সে সময় ঈশ্বরের আত্মিক ইস্রায়েলের সকল অধিবাসী তাদের মৃত্যু এবং পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে এবং তাদেরকে সেই প্রতিজ্ঞাত দেশের অধিকার দান করা হবে। তিনি যখন ভোজের জন্য আনা মেষশাবকটির মাংস খেয়েছিলেন, তখন তিনি একটি কথা বলেছিলেন এবং পরবর্তীতে পানীয় পান করার সময়ও তিনি সেই একই কথা বলেছিলেন। সেটি ছিল অনুগ্রহের পাত্র কিংবা কৃতজ্ঞতার পাত্র, যেখানে প্রভুর সকল সঙ্গী তাঁকে উদ্ধার-পর্বের ভোজের শেষ ক্ষণে সম্মান জানিয়েছিলেন। প্রথা অনুসারে এই পানপাত্রটি তিনি তুলে নিলেন। এরপর তিনি ইস্রায়েল জাতিকে মিশর থেকে উদ্ধার করে আনার জন্য এবং তাদের প্রথমজাত সন্তানকে বাঁচিয়ে

রাখার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। এরপর তিনি বললেন, *এই পানপাত্র তোমাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও,* পদ ১৭। এখানে সাক্রামেন্টাল পানপাত্রের বিষয়ে বলা হয় নি, যার গুরুত্ব এবং মূল্য আরও অনেক বেশি; কারণ তাঁর রক্তের মধ্য দিয়ে নতুন নিয়ম স্থাপিত হয়েছিল। তিনি নিজেই তা প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন, যেন তারা শিখতে পারেন কি করে তা প্রত্যেকের হৃদয়ে স্থাপন করতে হবে। কিন্তু পার্থিব এই পানপাত্র, যেটি শেষ হয়ে যাবে ও ক্ষয়পাপ্ত হবে, সেটির ক্ষেত্রে এমন কথা বলাই যায় যে, "এটি নাও এবং তোমাদের মধ্যে ভাগ করে নাও। এটি নিয়ে তোমাদের যা করতে ইচ্ছা হয় তাই কর, কারণ আমার আর এটি নিয়ে কোন কিছু করার নেই (পদ ১৮)। আমি আর কখনো আঙ্গুর ফলের রস পান করবো না। আমি আর কখনো তা গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বরের রাজ্য এসে উপস্থিত হয়। যখন পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হবে, কেবলমাত্র তখনই তোমরা সকলে সেই প্রভুর ভোজে আপন মহিমা সহকারে উপস্থিত হতে পারবে। ঈশ্বরের রাজ্য এখন এতটাই কাছে এসে গেছে যে, তা এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের আর পান করা কিংবা ভোজন করার প্রয়োজন নেই।" পরবর্তী দিনে খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তা উন্মুক্ত করেছেন। খ্রীষ্ট অত্যন্ত আনন্দের সাথেই সকল প্রকার আইনসঙ্গত ভোজের আচার অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত হয়েছেন (যা উদ্ধার-পর্বের পরপরই সম্পন্ন করতে হত) তাঁর সুসমাচারের কর্ম সম্পাদনের জন্য, তা একই সাথে আত্মিক এবং আনুষ্ঠানিক (সাক্রামেন্টাল)। উত্তম যীশুয়ীরাও এমন; তারা যখন পার্থিব মণ্ডলী থেকে এক আনন্দমুখর, বিজয়ী মণ্ডলীর আহ্বান পান, তখন তারা তাদের আত্মিক অস্তিত্বকে সেই পার্থিব মণ্ডলী থেকে সরিয়ে অনন্তকালীন মণ্ডলীতে প্রতিস্থাপন করেন।

গ. প্রভুর ভোজের প্রতিষ্ঠা, পদ ১৯,২০। মিশর থেকে উদ্ধার এবং মুক্তির এই ঈদ ছিল খুবই সাধারণ এবং তা ছিল খ্রীষ্টের আগমনের একটি ভবিষ্যদ্বাণীসূচক কাজ, যিনি আমাদের পাপ ও মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে আসবেন এবং আমাদের শয়তানের চক্রান্ত থেকে মুক্ত করবেন। কিন্তু তারা আর এই কথা বলবে না, "সেই প্রভু উঠেছেন, যিনি আমাদেরকে মিশর থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছিলেন। এর চাইতে অনেক বড় এক উদ্ধারের কাজ এখন সম্পাদন হতে চলেছে, যা সেই মিশর থেকে উদ্ধারের ঘটনাকে ছাপিয়ে যাবে। আর সেই কারণেই প্রভুর ভোজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যেন খ্রীষ্টের একটি ছায়া বা তাঁর প্রতীকী কোন একটি স্মারক চিহ্ন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। তিনি তাঁর নিজ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। আর তাঁর এই মৃত্যুটিই আমাদের সামনে এক বিশেষ অধ্যাদেশ বা আইনের রূপ নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে।

১. খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে তাঁর শরীরকে খণ্ড-বিখণ্ড করার ধারণাটি উপস্থাপিত হয়েছে ভোজের রুটি খণ্ড-বিখণ্ড করার মধ্য দিয়ে। এই আইনের অধীনে অনুষ্ঠিত সকল উৎসর্গের ঘটনাকে বলা হয় আমাদের ঈশ্বরের রুটি (লেবীয় ২১:৬,৮,১৭): *এটি আমার শরীর যা তোমাদের জন্য দেওয়া হল*। এই উৎসর্গের জন্য একটি ভোজ স্থাপন করা হল, যেখানে আমরা নিজেদের প্রতি তা প্রয়োগ করেছি। এ থেকে আমরা উপকার, স্বস্তি ও সান্ত্বনা পাব। এই যে রুটি আমাদেরকে দেওয়া হল, এটি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আমাদের আত্মার খাদ্য হিসেবে; কারণ খ্রীষ্টের মতবাদ ও শিক্ষার চাইতে আর কোন

কিছুই আমাদের আত্মার জন্য পুষ্টিজনক ও সন্তুষ্টিকারক হতে পারে না। তা আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করে এবং আমরা সেই চুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এই রুটি, যা আমাদের জন্য ভাঙ্গা হল এবং আমাদেরকে দেওয়া হল, তা আমাদেরই পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য। আমাদের সেই পাপ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং আমাদেরকে তা থেকে মুক্ত করে আনা হয়েছে। আমাদের আত্মার সমস্ত আকাঙ্খা পূরণ করা হয়েছে। আর এই কাজের স্মরণেই আমরা প্রভুর ভোজটি পালন করে থাকি ও মনে করি: তিনি আমাদের জন্য কি কি করেছেন এবং আমাদেরও এখন কি কি করা উচিত। আমাদের এখন উচিত হবে তাঁর কাজে নিজেদেরকে শরিক করা এবং তাঁর সাথে নিজেদেরকে এক অনন্তকালীন চুক্তিতে আবদ্ধ করা; যেভাবে যিহোশূয় সাক্ষ্য হিসেবে পাথরের ঢিবি তৈরি করেছিলেন (যিহোশূয় ২৪:২৭)।

২. খ্রীষ্টের রক্তপাত, যার মধ্য দিয়ে পাপ মোচন করা হল; কারণ রক্ত দ্বারা আত্মার শুদ্ধতা স্থাপিত হয় (লেবীয় ১৭:১১)। এটি নির্দেশ করা হয়েছে পানপাত্রের পানীয়ের মধ্য দিয়ে। আর এই পানপাত্র হচ্ছে নতুন নিয়মের একটি চিহ্ন এবং প্রতীক। এটি নতুন চুক্তি স্থাপনের কথা বুঝায়, যা আমাদের সাথে স্থাপন করা হয়েছে। এটি খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা আমাদের সাথে চুক্তি স্থাপনের কথা নির্দেশ করে এবং সেই সাথে এই চুক্তির সকল প্রতিজ্ঞার বিশ্বাসযোগ্যতার কথা প্রকাশ করে; যার সবই হ্যাঁ এবং আমেন বলে উচ্চারিত হবে। এটি হবে আমাদের আত্মার জন্য উদ্দীপক এবং উৎসাহব্যঞ্জক, যেভাবে পানীয় আত্মাকে আনন্দিত করে। খ্রীষ্টের রক্তপাতের প্রতি আমাদের সকল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও একটি ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই খুব বেশি গুরুত্বের সাথে নজর দিতে হবে, আর সেটি হচ্ছে: খ্রীষ্ট আমাদের জন্যই তাঁর নিজ রক্তপাত করেছিলেন। আমাদের তা প্রয়োজন ছিল, আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম এবং আমরা এর থেকে উপকৃত হবার আশা করি। তিনি আমাদের সকলকে ভালবেসেছেন এবং আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। নতুন নিয়মের প্রতি আমাদের সকল বিবেচনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের রক্তের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, যা আমাদেরকে জীবন দান করেছে এবং জীবনে উপনীত হয়েছে। এই রক্তপাত আমাদেরকে সাথে করে সেই জীবনের সকল প্রকার ওয়াদাসমূহ বাস্তবায়ন করেছে। যদি খ্রীষ্ট কখনো রক্তপাত না ঘটাতেন, তাহলে আমরা কখনো নতুন নিয়ম হাতে পেতাম না, তা কখনো আমাদের জন্য নতুন নিয়ম হত না এবং আমরা কখনোই খ্রীষ্টের রক্তপাতের অর্থ ও গুরুত্ব বুঝতে পারতাম না।

লূক ২২:২১-৩৮ পদ

এখানে আমরা ভোজের পর খ্রীষ্টের সাথে তাঁর শিষ্যদের আলোচনা ও কথোপকথন দেখতে পাই, যার বেশিরভাগই এখানে নতুন বিষয় হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। যোহনের সুসমাচারে অন্যান্য অংশগুলো পাওয়া যায়। আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছ থেকে উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা উচিত, যেন আমরা আমাদের পরিবার এবং বন্ধুদেরকে খাওয়ার টেবিলে বসে এভাবে আপ্যায়ন করতে পারি এবং তাদের সাথে এভাবে কথোপকথন করতে পারি। খাওয়ার টেবিলে বসে এ ধরনের কথোপকথন অবশ্যই

পরামর্শদানের জন্য অত্যন্ত ভাল এবং পরিচর্যাকারীদের পক্ষ থেকে শ্রোতাদের জন্য তা অনুগ্রহের তুল্য। কিন্তু বিশেষ করে আমরা যখন প্রভুর ভোজের টেবিলে বসবো, একে অপরের সাথে একটি উপযুক্ত সম্পর্ক তৈরি করে খ্রীষ্টান ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করবো, তখনই কেবল এটি পূর্ণতা লাভ করবে। এখানে খ্রীষ্ট যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন তা হচ্ছে বতর্মান পরিস্থিতির গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য।

ক. তিনি তাঁদের সাথে সেই ব্যক্তিটির বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, যে তাঁকে ধরিয়ে দেবে এবং যে তখন তাঁদের মধ্যেই উপস্থিত ছিল।

১. খ্রীষ্ট তাঁদেরকে এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, সেই বিশ্বাসঘাতক এখন তাঁদের মধ্যেই উপস্থিত রয়েছে এবং সে তাঁদের মধ্যেই একজন, পদ ২১। প্রভুর ভোজ স্থাপন করার পর এখানে এই অংশটি উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও মথি এবং মার্কের সুসমাচারে এই ঘটনাটি প্রভুর ভোজের আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যিহূদা প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেছিল। সেও প্রভুর ভোজের সেই রুটি এবং পানপাত্র থেকে পানীয় গ্রহণ করেছিল; কারণ সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর খ্রীষ্ট বললেন, *দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করছে, তার হস্ত আমার সঙ্গে টেবিলের উপরে রয়েছে*। সেখানে তাঁরাই ছিলেন যারা সে সময়ের একটু আগেই খ্রীষ্টের সাথে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেছিলেন এবং তারপরও সেখান থেকেই একজন তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

২. তিনি আগে থেকেই বলেছিলেন যে, এই ঘটনাটির সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে (পদ ২২): *ঈশ্বর যা ঠিক করে রেখেছেন সেই ভাবেই মনুষ্যপুত্র মারা যাবেন বটে*। তিনি সেই স্থানে যাবেন যেখানে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তাঁকে ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য অনুসারেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে; আর তাই যিহূদা তাঁকে সেখানে নিয়ে যায় নি। খ্রীষ্ট তাঁর দুঃখভোগ থেকে দূরে সরে যেতে চান নি, বরং তিনি আনন্দের সাথে সেদিকে এগিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, *আমি এসেছি*।

৩. তিনি সেই বিশ্বাসঘাতককে হুমকি দিয়েছেন: *কিন্তু হায় সেই লোক, যে তাঁকে ধরিয়ে দেয়!* লক্ষ্য করুন, দুঃখভোগের সময় ঈশ্বরভক্তদের ধৈর্য্য কিংবা তাদের দুঃখভোগের জন্য ঈশ্বরের সান্ত্বনাদান, এ সমস্ত কিছুই তাদের জন্য কাজে লাগবে না, যারা তাদের নিজেদের কর্মদোষে দুঃখভোগ করে। যদিও ঈশ্বর এটি নির্ধারণ করেছেন যে, খ্রীষ্ট বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হবেন এবং খ্রীষ্ট আনন্দের সাথে সেই দুঃখভোগের দিকে এগিয়ে যাবেন, তথাপি যিহূদার পাপ বা শাস্তির গুরুত্ব এর থেকে খুব একটা কম নয়।

৪. তিনি অন্য সকল শিষ্যদের মধ্যে কিছুটা ভীতির সঞ্চার করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে একে অপরের প্রতি সন্দেহের অবতারণা ঘটিয়েছিলেন; কারণ তিনি বলেছিলেন তাঁদের মধ্যেই কেউ একজন এই কাজটি করবে, অথচ তিনি কারও নাম বলেন নি (পদ ২৩): তখন তাঁরা পরস্পর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, *তবে আমাদের মধ্যে এই কাজ কে করবে?* তাঁরা নিজেরাই নিজেদেরকে সন্দেহ করে প্রশ্ন করতে লাগলেন যে, তাঁদের মধ্যে কে এত ভাল একজন প্রভুর বিরুদ্ধে এমন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করতে পারে? তাঁরা অবশ্য

এমনভাবে জিজ্ঞেস করেন নি যে, *সে কি তুমি?* বা, *সেই লোকটি কি এ হতে পারে?* বা, *সে কি আমি?*

খ. তাঁদের মধ্যে কে বড় তা নিয়ে যে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল।

১. দেখুন তর্কটি কি নিয়ে হয়েছিল: তাঁদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বড় বলা হবে? সেই সময় শিষ্যদের মধ্যে সম্মান এবং কর্তৃত্ব লাভের জন্য এ ধরনের তর্ক-বিতর্ক হতে দেখা যেত, যত দিন পর্যন্ত না তাঁদের মধ্যে পবিত্র আত্মা অবতরণ করেছিলেন। সে সময়ের আগ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে এ ধরনের দুঃখজনক তর্ক-বিতর্ক ও বিরোধ ঘটতে দেখা যেত। সেই সাথে তাঁদের মধ্যে মণ্ডলীর নেতৃত্ব লাভ এবং উচ্চস্থান লাভের জন্য প্রচুর বিরোধ দেখা যেত। কিন্তু পবিত্র আত্মার অবতরণের পর থেকে আর তাঁদের মধ্যে এমনটি দেখা যায় নি। এই পদে আমরা সেই পূর্বাপর অবস্থার কত না করুণ এক চিত্র দেখতে পাই! তাঁদের সেখানে তর্ক করা উচিত ছিল এই বিষয় নিয়ে যে, কে তাঁদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু তা না করে তাঁরা তর্ক করছেন যে, কে তাঁদের মধ্যে নেতা হবেন! এত ঘনিষ্ঠ কোন ব্যক্তিদের মধ্যে কি একই সাথে এমন অপূর্ব নম্রতার উদাহরণ এবং এ ধরনের গর্ব ও ঔদ্ধত্যের নিদর্শন দেখা যেতে পারে? এ যেন একই ঝর্ণা থেকে একইসাথে একই সময়ে মিষ্টি জল এবং তিক্ত জলের উদ্‌গিরণ হচ্ছে। মানুষের শঠতাপূর্ণ হৃদয়ে কত না পরস্পরবিরোধী মনোভাব বিরাজ করে!

২. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এই তর্ক-বিতর্ক সম্পর্কে কি বলেছিলেন তা দেখুন। তিনি তাঁদের সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করেন নি, যা তাঁরা আশা করতে পারতেন; কারণ তিনি এর আগে বেশ কয়েকবারই তাঁদেরকে এ ধরনের আচরণের জন্য তিরস্কার করেছেন। কিন্তু তিনি নম্রভাবে ও শান্তভাবে দেখিয়ে দিলেন যে, এ নিয়ে তর্ক করা পাপ এবং বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

(১) এর মাধ্যমে তাঁরা নিজেদেরকে অযিহূদীদের রাজার মত সাব্যস্ত করতে চাইছিলেন, যারা পার্থিব বিলাস ও পার্থিব ক্ষমতা নিয়ে অনেক বেশি বড়াই করে, পদ ২৫। তারা বিভিন্ন পার্থিব বিষয়ের ও অধীনস্থদের উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। তারা অনেক সময় অন্য রাজাদের উপরেও রাজত্ব করার চেষ্টা চালায়, যদি তারা দেখে যে সেই রাজারা তাদের চেয়ে দুর্বল। লক্ষ্য করুন, প্রভুত্ব ফলানোর বিষয়টি অযিহূদীদের রাজাদের ক্ষেত্রেই মানায়; খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে বা তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নয়। কিন্তু একই সাথে এটাও লক্ষ্য করুন যে, সে সময় একটি গোষ্ঠী ছিল, যারা শাসনব্যবস্থার চর্চা করতেন এবং নিজেদের মধ্যেই বিচার করা, আইনের প্রয়োগ ঘটানো, এ ধরনের দায়িত্বগুলো ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাদেরকে বলা হত সমাজসেবী (*Benefactors*)। তারা নিজেদেরকে এই নামে ডাকতেন এবং তাদের মোসাহেব বা চাটুকারেরাও তাদেরকে এই নামে ডাকতো। কিন্তু তারা যাই করতেন না কেন তার সবই করা হত তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এই ধরনের একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, তারা হচ্ছেন সমাজসেবী ও পরোপকারী, আর এই কারণেই তারা শাসন করার যোগ্য। শুধু তাই নয়, শাসন করার ক্ষেত্রেও তারা ছিলেন তথাকথিত সমাজসেবী। যাই হোক, তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য কাজ করলেও কিছুটা তো দেশের

জন্য কাজ করেছেন বটে! টলেমীর অনুসারীদের একজনকে বলা হত *Euergetes* বা *The Benefactor,* অর্থাৎ সমাজসেবী। এখানে আমাদের ত্রাণকর্তা এই বিষয়টির উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য দিয়েছেন।

[১] ভাল কাজ করা বড় হওয়ার চেয়েও অনেক বেশি সম্মানজনক; কারণ এই সকল রাজারা ছিল সাধারণ জনগণের আতঙ্কের বিষয়, তাই তাদেরকে বড় বলাটা আদৌ যুক্তিসঙ্গত ছিল না। কিন্তু তাদের হওয়া প্রয়োজন ছিল অভাবীদের উপকারী বন্ধু। সেই কারণে তাদের সকলের এই বিষয়টি উপলব্ধি করা উচিত যে, একজন সমাজসেবী তার দেশের জন্য অনেক বেশি মূল্যবান, যতটা না একজন শাসক সেই দেশের জন্য মূল্যবান।

[২] ভাল কাজ করা নিঃসন্দেহে বড় হওয়ার একটি উপায়, কিন্তু তারা যেভাবে নিজেদের শাসক হিসেবে পরিণত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তাতে করে তাদেরকে কোনমতেই পরোপকারী বা সমাজসেবী বলে আখ্যা দেওয়া যেত না। আর এই কারণেই খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এই কথা বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে, তাঁরা তখনই কেবলমাত্র মহান এবং সম্মানিত হবেন, যখন তাঁরা এই পৃথিবীতে কোন ভাল কাজ করবেন। এরপর তারা অবশ্যই এই পৃথিবীর জন্য মঙ্গলসূচক কাজ করেছিলেন এবং পরোপকারী ও সমাজসেবী বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। তাঁরা পরোপকারী ও মহান হয়েছেন শুধুমাত্র একটি কাজ করে, আর তা হচ্ছে সুসমাচার প্রচার করা। তাঁরা যদি এই কাজের উপর ভিত্তি করে নিজেদেরকে মূল্যায়ন করতে চাইতেন এবং নিজেদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন, তাহলে আর তাঁদের কোন ধরনের তর্ক-বিতর্কে জড়াতে হত না, কারণ এই কাজের উপর ভিত্তি করে তাঁরা সকলেই মহান। তাঁরা পৃথিবীর রাজাদের চেয়েও অনেক বেশি অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে এসেছেন, যারা তাঁদের উপরেও শাসন করে। তাঁরা যদি পরোপকারী হিসেবে তাঁদের অবদানের জন্য সেই মহা সম্মান লাভ করতেন, সেক্ষেত্রে শাসক হিসেবে তাঁরা কখনোই এতটা সম্মান লাভ করতেন না।

(২) এই বিতর্কের ফলে তাঁরা খ্রীষ্টের শিষ্য ও এবং খ্রীষ্টের চরিত্র থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন: "কিন্তু তোমাদের মধ্যে এই রকম হওয়া উচিত নয়," পদ ২৬,২৭। "এটি কখনোই পরিকল্পনা করা হয় নি যে, তোমরা সত্য এবং অনুগ্রহের ক্ষমতা ছাড়া আর অন্য কিছু দিয়ে শাসন করবে; বরং তোমরা সকলের সেবা করবে। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়, সে বরং সবচেয়ে যে ছোট তারই মত হোক; আর যে নেতা, সে সেবাকারীর মত হোক। কে বড়, যে খেতে বসে, না যে চাকর পরিবেশন করে? যে খেতে বসে, সে নয় কি? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সেবাকারীর মত হয়েছি।" যখন মণ্ডলীর নেতারা বাহ্যিক বা পার্থিব ক্ষমতা ও শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হন এবং নিজেদেরকে পার্থিব বিষয়সমূহ এবং প্রভাবের দ্বারা পরিচালিত করেন, তারা তাদের পদকে অবনমিত করেন। এটি হচ্ছে সেই অধঃপতনের মত, যখন ইস্রায়েলের রাজাগণ তাদের জনগণের উপরে পার্থিব নীতির ভিত্তিতে শাসন চালাতেন এবং তারা সকলে সেই রাজাদেরকে তাদের প্রভু বলে স্বীকার করে নিত। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে কি কি নিয়ম অনুসরণ করতে বলছেন: "যে তোমাদের মধ্যে বড় ও বয়োজ্যেষ্ঠ, যাকে বয়সের দিক থেকে সম্মান দেওয়ার চিন্তা করা হয় ও মর্যাদা দেওয়া হয়, তাকে অবশ্যই ছোট হতে হবে: একই সাথে পদমর্যাদার দিক থেকেও এবং শ্রম ও কাজের দিক থেকেও। তাকে অবশ্যই ছোটদের সাথে বসতে হবে এবং তাদের সাথে আন্তরিক ও স্নেহশীল হতে হবে। আমরা বলে থাকি, যুবকেরা কাজ করবে এবং বয়স্করা তাদের সম্মান লাভ করবে। কিন্তু বয়স্ক বা বড়দেরকেও একইভাবে ছোটদের বা যুবকদের সাথে সেই কাজের ভার গ্রহণ করতে হবে। তারা তাদের বয়স এবং সম্মানের কারণে কাজ হতে মুক্ত থাকার বদলে বরং ছোটদের সাথে মিলে আরও দ্বিগুণ কাজ করবে। যিনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা পরিষদের প্রধান, তাকে অবশ্যই সকলের সেবার জন্য কাজ করতে হবে। তাকে অবশ্যই জনগণের মঙ্গল সাধনের জন্য সবচেয়ে নিম্নস্তরে নেমে হলেও তার নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে, যদি কখনো তা প্রয়োজন হয়।

[২] তিনি নিজে এই আদেশটির ব্যাপারে কি উদাহরণ দিয়েছিলেন: *কে বড়, যে খেতে বসে, না যে চাকর পরিবেশন করে? যে পরিবেশন করে, নাকি যার কাছে পরিবেশন করা হয়?* এই মুহূর্তে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সামনে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন, যিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে সমস্ত কিছু পরিবেশন করছেন। তিনি তাঁর উপযুক্ত পদে তখন ছিলেন না বা তিনি সে সময় আরাম করছিলেন না, বরং তিনি সকলের আদেশ বা ফরমায়েশ অনুসারে খাবার সরবরাহ করছিলেন। তিনি তাদের সেবার জন্য যে কোন কাজ করতে সে সময় প্রস্তুত ছিলেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, তিনি তাদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। যে খ্রীষ্ট এভাবে দাসের বা সেবাকারীর রূপ ধরে তাঁর শিষ্যদের সেবা করেন, তাঁর শিষ্যদের বা অনুসারীদের কি কখনো রাজা বা রাজার রূপ গ্রহণ করা উচিত?

(৩) তাঁদের কখনোই পার্থিব সম্মান এবং স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়, কারণ খ্রীষ্ট তাঁদের জন্য অনেক বড় সম্মান ও মর্যাদা গচ্ছিত রেখেছেন, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের: একটি রাজ্য, একটি ভোজ, একটি সিংহাসন। তাদের প্রত্যেকের জন্যই তা রয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই একই সম্মান লাভ করবেন। আর সে কারণে তাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড় এ নিয়ে বিবাদ করারও কিছু নেই, পদ ২৮-৩০। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্টের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের জন্য শিষ্যদের প্রতি তাঁর আদেশ: এটিই তাঁদের জন্য যথেষ্ট সম্মানজনক ছিল, তাঁদের আর এর চেয়ে বেশি সম্মানের প্রয়োজন ছিল না। এটি বলা হয়েছিল প্রশংসা ও আনন্দের ভাষায়: "আমার সব দুঃখ-কষ্টের সময়েও তোমরা আমাকে ছেড়ে যাও নি। তোমরাই তো আমার পাশে-পাশে ছিলে এবং আমার সাথে-সাথে ছিলে, যখন অন্যরা আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল এবং আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।" খ্রীষ্ট তাঁর সকল প্রকার পরীক্ষা ও প্রলোভন পার করে এসেছেন। তিনি মানুষের দ্বারা ঘৃণিত হয়ছেন এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। তিনি নিন্দিত ও তুচ্ছীকৃত হয়েছেন এবং পাপীদের সাথে দোষীকৃত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা সব সময় তাঁর সাথেই ছিলেন এবং তাঁরা তাঁর প্রতি স্নেহাসক্ত ছিলেন। তাঁর ব্যথায় তাঁরা সমব্যথী ছিলেন। তাঁরা তাঁকে তেমন কোন সাহায্য যে করতে পারতেন তাও নয়, কিংবা তাঁর তেমন কোন সেবা করতে পারতেন তাও নয়। কিন্তু তাঁরা তাঁর জন্য যা-ই করেছেন তা-ই খ্রীষ্ট গ্রহণ করেছেন আগ্রহের সাথে;

কারণ তাঁরা যে তাঁর সাথে সাথে রয়েছেন এবং তাঁর দুঃখে দুঃখিত হয়েছেন। তিনি তাঁর সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে সেই দয়া ও স্নেহ আদায় করে নিয়েছিলেন, যদিও খ্রীষ্টের নিজ অনুগ্রহের শক্তির কারণেই তাঁরা তাঁর সাথে সাথে চলতে পেরেছিলেন। খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাঁদের দায়িত্বের দিক থেকে বেশ ত্রুটিপূর্ণ ছিলেন। আমরা তাঁদেরকে অনেক ভুল এবং দুর্বলতার দোষে দোষী দেখতে পাই: তাঁরা ছিলেন বেশ নির্বোধ এবং ভুলোমনা। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা অনেক গুরুতর ভুল করে ফেলতেন। তবুও তাঁদের প্রভু তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সমস্ত কিছু ভুলে গেছেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁদের এ সকল অযোগ্যতা ধরে নিন্দা করেন নি, বরং তিনি তাদেরকে স্মরণীয় প্রশংসা করেছেন: *তোমরাই আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে আমার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর রয়েছ*। এভাবে তিনি বিদায়ের সময় তাঁদের প্রশংসা করেছেন; কারণ তিনি তাঁদেরকে দেখাতে চেয়েছেন যে, তিনি তাঁদের জন্য সবচেয়ে ভাল কাজটি করতে চেয়েছেন, যাঁদের হৃদয় সব সময় তাঁর জন্য জাগ্রত ছিল বলে তিনি জানেন।

[২] তিনি তাঁদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের জন্য যে পুরস্কার দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন: *আমার পিতা যেমন আমাকে শাসন করার ক্ষমতা দান করেছেন তেমনি আমিও তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করছি*। কিংবা তিনি এভাবে বলেছিলেন, *আর আমার পিতা যেমন আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের জন্য এক রাজ্য নির্ধারণ করছি, যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার মেঝে ভোজন পান কর; আর তোমরা সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করবে*। এই বিষয়টি উপলব্ধি করুন:

প্রথমত, এই পৃথিবীতে তাদের জন্য কি করা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে এই পৃথিবীর লোকদের মাঝে শাসনভার দান করেছিলেন এবং একটি রাজ্য দিয়েছিলেন। সেটি ছিল সুসমাচারের মণ্ডলী, তিনি ছিলেন যার জীবন্ত, তৎপর এবং শাসনকারী প্রধান। এই রাজ্য তিনি তাঁর শিষ্য এবং তাঁর পরিচর্যা কাজের পরবর্তী কাণ্ডারীদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন, যাতে করে তারা এই সুসমাচারের মাধ্যমে সান্ত্বনা এবং সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারে, তারা যেন সুসমাচারের অধ্যাদেশের মাধ্যমে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, তারা যেন মণ্ডলীর সিংহাসনে কর্মকর্তাদের মত আসন গ্রহণ করতে পারে। তারা যেন শুধু দায়িত্বের কারণে নয়, বরং আগ্রহের সাথেই ইস্রায়েলের বারোটি বংশের উপর রাজত্ব করেন, বারোটি বংশকে তাদের জাগতিকতা ও মন্দতা থেকে তুলে আনেন, তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধকে প্রশমিত করেন এবং নম্রতা ও ভালবাসার মাধ্যমে পরিচালিত মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠিত শাসন ও আইন দিয়ে সুসমাচারের ইস্রায়েল, আত্মিক ইস্রায়েলকে পরিচালনা দান করেন। এই সকল সম্মানই তাদের জন্য রাখা হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, তাদের জন্য পরবর্তী পৃথিবীয় কি করা হবে, যা তিনি মূলত বলতে চেয়েছিলেন: তারা যেন পৃথিবী জুড়ে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য ছড়িয়ে পড়ে; কারণ তাদের আসল পুরস্কার রয়েছে আরেক পৃথিবীর জন্য। ঈশ্বর তাদেরকে সেই রাজ্য দেবেন, যা তারা অবশ্যই লাভ করবে:

১. সবচেয়ে মূল্যবান ও দামী পুরস্কার: তারা সকলে খ্রীষ্টের রাজ্যে তাঁরই খাবার

টেবিলে বসে ভোজন ও পান করবেন, এ সম্পর্কেই তিনি কথা বলেছেন, পদ ১৬,১৮। তারা সেই সকল মানুষের আনন্দ এবং উল্লাসের অংশীদার হবেন, যারা তাঁর সেবা করার এবং তাঁর সাথে দুঃখভোগ করার কারণে পুরস্কৃত হবেন। তারা ঈশ্বরের দর্শন এবং সফলতার কারণে তাদের আত্মায় পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্টি লাভ করবে। এখানেই তারা সবচেয়ে উত্তম এক সমাজে উপস্থিত হবে, তারা উপস্থিত হবেন এক ভোজে, ভালবাসার পূর্ণতা সহকারে।

২. তাদের মধ্যে থাকবে সবচেয়ে উত্তম গুণগুলো: "মফীবোশৎকে যেভাবে রাজা দায়ূদের খাবার টেবিলে বসানো হয়েছিল, সেভাবে তোমাদের যে শুধু একটি রাজকীয় টেবিলে খেতে বসানো হবে তাই নয়, সেই সাথে তোমাদেরকে রাজকীয় সিংহাসনেও বসানো হবে; তোমরা আমারই সাথে আমার সিংহাসনে বসবে (প্রকা ৩:২১)। সেই মহান দিনে তোমরা সকলেই সিংহাসনে বসবে, তোমরা খ্রীষ্টের সাথে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে সিংহাসনে বসবে, যেন তোমরা তাঁর সাথে বসে ইস্রায়েলের বারো বংশের বিচার কাজ অনুমোদন করতে পার এবং সে জন্য আনন্দ করতে পার।" যদি সাধুগণ পৃথিবী শাসন করেন (১ করিন্থীয় ৬:২), তাহলে তা মণ্ডলীতে পরিণত করা হবে।

গ. পিতর কর্তৃক খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি লক্ষ্য করুন। আলোচনার এই অংশে এসে আমরা দেখতে পাই:

১. খ্রীষ্ট পিতরকে তাঁর প্রতি এবং অন্য সকল শিষ্যদের প্রতি শয়তানের পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞাত করছেন (পদ ৩১): প্রভু বললেন, "শিমোন শিমোন, শোন আমি কি বলি। দেখ, শয়তান তোমাকে গমের মত করে চালুনি দিয়ে চেলে দেখবার অনুমতি চেয়েছে। সে তোমাকে তার হাতের মুঠোয় পেতে চেয়েছে"। পিতর, যিনি কিনা অন্যদের কাছে খ্রীষ্টের মুখপাত্র বলে বিবেচিত হবেন, এখানে তাঁকে অন্য সকলের শ্রোতা হিসেবে পরিণত করা হবে। আর অন্য সকলের জন্য যে সতর্কবাণী প্রদানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল– *তোমাদের সকলকেই আমার জন্য কষ্টভোগ করতে হবে*– তা পিতরের প্রতি নির্দেশিত হচ্ছে; কারণ তাঁর কথাই প্রধানত চিন্তা করা হবে। তাঁকেই প্রলোভনকারী কর্তৃক বিশেষভাবে আঘাত হানা হবে: *শয়তান তোমাকে হাতে পেতে চায়*। সম্ভবত শয়তান এই শিষ্যদেরকে খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে ও ঈশ্বরের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল এবং সে চাইছিল না যেন শিষ্যরা এই জগতে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করতে না পারে, তাই সে শিষ্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চেয়েছিল, যেমনটি করেছিল ইয়োবের বিরুদ্ধে। "না," ঈশ্বর বললেন, "তারা সৎ মানুষ, তারা অত্যন্ত নিষ্কলঙ্ক ও খাঁটি।" "তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমাকে সুযোগ দিন," শয়তান বলল, "বিশেষ করে পিতরকে।" শয়তান তাঁদের সকলকে হাতের মুঠোয় পেতে চেয়েছিল, যাতে করে সে তাঁদের সকলকে চালুনি দিয়ে চেলে দেখতে পারে। যাতে করে সে দেখাতে পারে যে, তারা তুষ বা উচ্ছিষ্ট, গম নয়। তাঁদের উপর এখন যে বিপদ নেমে আসছে তা হচ্ছে পরীক্ষা। তাঁদের ভেতরে আসলেই কতটুকু বিশ্বাস রয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। কিন্তু এটাই সব নয়; শয়তানের ইচ্ছা হল সে তার নিজ প্রলোভনের মাধ্যমে তাঁদেরকে পরীক্ষা করে দেখবে। সে

চাইছে যেন তাঁদেরকে এই সকল প্রলোভনের মধ্য দিয়ে পাপ করার জন্য প্ররোচিত করতে পারে। শিষ্যরা যেন ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং দিশেহারা হয়ে পড়ে; যেভাবে শস্য চালুনি দিয়ে চালার সময় গম থেকে যায়, কিন্তু অন্য সকল আবর্জনা এবং তুষ নিচ দিয়ে পড়ে যায়। তখন থেকে যায় শুধু গম, কিন্তু তুষ ঠিকই পড়ে যায়। লক্ষ্য করুন, শয়তান ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষকে পরীক্ষা করে দেখতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বর তাকে অনুমতি দেন। সে তাঁদেরকে পেতে চেয়েছিল, সেই কারণে সে তাঁদেরকে পরীক্ষা করার এবং প্রলোভনে ফেলার জন্য অনুমতি চেয়েছিল; যেভাবে সে ইয়োবকে পরীক্ষায় ফেলেছিল। "সে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। সে আপনাকে ভণ্ডদের সঙ্গী হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা চালাচ্ছে; বিশেষ করে পিতর, যে আপনার প্রধান অনুচর।" অনেকে বলে থাকেন যে, শয়তান তাঁদেরকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল এই কারণেই যে, শিষ্যরা নিজেদের ভেতরে কে সবচেয়ে বড় তাই নিয়ে তর্ক করেছিল, যে বিষয়টি নিয়ে অন্য সকলের চেয়ে পিতর একটু বেশি উত্তেজিত ছিলেন: "তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখবো।"

২. তিনি পিতরকে এই পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে যে উৎসাহ দিয়েছিলেন: "আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি। কারণ যদিও সে সকলকেই তার কুক্ষিগত করতে চাইছে, কিন্তু সে একমাত্র তোমার উপরেই সবচেয়ে বেশি জোরদার আঘাত হানার চেষ্টা করবে। তোমাকে সবচেয়ে কঠিন আঘাত করা হবে। কিন্তু আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি, যেন তোমার বিশ্বাসে ভাঙ্গন না ধরে; তোমার এই বিশ্বাস যেন সম্পূর্ণভাবে এবং চূড়ান্তভাবে ভেঙ্গে না পড়ে।" লক্ষ্য করুন:

(১) যদি প্রলোভনের মুহূর্তেও আমরা আমাদের বিশ্বাস ধরে রাখি, তাহলে আমরা যদি পড়েও যাই, তবুও আমরা চিরতরে হারিয়ে যাব না। বিশ্বাস শয়তানের তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতকে প্রশমিত করে।

(২) যদিও সত্যিকার বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে অনেক ধরনের পতন আসে, বা ভাঙ্গন ধরে, তবুও তারা কখনোই সম্পূর্ণভাবে বা চূড়ান্তভাবে তাদের বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যান না। বিশ্বাস হচ্ছে তাদের উৎস, তাদের ভিত্তি; এটি তাদের সমস্ত সত্তা জুড়ে বিরাজ করে।

(৩) একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের কঠোর সাধনা এবং নিঃস্বার্থ মধ্যস্থতার কারণেই তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস কখনোই পুরোপুরি পতিত হয় না, যদিও তা দুর্ভাগ্যজনকভাবে কখনো কখনো নড়ে যায়। যদি তারা নিজেরাই একা একা চলতে চাইতো, তাহলে তারা পরাজিত ও পতিত হত; কিন্তু তাদেরকে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও খ্রীষ্টের প্রার্থনার শক্তিতে ধরে রাখা হয়। খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা সাধারণভাবে সকল বিশ্বাসীদের জন্যই শুধু নয়, বরং সেই সাথে তা বিশেষভাবে শিষ্যদের জন্যও প্রযোজ্য: *আমি তোমাদের জন্য প্রার্থনা করেছি*। এটি আমাদের জন্য এক অনুপ্রেরণা, যাতে করে আমরা নিজেদের জন্য প্রার্থনা করি। সেই সাথে এটি আমাদের দায়িত্ব, যেন আমরা অন্যদের জন্যও প্রার্থনা করি।

৩. পিতর যেভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করছেন সেভাবে তাঁকেও

অন্যদেরকে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ প্রদান: "তুমি যখন আমার কাছে ফিরে আসবে তখন তোমার এই ভাইদের শক্তিশালী করে তুলো। যখন তুমি ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হবে এবং অনুশোচনা করবে, তখন তুমি অন্যদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য যা যা করা দরকার কোরো। যখন তুমি দেখবে যে তোমার বিশ্বাসের দৃঢ়তার কারণে তুমি আর পতিত হবে না, তখন তুমি অন্যদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য নিয়োজিত হোয়ো এবং তাদের মাঝে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত কোরো। যখন তুমি নিজের মাঝে ঈশ্বরের অপার দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করবে, তখন তুমি অন্যদেরকেও উৎসাহ দিও, যেন তারাও তাদের নিজেদের ভেতরে ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ খুঁজে পায়।" লক্ষ্য করুন:

(১) যারা পাপে পতিত হয়েছে তারা নিশ্চয়ই তা থেকে উঠে আসবে। যারা দূরে সরে গেছে তারা নিশ্চয়ই কাছে ফিরে আসবে। যারা তাদের প্রথম ভালবাসাকে ত্যাগ করেছে তারা নিশ্চয়ই তাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব পালন করবে।

(২) যারা অনুগ্রহের দ্বারা পাপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে ফিরে এসেছে তারা নিশ্চয়ই তাদের ভাইদেরকে শক্তিশালী করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করবে, যেন তারা তাদের পতন প্রতিহত পারে (গীতসংহিতা ৫১:১১-১২; ১ তীমথিয় ১:১৩)।

৪. খ্রীষ্টের সঙ্গ ত্যাগ না করার ব্যাপারে পিতরের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্তকরণ, তার জন্য তাঁকে যে মূল্যই দিতে হোক না কেন (পদ ৩৩): *প্রভু, আপনার সঙ্গে আমি কারাগারে যেতে এবং মরতেও প্রস্তুত আছি*। এটি ছিল এক মহান উক্তি এবং এখনও আমি মনে করি তাঁর চাইতে অন্য আর কেউ তেমন প্রত্যয় নিয়ে সে সময় এই কথা বলে নি। একমাত্র তিনিই হয়তোবা সেখানে এ ধরনের উত্তম কাজ করার ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন। যিহূদা কখনোই এভাবে খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে নি, যদিও সে অনেক সময় এ ব্যাপারে সতর্কবাণী শুনেছে; কারণ তার হৃদয় পরিপূর্ণভাবে শয়তানের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু পিতরের ছিল সম্পূর্ণ তার বিপরীত। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের সকল প্রকৃত শিষ্য সচেতনভাবে এবং বিচক্ষণতার সাথে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকেন, তিনি যেখানেই যান না কেন এবং যেখানেই তিনি তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যান না কেন; যদিও তা কারাগার হতে পারে এবং তা এই জগতের বাইরেও হতে পারে।

৫. পিতর কর্তৃক খ্রীষ্টকে তিন বার অস্বীকার করার ব্যাপারে খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী (পদ ৩৪): "পিতর, আমি তোমাকে বলছি, তুমি তোমার নিজের অন্তর জানো না; কিন্তু তুমি নিজের ভেতরে নিজের জন্য একটি স্থান ঠিকই রাখো। তবে তুমি নিজেও তা জানো না এবং তুমি আর কখনোই তাতে বিশ্বাস করবে না। আজ মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করে বলবে যে, তুমি আমাকে চেন না।" লক্ষ্য করুন, আমরা আমাদের নিজেদেরকে যতটুকু চিনি, খ্রীষ্ট আমাদেরকে তার চাইতে অনেক ভালভাবে চেনেন। সেই সাথে তিনি জানেন যে, আমাদের ভেতরে কি কি মন্দতা ও শয়তানি রয়েছে এবং আমরা তার মধ্য থেকে কি কি করতে পারি, যা আমরা নিজেরা কখনও সন্দেহও করতে পারবো না। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত ভাল যে, আমরা কোথায় কোথায় দুর্বল তা খ্রীষ্ট আমাদের থেকেও অনেক ভালভাবে জানেন। এ কারণেই তিনি সে সমস্ত স্থানে

আমাদের কাছে অনুগ্রহ এবং দয়া নিয়ে আসেন। তিনি জানেন কখন আমরা একটি প্রলোভনের সম্মুখীন হতে পারি এবং কখন তাঁকে বলতে হবে, *এই সময়ে তা আসবে, এর আগে নয়*।

ঘ. সকল শিষ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য।

১. তিনি তাঁদের কাছে সে সম্পর্কে আবেদন রেখেছেন, যা যা ঘটতে চলেছে, পদ ৩৫। তিনি তাঁদেরকে এ ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন যে, তাঁরা তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন, পদ ২৮। এখন তিনি বিদায়ের সময় এই আশা করছেন যে, যেহেতু তিনি তাঁদের প্রতি এক সহৃদয় এবং দয়াশীল প্রভু হিসেবে ছিলেন, তাই তিনি তাঁদেরকে ছেড়ে যাওয়ার পরও যেন তারা তাঁকে অনুসরণ করেন: *আমি যখন তোমাদের টাকার থলি, ঝুলি ও জুতা ছাড়া পাঠিয়েছিলাম, তখন কি তোমাদের কোন অভাব হয়েছিল?*

(১) তিনি এ কথা ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি তাঁদেরকে অত্যন্ত হতদরিদ্র এবং নিঃস্ব অবস্থায় সবখানে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা খালি পায়ে, কোন টাকা-পয়সা ছাড়াই সব স্থানে গিয়েছেন; কারণ তাঁদেরকে দূরে যেতে হয় নি, কিংবা খুব বেশি দিনের জন্যও কোথাও যেতে হয় নি। আর তিনি এভাবে তাদেরকে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন, এর অধীনে থেকে তাঁরা সকল বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন। যদি ঈশ্বর এভাবে আমাদেরকে অন্য কোন জগতেও পাঠান, তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আমরা শুরুতে যেমন ছিলাম এখন তার চাইতে অনেক ভাল আছি।

(২) তবুও তাঁদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন কিছু সঙ্গে না নিলেও তাঁদের কোন কিছুরই অভাব হয় নি। বরং তাঁরা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক স্বচ্ছলতার মাঝে এবং স্বস্তি সহকারে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আর এ কারণেই তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে বলতে পেরেছেন: "না, কোন কিছুরই অভাব হয় নি। আমাদের সব কিছুই ছিল, সব কিছুই আমরা হাতের নাগালে পেয়ে গেছি।" লক্ষ্য করুন:

[১] আমাদের জন্য অনেক সময় ঈশ্বরের কর্তৃত্ব পর্যালোচনা করা উত্তম, যাতে করে আমরা আমাদের আগের দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে পারি এবং এ বিষয়টি বুঝতে পারি যে, কিভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এ যাবৎ এসেছি।

[২] খ্রীষ্ট একজন উত্তম প্রভু এবং তাঁর সেবা হচ্ছে সর্বোত্তম সেবা; কারণ যদিও তাঁর শিষ্য ও অনুচরদেরকে মাঝে মাঝে অনেক নিচে নামতে হয়েছে, তবুও তিনি তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন। যদিও তিনি তাঁদেরকে অনেকবার পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু তিনি কখনোই তাঁদেরকে ছেড়ে যান নি এবং যাবেন না। তিনি সব কিছু যুগিয়ে দেন।

[৩] আমাদেরকে অবশ্যই ভাল বিষয়গুলোর কথা স্মরণ করতে হবে। আমাদের কখনোই কোন ধরনের অনুযোগ করা উচিত নয়, বরং সব সময় কৃতজ্ঞচিত্ত থাকা উচিত; কারণ আমাদের জন্য জীবন ধারণের উপযোগী এ ধরনের উপকরণগুলো নাও থাকতে

পারতো। যদিও আমাদের তেমন তৃপ্তি বা বিলাস কোনটাই ছিল না, যদিও আমরা অনেক সময় দিন-আনি-দিন-খাই জীবন যাপন করেছি, যদিও আমরা অনেক সময় আমাদের বন্ধুদের দ্বারগ্রস্থ হয়েছি। শিষ্যরা অনেক সময় সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে জীবন নির্বাহ করেছেন, তবুও তাঁরা কখনো এই বলে অভিযোগ করেন নি যে, তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণে বা জীবনযাপনের প্রণালীতে ত্রুটি ছিল ও দারিদ্র ছিল। বরং তাঁরা খ্রীষ্টের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের প্রভুর সম্মানের দিকটাই তাঁরা দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, এটাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁদের আর কোন কিছুরই চাইবার ছিল না।

২. তিনি তাঁদের পরিস্থিতি ও অবস্থানের আসন্ন পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁদেরকে একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। কারণঃ

(১) তিনি, অর্থাৎ তাঁদের প্রভু এখন তাঁর নিজ দুঃখভোগ করতে চলেছেন, যে বিষয়ে তিনি এর আগেই বলেছিলেন (পদ ৩৭): "এখন আমার ব্যাপারে যা যা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হবে, কারণ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, 'তাঁকে পাপীদের সঙ্গে গোণা হল'। তাঁকে অবশ্যই একজন দোষী অপরাধীর মত করে নির্যাতন ভোগ করতে হবে এবং মৃত্যুবরণ করতে হবে। তিনি মৃত্যুবরণ করবেন সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং জঘন্য দুইজন অপরাধীর মাঝখানে। এই কাজটিই এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হতে বাকি রয়েছে এবং এর পরপরই আমার ব্যাপারে যে সমস্ত ভাববাণী পবিত্র কালামে রয়েছে তার সবই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন আমি বলবো, *সমাপ্ত হল*।" লক্ষ্য করুন, নির্যাতিত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য এটি সবচাইতে স্বস্তিজনক বিষয় যে, তারা যীশু খ্রীষ্টের মত করেই যন্ত্রণা ভোগ করবেন এবং এ বিষয়ে আগে থেকেই বলা হয়েছিল। এই ঘটনা স্বর্গের সর্বোচ্চ পরিষদে আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল, আর এই ঘটনার পূর্ণতায় স্বর্গে আনন্দ করা হবে। এই সকল ঘটনার বিষয়ে আগে থেকেই লেখা হয়েছে এবং এই ঘটনাসমূহ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমস্ত কথা পূর্ণ হবে এবং তা বিলীন হবে।

(২) তাঁদেরকে সেই কারণে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা করতে হবে। তাঁদের কখনোই এ কথা ভাবা উচিত হবে না যে, তাঁরা অত্যন্ত সহজ এবং স্বস্তিদায়ক জীবন নির্বাহ করবেন; যা তারা এর আগে করে এসেছেন। তাঁদের দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। তবে তাঁরা তাঁদের প্রভুর সাথে সাথে কষ্টভোগ করবে না। তাঁদের দুঃখ -কষ্টের পালা শুরু হবে তাঁদের প্রভুর অন্তর্ধানের পর থেকেই। দাস কখনই প্রভুর চাইতে উত্তম হতে পারে না।

[১] তাঁদের কখনোই এই আশা করা উচিত নয় যে, তাঁদের বন্ধুরা তাঁদের সাথে আগের সময়ের মত দয়াশীল ও উদার থাকবে। আর সেই কারণেই তিনি বলেছেন, *যার একটি টাকার থলি রয়েছে, তাকে আরও একটি নিতে দাও; কারণ তার হয়তো সেটির প্রয়োজন আছে*। সেই সাথে তিনি সকলের জন্য উত্তম সেবক হতে বলেছেন।

[২] তাঁদের এখন অবশ্যই এটি মেনে নেওয়া উচিত যে, তাঁদের শত্রুরা এখন তাঁদের প্রতি আগের চাইতে অনেক বেশি আক্রমণোদ্যত ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। সে কারণে তাঁদের

এখন অস্ত্রেরও প্রয়োজন হবে। চোর, দস্যু এবং হত্যাকারীদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যার কাছে ছোরা নেই (২ করিন্থীয় ১১:২৬), সে এখন অস্ত্রের মহা প্রয়োজন অনুভব করবে এবং সে যে কোন সময় তার গায়ের একটি চাদর বা পোশাক খুলে বিক্রি করে একটি ছোরা কেনার জন্য তৈরি থাকবে। এই কথাটি একমাত্র এই কারণেই বলা হয়েছে যে, সেই সময়টি কত ভয়ঙ্কর হবে তা যেন আমরা বুঝতে পারি। সে সময় মানুষ নিজের কাছে একটি ছোরা না থাকলে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে না। কিন্তু এই ছোরা হচ্ছে আত্মার তলোয়ার, যার দ্বারা খ্রীষ্টের শিষ্যদের নিজেদেরকে সুসজ্জিত রাখা উচিত। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য দুঃখভোগ করেছেন, তাই আমাদেরকেও তেমন দুঃখভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত (১ পিতর ৪:১)। আমাদের নিজেদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা করে অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করা উচিত, যাতে করে তা আমাদের কাছে হঠাৎ করে এসে আমাদেরকে হতবুদ্ধি করে ফেলতে না পারে। আমরা যা-ই করি না কেন তার মাঝে ঈশ্বরের ইচ্ছার একটি সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব রেখেই আমাদের উচিত হবে সমস্ত কাজ করা, যেন এখানে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কোন বিরোধিতা না আসে। আর কেবলমাত্র তখনই আমরা সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারবো যখন আমরা একটি কোর্তা বিক্রি করে একটি ছোরা কেনার মত ইচ্ছা পোষণ করবো। এখানে শিষ্যরা তাঁদের কি পরিমাণ অস্ত্র রয়েছে সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করেছেন এবং তাঁরা তাঁদের কাছে দু'টি ছোরা বা ছোরা পেয়েছেন, পদ ৩৮। তার মধ্যে একটি ছিল পিতরের। গালীলীয়েরা সাধারণত ছোরা সাথে নিয়ে সবখানে যেত। খ্রীষ্ট নিজে কোন অস্ত্র সাথে রাখতেন না, তবে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে অস্ত্র সাথে রাখতে নিষেধ করেন নি। কিন্তু তিনি তাঁদের উপর কতটা কম ভরসা করেন তা তিনি এই কথার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেছেন, "থাক, আর নয়।" অনেকে মনে করেন, যীশু খ্রীষ্ট এই কথার মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, "বারো জন মানুষের জন্য মাত্র দু'টি তলোয়ার! তোমরা তো দেখছি যথেষ্ট সাহসী, যেখানে আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুরা সংখ্যায় অনেকে আসছে এবং তাদের প্রত্যেকের সাথেই একটা করে ছোরা রয়েছে!" তবে তাঁদের জন্য দু'টি তলোয়ারই যথেষ্ট, কারণ তাঁদের একটিরও প্রয়োজন নেই। তাঁরা বিপদের সময় ঈশ্বরকে তাঁদের ঢাল হিসেবে এবং তাঁর ক্ষমতা ও শক্তিকে তাঁদের ছোরা বা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবেন (দ্বি.বি. ৩৩:২৯)।

লূক ২২:৩৯-৪৬ পদ

এখানে আমরা যা দেখতে পাই তা হচ্ছে গেৎশিমানী বাগানে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের এক বেদনাসিক্ত উপাখ্যান। সময়টি হচ্ছে খ্রীষ্টের প্রতারিত হওয়ার সামান্য আগের, যে সময়টির কথা অন্যান্য সুসমাচার লেখকেরা ব্যাপক আকারে বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে খ্রীষ্ট নিজেকে সেই অধ্যায়ে বা অংশে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত করেছেন, যেখানে খ্রীষ্ট কিছু সময় পরেই প্রবেশ করতে চলেছেন। তিনি তাঁর হৃদয়কে পাপের ভার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করতে চলেছেন। তিনি তাঁর নিজ হৃদয়কে সেই পাপের ভার গ্রহণ করার জন্য দুঃখ দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলেছেন, যেন তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। কারণ মানুষ যে পাপ করেছেন সেই সকল পাপের ভার তিনি নিজ কাঁধে তুলে নিতে চলেছেন। তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন এই কারণে

যে, তিনি তাঁর নির্ধারিত উৎসর্গের কর্মটি সম্পাদন করতে চলেছেন। স্বর্গ থেকে আগুন নেমে আসাই উৎসর্গ গৃহীত হওয়ার প্রধান নিদর্শন। এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট নিজেকে অন্ধকারের ক্ষমতার তালিকায় লিপিবদ্ধ করে ফেলেছেন। তিনি এখন তাদের খুশিমত সব কিছু করতে অনুমতি দিচ্ছেন, তবুও তিনি তাদের সমস্ত কিছু জয় করেছেন।

ক. এখানে আমরা যে অংশটি দেখতে পাই তা আমরা আগেও পড়েছি:

১. যখন খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে নিয়ে বের হলেন, সে সময়টি রাত হলেও এবং অনেক দীর্ঘ সময় লাগলেও তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অনুসরণ করলেন। শিষ্য বলতে সেখানে ছিলেন খ্রীষ্টের এগারো জন শিষ্য, কারণ যিহূদা তখন তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছিল। তাঁরা সে সময় পর্যন্ত খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে গেলেন, তাঁরা তাঁর পরীক্ষার মাঝেও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তাঁকে তখনও ত্যাগ করেন নি।

২. তিনি সে সময় এমন এক স্থানে যেতে চাইছিলেন, যেন তিনি একটু একা সময় কাটাতে পারেন। খ্রীষ্ট নিজেকে কিছুটা বিশ্রাম দিতে চেয়েছিলেন, যেমনটি মাঝে মাঝে আমরা আমাদের নিজেদেরকে দিয়ে থাকি। তিনিও আমাদেরকে এখানে সেটাই শিক্ষা দিলেন, যেন আমরা স্বাধীন ও মুক্তভাবে আমাদের ঈশ্বরের সাথে নিজেদের অন্তরে কিছুটা সময় কথা বলে কাটাতে পারি। যদিও সে সময় বাগানে তেমন বিশ্রাম করার তেমন সুযোগ ছিল না, কিন্তু খ্রীষ্ট তবুও সেখানে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য গেলেন। আমরা যখন প্রভুর টেবিলে খেতে বসবো, সে সময় থেকে আমাদেরও এমন অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত, যেন আমরা ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের সাথে কিছুটা সময় কাটাতে পারি।

৩. তিনি সে সময় তাঁর শিষ্যদেরকে প্রার্থনা করতে বলেছিলেন, কারণ তখনও প্রলোভনের বা পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে যায় নি। তাঁরা যদিও সামনের দুঃখ-কষ্টময় অধ্যায়ে পা দেবেন না, কিন্তু তবুও তারা যেন পরীক্ষায় না পড়েন এবং প্রলোভনে পড়ে পাপ না করেন, সে কারণেই তিনি সে সময় তাঁদেরকে জেগে থাকতে এবং প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। তাঁরা যখন বিপদের সবচেয়ে বড় আতঙ্কের মধ্যে থাকবেন, তখন যেন খ্রীষ্টকে ছেড়ে যাওয়ার মত কোন প্রলোভনে না পড়েন, বা তাঁকে ত্যাগ করার জন্য এক পাও না বাড়ান: "জেগে থাকো ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়।"

৪. তিনি তাঁদের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিলেন এবং একা একা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁরা সে সময় অনুগ্রহের সিংহাসনে বসার দ্বারপ্রান্তে এসে গিয়েছিলেন। আর তাই সে সময় তাঁদের পৃথকভাবেই প্রার্থনা করার প্রয়োজন ছিল। তবে যখন তাঁরা একত্রে কোন কিছু পেতে চান তখন তাঁরা একত্রে প্রার্থনা করতেন। খ্রীষ্ট সেই বাগানে একটি বড় পাথরের খণ্ডের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। অনেকে এই পাথরটির পরিধি পঞ্চাশ বা ষাট ফুট বলে উল্লেখ করে থাকেন। সেখানেই তিনি মাটির উপরে হাঁটু গেড়েছিলেন (এখানে এমনটাই লেখা আছে)। কিন্তু অন্য সুসমাচার লেখকেরা বলেছেন, তিনি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। আর সেখানে উপুড় হয়ে পড়ে তিনি এই প্রার্থনা করেছিলেন যে, ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি যেন খ্রীষ্টের কাছ থেকে এই যন্ত্রণাময় পাত্র, এই তিক্ত পানপাত্র দূরে সরিয়ে নেন। এটি হচ্ছে এক নিষ্পাপ ও যন্ত্রণাবিদ্ধ

সত্তার আকুল আবেদন, যা সত্যিকার অর্থেই মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বহন করে। এটি তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য থেকে কোনমতেই দূর করতে পারেন নি।

৫. তিনি জানতেন যে, তাঁর পিতার ইচ্ছা হল তিনি যেন দুঃখভোগ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন। আর সে কারণেই যেহেতু সমস্ত কিছু নির্ধারিত হয়ে গেছে, আমাদের সমস্ত পাপ হতে মুক্তি এবং পরিত্রাণ লাভের জন্য তাঁকে অবশ্যই বিনা শর্তে তাঁর পিতার আদেশ অনুসারে কাজ করতে হত। তাই তিনি নিজেকে তাঁর পিতার হাতে তুলে দিয়েছিলেন: "আমার ইচ্ছা এখানে পূর্ণ না হোক, আমার মানব চরিত্রের ইচ্ছা নয়; কিন্তু ঈশ্বরের যে ইচ্ছার কথা পবিত্র শাস্ত্রের বইগুলোতে লেখা রয়েছে, যা পূর্ণ করার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দ সহকারে এগিয়ে চলেছি, তাই যেন পূর্ণ হয়" (গীতসংহিতা ৪০:৭,৮)।

৬. যখন খ্রীষ্ট প্রার্থনা করছিলেন সে সময় সকল শিষ্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অথচ সে সময় তাঁদের একত্রে প্রার্থনা করা উচিত ছিল, পদ ৪৫। যখন তিনি প্রার্থনা থেকে উঠলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন তাঁর শিষ্যরা ঘুমিয়ে গেছেন। তিনি তাঁদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন। শিষ্যরা খ্রীষ্টের দুঃখ, কষ্ট ও বেদনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু দেখুন, এখানে তাঁদের জন্য কত না অনুগ্রহসূচক উক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যা আমরা অন্য কোন সুসমাচার লেখকের রচনায় পাই না। এখানে বলা হয়েছে, *মনের দুঃখে ক্লান্ত হয়ে শিষ্যরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন*। তাদের প্রভু সেই বেদনাময় সন্ধ্যায় যে বিদায়সূচক বাণী রেখেছিলেন, তাতে করে তাঁদের হৃদয় আন্দোলিত হয়েছিল এবং তাঁরা অত্যন্ত দুঃখার্ত এবং বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এর কারণেই তাঁরা ঘুমে ঢলে পড়েছিলেন, যদিও এর জন্য অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। এই অংশটি আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যেন আমরা আমাদের ভাইদের অক্ষমতার জন্য তাদের মঙ্গল সাধন করতে চেষ্টা করি। আমরা যদি সব সময় একে অপরের মঙ্গল সাধন করার চেষ্টায় রত থাকি, তাহলে সকলের মধ্যেই ভ্রাতৃত্ব এবং সেবার মনোভাব বিরাজ করবে।

৭. তিনি তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন এবং তাঁদেরকে প্রার্থনা করার জন্য তাগাদা দিতে লাগলেন (পদ ৪৬): "কেন ঘুমাচ্ছ? কেন তোমরা নিজেদেরকে ঘুমিয়ে পড়তে দিলে? উঠ, জেগে উঠ। তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ঝেড়ে ফেল, যাতে তোমরা প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হতে পার এবং তোমাদের নিজেদের প্রতি অনুগ্রহ কামনা করে প্রার্থনা করতে পার। প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়।" এটি ছিল যোনার কাছে ঝড়ের সময় জাহাজ চালকের আহ্বানের মত (যোনা ১:৬): *জাগো, নিজের ঈশ্বরকে ডাকো*। যখন আমরা বাহ্যিক পরিস্থিতির কারণে কিংবা আমাদের ভেতরের বৈশিষ্ট্যের কারণে নিজেদেরকে প্রলোভনের শিকার হিসেবে দেখতে পাই, তখন আমাদের দায়িত্ব হল জেগে ওঠা এবং প্রার্থনা করা: *প্রভু, আমাকে এই প্রয়োজনের সময় সাহায্য কর*।

খ. এখানে তিনটি অংশ রয়েছে, যা অন্য কোন সুসমাচার লেখক উল্লেখ করেন নি:

১. খ্রীষ্ট যখন দুঃখভোগ করছিলেন, সে সময় স্বর্গ থেকে একজন স্বর্গদূত এসে তাঁকে শক্তি, সাহস ও সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, পদ ৪৩।

(১) এটি হচ্ছে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহান নম্রতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, তাঁর একজন স্বর্গদূতর সাহায্য প্রয়োজন হয়েছিল এবং তিনি তার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু সে সময় স্বর্গীয় সত্তা তাঁকে কিছু সময়ের জন্য ত্যাগ করে গিয়েছিল এবং তাঁর ভেতরে শুধুই মানব সত্তা বিরাজ করছিল, সে কারণে তিনি সে সময় স্বর্গদূতদের চাইতে কিছুটা নিচু স্থানে অবস্থান করছিলেন। সেই কারণে তিনি সে সময় তাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করার মত পরিস্থিতিতে ছিলেন।

(২) যখন তিনি তাঁর দুঃখ ও যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হন নি, তখনও তিনি স্বর্গদূতদের কাছ থেকে শক্তি এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছেন এবং তা ছিল সব ক্ষেত্রেই সমান। যদি ঈশ্বর বোঝা বইবার জন্য আমাদের কাঁধ এগিয়ে দিতে বলেন, তাহলে আমাদের কোন কিছুই বলার নেই বা অভিযোগ করার নেই, তা তিনি যে ধরনের বোঝাই আমাদের বইতে দেন না কেন। রাজা দায়ূদ এই বিষয়টিকে প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, বিপদসঙ্কুল ও যন্ত্রণাময় দিনগুলোতে ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শক্তিশালী করেছেন এবং দায়ূদের সন্তানও তাই বলেছেন (গীতসংহিতা ১৩৮:৩)।

(৩) স্বর্গদূতগণ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের সময় তাঁর পরিচর্যা করেছিলেন। তিনি স্বর্গদূতদের বাহিনী ডেকে নিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করার কাজে নিয়োজিত করতে পারতেন। কিন্তু না, আসলে যা ঘটার প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে, যাতে মানুষের বাহিনী এসে তাঁকে বন্দী করে এবং তাঁকে ধরে নির্যাতন করে। খ্রীষ্ট স্বর্গদূতদের কাছ থেকে এই পরিচর্যা ও সেবা নিয়ে কেবলমাত্র নিজেকে শক্তিশালী করেছেন। আর এই সময়ে, যখন একদিকে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃখময় ঘটনাবহুল পর্বে প্রবেশ করতে চলেছেন, অপরদিকে যখন তাঁর বন্ধুরা ও শিষ্যরা তাঁকে ফেলে ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে অথচ তাঁর শত্রুরা রয়েছে জাগ্রত, এমন সময় তিনি স্বর্গদূতদের কাছ থেকে এই যে শক্তি ও সাহস লাভ করেছেন, এটা স্বর্গীয় অনুগ্রহের এক অনুপম নিদর্শন। তবুও এই কিন্তু সব নয়। সম্ভবত তিনি নিশ্চয়ই সেই স্বর্গদূতকে এমন কিছু বলেছিলেন যেন সেই স্বর্গদূত তাঁকে শক্তি ও সাহস যোগান, যেন খ্রীষ্টকে এই কথা মনে করিয়ে দেন যে, তাঁকে একটু পরেই যে দুঃখ ও কষ্টের অধ্যায়ে প্রবেশ করতে হবে, সেটি তাঁর নিজ গৌরবের জন্য নয়। এটি তাঁর পিতার গৌরবের জন্য এবং মানুষের পরিত্রাণ লাভের জন্য, যাদের দায়িত্ব তাঁর উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি যেন সেই ঘটনার জন্য স্বর্গে আনন্দ দেখতে পান, যেন সেই উৎসকে তিনি দেখতে পান। এই ধরনের পরামর্শ এবং সান্ত্বনার মাধ্যমে সেই স্বর্গদূত খ্রীষ্টকে সাহস যুগিয়েছিলেন। সম্ভ বত তিনি খ্রীষ্টকে শক্তিশালী ও সাহসী করে তোলার জন্য বিশেষ কিছু করেছিলেন, তাঁর সমস্ত অশ্রু ও ঘাম মুছে ফেলেছিলেন। সম্ভবত তিনি খ্রীষ্টের জন্য আরও আন্তরিকভাবে কিছু করেছিলেন। তিনি খ্রীষ্টকে সেই সময়ে সাহায্য করেছিলেন, যে সময় খ্রীষ্ট চরমভাবে প্রলোভিত হচ্ছিলেন। সেখান থেকে তিনি খ্রীষ্টকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন। কিংবা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে খ্রীষ্ট যখন সংজ্ঞাহীন হয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময় সেই স্বর্গদূত তাঁকে তুলে ধরেছেন। আর এই সকল কাজের জন্যই সেই পবিত্র আত্মার স্বর্গদূত খ্রীষ্টের কাছে এসেছিলেন, যেন খ্রীষ্ট শক্তি ও সাহস পান; এভাবেই শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেভাবে খ্রীষ্ট তখন শত্রুদের মাথা চুরমার করে দিয়েছিলেন, তাতে করে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তারপরও কি খ্রীষ্টের এই শক্তি ও সাহস চাওয়ার প্রয়োজন ছিল? না, তারপরও ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাঝে আবারও তাঁর শক্তি ঢেলে দিয়েছিলেন (ইয়োব ২৩:৬), কারণ তিনি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (গীতসংহিতা ৮৯:২১; যিশাইয় ৪৯:৮; ৫০:৭)।

২. যেহেতু তখন খ্রীষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, তাই তিনি আরও একাগ্রতা সহকারে আকুলভাবে প্রার্থনা করছিলেন, পদ ৪৪। যতই তাঁর উপরে দুঃখ এবং বিপদ চেপে বসতে লাগল, ততই তিনি তাঁর প্রার্থনায় আরও নিবেদিত হতে লাগলেন। এমন নয় যে, এর আগে তিনি যে সকল প্রার্থনা করেছেন সেসবে শীতলতা ছিল বা একাগ্রতার অভাব ছিল। কিন্তু এখনকার প্রার্থনাগুলোতে আরও বেশি মনযোগ এবং আকুলতার প্রয়োজন ছিল, যা সে সময় তাঁর কণ্ঠ এবং বাহ্যিক রূপ দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছিল। লক্ষ্য করুন, প্রার্থনা যদিও কখনোই কোন স্থান বা কালভেদে পরিবর্তিত হয় না, তথাপি বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে তা পরিবর্তিত হয়ে আরও আবেদন সমৃদ্ধ হতে পারে; বিশেষ করে যখন আমরা দুঃখ-কষ্টের কোন অধ্যায়ে প্রবেশ করি। আমাদের যন্ত্রণা ও দুঃখ যত বেশি হবে, আমাদের প্রার্থনা তত বেশি জীবন্ত এবং আন্তরিক হতে হবে। এখন দেখুন, এখানে খ্রীষ্ট ঠিক সেভাবেই তাঁর ক্রন্দন এবং চোখের জল দিয়ে তাঁর প্রার্থনাকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। সে সময় তাঁর প্রার্থনা শুনে নিশ্চয়ই যে কোন ব্যক্তির মনে হত যে, তিনি বোধহয় অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন (ইব ৫:৭)। তবে তিনি তাঁর আতঙ্কের মাঝেও ক্রমাগত লড়াই করে চলছিলেন, যেভাবে যাকোব স্বর্গদূতর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন।

৩. তিনি এমনই দুঃখার্ত ছিলেন যে, তাঁর শরীরের ঘাম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হয়ে ভূমিতে পড়তে লাগল। এখানে ঘাম হচ্ছে পাপের নিদর্শন, যা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপের একটি অংশ (আদিপুস্তক ৩:১৯)। আর সেই কারণেই, যখন খ্রীষ্ট আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য পাপ করলেন এবং অভিশাপগ্রস্থ হলেন, তখন তাঁর শরীর থেকে বড় বড় ঘামের ফোঁটা পড়তে লাগল। তাঁর শরীর থেকে ঘাম ঝরে পড়েছিল বলেই তাঁর দেহরূপ রুটি আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি এবং আমাদের সকল পরীক্ষা তিনি নিজ কাঁধে তুলে নিতে পেরেছেন। এখানে একটি বিষয় নিয়ে অনেক সমালোচক এ ধরনের তর্ক করে থাকেন যে, এখানে খ্রীষ্টের ঘাম ঝরে পড়ার ব্যাপারটিকে কেন রক্তের ফোঁটা পড়ার সাথে তুলনা করা হল, কারণ ঘামের ফোঁটার চাইতে রক্তের ফোঁটা অনেক বেশি ঘন। আরও নানা ধরনের বিতর্ক আছে এই নিয়ে যে, তাঁর শরীরে সে সময় আসলে কোন ক্ষত ছিল কি না, যার কারণে তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল, নাকি সত্যিকার অর্থেই তাঁর ধমনীর মুখগুলো খুলে যাওয়ার কারণে রক্ত ঝরে পড়ছিল, নাকি তাঁর ঘামের ফোঁটাগুলোর রং লাল ছিল বলেই সেটাকে রক্তাক্ত ঘাম বলা হয়েছে। তবে যাই হোক না কেন, কোন ধারণাই তেমন গ্রহণযোগ্য বা ব্যাপক নয়। অনেকে মনে করেন যে, এই বিষয়টিকে সেই সময়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যখন খ্রীষ্ট আমাদের জন্য তাঁর রক্ত পাতিত করেছিলেন; কারণ রক্তপাত ব্যতিত কোন পাপের মোচন সম্ভব নয়। তাঁর প্রতিটি রক্তের ফোঁটাই যেন রক্তাক্ত কোন ক্ষত থেকে গড়িয়ে পড়ছিল। তাঁর রক্ত যেন তাঁর সকল দুঃখ ধুয়ে মুছে দিচ্ছিল। তিনি সে সময় তাঁর আত্মার চরম দুঃখার্ত ও বেদনাময় পরিস্থিতি তাঁর সকল

অনুসারীর সামনে প্রকাশ করেছিলেন। সে সময় তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন এক ঠাণ্ডা উন্মুক্ত প্রান্তরে, বছরের শীতল এক মৌসুমে, শীতল এক ভূমিতে। উপরন্তু তখন সময়টি ছিল গভীর রাত, যার কারণে অনেকেই মনে করেন যে, সে সময় কারোর মোটেও ঘামবার কথা নয়। তবুও তিনি প্রচুর ঘেমেছিলেন, যা আমাদের কাছে এই কথা প্রকাশ করে যে, তিনি সে সময় কতটা দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন।

লূক ২২:৪৭-৫৩ পদ

শয়তান যখন দেখলো যে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আতঙ্কিত করে তাঁর আত্মাকে নিজের আয়ত্বে আনার জন্য তার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে, তখন সে তার স্বাভাবিক কার্যপ্রণালী অনুসারে সেখান থেকে চলে গেল এবং শক্তি ও জোর খাটিয়ে তা করার চেষ্টা করলো। এ জন্য সে মাঠে নামাল একদল সশস্ত্র মানুষকে, যারা খ্রীষ্টকে আটক করবে; তাদের মধ্যে শয়তানও উপস্থিত ছিল। এখানে আমরা দেখি:

ক. ইস্কারিয়োতীয় যিহূদা যেভাবে খ্রীষ্টকে চিহ্নিত করল। সে সময় একদল মানুষ এসে সেখানে উপস্থিত হল এবং যিহূদা ছিল তাদের নেতা, কারণ সে-ই তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা জানতো না যে, কোথায় তারা খ্রীষ্টকে খুঁজে পাবে; কিন্তু যিহূদা তাদেরকে সেই স্থানে নিয়ে গিয়েছিল। তারা যখন সেখানে পৌঁছাল তখন তারা জানতো না যে, কাকে তাদের ধরতে হবে বা খ্রীষ্ট কে। কিন্তু যিহূদা তাদেরকে বলেছিল যে, সে যাকে চুম্বন করবে, সেই হচ্ছে খ্রীষ্ট। এই কাজটিই যিহূদা করেছিল; তাই সে খ্রীষ্টকে চুম্বন করার জন্য তাঁর কাছে গেল। এখানে প্রকাশ পায় যে, খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে কতটা আন্তরিক এবং সহৃদয় ছিলেন। লূক এখানে একটি প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেছেন, যা সে সময় খ্রীষ্ট যিহূদাকে করেছিলেন; কিন্তু অন্য কোন সুসমাচার লেখক এর উল্লেখ করেন নি: *এহুদা, চুম্বন দ্বারা কি মনুষ্যপুত্রকে সমর্পণ করছো? হায়! এই কি তোমার বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন?* পদ ৪৮। মনুষ্যপুত্রকে অবশ্যই প্রতারিত হতে হত, কিন্তু কোন কিছুই তো আর তাঁর কাছে গোপন থাকে না, তাহলে তাঁকে আর কি উপায়ে ধরিয়ে দেওয়া যাবে? নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্য থেকেই কেউ তাঁকে ধরিয়ে দেবে, তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। কিন্তু তিনি কি এমন কোন কঠিন বা দুষ্ট প্রভু ছিলেন যে, তাঁর সাথে এমনভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল? তাঁর সাথে কি আদৌ চুম্বনের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রয়োজন ছিল? কেন এই বন্ধুত্বের চিহ্নটি বা নিদর্শনটিকে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য ব্যবহার করা হল? আর কখনও কি ভালবাসার এমন একটি চিহ্নকে এমন নির্লজ্জভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে? লক্ষ্য করুন, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়া ছাড়া আর কোন কিছুই খ্রীষ্টের জন্য এত দুঃখজনক বা যন্ত্রণাকর হতে পারতো না; বিশেষ করে চুম্বনের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়া এবং তার কাছ থেকেই, যাকে তিনি এত দিন ধরে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন এবং অনেক ভালবেসেছেন। এ ধরনের কাজ তারাই করে, যারা তাদের সম্মান প্রাপ্তির জন্য অনেক বেশি আগ্রহী থাকে, তাদের দাসদেরকে নির্যাতন করে থাকে, যারা অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় মিথ্যে ভালবাসার পোশাক পরে থাকে। কিন্তু সুযোগ পেলেই তারা তাদের পবিত্রতার মুখোশ ঝেড়ে ফেলে এবং সে সময় তাদের আসল রূপ

বেরিয়ে আসে। চুম্বন দ্বারা খ্রীষ্টের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ার মত এমন আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে অনেকেই ঈশ্বরীয় পবিত্রতার অন্তরালে থেকে সেই শক্তির বিরুদ্ধেই লড়াই করে এসেছে। সবচেয়ে ভাল হত তখনই, যদি যিহূদার বিবেক নিজেই তাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতো, যা খ্রীষ্ট যিহূদা জিজ্ঞেস করেছিলেন: *এহুদা, তুমি চুম্বন করে মনুষ্যপুত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে? তিনি কি এর প্রতিফল তোমাকে দেবেন না? তিনি কি এর প্রতিশোধ নেবেন না?*

খ. শিষ্যরা খ্রীষ্টের নিরাপত্তার জন্য বা তাঁকে রক্ষা করার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন (পদ ৪৯): যাঁরা যীশুর চারপাশে ছিলেন তাঁরা বুঝলেন কি হতে যাচ্ছে। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এই সশস্ত্র লোকগুলো খ্রীষ্টকে আটক করতে এসেছে। তখন তাঁরা খ্রীষ্টকে বললেন, "প্রভু, আমরা কি ছোরা দিয়ে আঘাত করবো? আপনি তো আমাদের সাথে দু'টো ছোরা রাখতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন কি আমরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারবো না? এর চেয়ে ভাল উপলক্ষ্য তো আর আসবে না। এগুলো রেখেই বা আর কি লাভ, যদি আমরা এগুলোর যথাযথ ব্যবহারই না করলাম?" তাঁরা এমনভাবে খ্রীষ্টকে প্রশ্ন করেছিলেন যেন তাঁরা তাঁদের প্রভুর আদেশ ছাড়া এক পাও নড়েন না। কিন্তু সে সময় তাঁরা কোন উত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার মত অবস্থায় ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে সে সময় একটুও ধৈর্য্য ছিল না। তাই তখন পিতর তাঁর ছোরা বের করে নিলেন এবং মহাপুরোহিতের একজন দাসের মাথায় আঘাত করলেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন এবং তাঁর তলোয়ারটি গিয়ে আঘাত করলো সেই দাসের ডান কানে, ফলে তার কানটি কেটে পড়ে গেল। যারা খ্রীষ্টকে ধরতে এসেছিল, তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল; এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট প্রকাশ করলেন যে, তিনি কি করতে পারতেন। অপরদিকে পিতর এই আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন যে, তিনি পরবর্তীতে পালিয়ে গেলেও খ্রীষ্টের জন্য তিনি কতটুকু মঙ্গল সাধন করতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য সুসমাচার লেখকেরা আমাদেরকে বলেন যে, খ্রীষ্ট এখানে পিতরকে এই কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। লূক এখানে আমাদেরকে বলছেন:

১. কিভাবে খ্রীষ্ট এই আঘাতকে প্রশ্রয় দিলেন: *থাক, আর নয়,* পদ ৫১। ড. হুইটবাই মনে করেন যে, তিনি এই কথা তাঁর শত্রুদেরকে বলেছিলেন, যারা তাঁকে ধরতে এসেছিল। এই কথা বলার কারণ হচ্ছে, যেন তারা শান্ত হয়; যাতে করে তারা ক্রোধান্বিত হয়ে খ্রীষ্টের শিষ্যদের উপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে, যাঁদেরকে তিনি এত কাল ধরে পালন করে এসেছেন: "এই আঘাত এবং আক্রমণের কথা ভুলে যাও। এই আঘাত আমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে করা হয় নি। এরপর আর কোন আঘাত করা হবে না।" যদিও খ্রীষ্টের মধ্যে তাদেরকে আঘাত করে বিনাশ করে দেওয়ার মত ক্ষমতা ছিল এবং তিনি তাদেরকে মেরেও ফেলতে পারতেন, কিন্তু তবুও তিনি তাদের সাথে অত্যন্ত সুন্দরভাবে কথা বললেন এবং তাঁর একজন শিষ্য তাদেরকে আক্রমণ করায় তিনি তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এভাবে তিনি তাঁর শত্রুদের কাছেও উত্তম এক শিক্ষা প্রদান করলেন এবং আদর্শ স্থাপন করলেন।

২. কিভাবে খ্রীষ্ট সেই দাসের ক্ষত সুস্থ করলেন, যা তার আসলে করার কোন প্রয়োজন ছিল না: তিনি তার কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ করলেন, তার কাটা কান আবারও জোড়া লাগিয়ে দিলেন; যদিও তিনি তাকে সুস্থ না করে সেখান থেকে সোজা চলে যেতে পারতেন এবং সেটাই হয়তো সেই আহত ব্যক্তির প্রাপ্য ছিল। এখানে খ্রীষ্ট তাদের কাছে কিছু প্রমাণ দেখালেন:

(১) খ্রীষ্টের ক্ষমতার প্রমাণ: তিনি যেমন খুশি ধ্বংস করতে পারেন, আবার যেমন খুশি সুস্থ করতে পারেন। এ কারণে তাদের অবশ্যই তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করা প্রয়োজন ছিল। তারা যদি ঠিক তখনই পিতরকে সেভাবে আঘাত করতো, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই পিতরকেও একইভাবে সুস্থ করে তুলতেন। এক দল সেনাবাহিনী যা করতে পারে না, একজন চিকিৎসক তা কত সহজেই না করতে পারেন। সেভাবে খ্রীষ্ট একজন চিকিৎসকের মতই তাৎক্ষণিকভাবে সেই দাসকে সুস্থ করেছিলেন।

(২) খ্রীষ্টের দয়া এবং খোদায়ীত্বের প্রমাণ: এখানে খ্রীষ্ট *যারা আমাদেরকে ঘৃণা করে তাদেরকে ভালবাস* মতবাদ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব নীতির একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। একইভাবে যারা তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়েছিল তাদের জন্যও তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। যারা দুষ্টের জন্য মঙ্গলসূচক কাজ করতে চায়, তাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের নিদর্শনা অনুসরণ করা উচিত। কেউ কেউ হয়তো এই চিন্তা করতে পারে যে, খ্রীষ্টের এমন দয়াপূর্ণ কাজের কারণে তাদের নিশ্চয়ই মন পরিবর্তন করার কথা ছিল, যেভাবে কয়লা যখন আগুনের কাছে আনা হয় তখন তা দ্রবীভূত হয়ে পড়ে। তারা নিশ্চয়ই এমন কাউকে দোষী বা অপরাধী হিসেবে আটক করতে পারে না, যে কি না নিজেকে এমন উপকারী বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু তাদের অন্তর ছিল অতি কঠিন।

গ. সেখানে উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে খ্রীষ্টের কথোপকথন, যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, এই ধরনের ঝঞ্ঝাট ও হট্টগোল করাটা তাদের পক্ষে কেমন অবাস্তব ছিল, পদ ৫২,৫৩। মথি বলেছিলেন, তারা সংখ্যায় অনেকে এসেছিল। লূক আমাদেরকে বলছেন যে, তারা ছিলেন মহাপুরোহিত এবং মন্দিরের পরিচালনাকারীদের বার্তাবাহক ও আদেশ পালনকারী। তাই তাদের অবস্থান ছিল মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনদের মাঝামাঝি জায়গায়। তারা ছিলেন পরামর্শদাতা এবং মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তারা ছিলেন এ ধরনের পবিত্র কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি। এমন কি তাদের মধ্যে অনেকে প্রথম শ্রেণীর কিছু কর্মকর্তাও ছিলেন, যাদের কোনমতেই এখানে আসার কথা ছিল না। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কিভাবে খ্রীষ্ট তাদের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করলেন। এই শেষ রাতে তাদের ছোরা এবং লাঠি নিয়ে আসার কি প্রয়োজন ছিল?

(১) তারা জানতো যে, তারা এমন একজনকে ধরতে যাচ্ছে যিনি কোনমতেই তাদেরকে বাধা দেবেন না, কিংবা তাদের বিপক্ষে জনতাকে খেপিয়ে তুলবেন না। তিনি এর আগে কখনোই এ ধরনের কোন কিছু করেন নি। তাহলে কেন তারা একজন চোর ধরতে যেভাবে লোকেরা যায় সেভাবে এখানে তাঁকে ধরতে এসেছে?

(২) তারা আগে থেকেই জানতো যে, তিনি কখনোই তাদের সামনে থেকে পালিয়ে যাবেন না; কারণ তিনি প্রতিদিনই তাদের সাথে মন্দিরে বসে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের মাঝেই তিনি ছিলেন। কখনোই তিনি নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করেন নি, কিংবা তারাও কখনো তাকে ধরার চেষ্টা করে নি। তাঁর সময় তখন হয়ে এসেছিল, আর তাই তাঁকে আটক করা তাদের পক্ষে বোকামিই ছিল। আরও বোকামি ছিল তাঁকে এ ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ধরতে আসাটা।

২. কিভাবে খ্রীষ্ট তাদের আগমনের প্রেক্ষিতে নিজেকে প্রকাশ করলেন। এই অংশটি আমরা এর আগেও দেখেছি: “তবে এখন অবশ্য তোমাদেরই সময়। অন্ধকারের ক্ষমতা এখন দেখা যাচ্ছে।” কতটা শান্ত মনের অধিকারী হলে এ ধরনের কথা একজন মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব হয়: “আমি আত্মসমর্পণ করছি, কারণ এমনটাই নির্ধারিত হয়েছে। এটিই হচ্ছে সেই সময়, যখন তোমাদেরকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটি এমন এক সময় যা আমার জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। এখন হচ্ছে অন্ধকারের সময়। শয়তান, এই পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকারের মালিক, তাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যেন সে তার এ যাবৎকালের সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজটি সম্পাদন করতে পারে; যাতে করে সে মনুষ্যপুত্রের গোড়ালিতে দংশন করতে পারে। আর আমি তাই তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তাকে সবচেয়ে জঘন্য কাজটি করতে দাও। প্রভু আবারও তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠবেন, কারণ তিনি তাঁর দিন উপস্থিত দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর সময় এগিয়ে আসছে খুব দ্রুত” (গীতসংহিতা ৩৭:১৩)। মণ্ডলীর শত্রুদের আস্ফালনের সময় আমরা যেন এই বাণীর কথা ভেবে নিজেদেরকে নীরব রাখি। আমরা যেন সেই শেষ সময়ে নিজেদেরকে নিশ্চুপ রাখতে পারি। কারণ:

(১) এটি এমন এক সময়, যখন আমাদের বিরোধিতাকারীদের বিজয় উল্লাস করতে দেওয়া হবে। তবে তা একটি সংক্ষিপ্ত এবং সীমিত সময়ের জন্য।

(২) এটি হচ্ছে তাদের সময়, যা তাদের জন্যই নির্ধারিত করা হয়েছে। এ সময়ে তারা তাদের শক্তি পরীক্ষা করতে পারবে, যাতে সর্বময় ক্ষমতাশালী ঈশ্বর তাদের পতনে আরও বেশি গৌরবান্বিত হতে পারেন।

(৩) এটি হচ্ছে অন্ধকারের সময়, যখন অন্ধকারের প্রভু রাজত্ব করবে। অন্ধকার সব সময়ই আলোর জন্য পথ করে দেয়। সেই সাথে অন্ধকারের শক্তি আলোর রাজাকে কখনোই দমিয়ে রাখতে পারে না। খ্রীষ্ট এই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, আর আমাদেরও তাই করা উচিত।

লূক ২২:৫৪-৬২ পদ

এখানে আমরা শিষ্য পিতর কর্তৃক তাঁর প্রভুকে, খ্রীষ্টকে অস্বীকার করার দুঃখজনক ঘটনাটি দেখতে পাই। এটি এমন এক সময়ে ঘটেছিল, যখন খ্রীষ্টকে মহাপুরোহিতের সামনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি চলছিল এবং তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের জন্য সকল প্রকার নথিপত্র ও সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগাড় করছিল। আর এ সকল ঘটনা ঘটেছিল

সকাল হওয়ার আগেই, মহান সেনহেড্রিনের সামনে যাওয়ার আগেই, পদ ৬৬। কিন্তু এখানে এমন একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা অন্য কোন সুসমাচার লেখক উল্লেখ করেন নি। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খ্রীষ্টকে মহাপুরোহিতের কাছে আটক করে আনা হয়েছিল এবং তাঁকে মহাপুরোহিতের গৃহেই আনা হয়েছিল, পদ ৫৪। কিন্তু এখানে যেভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়টি যথেষ্ট লক্ষ্যণীয়: *পরে তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল এবং মহাপুরোহিতের গৃহে আনলো*। এই ঘটনাটি আমাকে মনে করিয়ে দেয় রাজা তালুতের কথা (১ শমূ ১৫:১২): *শৌল কর্মিলে এসেছিলেন এবং তিনি নিজের জন্য একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়েছেন, পরে সেখান থেকে ফিরে, ঘুরে গিল্‌গলে নেমে গেলেন*। সেই সাথে এই বিষয়টি এই কথাও প্রকাশ করে যে, তারা যখন তাদের শিকারকে হস্তগত করেছিল, তখনও তাদের মধ্যে দ্বিধা ছিল। হয়তোবা তাদের মধ্যে লোকদের ভয় ছিল, বা তারা যা কিছু শুনেছিল এবং দেখেছিল তার জন্য তাদের ভেতরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তারা খ্রীষ্টকে যতটা সম্ভব দূরবর্তী স্থানে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। কিংবা তাদের মধ্যে এমন কোন অজানা ভীতি ছিল যার কারণে তারা খ্রীষ্টকে তাদের খুবই কাছে কাছে রাখতে চেয়েছিল। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. পিতরের ব্যর্থতা।

১. এর সূচনা হয়েছিল কৌতূহল থেকে। তিনি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে গিয়েছিলেন, যখন তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই ব্যাপারটি ভাল, কারণ এখানে তাঁর মধ্যে তাঁর প্রভুর প্রতি কর্তব্যবোধ এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তিনি বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছেন, যেন তিনি নিজে আবার বিপদে না পড়েন। তিনি পুরো ব্যাপারটির মধ্যে কিছুটা আপোষ করতে চেয়েছেন। তিনি একই সাথে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতেও চেয়েছেন এবং তাঁর বিবেকবোধকেও তুষ্ট রাখতে চেয়েছেন, আবার নিজেকে বিপদের হাত থেকে মুক্তও রাখতে চেয়েছেন। তিনি নিজের সম্মান বজায় রেখে থাকতে চেয়েছিলেন, আর তাই তিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখে চলছিলেন।

২. সব কিছুই ঠিকমত চলছিল এবং তিনি যথারীতি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না মহাপুরোহিতের একজন দাসী তাকে চিনে ফেলে। সেই দাসী চিনতে পারে যে, এই লোকটিই সব সময় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পাশে পাশে ছিল। সে সময় মহাপুরোহিতের লোকেরা উঠানের মাঝে আগুন জ্বালিয়েছিল এবং একসাথে বসে ছিল। সে সময় তারা তাদের রাত্রিকালীন অভিযানের কথা আলোচনা করছিল। সম্ভবত মল্ক তাদের মধ্যে ছিল এবং পিতরও গিয়ে তাদের সাথে বসেছিলেন, ভাবখানা এমন যেন তিনি তাদের সাথেই ছিলেন; অন্ততপক্ষে আমরা তাই ধারণা করি। এই মল্ককেই পিতর আঘাত করেছিলেন এবং যীশু খ্রীষ্ট তাকে তৎক্ষণাৎ সুস্থ করেছিলেন। পিতর যখন সেই লোকদের সাথে গিয়ে বসলেন, তখন তিনি নিঃসন্দেহে যীশু খ্রীষ্টের সাথে তাঁর সমস্ত সংযোগের কথা অস্বীকার করলেন এবং তাঁর সাথে নিজের সম্পর্ককেও অস্বীকার করলেন। তিনি খ্রীষ্টকে অস্বীকার করলেন, কারণ তিনি এখন দুর্দশা এবং বিপদের মধ্যে রয়েছেন। তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল একজন সাধারণ দাসী। সে মহাপুরোহিতের ঘরেরই দাসী ছিল। সে বন্দী যীশু

খ্রীষ্ট সম্পর্কে বেশ কৌতূহলী ছিল, যার সম্পর্কে এই মুহূর্তে চারদিকে বেশ হই-হট্টগোল ও আলোচনা চলছে। পিতর যখন আগুনের পাশে বসে ছিলেন, তখন সেই দাসীটি খুব সূক্ষ্মভাবে পিতরকে লক্ষ্য করেছিল। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, পিতর সেখানে নতুন এবং দাসীটি তাঁকে এর আগে কখনো দেখে নি। সে এটাই ধরে নিয়েছিল যে, রাতের এই সময়ে এখানে অন্য কোন ব্যক্তি বিচার নিয়ে বা ধর্মীয় কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে আসবে না। সে দেখেছিল যে, এই লোকটি মহাপুরোহিতের লোকদের মাঝে কেউ নয়। তাই যেহেতু এই লোকটি এদের কেউই নয়, তাহলে সে নিশ্চয়ই যীশু খ্রীষ্টের দলের বা তাঁর সম্পর্কের কেউ হবে। আবার এও হতে পারে যে, দাসীটি এর আগে পিতরকে খ্রীষ্টের সাথে মন্দিরে বা অন্য কোন স্থানে প্রচার করতে দেখেছে। তাই সে এখন পিতরকে চিনতে পেরে সন্দেহ করতে শুরু করলো। সে বলে উঠলো, *এই লোকটি তাঁর সাথে ছিল*। আর সে সময় পিতরের এই অভিযোগের স্বপক্ষে কিছু বলার মত সাহস ছিল না। তাই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বুদ্ধিপূর্বক এই কথা স্বীকার করলেন না। তিনি সেখান থেকে সোজা পালিয়ে আসতে বা এই কথা অস্বীকার করতে চাইলেন। যদিও এই পরিস্থিতি অনেক ধরনের উপায়ে পার করা যেত, তার পরও তিনি সবচেয়ে সহজভাবে এবং একবাক্যে কথাটি অস্বীকার করলেন: *হে নারী, আমি তাঁকে চিনি না*।

৪. দ্বিতীয়বার পিতরের পতন ঘটলো (পদ ৫৮): এর কিছুক্ষণ পরে যখন পিতর নিজেকে সামলে নিচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় আরেকজন মানুষ তাঁকে দেখলো এবং চিনতে পারলো। আর সে বললো, "তুমি তো তাঁর সাথেই ছিলে, অথচ তুমি এখন এখানে মহাপুরোহিতের দাসদের মাঝে বসে রয়েছ।" "না, সে আমি নই," পিতর বললেন; "আমি সেই লোক নই।" এরপর তিনি তৃতীয়বারের মত পতিত ও ব্যর্থ হলেন, আর তা ঘটেছিল এই কথোপকথনের প্রায় এক ঘণ্টা পর; কারণ যে পরীক্ষা করে সে বলেছিল, "সে যেহেতু পতিত হয়েছে, তাকে সম্পূর্ণরূপে পতিত করা হোক। তাকে আমরা আঘাত করতে থাকবো এবং উড়িয়ে নিয়ে যাব, যাতে করে সে নিজেকে সামলে নিতে না পারে"। একজন লোক পিতরকে দেখে বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলে উঠেছিল এবং সবার সামনে জোর গলায় বলেছিল, "আমি সত্যিই বলছি, এই লোকটি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে ছিল। সে যদি প্রমাণ দেখাতে চায় দেখাক, কিন্তু তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বলছে যে, সে গালীলীয়।" কিন্তু পিতর এখন এই মিথ্যেটাকে চালিয়ে যাবার জন্য তুমুলভাবে প্রলোভিত হয়ে পড়েছেন, কারণ তিনি ইতোমধ্যেই একবার এই প্রলোভনে পা দিয়েছেন। পাপ শুরু করা হচ্ছে জলের বাঁধ ভেঙে দেওয়ার মত, যা আর প্রতিরোধ করা যায় না। পিতর যে শুধুমাত্র নিজেকে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য বলে অস্বীকার করলেন তাই নয়, তিনি তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলেও দাবী করলেন (পদ ৬০): "ওহে, তুমি কি বলছো আমি বুঝতে পারছি না। আমি কখনোই যীশুর কথা শুনি নি।"

খ. পিতরের পুনরায় উত্থান লাভ। দেখুন কি আনন্দের সাথে তিনি নিজেকে ফিরে পেলেন, কিংবা কিভাবে তিনি ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ লাভ করলেন। লক্ষ্য করুন কিভাবে এই সমস্ত ঘটনা ঘটলো:

১. যখনই তৃতীয়বারের মত পিতর এই বলে অস্বীকার করলেন যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টকে চেনেন না, ঠিক তখনই মোরগ ডেকে উঠলো। তখনই তিনি চমকে উঠলেন এবং মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। লক্ষ্য করুন, ছোট দুর্ঘটনা অনেক সময় বড় কোন পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

২. তখন প্রভু যীশু মুখ ফিরিয়ে পিতরের দিকে তাকালেন। এই বিষয়টি আমরা অন্য কোন সুসমাচার লেখকের লেখায় পাই না, কিন্তু এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়। এখানে খ্রীষ্টকে প্রভু বলা হয়েছে, কারণ তাঁর এই উপাধিতে স্বর্গীয় জ্ঞান, শক্তি এবং অনুগ্রহ প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ পায়। লক্ষ্য করুন, যদিও সে সময় খ্রীষ্ট পিতরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ছিলেন এবং তাঁকে বিচারে নেওয়া হয়েছিল, তখনও পিতর যা কিছু বলছিলেন তিনি তার সব কিছুই জানতেন। যদিও সে সময় যে কেউ অন্য সময়ের চেয়ে ভিন্ন কিছু চিন্তা করবে। লক্ষ্য করুন, আমরা কি বলি এবং কি করি সে সম্পর্কে খ্রীষ্ট যতটুকু লক্ষ্য করেন বলে আমরা মনে করি, তার চাইতে অনেক সূক্ষ্মভাবে তিনি লক্ষ্য করেন। যখন পিতর খ্রীষ্টকে অস্বীকার করলেন, তখনও খ্রীষ্ট তাঁকে ত্যাগ করেন নি। যদিও তিনি নির্দ্বিধায় পিতরকে ত্যাগ করতে পারতেন এবং আর কখনই তাঁর দিকে ফিরে নাও তাকাতে পারতেন। কিন্তু এতে করে পিতরকে পিতা ঈশ্বরের কাছে অস্বীকার করা এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হত। এটি আমাদের জন্য অতি উত্তম যে, আমরা যেভাবে খ্রীষ্টের সাথে আচরণ করি, সেভাবে তিনি আমাদের সাথে আচরণ করেন না। খ্রীষ্ট পিতরের দিকে ফিরে তাকালেন। তিনি এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন নি যে, পিতর এ বিষয়টি সম্পর্কে খুব শীঘ্রই সচেতন হয়ে যাবেন; কারণ তিনি জানতেন, যদিও পিতর মুখে যীশুকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর চোখ সব সময় যীশুর প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। লক্ষ্য করুন, যদিও পিতর এখন এক মহা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং এটি যদিও খুবই উস্কানিমূলক, তবুও প্রভু যীশু তাঁকে ডাকলেন না; পাছে তিনি তাঁকে তিরস্কার করেন বা লজ্জা দেন। তিনি কেবল পিতরের দিকে একটু ফিরে তাকালেন, যে দৃষ্টির অর্থ একমাত্র পিতরই বুঝতে পেরেছিলেন এবং এর তাৎপর্য ছিল অত্যন্ত নিগূঢ়।

(১) এটি ছিল এক বিশ্বাস স্থাপনকারী দৃষ্টি: পিতর বলেছিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টকে চেনেন না। খ্রীষ্ট ফিরলেন এবং পিতরের দিকে তাকালেন, যেন তিনি বলতে চাইছিলেন, "তুমি কি সত্যিই আমাকে চেন না, পিতর? আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল এ কথা।"

(২) এটি ছিল এক ভর্ৎসনাকারী দৃষ্টি: আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে, তিনি পিতরের দিকে ভ্রুকুটি করে তাকিয়েছিলেন, কিংবা হয়তো সেখানে তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ পাচ্ছিল। আমরা নিশ্চয়ই এটি মনে করতে পারি যে, আমরা যখন পাপ করি তখন খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই ন্যায্যভাবেই আমাদের দিকে রাগান্বিত হয়ে তাকাবেন।

(৩) এটি ছিল এক মৃদু অনুযোগকারী দৃষ্টি: "সে কি পিতর, তুমি এই সময়ে আমাকে অস্বীকার করলে? অথচ তোমার না এখন আমার পাশে এসে দাঁড়ানোর কথা? আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা? তুমি না একজন শিষ্য? তুমিই না সবার আগে আমাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে নিতে? তুমিই না শপথ করে বলেছিলে, আমাকে কখনও

ছেড়ে যাবে না?”

(৪) এটি ছিল এক সহানুভূতিশীল দৃষ্টি: খ্রীষ্ট পিতরের দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। “বেচারা পিতর, তার অন্তর কত না দুর্বল! কত সহজেই না সে পতিত হতে পারে এবং ব্যর্থ হতে পারে, যদি না আমি তাকে সাহায্য করি!”

(৫) এটি ছিল এক নির্দেশকারী দৃষ্টি: খ্রীষ্ট পিতরকে তাঁর চোখ দিয়ে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে সেই দুঃখময় স্থান থেকে চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করেছিলেন। তিনি তাঁকে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিজের মনে মনে চিন্তা করতে বলেছিলেন এবং এরপর পিতর নিজেই বুঝতে পারবেন যে, তাঁর কি করতে হবে।

(৬) এটি ছিল একটি তাৎপর্য নির্দেশক দৃষ্টি: এই দৃষ্টি পিতরের অন্তরে অনুগ্রহের প্রবেশকে নির্দেশিত করেছিল, যা তাঁকে অনুশোচনা করতে সাহায্য করেছিল। শুধুমাত্র মোরগের ডাকেই তিনি চেতনা ফিরে পেতেন না, যদি না তিনি খ্রীষ্টের সেই দৃষ্টি না দেখতেন। সেক্ষেত্রে এই বিশেষ অনুগ্রেহর দান ছাড়া তিনি কোন কাজই করতে পারতেন না। খ্রীষ্টের এই দৃষ্টির সাথে ছিল এক আশ্চর্য শক্তি, যা পিতরের মনকে পরিবর্তিত করেছিল এবং তাঁর নিজেকে ফিরে পেতে সাহায্য করেছিল; তিনি তাঁর সঠিক চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন।

৩. পিতর প্রভু যীশুর কথাগুলো স্মরণ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ কাজ করে তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে, তাঁর কথার মধ্য দিয়ে, যা মন পরিবর্তন করে এবং চেতনাকে বশীভূত রাখে; যাতে করে চেতনা ও আত্মা ইতিবাচকভাবে পরিবর্তিত হয়। তাই আমাদেরকে সব সময় ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার প্রতি জোর দিতে হবে।

৪. এরপর পিতর বের হয়ে গেলেন এবং খুব কাঁদতে লাগলেন। খ্রীষ্টের একটি দৃষ্টিতেই তিনি গলে গিয়ে পাপের অনুশোচনায় ঈশ্বরীয় আশীর্বাদে সিক্ত হয়ে গেলেন। যে প্রদীপ নিভে গিয়েছিল তাকে খুব ক্ষুদ্র একটি আগুনের ফুলকি আবার জ্বালিয়ে দিল। খ্রীষ্ট মহাপুরোহিতের দিকে তাকিয়েছিলেন এবং তার দিকে তাকিয়ে তিনি কোন ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করেন নি। একইভাবে তিনি পিতরের দিকে তাকিয়েও কোন ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করেন নি, কারণ তাঁর ভিতরে তখনও স্বর্গীয় চেতনা সুপ্তভাবে অবস্থান করছিল, যাকে কাজে লাগানো সম্ভব। এটি যেন খ্রীষ্টের দৃষ্টি নয়; বরং এর সাথে ঈশ্বরের অনুগ্রহ মেশানো ছিল, যা পিতরকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল এবং তাঁকে তাঁর যথাস্থানে ফিরিয়ে এনেছিল।

লূক ২২:৬৩-৭১ পদ

এখানে আমাদেরকে খ্রীষ্টের প্রহসনমূলক বিচারের কথা বলা হয়েছে, যেমনটি এর আগের সুসমাচারগুলোতেও আমরা দেখেছি।

ক. যেভাবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মহাপুরোহিতের দাসদের দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন: সেই রূঢ়, নির্দয় এবং বর্বর দাসেরা তাঁকে ধরে নিজেদের কাছে আনলো। যারা খ্রীষ্টকে ধরেছিল, যারা তাঁকে বিচার বসবার আগ পর্যন্ত আটক করে রেখেছিল, তারা তাঁকে

আঘাত করলো এবং তাঁর গায়ে থুতু দিল, পদ ৬৩। তারা তাঁকে এক মিনিটের জন্যও বি-শ্রাম দিল না বা সামলে উঠতে দিল না; অথচ তিনি সারা রাত ঘুমোতে পারেন নি এবং একটুও বিশ্রাম নিতে পারেন নি। যদিও তাঁকে বিচারের জন্য সে সময় নিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করা হচ্ছিল, কিন্তু তাঁকে এর জন্য একটুও প্রস্তুতি নিতে দেওয়া হয় নি। তারা তাঁকে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে খেলা করলো। তাঁর এই দুঃখময় রাত তাদের জন্য হয়ে উঠলো আনন্দময় এক রাত; আর আমাদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত খ্রীষ্ট শিমশোনের মত এই খেলায় সবার কাছে বোকা বনতে লাগলেন। তারা খ্রীষ্টকে বোকা বানাতে লাগল। এরপর ছোট ছোট ছেলেরা যেভাবে খেলে থাকে, সেভাবে তারা তাঁর মুখে আঘাত করতে লাগলো আর জিজ্ঞেস করতে লাগলে কে তাঁর মুখে আঘাত করেছে তা যেন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, পদ ৬৪। এখানে বিশেষভাবে তাঁর ভাববাদীয়তী কাজটিকে তুলে ধরে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জানার যে বিশেষ ক্ষমতা খ্রীষ্টের ছিল সে বিষয়টিকে উদ্ধৃত করে তারা এই কাজ করছিল। আমাদের কাছে এই কথা প্রকাশ করা হয় নি যে, তিনি কোন কথা বলেছিলেন কি না। তাঁর চারপাশে যেন নরক নেমে এসেছিল এবং তিনি সেখানে সেই নরক-যাতনা ভোগ করছিলেন। অনুগ্রহপ্রাপ্ত যীশু খ্রীষ্টের প্রতি এর চেয়ে বেশি আর কিছু করা সম্ভব ছিল না, তবুও এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে; কারণ তারা নিন্দা করে তাঁর বিরুদ্ধে আরও অনেক কথা বলতে লাগল, পদ ৬৫। যারা তাঁকে নিন্দা করে ধর্মদ্রোহিতার জন্য অভিযুক্ত করছিল, তারা নিজেরাই ছিল সবচেয়ে বড় ধর্মদ্রোহী।

খ. যেভাবে তিনি মহান সেনহেড্রিনের সামনে অভিযুক্ত হলেন এবং দোষী সাব্যস্ত হলেন: সেনহেড্রিনের সদস্যরা ছিলেন প্রাচীনবর্গ, মহাপুরোহিতগণ এবং ধর্ম-শিক্ষকগণ, যারা সে সময় মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছেন। সকালের আলো ফোটার সাথে সাথেই তারা এই সভায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। সম্ভবত তারা ভোর পাঁচটার দিকে খ্রীষ্টের বিচারের কার্যক্রম শুরু করেন। তারা বিছানায় থাকতেই এই দুরভিসন্ধি মনে মনে চিন্তা করছিলেন এবং ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই তারা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে কাজে লেগে গেলেন (মীখা ২:১)। তারা নিশ্চয়ই কখনো কোন ভাল কাজের জন্য এত সকালে ঘুম থেকে ওঠেন নি। এখানে আমরা সেই বিচারসভা এবং পরামর্শকদের সামান্য কিছু বর্ণনা পাই।

১. তারা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, *তুমিই কি খ্রীষ্ট?* সাধারণত তাঁর শিষ্যরা তাঁকে খ্রীষ্ট হিসেবেই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তারা কখনোই তা প্রমাণ করতে পারবে না, কারণ তিনি কখনোই খুব বেশি কথা বলতেন না; আর তাই তারা এ নিয়ে খুব বেশি জোরও খাটাতে পারে নি, পদ ৬৭। যদি তারা সম্মতি বা বিশ্বাস সহকারে তাঁকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো এবং তিনি যদি যুক্তি ও সাক্ষ্য প্রমাণ সহকারে এই প্রশ্নের জবাব দিতেন, তাহলে নিশ্চয়ই ভাল হত এবং এটা তাদের জন্যও মঙ্গল হত। কিন্তু তারা এমনভাবে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল, যেন তারা এ কথা মোটেও বিশ্বাস করে নি। বরং তারা তাঁকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছিল এবং তাঁকে উপহাস করতে চাইছিল।

২. তিনি ন্যায্যভাবেই তাঁর সাথে খারাপ ব্যবহারের এবং অন্যায্য আচরণের প্রতিবাদ

জানিয়েছিলেন, পদ ৬৭,৬৮। তারা সকলে যিহূদী হওয়ায় যেভাবে খ্রীষ্টের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তেমনি করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল এবং তিনিই খ্রীষ্ট কি না সে ব্যাপারেও তাদের যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। এমন কেউ তখন পর্যন্ত আসেন নি যিনি নিজেকে খ্রীষ্ট বলে দাবী করেছেন। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কিংবা তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে বলেও মনে হয় নি। তাঁর সাথে যে স্বর্গীয় অপূর্ব ক্ষমতা রয়েছে এ ব্যাপারে তিনি অনেক আশ্চর্যকর প্রমাণ দেখিয়েছেন। সেই ক্ষমতা প্রকাশ করেছিল যে, তাঁর খ্রীষ্টত্বের দাবী নিয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করা চলে না। শুধুমাত্র এই নেতারাই তাঁকে বন্দী করে তাদের পরিষদে নিয়ে গিয়েছিল। তারা এটি পরীক্ষা করতে চেয়েছিল যে, তিনি আসলেই খ্রীষ্ট কি না। তবে তারা তাঁকে প্রথমেই অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করে নি।

(১) "কিন্তু," খ্রীষ্ট বললেন, "আমি যদি বলি যে আমি খ্রীষ্ট এবং এর সাথে যথোপযুক্ত প্রমাণও হাজির করি, তারপরও তোমরা এতটাই সঙ্কল্পবদ্ধ যে, তোমরা কোনমতেই সে কথা বিশ্বাস করবে না এবং তোমাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তার জবাবও দেবে না। তোমরা তো আগেই জেনে গেছ আমি কে। তারপরও কেন এই বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে? আর কেনই বা তোমরাা সত্য মিথ্যা বিচার না করেই নিজেদের মত করে সিদ্ধান্তে অটল হয়ে আছো?"

(২) "যদি আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে, আমি এ ব্যাপারে যে সমস্ত প্রমাণ দেখিয়েছি তার বিরুদ্ধে তোমাদের কি কি প্রমাণ রয়েছে, তা হলে তোমরা কোনমতেই জবাব দেবে না।" এখানে তিনি তাদের নীরবতার কথা উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে যখন তিনি তাদেরকে তাঁর নিজ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন (লূক ২০:৫-৭)। তারা ভাল বিচারক ছিল না, এমন কি ভাল বিতর্ককারীও ছিল না। কিন্তু যখন তারা কোন বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো, তখন তারা এ বিষয়ে আর কোন কথা না বলে নীরব হয়ে থাকতো। "তোমরা আমাকে এর উত্তরও দেবে না, আবার চলে যেতেও দেবে না। যদি আমি খ্রীষ্ট না হই, তাহলে তোমাদের নিশ্চয়ই সেই সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ দেখানো উচিত, যেগুলো বলে যে, আমিই খ্রীষ্ট। কারণ আমি যদি খ্রীষ্ট হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে, কিন্তু তোমরা কোনটাই করবে না।"

৩. তিনি তাদের দ্বিধার কারণে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের কথা উল্লেখ করলেন, যাতে করে তারা বিশ্বাস করেন যে, তিনিই খ্রীষ্ট। কিন্তু তারা তাদের দৃঢ় সঙ্কল্পের কারণে এ ব্যাপারে কোন কথা বলেন নি (পদ ৬৯): "কিন্তু মনুষ্যপুত্র এখন থেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশে বসে থাকবেন, তাঁকে সেখানে বসে থাকতে দেখা যাবে। তখন তোমাদের আর এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে না যে, তিনি খ্রীষ্ট, না কি খ্রীষ্ট নন।"

৪. তারা তখনও খ্রীষ্টকে এই প্রশ্ন করতে লাগলো যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করছেন কি না (পদ ৭০): *তাহলে তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র?* তিনি নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলে সম্বোধন করতেন, এ ব্যাপারে আমরা উল্লেখ পাই ভাববাদী দানিয়েলের দর্শনে, যেখানে তাঁকে বলা হয়েছিল, "আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্যপুত্রের মত এক পুরুষ আসলেন, তিনি সেই এক অতি বৃদ্ধের কাছে উপস্থিত হলেন, তাঁর সম্মুখে তাকে আনা হল।

আর তাঁকে কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দেওয়া হল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁর সেবা করতে হবে; তাঁর কর্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্তৃত্ব, তা লোপ পাবে না এবং তাঁর রাজ্য বিনষ্ট হবে না" (দানি ৭:১৩,১৪)। কিন্তু তারা নিজে থেকে এটি ধরে নিয়েছিল যে, তিনি যদি মনুষ্যপুত্র হন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ঈশ্বরের পুত্রও হবেন। *তাহলে তুমি কি ইব্‌নুল্লাহ্‌?* কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, তারা যিহূদী মণ্ডলীর উপর অনেক বেশি নির্ভর করতো, যারা মনে করতো যে, খ্রীষ্ট একই সাথে মনুষ্যপুত্র এবং ঈশ্বরের পুত্র।

৫. খ্রীষ্ট নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করলেন: *তোমরা ঠিকই বলছো যে, আমিই সে*; এর অর্থ হল, "আমিই যে ইবনুল্লাহ, এটা তোমরাই বললে।" এর সাথে মার্ক ১৪:৬২ পর্বের তুলনা করুন: যীশু খ্রীষ্ট বললেন, *হ্যাঁ, আমিই সেই*। এই উক্তি খ্রীষ্টের নিজের সম্পর্কে এই সাক্ষ্য নিশ্চিত করে যে, তিনিই ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। তিনি এই কথা প্রমাণ করেছেন ও নিজের মুখে স্বীকার করেছেন, যখন তিনি জানতেন যে, এই কথা বলার কারণে তার যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

৬. এই কথার উপর ভিত্তি করেই তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলো (পদ ৭১): *আমাদের আর সাক্ষ্যের কি দরকার?* এটি আসলেই সত্য যে, তাদের আর এটি প্রমাণ করার জন্য কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল না যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র কি না; কারণ তারা তাঁর নিজের মুখ থেকেই কথাটি শুনতে পেল। কিন্তু যখন তারা তাঁকে এই কথা বলার অপরাধে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিল, এর আগে তাদের কি এটি প্রমাণ করা উচিত ছিল না যে, তিনি আসলেই ঈশ্বরের পুত্র কি না? তাদের কি এমন ধারণা করা উচিত ছিল না যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র হতেও পারেন এবং তাতে করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তারা কত না বড় অপরাধে দোষীকৃত হবে? না, তারা তা জানতো না, কিংবা তারা তা বুঝতেও পারে নি। তারা এটি মোটেও মনে করে নি তিনি খ্রীষ্ট হতে পারেন; কারণ তারা তাঁর স্বর্গীয় ক্ষমতা ও অনুগ্রহের পোশাক দেখে নি। তারা ভেবেছিল, নিশ্চয়ই খ্রীষ্ট যখন আসবেন তখন পার্থিব জাঁকজমক ও গৌরব সহকারে আসবেন। এই ধারণা তাদের ভেতরে থাকায় তারা অন্ধ হয়ে ছিল। তাই তারা এই বিপজ্জনক কাজে নেমেছিল, যেভাবে ঘোড়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান হয়।

লূক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ২৩

এই অধ্যায়ে খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ এবং মৃত্যুর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে আমরা দেখব, ক. রোমীয় শাসনকর্তা পীলাতের সামনে খ্রীষ্টের বিচার (পদ ১-৫)। খ. হেরোদের সামনে তাঁর পরীক্ষা, যিনি সে সময় রোমীয় শাসকের অধীনে গালীলের অধিকর্তা ছিলেন (পদ ৬-১২)। গ. খ্রীষ্টকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য লোকদের সাথে পীলাতের বিতর্ক, তাঁর নির্দোষিতার স্বপক্ষে পীলাতের ঘোষণার পুনরাবৃত্তি; কিন্তু এক সময় তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং তিনি খ্রীষ্টকে ক্রুশারোপণ করার আদেশ দেন (পদ ১৩-২৫)। ঘ. খ্রীষ্টকে ক্রুশে দিতে নিয়ে যাওয়ার সময় যা যা ঘটেছিল এবং যে সমস্ত লোকেরা তাঁকে অনুসরণ করছিল তাদের সাথে খ্রীষ্টের কথোপকথন (পদ ২৬-৩১)। ঙ. ক্রুশারোপণের স্থানে কি ঘটেছিল সে বিষয়ের একটি বিবরণ এবং সেখানে তাঁকে যে সমস্ত নির্যাতন ও অবিশ্বাস করা হয়েছিল তার বর্ণনা (পদ ৩২-৩৮)। চ. একজন ডাকাতের মন পরিবর্তন, যখন খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় ছিলেন (পদ ৩৭-৪৩)। ছ. খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং এর পরবর্তী ঘটনাসমূহ (পদ ৪৪-৪৯)। জ. খ্রীষ্টকে কবর দেওয়া (পদ ৫০-৫৬)।

লূক ২৩:১-১২ পদ

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে একজন ধর্মদ্রোহী হিসেবে মহাপুরোহিতের বিচারালয়ে দোষী সাব্যস্ত করা হল। কিন্তু এটি ছিল একেবারেই অগ্রাহ্যণীয় একটি বিচার, যা এই বিচারালয়ে কখনোই হওয়া সম্ভব ছিল না। যখন তারা তাঁকে বন্দী করেছিল, তাঁরা জানতো যে, তারা এমনিতে তাঁকে হত্যা করতে পারেব না; তাই তারা বাঁকা পথ বেছে নিল।

ক. তারা খ্রীষ্টকে পীলাতের সামনে বিচারের জন্য নিল। তাদের সাথে সমস্ত মানুষ উপস্থিত হল। এখানে আমরা দেখবো:

১. খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হল (পদ ২), যেখানে তারা পীলাতকে এই কথা বলল যে, খ্রীষ্ট পীলাতকে কর দিতে লোকদেরকে বারণ করেছেন, এই জন্য পীলাত যেন খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন; যদিও এর সবই ছিল বানোয়াট। কিন্তু তারা খ্রীষ্টকে এবং লোকদেরকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছিল; কারণ:

(১) তারা খ্রীষ্টকে অভিযুক্ত করার মধ্য দিয়ে লোকদেরকে পীলাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। এটি সত্যি এবং পীলাত নিজেও তা জানতেন যে, রোমীয় শাসনের অধীনে থেকে লোকদের উপরে অনেক বড় একটি চাপ রয়েছে এবং সে কারণে

লোকদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ রয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্ট কখনোই লোকদেরকে রোম সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলেন নি। তিনি কখনোই মানুষকে এই কথা বলেন নি যে, কৈসরকে তারা যেন কর না দেয়। বরং খ্রীষ্ট বিশেষভাবে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন, যে মুদ্রা সীজারের, তা যেন তারা কৈসরকে কর হিসেবে দেয়।

(২) তারা খ্রীষ্টকে পীলাতের বিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। যদিও যে কারণে তারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং খ্রীষ্ট হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করে নেয় নি তার মূল কারণ হচ্ছে, তারা ভেবেছিল খ্রীষ্ট পার্থিব জাঁকজমক সহকারে পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হবেন; কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি নিজেকে খ্রীষ্ট বলেছেন ঠিকই এবং নিজেকে তিনি রাজার বলেছেন, কিন্তু তিনি তেমন রাজা ছিলেন না যা সাধারণ মানুষ বুঝে থাকে। যখন খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাঁকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করতে চাইল, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২. তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রেক্ষিতে যা বললেন: পীলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, *তুমি কি যিহূদীদের রাজা?* পদ ৩। এর উত্তরে খ্রীষ্ট বললেন, *তুমিই বললে*। "তুমিই বললে যে, আমি যিহূদীদের উপরে শাসনভার পেয়েছি। তবে আমার সাথে বিরোধ রয়েছে ফরীশী ও পুরোহিতদের, যারা ধর্মকে তাদের কুক্ষিগত করে নিয়ে মানুষকে তাদের পরিত্রাণের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। আমি কৈসরের বিপক্ষ নই, যার সম্পর্ক শুধুমাত্র লোকদের নাগরিক বিষয়াদির সাথে, আত্মিক বিষয়ের সাথে নয়।" খ্রীষ্টের রাজ্য পুরোপুরি আত্মিক, সেখানে পার্থিব কোন কিছুর সম্পৃক্ততা নেই।

৩. পীলাত খ্রীষ্টের নির্দোষিতার ঘোষণা দিলেন (পদ ৪): তখন পীলাত প্রধান পুরোহিতদেরকে ও সমাগত লোকদেরকে বললেন, *আমি এই ব্যক্তির কোন দোষই খুঁজে পাচ্ছি না*। সম্ভবত প্রধান পুরোহিত এবং সমাগত লোকদের মধ্যে তখন একটি মিত্রতা তৈরি হয়েছিল, যার কারণে পীলাত তাদের সকলকে একসাথে সম্বোধন করে এই কথা বললেন। "আমি এই লোকটির ভিতরে কোন দোষ খুঁজে পাই নি। তোমার আইনের কোন ধারা অনুসারে এই লোকটি অপরাধী বলে সাব্যস্ত করছো তা আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে, সে আমাদের রোমীয় আইন অনুসারে একেবারেই নির্দোষ।"

৪. খ্রীষ্টের নির্যাতনকারীদের মধ্যে ক্রমাগতভাবে ক্রোধ এবং আক্রোশ বেড়েই চলল, পদ ৫। পীলাত খ্রীষ্টকে নির্দোষ ঘোষণা করায় তাদের মধ্যে শান্ত অবস্থা আসার বদলে তারা আরও খেপে গেল এবং তারা আরও জোর করে বলতে লাগল, *এই ব্যক্তি সমুদয় যিহূদিয়ায় এবং গালীল থেকে এই স্থান পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে প্রজাদেরকে উত্তেজিত করে*, পদ ৫। তিনি লোকদেরকে সে সমস্ত স্থানে শিক্ষা দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি কখনো তাদেরকে উত্তেজিত করেন নি। তিনি কখনো তাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলেন নি। বস্তুত তাঁর উদ্দেশ্যও কখনো সেটি ছিল না, কারণ তিনি এসেছিলেন মানুষের মাঝে আত্মিক চেতনার জাগরণ ঘটাতে এবং তাদেরকে পরিত্রাণের বাণী শোনাতে।

খ. তারা খ্রীষ্টকে হেরোদের সামনে দোষী বলে সাব্যস্ত করল।

১. পীলাত খ্রীষ্টকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যেহেতু তিনি গালীলের অধিবাসী ছিলেন, যা ছিল কনানের দক্ষিণাঞ্চল। তাদের কথা শুনে পীলাত জিজ্ঞেস করলেন, "এই ব্যক্তি কি গালীলীয়?" তখন লোকেরা বলল, "হ্যাঁ, ওটাই তার আস্তানা। সেখানেই সে বেশিরভাগ সময় কাটায়।" পীলাত তখন বললেন, "তাহলে তাকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, কারণ হেরোদ এখন এই শহরেই আছেন এবং হেরোদই এই বিচার করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, যেহেতু তিনি গালীলের শাসনকর্তা।" তিনি খ্রীষ্টের বিচার করা থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলেন, সেই কারণে তিনি লোকদেরকে বললেন যেন তারা তাঁকে হেরোদের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে যায়। তবে আমাদের ভাবা উচিত হবে না যে, পীলাত তাঁর খেয়াল-খুশিমত খ্রীষ্টকে হোরোদের কাছে পাঠিয়েছিলেন; বরং ঈশ্বর এমনটাই আদেশ দিয়েছিলেন, যেন পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হয়। পরবর্তীতে এটি দেখা যায় প্রেরিত ৪:২৬,২৭ পদে। হেরোদ এবং পন্তীয় পীলাতের বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে রাজা দায়ূদের এই বাণী পরিপূর্ণ হয় (গীতসংহিতা ২:২): পৃথিবীর রাজা*গণ দণ্ডায়মান হয়, শাসনকর্তারা একসঙ্গে মন্ত্রণা করে, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে*।

২. হেরোদ খ্রীষ্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন (পদ ৮): যখন তিনি যীশুকে দেখলেন তখন অতিশয় আনন্দিত হলেন। সম্ভবত তিনি আরও খুশি হয়েছিলেন এই কারণে যে, তিনি খ্রীষ্টকে বন্দী অবস্থায় দেখেছিলেন, তাঁকে হাত বাঁধা অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের সম্পর্কে গালীলে অনেক ধরনের কথা শুনেছিলেন, তিনি সেই সমস্ত আশ্চর্য কাজের কথা শুনেছিলেন যা খ্রীষ্ট সারা দেশে করেছিলেন এবং এতে করে অনেক আলোচনার ঝড় উঠেছিল। তিনি তাঁকে দেখতে ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন। তবে তাঁর মধ্যে খ্রীষ্টের ধর্মমত সম্পর্কে কোন ধরনের আগ্রহ ছিল না; বরং তিনি চাইছিলেন খ্রীষ্টের কাছ থেকে কোন ধরনের আশ্চর্য কাজ দেখতে। তিনি চাইছিলেন জীবনে একবার হলেও তিনি খ্রীষ্টের সাথে দেখা করবেন এবং তাঁর কাছ থেকে যে কোন একটি আশ্চর্য কাজ দেখবেন। এই আদেশ দেওয়ার জন্য তিনি তাঁকে অনেক অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন এবং সবশেষে তিনি তাঁকে তাঁর শক্তির কোন একটি নিদর্শন দেখাতে বললেন। সম্ভবত হেরোদ তাঁকে গোপন কোন ধরনের আশ্চর্য কাজ দেখাতে চাপ দিচ্ছিলেন, কিংবা হতে পারে তিনি তাঁর নিজের কোন রোগ সুস্থ করার জন্য খ্রীষ্টকে বার বার আদেশ করছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না, কিংবা তিনি তাঁকে কোন আশ্চর্য কাজ করেও দেখালেন না। যে গরীব ভিখারী তার জীবনের প্রতি কোন আশ্চর্য কাজ করার জন্য খ্রীষ্টকে অনুরোধ করেছে, তাকে কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি। কিন্তু এই গর্বিত রাজা তাঁর নিজের কৌতূহল মেটানোর জন্য খ্রীষ্টকে একটি আশ্চর্য কাজ করে দেখাতে বললেন, তাই তা অগ্রাহ্য করা হল। তিনি নিশ্চয়ই খ্রীষ্টকে এবং তাঁর আশ্চর্য কাজ গালীলে গিয়ে দেখতে পেতেন, কিন্তু তিনি তখন তাঁর কাছে গিয়ে তা দেখেন নি। এখন সেই সময় চলে গেছে, তাই তিনি যতই অনুরোধ করুন না কেন তাঁর অনুরোধ রাখা হবে না। সেই আশ্চর্য কাজ তাঁর চোখ থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছে, কারণ *তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানের সময় জানেন না*। হেরোদ ভেবেছিলেন, যেহেতু তিনি এখন খ্রীষ্টকে তাঁর হাতের মুঠোয় পেয়েছেন, তাই তিনি এখন নিশ্চয়ই তাঁকে দিয়ে যে কোন আশ্চর্য কাজ করাতে পারবেন। কিন্তু স্বর্গীয়

আশ্চর্য কাজ এত সস্তা নয় যে, যখন তখন যে কেউ বললেই তা করা যাবে। একমাত্র স্বর্গীয় আদেশ ব্যতিত তা সম্পন্ন করা যায় না।

৩. অভিযোগকারীরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হেরোদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, কারণ তারা খ্রীষ্টের মৃত্যু ঘটার আগ পর্যন্ত শান্ত হতে পারছিল না। আর প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে উগ্রভাবে তাঁর উপর দোষারোপ করছিল, পদ ১০। তারা স্পর্ধার সাথে এবং দুঃসাহস দেখিয়ে তাঁর উপর দোষারোপ করেছিল। তারা হেরোদকে এ কথা বিশ্বাস করিয়েছিল যে, তিনি গালীলকে তাঁর ভুল শিক্ষা দ্বারা দূষিত করেছেন। লক্ষ্য করুন, ভাল মানুষ এবং পরিচর্যাকারীদের জন্য এটি একটি নতুন চিন্তার বিষয় যে, যারা সরকারের নীতির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, তাদেরকেই চক্রান্ত করে সরকারের আইন ও বিধানের বিরোধী করে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে ভুল শিক্ষা প্রচারের মিথ্যে অভিযোগ আনা হয় ও শাস্তি প্রদান করা হয়।

৪. হেরোদ খ্রীষ্টের সাথে খারাপ আচরণ করলেন: হেরোদ ও তাঁর লোকেরা খ্রীষ্টকে নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগলেন। তারা তাঁকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে লাগলেন; এমনটাই বলা হয়েছে। কি বিকৃত রুচির পরিচয়! যা খুশি করতে থাকার অর্থ হচ্ছে তাঁকে নিয়ে সব কিছুই করা। তারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল এবং তাঁকে বোকা বানাতে লাগল। এর কারণ হচ্ছে তারা জানতো যে, যদিও খ্রীষ্ট অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন, কিন্তু এখন তাঁর বিরুদ্ধে এত শত্রু তৈরি হয়েছে যে, তিনি আর সেই ধরনের কোন প্রতিহিংসামূলক আশ্চর্য কাজ করার সাহস বা শক্তি পাবেন না। কিংবা তারা এই ভেবে ঠাট্টা করছিল যে, তিনি এক সময় আশ্চর্য কাজ করতেন ঠিকই, কিন্তু এখন আর তাঁর সেই ক্ষমতা নেই, তাঁর সেই ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। তিনি একজন সাধারণ দুর্বল মানুষ হয়ে গেছেন। রাজা হেরোদ বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে খুব ভাল করেই চিনতেন, তিনি পীলাতের থেকেও ভাল করে যোহনকে চিনতেন। পীলাত যীশুর সাথে যতটুকু খারাপ ব্যবহার করেছিলেন, হেরোদ তার চাইতে অনেক বেশি খারাপ ব্যবহার করলেন; কারণ অনুগ্রহবিহীন জ্ঞান যার রয়েছে, সে মন্দতার পরিচয় দিয়ে মানুষের সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করে। হেরোদ খ্রীষ্টকে একটি দামী কাপড় পরিয়ে দিয়ে পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁকে একজন নকল রাজা বানালেন। তিনি পীলাতের সৈন্যদেরকেও সেই সাহস দিলেন যেন তারা খ্রীষ্টের সাথে খারাপ আচরণ করে। হেরোদ এই খারাপ আচরণের হোতা ছিলেন।

৫. হেরোদ খ্রীষ্টকে আবার পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং এই সময়ে তিনি এটা প্রমাণ করলেন যে, তাঁরা দুজন আবার বন্ধু হয়েছেন; কারণ তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরে বিরোধ চলছিল। হেরোদ আশ্চর্য কাজ দেখতে পারলেন না বটে, কিন্তু তিনি তাঁকে দোষী হিসেবেও রায় দিতে পারলেন না। আর সেই কারণে তিনি তাঁকে আবার পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, পদ ১১। খ্রীষ্টকে পীলাতের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি পীলাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। এতে করে পীলাত অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তিনি হেরোদকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। তাঁদের ভেতরে আগের চেয়ে অনেক ভাল বোঝাপড়া তৈরি হল, পদ ১২। তাঁদের ভেতরে এর আগে শত্রুতা ছিল। সম্ভবত এই

শত্রুতার সূত্রপাত ঘটেছিল পীলাত কয়েকজন গালীলীয়কে খুন করেছিলেন বলে, যারা হেরোদের অধীনে ছিল (লূক ১৩:১), কিংবা হয়তো তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক কোন বিরোধ ছিল। কিন্তু এই ঘটনরা মধ্য দিয়ে তাঁরা দু'জন আবার বন্ধু হয়ে গেলেন এবং তাঁরা আর কোন বিরোধে জড়ালেন না।

লূক ২৩:১৩-২৫ পদ

এখানে আমরা দেখি অনুগ্রহপ্রাপ্ত খ্রীষ্টকে কিভাবে উত্তেজিত জনতা তাদের রোষের বলি করে নিল এবং তাঁকে খুব দ্রুত ক্রুশে টাঙ্গানোর জন্য জনতার ভিড়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেল।

ক. পীলাত আন্তরিকভাবে এ কথা বললেন যে, তিনি খ্রীষ্টের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি যদি তাই বিশ্বাস করে থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টকে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। শুধু তাই নয়, তাঁকে উত্তেজিত জনতার রোষের হাত থেকে নিরাপত্তা দান করা উচিত ছিল। সেই সাথে তাঁর উচিত ছিল খ্রীষ্টের সাথে যেন সকলে ভাল ব্যবহার করে সেটা নিশ্চিত করা। কিন্তু তিনি নিজেই যেহেতু খারাপ মানুষ ছিলেন, সে কারণে তাঁর ভিতরে খ্রীষ্টের জন্য কোন দয়া ছিল না এবং তিনি নিজের কথা এখানে চিন্তা করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন জনতাকে খেপিয়ে তুললে হয়তো তারা গিয়ে সম্রাটের কাছে তাঁর নামে নালিশ দিতে পারে। এই কারণে তিনি একটি সমঝোতায় আসতে চাইছিলেন। তিনি প্রধান পুরোহিতেরা নেতৃবর্গ ও প্রজাদেরকে একত্র ডাকলেন এবকং তাদের যা বলার রয়েছে তা শুনলেন। সম্ভবত সে সময় রোমীয় শাসকদের কাছে জনতার আসা নিষেধ ছিল আর এই কারণে বলা হয়েছে, জনতাকে তাঁর নিকটে নিয়ে আসা হল। তিনি তাদের কথা শুনে বুঝতে পারলেন যে, তারা আসলে কি চাচ্ছে (পদ ১৪): "তোমরা," পীলাত বললেন, "এই লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ; আর যেহেতু তোমাদের প্রতি আমার মর্যাদাবোধ রয়েছে, সে কারণে আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তার বিচার করছি এবং আমি তোমাদের সকল অভিযোগ শুনছি, যা তোমরা এর বিরুদ্ধে এনেছ। আমি তোমাদের সমস্ত অভিযোগ শুনব এবং এর কথাও শুনব, যদি তোমাদের অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে একে ছেড়ে দিতে হবে।"

খ. পীলাত হেরোদের কাছে তার জন্য আবেদন করলেন (পদ ১৫): "আমি তোমাদেরকে যীশুকে নিয়ে হেরোদের কাছে পাঠালাম, কারণ সম্ভবত তাকে আমি যতটুকু চিনি, তিনি তার চেয়ে বেশি চেনেন। কিন্তু তিনি তাকে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনেন নি। তোমরাও তার বিরুদ্ধে কোন দোষ খুঁজে পাও নি। তার অপরাধও তেমন গুরুতর নয়।" পীলাত খ্রীষ্টকে একজন দুর্বল মানুষ হিসেবে ভেবেছিলেন এবং তাঁকে তাঁর কাছে বিপজ্জনক মানুষ হিসেবে মনে হয় নি।

গ. তিনি খ্রীষ্টকে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাখলেন, যদি এতে লোকেরা রাজি থাকে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস না করেই খ্রীষ্টকে ছেড়ে দিতে পারতেন। *Fiat justitia, ruat*

coelum: আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। যদিও স্বর্গীয় কর্তৃত্ব অনুযায়ী তা পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু মানুষের ভয়ে অনেকেই এই নীতি ভুলে যায়। পীলাত খ্রীষ্টকে একজন নির্দোষ মানুষ হিসেবে রায় দিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁকে মুক্ত করে দিতে চেয়েছিলেন, যদি মানুষ এত সায় দেয়।

১. তিনি খ্রীষ্টকে একজন সন্দেভাজন দোষী হিসেবে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, কারণ একজনকে তাঁর সে সময় ছেড়ে দিতেই হত, পদ ১৭। তিনি তাঁকে অনুগ্রহ করে ছেড়ে দিতে পারতেন, কিন্তু মানুষের কথা শুনতে গেল তিনি তা পারতেন না।

২. তিনি তাঁকে চাবুক মারার আদেশ দিলেন এবং এরপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাখলেন। কিন্তু তাঁর ভিতরে যদি কোন দোষ পাওয়া নাই যায়, তাহলে কেন তাঁকে চাবুক মারা হবে? একজন নিষ্পাপ মানুষকে ক্রুশে ঝোলানো যেমন অপরাধ, তেমনি অপরাধ তাঁকে চাবুক মারা। আরও অপরাধ হচ্ছে মানুষের মন রক্ষা করতে গিয়ে কাউকে এভাবে কষ্ট দেওয়া ও অত্যাচার করা। আমাদের মন্দ কাজ করা উচিত নয়, কারণ এতে করে হয়তো ভাল কিছু চলে আসতে পারে।

ঘ. লোকেরা খ্রীষ্টের বদলে বারাব্বাকে ছেড়ে দিতে বলল, যে ছিল এক দাগী আসামী। তার অপরাধের ভিত্তিতে তার মোটেও মুক্ত হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু যেহেতু খ্রীষ্টের সাথে তুলনা করে বারাব্বাকে দাঁড় করিয়ে কাকে ছেড়ে দেওয়া হবে তাই নিয়ে কথা বলা হচ্ছিল, তাই লোকেরা সকলে বারাব্বাকে বাছাই করল। তারা জোরে জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল: *এর বদলে বারাব্বাকে ছেড়ে দিন*, পদ ১৮,১৯।

ঙ. যখন পীলাত দ্বিতীয়বার খ্রীষ্টকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেন, তখন উত্তেজিত জনতা চিৎকার করে বলতে লাগল, *ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও*, পদ ২০,২১। তারা শুধু যে তাঁকে মেরে ফেলতে চাইল তাই নয়, সেই সাথে তারা তাঁকে খুব ভয়ঙ্করভাবে মারতে চাইছিল। তারা তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার বদলে অন্য আর কিছুতেই খুশি হত না: *ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও*।

চ. যখন পীলাত তৃতীয়বারের মত তাদের সাথে বিতর্ক করতে গেলেন, তখন তিনি তাদেরকে এই দাবীর পেছনে অযৌক্তিকতা এবং অন্যায্যতা দেখাতে চাইলেন, যা তারা তাদের তীব্র ক্ষোভের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছিল (পদ ২২): "কেন? সে কি দোষ করেছে? তার অপরাধের নাম বল। আমি তার মধ্যে মৃত্যুর যোগ্য কোন অপরাধ দেখতে পাই নি। তোমরাও বলতে পারছ না যে, তার ভেতরে এমন কি দোষ রয়েছে যার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়। তোমরা যদি এ ব্যাপারে আর কথা না বল, তাহলে আমি তাকে চাবুক মেরে ছেড়ে দেব।" কিন্তু লোকেরা আরও বেশি খেপে গেল এবং তারা জোর গলায় বলতে লাগল যে, তারা খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের মৃত্যুদণ্ড চায়। এত বড় জনতার চাপ সামলানো পীলাতের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই তিনি তারা যে শস্তি চাইছিল তাই দিয়ে দিলেন, পদ ২৪। এখানে বিচারের মোড় ঘুরে গেল এবং যে চেতনা নিয়ে বিচার করা হচ্ছিল সেই নীতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। সত্য রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ল, আইনের সমতা প্রবেশাধিকার পেল না (যিশাইয়

৫৯:১৪)। বিচার তার স্থান খুঁজে ফিরছিল, কিন্তু তা জনতার বাধার সামনে পড়ে থেমে গেল। এই বিষয়টি পদ ২৫-এ পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বারাব্বাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য লোকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। তিনি তাদের কাছে তাদের দাবী অনুসারে খ্রীষ্টের বদলে বারাব্বাকে ছেড়ে দিলেন, যাকে লুণ্ঠন এবং খুনের অপরাধে কারাগারে ভরা হয়েছিল। সে এখন আরও বেশি করে তার মন্দ কাজ করবে এবং আরও বেশি করে অপরাধ করবে; কারণ জনতাই বারাব্বাকে ছেড়ে দিতে দাবী করেছিল। কিন্তু তাদের কথামতই খ্রীষ্টকে বন্দী রাখা হল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বর্বরভাবে ক্রুশে হত্যা করার জন্য লোকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল।

লূক ২৩:২৬-৩১ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই অনুগ্রহপ্রাপ্ত যীশু খ্রীষ্টকে, ঈশ্বরের মেষশাবককে, যাঁকে একজন মেষশাবকের মত করে কসাইয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, উৎসর্গ দেওয়ার জন্য। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, তারা এই বিচার কাজ যেভাবে সম্পন্ন করল এবং খ্রীষ্টকে তাদের আয়ত্বে নিয়ে আসলো। কি সহজেই না তারা খ্রীষ্টকে তাদের চাহিদামত হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল। যদিও তাদেরকে অনেক বড় বড় মানুষের কাছে এর জন্য যেতে হয়েছে, তবুও তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে দিনের শুরুতেই মহাপুরোহিতের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (লূক ২২:৬৬); এরপর পীলাতের কাছে, তারপর হেরোদের কাছে এবং এরপর আবারও পীলাতের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সবশেষে পীলাত এবং জনতার মাঝে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও বিবাদ আমরা দেখতে পাই। তাঁকে চাবুক মারা হয়, কাঁটার মুকুট পরানো হয় এবং এই সমস্ত কিছু ঘটে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে, কিংবা বেশি হলে ছয় ঘণ্টার মধ্যে। কারণ তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় সকাল নয় ঘটিকা থেকে বারো ঘটিকার মধ্যে। খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী এবং নির্যাতনকারীদের মধ্যে সময় নষ্ট করার কোন উপায় ছিল না; কারণ তারা ভেবেছিল, হয়তো খ্রীষ্টের যে বন্ধুরা শহরের বাইরে আছেন বা অন্য প্রান্তে আছেন, তারা টের পেয়ে যাবেন যে, তারা খ্রীষ্টকে নিয়ে কি করছে এবং তাঁরা হয়তো তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে আসবে। কখনোই এমন কাউকে খ্রীষ্টের মত করে পৃথিবী থেকে অচ্ছুৎ ঘোষণা করে নির্যাতন করে তাড়িয়ে দেওয়া হয় নি, যা খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তথাপি তিনি নিজেই বলেছেন, *আর অল্পকাল মাত্র তোমরা আমাকে দেখতে পাবে;* সতিই খুবই অল্প সময় এটা। সেই মুহূর্তে তারা খ্রীষ্টকে তাঁর মৃত্যুদণ্ড প্রদানের স্থানে নিয়ে চলছিল।

ক. একজন ব্যক্তি খ্রীষ্টের ক্রুশ বহন করেছিল, যার নাম ছিল কুরীণীয় শিমোন। সম্ভবত সে খ্রীষ্টের একজন বন্ধু ছিল এবং সে এই পরিচয়ে পরিচিত ছিল। তাকে দিয়ে এই কাজ করানো হয়েছিল তাকে অবিশ্বাস করার জন্য। তারা খ্রীষ্টের ক্রুশ তার কাঁধে তুলে দিল এবং খ্রীষ্টের পেছনে পেছনে তা বহন করার জন্য আদেশ দিল (পদ ২৬), যাতে করে যীশু পথেই জ্ঞান হারিয়ে না ফেলেন এবং মারা না যান, সেই সাথে তারা যে বিকৃত রুচি চরিতার্থ করতে চেয়েছিল তা যেন সম্পন্ন হয়। এট ছিল এক ধরনের দয়া, কিন্তু অতি নিষ্ঠুর দয়া। তারা খ্রীষ্টের ক্রুশ অন্যকে দিয়ে তাঁকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিল।

খ. অনেকেই সেখানে ছিল, যারা ছিল সত্যিকারের শোককারী। এরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছিল, তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে শোক করছিল। সেখানে শুধুমাত্র তাঁর বন্ধুরা এবং শুভাকাঙ্খীরাই ছিল না, সেই সাথে সেখানে অনেক সাধারণ মানুষও ছিল। তারা তাঁর শত্রু ছিল না এবং তারা তাঁর প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়েছিল; কারণ তারা মানুষের কাছ থেকে এর আগে শুনেছিল যে, তিনি কতটা চমৎকার মানুষ। সেই সাথে তারা তাঁর মুখ থেকে তাঁর প্রচারও শুনেছিল। তাদের অবশ্যই এটা ভাবার কারণ ছিল যে, তাঁকে একেবারেই অন্যায্যভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। এই বিশাল জনতা তাঁর সাথে সাথে যেতে লাগল এবং তারা তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার স্থান পর্যন্ত গিয়েছিল; *আর অনেক লোক তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললো*, বিশেষ করে নারীরা, পদ ২৭। এদের অনেকে খ্রীষ্টের প্রতি করুণাবশত এবং অন্যরা কৌতূহলবশত এসেছিল। তবে আরও অনেকে এসেছিল যারা শোক এবং বিলাপ করছিল। এরা খ্রীষ্টের বিশেষ বন্ধু এবং পরিচিত মানুষ ছিল। যদিও অনেকে তাঁকে ঘৃণা করছে এবং নির্যাতন করেছে, তথাপি অনেকে তাঁকে সঠিক মূল্য দিয়েছে এবং তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। তারা তাঁর জন্য দুঃখিত ছিল। তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর নির্যাতনের সাক্ষী ছিল। মুমূর্ষু যীশু খ্রীষ্টকে সম্ভবত স্বাভাবিক কারণেই অপরিচিত যে কেউ অত্যন্ত দয়ার চোখে দেখছিল। এমন অনেকেই খ্রীষ্টের জন্য দুঃখ করছিল, যারা তাঁর উপর কখনো বিশ্বাস করে নি। এমন অনেকেই তাঁর জন্য শোক করছিল, যারা কখনো তাঁকে ভালোবাসেনি। এখানে আমরা খ্রীষ্টের জন্য শোককারীদের বিষয়ে দেখতে পাই। যদিও যে কেউ এ কথা মনে করতে পারে যে, খ্রীষ্টের সে সময় পুরোপুরি নিজের কথা চিন্তা করা উচিত ছিল, তথাপি তিনি তাদের চোখের জল নিয়ে চিন্তা করার এবং হৃদয়স্থ করার জন্য সময় পেয়েছিলেন। খ্রীষ্ট শোক করতে করতে মৃত্যুবরণ করলেন এবং তাঁর জন্য যারা শোক করেছিল তারা তাঁর শোকে বহুল পরিমাণে চোখের জল ঝরিয়েছিল। তিনি তাদের দিকে ফিরলেন, যদিও তারা তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল এবং তিনি তাদেরকে তাঁর জন্য কাঁদতে নিষেধ করলেন; বরং তিনি তাদেরকে নিজেদের জন্য কাঁদতে বললেন। তিনি তাদের শোককে আরেক দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, পদ ২৮।

১. তিনি তাদেরকে তাদের শোকের জন্য একটি কারণ বের করে দেখালেন: "ওগো যিরূশালেমের কন্যারা, আমার জন্য কেঁদো না, বরং নিজেদের এবং নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির জন্য কাঁদ।" এমন নয় যে, তিনি তাদেরকে কাঁদার জন্য দোষারোপ করছিলেন, বরং তিনি তাদের প্রশংসাই করছিলেন। যে হৃদয় এমন একজন মানুষের কষ্ট দেখে কেঁদে ওঠে, তা নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু তাদের অবশ্যই তাঁর জন্য সেভাবে কাঁদা উচিত নয়, বরং তাদের নিজেদের পরিবার এবং সন্তানদের জন্য কাঁদা উচিত। এর কারণ হচ্ছে, যিরূশালেম নগরীর উপর যে আসন্ন ধ্বংস নেমে আসছে তারই আগাম সংকেত হিসেবে তাদেরকে কাঁদতে হবে। নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে কেউ কেউ এবং তাদের সকল সন্তানেরা এই দুর্যোগের মধ্যে পড়বে এবং তারা নিঃশেষে বিনষ্ট হবে। লক্ষ্য করুন, যখন আমরা বিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে খ্রীষ্টকে ক্রুশারোপিত অবস্থায় দেখি, তখন আমরা কাঁদতে বাধ্য হই; তবে তাঁর জন্য নয়, আমাদের নিজেদের জন্য। আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের মৃত্যুতে সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করে প্রভাবিত হলে চলবে না, যার দুঃখ-

কষ্টে আমরা তার জন্য করুণা করবো। কিংবা তাঁকে আমাদের সাধারণ একজন বন্ধু হিসেবে দেখলে চলবে না, যার কাছ থেকে আমরা বিদায় নিয়েছি। খ্রীষ্টের মৃত্যু একটি বিশেষ ঘটনা। এটি ছিল তাঁর শত্রুদের উপরে বিজয় এবং উল্লাস। এটি ছিল আমাদের জন্য পরিত্রাণ স্বরূপ এবং আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক ক্রয়কৃত জীবন। আর সেই কারণেই আমাদেরকে কাঁদতে হবে; তবে তাঁর জন্য নয়, বরং আমাদের পাপময় অবস্থার জন্য এবং আমাদের সন্তানদের পাপের জন্য, যে পাপ মৃত্যুর কারণ। আমরা আতঙ্কে কাঁদবো (এখানে এ ধরনের অশ্রুর কথাই বলা হয়েছে), কারণ আমাদের উপরে দুঃখ দুর্দশা নেমে আসছে। আমরা যদি তাঁর ভালবাসাকে উপেক্ষা করি এবং তাঁর অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করি, যেভাবে যিহূদী জাতি করেছিল, তাহলেই আমরা তাদের মত করে ধ্বংস হয়ে যাব, যা ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে। যখন আমাদের নিকট সম্পর্কের কেউ বা আমাদের বন্ধুরা খ্রীষ্টতে মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্য কাঁদার কোন যুক্তি নেই আমাদের, কারণ তারা তাদের রক্ত মাংসের বোঝা ত্যাগ করেছে। তারা যথার্থ পবিত্র হয়েছে এবং তারা যথোপযুক্ত বিশ্রাম ও আনন্দের মাঝে প্রবেশ করেছে। কিন্তু আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা এখনো এই পাপের পৃথিবীতে দুঃখ এবং কষ্টের মাঝে পড়ে আছি।

২. তাদের নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের জন্য কেন কাঁদা উচিত সে ব্যাপারে খ্রীষ্ট এখানে নির্দিষ্ট কিছু যুক্তির অবতারণা ঘটিয়েছেন: "কারণ দেখ, তোমাদের শহরে খুব খারাপ দিন ঘনিয়ে আসছে; এই শহর ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমরাও এই ধ্বংসের মধ্যে পতিত হবে।" যখন খ্রীষ্টের নিজ শিষ্যরা খ্রীষ্টের বিদায়ের জন্য স্বর্গীয় চিন্তা নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করছিলেন, সে সময় তিনি তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আবার তাদেরকে দেখা দেবেন এবং এ কারণে তাদের আনন্দ করা উচিত (যোহন ১৬:২২)। কিন্তু যখন যিরূশালেমের এই নারীরা শুধুমাত্র পার্থিব দিক চিন্তা করে তাঁর জন্য কাঁদছিল, তখন তিনি তাদের কান্নার ধারাকে অন্য দিকে প্রবাহিত করেছেন এবং বলেছেন যে, তাদের জন্যও সামনে এমন দিন আসছে যা দেখে সবাই কাঁদবে। তাদের শোক করা উচিত, বিলাপ করে কাঁদা উচিত (যাকোব ৮:৯)। এর আগে খ্রীষ্ট যিরূশালেমের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেছেন এবং এখন খ্রীষ্টের জন্য পুরো যিরূশালেম অশ্রু বিসর্জন করছে। সিয়োনের কন্যাগণ খ্রীষ্টতে আনন্দ করুক; যারা খ্রীষ্টকে তাদের রাজা বলে গ্রহণ করেছে, তিনি তাদেরকে রক্ষা করতেই এসেছেন। কিন্তু যিরূশালেমের কন্যারা, যারা কেবলমাত্র তাঁর জন্য কেঁদেছে, কিন্তু তাঁকে নিজেদের রাজা বলে গ্রহণ করে নি, তারা এই ভেবে কাঁদুক যে, খ্রীষ্ট তাদের বিচার করতে ফিরে আসবেন। এখানে যিরূশালেমের ধ্বংসের কথা দু'টি প্রবাদতুল্য উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, যা অবশ্যই যথাসময়ে সম্পাদিত হবে এবং এ দু'টি উক্তিই অত্যন্ত ভয়ানক। এই উক্তিতে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা বলা হয়েছে যা মানুষ কখনোই আশা করে না এবং সর্বদা এর জন্য আতঙ্কিত হয়। আর তা হচ্ছে সন্তানহীন হওয়া এবং জীবন্ত কবরপ্রাপ্ত হওয়া।

(১) এমন দিন আসছে যখন লোকে বলবে, "যাদের কখনও ছেলেমেয়ে হয় নি এবং যারা কখনও বুকের দুধ শিশুদের খাওয়ায় নি, সেই বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা ধন্য।" সাধারণভাবে

যাদের সন্তান নেই, তারা সেই সমস্ত নারীদেরকে হিংসা করে থাকে, যাদের সন্তান আছে; যেমন– রাহেল লেয়াকে হিংসা করতেন। সে সময় যাদের সন্তান আছে তাদের পলায়নপর অবস্থায় পড়তে হবে। তারা দুঃখজনকভাবে চরম দুর্দশার শিকার হতে হবে; যেমন– দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হওয়া বা ছোরার আঘাতে মৃত্যুবরণ করা। আর তাই তখন তারা যাদের সন্তান নেই তাদেরকে হিংসা করবে আর বলবে, *ধন্য সেই নারীরা, যারা বন্ধ্যা, যাদের নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যাকারীদের হাতে তুলে দিতে হয় নি, কিংবা যাদের কোল থেকে তাদের সন্তানদেরকে কেড়ে নেওয়া হয় নি*। সে সময় শুধু যে শিশু সন্তানের মা বা স্তন্যদানকারী মায়েদের উপর দুর্দশা নেমে আসবে তা নয়, যেমনটা খ্রীষ্ট বলেছেন (মথি ২৪:১৯); বরং যারা তাদের সন্তানদের জন্ম দিয়েছে, স্তন্য দান করেছে এবং সেই সন্তানেরা এখানো বেঁচে আছে তাদের উপরেও দুর্দশা নেমে আসবে (হোশেয় ৯:১১-১৪)। এর সান্ত্বনার ক্ষণত্বের এবং অনিশ্চয়তার দিকে দৃষ্টি দিন; কারণ আমাদের উপর ঈশ্বরের শাস্তি এমন ভয়ঙ্কররূপে নেমে আসতে পারে যে, হয়তো সেগুলোই আমাদের প্রতি বিরাট বোঝা বলে মনে হবে এবং আমাদের জন্য সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় বলে মনে হবে, যা আমরা আমাদের জন্য সবচেয়ে সুফলজনক বলে মনে করেছি।

(২) তারা চাইবে যেন তাদের জীবন্ত কবর দিয়ে দেওয়া হয়: *সে সময়ে লোকেরা পর্বতমালাকে বলতে আরম্ভ করবে, আমাদের উপরে পড়; এবং উপপর্বতগণকে বলবে, আমাদেরকে ঢেকে রাখ,* পদ ৩০। তারা চাইবে যেন তারা সবচেয়ে ঘন অন্ধকারে ঢাকা গুহায় চলে যেতে পারে, সমুদ্রের নিম্নতর স্থানে গিয়ে বসে থাকতে পারে। মূলত এই ভাষা হবে এই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী মানুষের (প্রকা ৬:১৬)। তবে যারা খ্রীষ্টের কাছে আশ্রয় খুঁজবে না এবং তাঁর কাছে এসে আশ্রয় চাইবে না, তাদের এই পর্বত ও উপপর্বতের কাছে গিয়ে আশ্রয় চাওয়াটা একেবারেই বৃথা যাবে।

৩. তিনি তাদেরকে দেখালেন যে, তাঁর নিজ পরিণতির সাথে তুলনা করলে তাদের নিজেদের পরিণতি কতটা অবশ্যম্ভাবী। *কারণ লোকেরা সরস বৃক্ষের প্রতি যদি এমন করে, তবে শুষ্ক বৃক্ষে কি না ঘটবে?* পদ ৩১। অনেকে মনে করেন যে, এই কথাটি খ্রীষ্ট যিহিস্কেল ২০:৪৭ পদ থেকে নিয়েছেন: *দেখ আমি তোমার মধ্যে অগ্নি জ্বালাবো, তা তোমার মধ্যে সমস্ত সতেজ বৃক্ষ ও সমস্ত শুষ্ক বৃক্ষ গ্রাস করবে*। তিনি এখানে বুঝিয়েছেন, ঈশ্বর যদি তাকে এতটা কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করতে দিতে পারেন, যিনি তাঁর নিজ পুত্র এবং সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও পবিত্র, তাহলে যারা অপবিত্র জীবন যাপন করে এবং পাপ করে, তাদের ক্ষেত্রে ঈশ্বর কি করবেন? "যদি ঈশ্বর আমাকে এভাবে সমস্ত কষ্ট সহ্য করার জন্য তৈরি করেন, যেহেতু আমাকে পাপের জন্য উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে পাপীরা নিজেরা কি করবে?" খ্রীষ্ট ছিলেন একটি সবুজ গাছ, যা ছিল ফলবান এবং সমৃদ্ধ। এখন, তাঁর ক্ষেত্রে যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে, তাহলে আমরা এটি ধরে নিতে পারি যে, সমগ্র মানব জাতির জন্য তাহলে কি ধরনের পরিণতি অপেক্ষা করতে পারে এবং যারা এখনও শুকিয়ে যাওয়া গাছের মত রয়েছে; কারণ তাদেরকে ফলবান করে তোলার মত আর কোন কিছুই করা বাকি নেই। যদি ঈশ্বর তাঁর সন্তানের প্রতি এই কাজ করতে পারেন, যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ভালবাসার পাত্র, তাহলে তিনি লোকদেরকে তাঁর ক্রোধের কারণে কি

করবেন, যখন তিনি তাদের মধ্যে পাপের আবাস ও রাজত্ব দেখতে পাচ্ছেন? যদি আমাদের পিতা সবুজ গাছের এই পরিণতি করায় খুশি হন, তাহলে যখন তিনি আমাদের মধ্যে পাপ দেখতে পাবেন, তখন তিনি কেন আমাদেরকেও সেই গাছের মত শুষ্ক করে দেবেন না? লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের তিক্ত কষ্টভোগের কারণে আমরা ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর বিচারের সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হই এবং আমাদের উচিত এ কারণে আতঙ্কিত হওয়া। খ্রীষ্টের সাথে তুলনা করলে সবচেয়ে ভাল সাধু ব্যক্তিও শুকনো গাছের মত। যদি তিনি কষ্টভোগ করেন, তাহলে কেন তারাও কষ্টভোগ করার আশা করবেন না? সেক্ষেত্রে আমরা ধারণা করতে পারি, পাপীদের আসলে কতটা পতন ঘটবে?

লূক ২৩:৩২-৪৩ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখি:

ক. খ্রীষ্টের কষ্টভোগ সম্পর্কিত কিছু অংশ যা আমরা এর আগে মথি এবং মার্কের সুসমাচারে দেখেছি।

১. যেখানে খ্রীষ্টকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তাঁর সাথে আরও দুই জন দাগী অপরাধীকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, যারা সম্ভবত খ্রীষ্টের বিচারের আগেই বিচারের মধ্য দিয়ে মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছিল এবং তাদেরকে এই একই দিনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা ছিল। সম্ভবত খ্রীষ্টের মৃত্যুর ঘটনাটিকে আরও আলোচিত করার জন্য এই দুই অপরাধীকে খ্রীষ্টের সাথেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২. খ্রীষ্টকে কালভেরি নামক এক স্থানে ক্রুশারোপিত করা হয়, এর গ্রীক নাম হচ্ছে *গল্‌গথা*, অর্থাৎ মাথার খুলির পাহাড়। এটি ছিল একটি কুখ্যাত জায়গা, কারণ এখানে খ্রীষ্টের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল, কিন্তু একই সাথে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই পাহাড়েই খ্রীষ্ট মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। তাঁকে সেখানে ক্রুশে দেওয়া হয়। তাঁর হাত এবং পা ক্রুশে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করা হয়, এটি করা হয়েছিল ক্রুশটি মাটিতে শোয়ানো অবস্থায় এবং পেরেক লাগিয়ে ফেলার পর ক্রুশটি মাটিতে খাড়া করে পুঁতে দেওয়া হয়, কিংবা কোন কব্জার সাথে এটিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এটি যে কোন মৃত্যুর চেয়ে বেশি বেদনাদায়ক এবং লজ্জাজনক মৃত্যু।

৩. খ্রীষ্টকে দুইজন অপরাধী বা ডাকাতের মাঝখানে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, যেন তিনি ঐ দুই জনের চেয়েও বেশি অপরাধী ও দোষী। এভাবে তাঁকে শুধু অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হল না, বরং সেই সাথে তাঁকে অপরাধীদের মধ্যে গণনা করা হল; তাঁকে ডাকাতদের চেয়েও খারাপ বলে সাব্যস্ত করা হল।

৪. যে সমস্ত সৈন্য খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের কাজে নিয়োজিত ছিল, তারা খ্রীষ্টের কাপড় তাদের মজুরী হিসেবে নিয়ে নিল এবং সেটি লটারি করে তাদের নিজেদের ভেতরে ভাগ করে নিল: তারা তাঁর কাপড় কেড়ে নিল এবং তা নিজেদের ভেতরে গুলিবাট করল। এর পরিমাণ এতই কম ছিল যে, যদি তা ভাগ করা হত তাহলে কেউই ভাগে তেমন কোন অংশ পেত না, আর সেই কারণেই তারা লটারি করে সেই কাপড়টি একজনের জন্য বরাদ্দ

করল।

৫. তাঁকে প্রচণ্ড অবিশ্বাস এবং অবজ্ঞা করা হল এবং তাঁকে অকল্পনীয় অমার্যাদার সাথে যন্ত্রণা ও বেদনা দেওয়া হল; যখন তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল। মানুষের চরিত্রের মধ্যে এতটা বর্বরতা খুব কমই দেখা গেছে: লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। তারা যে কষ্ট পাচ্ছিল তা নয়, বরং তারা এই দৃশ্য দেখে মজা পাচ্ছিল। সে সময় শাসকেরা, যাদের প্রত্যেকেই তাদের অনুভূতি এবং সম্মান লাভ করেই এই পদে এসেছে, তারা লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল এবং তাঁকে দেখতে লাগল। তারা এমন আচরণ করছিল যেন এমন আচরণ তাঁর প্রাপ্য ছিল এবং তারা আর সকলে সাথে গলা মিলিয়ে বলছিল, সে অন্যদের জীবন বাঁচিয়েছে, এখন সে নিজের জীবন রক্ষা করুক। এভাবেই তিনি যে সকল উত্তম কাজ করেছেন তার বিপরীতে তাঁকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হল, যেন এই কাজের জন্যই তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল। তারা খ্রীষ্টের পতনে এমনভাবে উল্লাস করছিল যেন তারা তাঁকে পরাজিত করেছে, যেখানে তিনি একজন বিজয়ীর চাইতেও বড় কিছু ছিলেন। তারা তাঁকে ক্রুশ থেকে নেমে নিজের জীবন রক্ষা করতে বলেছিল, যেখানে তিনি ক্রুশে জীবন দান করে অন্যদের জীবন বাঁচাচ্ছেন: *তুমি যদি সত্যিই খ্রীষ্ট হও, ঈশ্বরের মনোনীত হও, তাহলে নিচে নেমে এসে নিজের জীবন বাঁচাও*। তারা জানতো যে, খ্রীষ্ট হচ্ছেন ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তি, তিনি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। "যদি তিনি খ্রীষ্ট হয়ে আমাদেরকে রোমীয়দের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন (এ ছাড়া তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে আর কোন ধারণা করতে পারতো না), তাহলে তিনি নিজেকে রোমীয়দের হাত থেকে মুক্ত করুন, যারা এখন তাঁকে বন্দী করেছে।" এভাবে যিহূদীরা তাঁকে রোমীয়দের হাতে বন্দী হওয়ার কারণে বিদ্রুপ করতে লাগলেন, কারণ তিনি রোমীয়দেরকে অধীনস্থ করতে পারেন নি। রোমীয় সৈন্যরা তাঁকে যিহূদীদের রাজা বলে উপহাস করতে লাগল। "এ ধরনের রাজার জন্য এই ধরনের লোকেরাই ভাল, আর এ ধরনের লোকদের জন্য এ ধরনের রাজাই ভাল।" তারা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল (পদ ৩৬,৩৭); তারা তাঁকে নিয়ে খেলতে লাগল এবং তাঁর যন্ত্রণা ও কষ্ট নিয়ে বিদ্রুপ করতে লাগল। তারা সে সময় তীব্র কটু স্বাদের মদ পান করছিল এবং তারা খ্রীষ্টকে সেধে বলতে লাগল যে, তিনি এক চুমুক পান করবেন কি না। তারা এও বলতে লাগল, *যদি তুমি যিহূদীদের রাজা হয়ে থাকো, তাহলে নিজেকে রক্ষা কর*; কারণ যিহূদীরা তাঁকে খ্রীষ্ট বলে মেনে নিতে পারে নি বলেই এই অত্যাচার করেছিল, আর রোমীয়রা তাঁকে শাস্তি দিয়েছিল একজন রাজা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করার কারণে।

৬. খ্রীষ্টের মাথার উপরে তাঁর দোষ তুলে ধরার জন্য একটি কাঠের ফলক টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল; আর সেটি ছিল, *এ হল যিহূদীদের রাজা*, পদ ৩৮। তিনি নিজেকে যিহূদীদের রাজা বলার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তারা এমনটাই মনে করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর মনে করেছিলেন যে, এটি তাঁর সত্যিকারের উপাধি এবং তিনি এর যোগ্য; যদিও তিনি এখন এর জন্য অপমানিত হচ্ছেন। তিনি যিহূদীদের রাজা, মণ্ডলীর রাজা এবং তাঁর ক্রুশ হল তাঁর মুকুট। তিনি যে সমস্ত ভাষা জানতেন সেই সমস্ত ভাষায় এই কথাটি লিখিত হয়েছিল: গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু; কারণ এই সমস্ত ভাষাতেই পরে খ্রীষ্টের সুসমাচার সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হতে থাকে। এটি তিনটি ভাষায় লেখা হয়েছিল, যাতে সকল মানুষই এই কথাটি পড়তে

পারে এবং এ সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর এর মধ্য দিয়ে এই কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, খ্রীষ্টের সুসমাচার সমস্ত জাতির কাছে প্রচারিত হবে। এর সূচনা হবে যিরূশালেম থেকেই এবং তা পরবর্তীতে সকল ভাষায় পাঠ করা যাবে। অযিহূদী দর্শনে গ্রীক ভাষা সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল, রোমীয় আইন ও সরকার ব্যবস্থায় ল্যাটিন ভাষা সবচেয়ে প্রচলিত ছিল এবং পুরাতন নিয়মের ভাষা হিসেবে হিব্রু ছিল অন্যতম পরিচিত ভাষা। এই তিনটি ভাষায় যীশু খ্রীষ্টকে রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। যে সমস্ত তরুণ শিক্ষার্থীরা এই তিনটি ভাষা শেখার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে, তাদের অবশ্যই এই দিকে নজর দেওয়া উচিত; কারণ এই তিনটি ভাষা আয়ত্ব করার ফলে খ্রীষ্টের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পথ সুগম হবে।

১. শত্রুদের প্রতি খ্রীষ্টের প্রার্থনা (পদ ৩৪): *পিতা, এদের ক্ষমা কর*। খ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সাতটি উল্লেখযোগ্য বাণী উচ্চারণ করেছিলেন এবং এটি তার মধ্যে প্রথম বাণী। কেন তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এর একটি কারণ হচ্ছে, তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লোকদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে চেয়েছেন এবং এর মধ্য দিয়ে নিজেকে এবং তাঁর পিতা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন। তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করার পরপরই, অথবা তারা যখন তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করছিল সে সময় খ্রীষ্ট এই প্রার্থনা করলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) কি আবেদন রয়েছে এই মুনাজাতে: *পিতা, এদের ক্ষমা কর*। যে কেউ মনে করতে পারে যে, খ্রীষ্টের নিশ্চয়ই এ ধরনের প্রার্থনা করা উচিত ছিল, "পিতা, এদেরকে শেষ করে দাও; প্রভু এদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেল এবং ধ্বংস করে দাও।" তারা এখন যে পাপ করেছে তা অবশ্যই ক্ষমার অযোগ্য এবং তাদের এখন শুধু মৃত্যুই পাওনা রয়েছে। না, বরং এদের জন্য বিশেষভাবে খ্রীষ্ট প্রার্থনা করেছেন। এখন তিনি তাঁর হত্যাকারীদের জন্য মধ্যস্থতা করছেন, যা আগেই বলা হয়েছিল (যিশাইয় ৫৩:১২)। এখন এটি তাঁর প্রার্থনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (যোহন ১৭); যাতে করে তিনি উন্মুক্তভাবে তাঁর মধ্যস্থতার কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন: সেগুলো সাধুদের জন্য এবং এগুলো পাপীদের জন্য। এখন, ক্রুশের উপর থেকে খ্রীষ্টের বাণীগুলো এবং তাঁর যন্ত্রণার আরেকটি মহান উদ্দেশ্য রয়েছে বলে আমরা মনে করতে পারি। এটি ছিল একটি মধ্যস্থতাকারী বাণী এবং তাঁর মৃত্যুর চরম এক অর্থ প্রকাশকারী বাণী: "পিতা, এদেরকে ক্ষমা কর। শুধু এদেরকেই নয়, বরং যারা যারা অনুশোচনা করবে এবং সুসমাচারে বিশ্বাস করবে তাদের প্রত্যেককেই ক্ষমা কর।" তিনি এ কথা বলেন নি যে, তাদেরকে কোন শর্তের বিনিময়ে ক্ষমা করা হবে। "পিতা, এখন আমি যে কষ্টভোগ করছি ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছি, এমনটাই ঘটবে বলে ঠিক করা হয়েছিল, তাই এই হতভাগ্য পাপীদের ক্ষমা করে দেওয়া হোক।" লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে মহান বিষয়টি ক্রয় করতে বা আদায় করে নিতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা।

[২] যারা যারা অনুশোচনা করবে এবং তাঁর সুসমাচারে বিশ্বাস করবে তাদের জন্য খ্রীষ্ট এই মধ্যস্থতাই করেছেন এবং করবেন। তাঁর রক্ত তাদের জন্য বলে উঠবে: *পিতা,*

এদেরকে ক্ষমা কর।

[৩] সবচেয়ে মহা পাপীরাও খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে অনুশোচনা করার মাধ্যমে দয়া ও করুণা লাভ করতে পারে। যদিও তারা খ্রীষ্টের নির্যাতনকারী এবং হত্যাকারী ছিল, তারপরও তিনি এই প্রার্থনা করেছেন, *পিতা, এদেরকে ক্ষমা কর।*

(২) কি আকুতি রয়েছে এই মুনাজাতে: *কারণ তারা জানে না যে, তারা কি করছে।* তারা যদি জানতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই তাঁকে ক্রুশে দিত না (১ করিন্থীয় ২:৮)। তাঁর মহিমার উপরে এবং তাদের উপলব্ধির উপরে পর্দা স্থাপন করা হয়েছিল। কি করে তারা দু'টি পর্দা ভেদ করে দেখতে পাবে? তারা অবচেতনভাবে তাদের উপরে এবং তাদের সন্তানদের উপরে খ্রীষ্টের রক্তের দায় পড়ুক এটাই চেয়েছিল। কিন্তু তারা যদি জানতো যে তারা কি করছে, তাহলে তারা আর এই কাজ কোনমতেই করতে চাইতো না। লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধকারীরা জানতো না যে, তারা কি করছে। তারা যদি কোন মানুষের বিষয়ে মন্দ কথা বলে কিংবা কোন ধর্মের বিষয়ে মন্দ কথা বলে, এর অর্থ হচ্ছে তারা সেই মানুষ বা ধর্ম সম্পর্কে জানে না।

[২] পাপ করার ক্ষেত্রে একটি বড় বিষয় হচ্ছে অজ্ঞতা। এটি হতে পারে যথাযথ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, এটি হতে পারে প্রকৃত শিক্ষা বা নির্দেশনা পাওয়ার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, কিংবা ঔদ্ধত্য এবং গোঁড়ামি। খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধকারীরা তাদের শাসকদের দ্বারা অজ্ঞতার মাঝে ডুবে ছিল এবং তাদের ভেতরে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধবাদী নীতি গ্রথিত ছিল। এই কারণেই খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারকে অবজ্ঞা এবং প্রত্যাখান করার মধ্য দিয়ে তারা মনে করেছিল যে, তারা ঈশ্বরের সেবা করছে (যোহন ১৬:২)। এদের জন্য সত্যিই দয়া ও করুণা হয় এবং এদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। খ্রীষ্টের এই প্রার্থনা পূর্ণ হতে খুব বেশি সময় লাগে নি, কারণ যারা তাদের পাপের কারণে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল, তারাই পিতরের প্রচার দ্বারা মন পরিবর্তন করেছিল। এটি আমাদের জন্য উদাহরণ হিসেবেও লেখা হয়েছে।

প্রথমত, আমাদেরকে অবশ্যই প্রার্থনার সময় ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করতে হবে এবং তাঁর কাছে শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস সহকারে আসতে হবে; যেভাবে সন্তানেরা পিতার কাছে আসে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ঈশ্বরের কাছে অবশ্যই যে মহান বিষয়টি চাইতে হবে তা হচ্ছে আমাদের এবং অন্যদের জন্য পাপের ক্ষমা।

তৃতীয়ত, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। সেই সাথে যারা আমাদেরকে ঘৃণা করে এবং নির্যাতন করে, তাদের জন্যও প্রার্থনা করতে হবে। তাদেরকে সকল প্রকার পাপের জন্য ক্ষমা করে দিতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত হবে না, কারণ তারা জানে না যে, তারা কি করেছে; তারা অন্ধ হয়ে ছিল। আমাদেরকে অবশ্যই তাদের পাপের ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের কাছে একাগ্র হতে হবে, বিশেষ করে আমাদের বিরুদ্ধে তারা যে পাপ করেছে তার জন্য। এটি খ্রীষ্টের নিজস্ব আইনের

ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টান্ত (মথি ৫:৪৪,৪৫: তোমাদের শত্রুদেরকে ভালবেসো)। এটি সেই রীতিকে অত্যন্ত শক্তিশালী করেছে; কারণ যদি খ্রীষ্ট এ ধরনের শত্রুদেরকে ভালবাসতে এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন, তাহলে আমাদের শত্রুদেরকে কেন আমরা ভালবাসতে এবং ক্ষমা করে দিতে পারবো না?

২. ক্রুশের উপরে একজন ডাকাতের মন পরিবর্তন। এটি হচ্ছে সকল প্রকার বাধা ও শয়তানের সমস্ত শক্তির উপরে খ্রীষ্টে বিজয়ের একটি দৃষ্টান্ত; যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, শয়তানের কাছে খ্রীষ্টের পরাজয় ঘটেছে। খ্রীষ্ট দুইজন ডাকাতের মাঝখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল; যেমনভাবে মানুষের মাঝে খ্রীষ্টের ক্রুশ বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া ফেলেছিল। অনেকে খ্রীষ্টের ক্রুশের কারণে তাঁর সুসমাচারের প্রতি আগ্রহী হয়েছিল এবং এর কাছে এসেছিল। তারা সকলেই ছিল দোষী, সকলেই ঈশ্বরের চোখে অপরাধী ছিল। এখন, খ্রীষ্টের ক্রুশ অনেকের কাছে ছিল জীবন রক্ষা করার একটি মাধ্যম, আর অনেকের কাছে ছিল মৃত্যুর মাধ্যম। যারা ধ্বংস হয়ে যাবে, তাদের কাছে এটি বোকামি; কিন্তু যারা জীবন লাভ করেছে, তাদের জন্য এটি ঈশ্বরের জ্ঞান এবং ঈশ্বরের ক্ষমতা।

(১) এখানে আমরা একজন অপরাধীকে দেখি, যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কঠিন হৃদয় নিয়ে ছিল। খ্রীষ্টের ক্রুশের কাছাকাছি থাকায় সে অন্যান্যদের মত করে খ্রীষ্টকে বলল (পদ ৩৯); *তুমি যদি সত্যিই খ্রীষ্ট হয়ে থাক, তাহলে নিজেকে এবং আমাদেরকে রক্ষা কর*। যদিও সে এখন যন্ত্রণা এবং কষ্টভোগ করছে এবং মৃত্যুছায়ার উপত্যকা দিয়ে গমন করছে, তারপরও সে তার গর্বিত ও উদ্ধত আত্মাকে নম্র করে নি, কিংবা তার আত্মাকে ভালভাবে কথা বলার জন্য শিক্ষা দেয় নি। এমনকি তার সাথের মৃত্যুপথযাত্রীর সাথেও সে ভালভাবে কথা বলে নি। মৃত্যুর আগ পর্যন্তও তার বোকামি তাকে ছেড়ে যায় নি। দুষ্ট আত্মার মাঝে কোন ভাল চিন্তা জাগ্রত হয় না; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা আরও পাপে ডুবে যায়, যখন তার উত্তমের পথে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। সে খ্রীষ্টকে এবং তার নিজেকে রক্ষা করার জন্য খ্রীষ্টকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। লক্ষ্য করুন, এমন অনেকে রয়েছে যারা প্রতিনিয়তই খ্রীষ্টকে বিদ্রূপ করে চলে, তারপরও তারা খ্রীষ্টের দ্বারাই পরিত্রাণ পাওয়ার আশা করে। শুধু তাই নয়, যখন তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য পরিত্রাণ পায় না, তখন তারা আর খ্রীষ্টকে তাদের পরিত্রাণকর্তা রূপে স্বীকার করতে চায় না।

(২) এখানে আরেকজন ডাকাতকে আমরা দেখি, যে মৃত্যুর আগে তার অন্তরকে নম্র করেছিল। মথি এবং মার্কে বলা হয়েছে যে, সেই ডাকাতেরা এবং যারা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তারা সকলেই খ্রীষ্টকে ভর্ৎসনা করেছিল। অনেকে মনে করেন যে, ডাকাতদের একজন খ্রীষ্টকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু অন্যরা মনে করেন, সকলেই খ্রীষ্টকে বিদ্রুপ ও ভর্ৎসনা করেছিল। কিন্তু আমরা এখনে দেখি যে, একজন ডাকাতের অন্তর দারুনভাবে পরিবর্তিত হয় এবং সে নম্র সুরে খ্রীষ্টের সাথে কথা বলে। এই অপরাধী যখন শয়তানের হাতে পড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, ঠিক সে সময় সে সেই ভয়ানক আগুন থেকে বের হয়ে আসে এবং স্বর্গীয় দয়া ও অনুগ্রহের এক প্রতিমূর্তিতে পরিণত হয়। শয়তান তখন এক হতাশ

সিংহের মত গর্জন করতে থাকে, যার শিকার এই মাত্র থাবা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা তাদের সকলকে অনুশোচনা করতে উৎসাহ জোগায় কিংবা দয়া ভিক্ষা করার জন্য বলে, যারা কয়েক মুহূর্ত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে; কারণ যদিও এটি নিশ্চিত যে, সত্যিকার অনুশোচনার সময় কখনো ফুরিয়ে যায় না, কিন্তু তারপরও এটি সত্য যে, খুব বেশি দেরিতে অনুশোচনা করলে তা অনেক সময় আর ফলপ্রসূ হয় না। কেউই এ ব্যাপার নিশ্চিত হতে পারে না যে, তারা মৃত্যুর আগে অনুশোচনা করার সুযোগ পাবে কি না। তবে সব মানুষেরই এ ব্যাপারে ধরে নেওয়া উচিত যে, এই ডাকাতটি যেভাবে মৃত্যুর আগে অনুশোচনা করার সুযোগ পেল, সেভাবে সবার অনুশোচনা করার সুযোগ নাও থাকতে পারে; কারণ এর ঘটনাটি ছিল ব্যতিক্রমী। সে কখনোই খ্রীষ্টের কাছ থেকে কোন পরিত্রাণের নিমন্ত্রণ পায় নি, কিংবা অনুগ্রহের দিনের কথাও সে শোনে নি। তারপরও সে এমন এক সময় খ্রীষ্টের অনুগ্রহের ক্ষমতার নিদর্শন হয়ে উঠলো, যখন সে তার দুর্বলতার কারণে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছে। খ্রীষ্ট যিহূদার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে এবং পিতরের সঞ্জীবনীর মধ্য দিয়ে শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন। আরও একবার তিনি এই ডাকাতের সাথে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তাঁর বিজয়ের স্মারক উঁচুতে তুলে ধরলেন। ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে এই ঘটনাটি আমাদের সকলের খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

[১] ডাকাতটি যা বলেছিল সেই কথার কারণে তার উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বর্ষিত হওয়ার ব্যতিক্রমী ঘটনা: এখানে আমরা দেখি কি করে খুব অল্প সময়ের ভেতরেই একজন মানুষ বিরাট পরিমাণে অনুগ্রহের অধিকারী হয়।

প্রথমত, দেখুন সে অন্য অপরাধীটিকে কি বলেছিল, পদ ৪০,৪১।

১. সে খ্রীষ্টকে বিদ্রুপ করার কারণে তাকে ভর্ৎসনা করেছিল, কারণ তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি কোন ভীতি ছিল না এবং ধর্ম সম্পর্কে কোন বোধ ছিল না: *তুমি কি ঈশ্বরকে ভয় কর না?* এর অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বরকে ভয় করার কারণেই সমস্ত লোক যা করছে সেই কাজ সে করতে পারছে না। "আমি ঈশ্বরকে ভয় করি, আর সেই কারণে আমি এই কাজ করতে সাহস করছি না। তুমি কেন ঈশ্বরকে ভয় করছো না?" যাদের চোখ খোলা ছিল, তারা সকলে দেখতে পাচ্ছিল যে, এই কাজ অত্যন্ত ঘৃণিত এবং চরম মন্দ; কারণ তাদের চোখে ঈশ্বরের প্রতি ভীতি ছিল। "যদি তোমার মধ্যে কোন মানবতাবোধ থাকতো তাহলে তুমি কখনোই এমন কাউকে তিরস্কার করতে পারতে না, যে তোমারই মত কষ্টভোগ করছে। তোমার তো ঐ একই অবস্থা, তুমিও মৃত্যুপথযাত্রী। আর ঐ মন্দ লোকেরা যাই করুক না কেন, এ রকম একজন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিকে অবিশ্বাস করা খুবই মন্দ কাজ।"

২. সে এ কথা স্বীকার করেছিল যে, তার প্রতি যা করা হচ্ছে তা অত্যন্ত ন্যায্য: *আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি*। সম্ভবত তারা দুজনেই একই অপরাধ বা দোষের কারণে শাস্তি পাচ্ছিল, আর তাই সে আরও নিশ্চিত হয়ে বলেছিল, *আমাদের যা পাওনা আমরা তা-ই পাচ্ছি*। এটি একটি ব্যতিক্রমী উপায়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করে। এই দুইজন অপরাধী সকল ধরনের অপরাধের এবং যন্ত্রণার দোসর, তারপরও একজন পরিত্রাণ পেল এবং অন্যজন বিনষ্ট হল। যে দু'জন সব সময় একসাথে চললো এবং এক সাথে কাজ করলো, তাদের

মধ্য থেকে এখন একজনকে তুলে নেওয়া হবে এবং একজনকে রেখে যাওয়া হবে। সে এই কথা বলে নি যে, *তুমি তো উচিত শাস্তিই পাচ্ছ*, বরং সে বলেছে *আমরা*। লক্ষ্য করুন, সত্যিকার অনুশোচনাকারীরা তাদের সকল প্রকার পাপের জন্য ঈশ্বরের দত্ত শাস্তির কথা জানে। ঈশ্বর ঠিকই করেছেন, কিন্তু আমরাই মন্দ কাজ করেছি।

৩. সে বিশ্বাস করেছিল যে, খ্রীষ্ট অন্যায়ভাবে কষ্টভোগ করছেন। যদিও খ্রীষ্টকে দু'টি আদালতের বিচারে আনা হয়েছে এবং তাঁকে সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধী হিসেবে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছে; তবুও এই অনুশোচনাকারী ডাকাতটি খ্রীষ্টর যন্ত্রণা দেখে এটি বিশ্বাস করেছিল যে, তিনি কোন অন্যায় কাজ করেন নি বা তাঁর চরিত্র কলুষিত হয় এমন কোন কাজই তিনি করেন নি। সে এর আগে খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের কথা শুনেছে কি না তা এখানে উল্লেখ করা হয় নি। তবে এই জ্ঞানের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহের আত্মাকে আলোকিত করা হয়েছিল এবং সে বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, *এই লোকটি তো কোন দোষ করে নি*।

দ্বিতীয়ত, সে আমাদের প্রভু যীশুকে যা বলেছিল: *প্রভু, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন*, পদ ৪২। এই প্রার্থনা একজন মৃত্যুপথযাত্রী পরিত্রাণকর্তার প্রতি একজন মৃত্যুপথযাত্রী অনুশোচনাকারীর মুপরিত্রাণ। এভাবে খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করাটা খ্রীষ্টের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক, যদিও তিনি এখন ক্রুশে বিদ্ধ রয়েছেন এবং যন্ত্রণা ভোগ করছেন। এই ডাকাতটি খুশি মনেই খ্রীষ্টের কাছে এই আবেদন জানিয়েছিল। সম্ভবত সে এর আগে কখনোই প্রার্থনা করে নি এবং সে এখন খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানার কারণে শেষ মুহূর্তে পরিত্রাণপ্রাপ্ত হল। জীবন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আশাও আছে এবং যতক্ষণ আশা আছে ততক্ষণ প্রার্থনা করার সুযোগ রয়েছে।

১. প্রার্থনায় তার বিশ্বাস লক্ষ্য করুন। পাপের জন্য তার অনুশোচনায় (পদ ৪১) সে ঈশ্বরের প্রতি অনুতাপ প্রকাশ করেছিল। এই আবেদনে সে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করছে। সে খ্রীষ্টকে প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়েছে এবং সে খ্রীষ্টের রাজ্যের অংশীদার হিসেবে নিজেকে মনে করছে; তাই সে মনে করেছে যে, সেই রাজ্যে তার অধিকার থাকবে। তাদের সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত, যারা অনুগ্রহ লাভ করবে। দিনের এই সময়ে পাপের জন্য অনুশোচনা করাই সবচেয়ে উত্তম কাজ। খ্রীষ্ট এখন চরম অপমানে অবনমিত, তাঁর শিষ্যদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, তাঁর নিজ জাতির কাছে নির্যাতিত, একজন দোষী হিসেবে যন্ত্রণাপ্রাপ্ত। কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রে যে সমস্ত কথা লিখিত আছে সেগুলো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর যন্ত্রণার অবসান ঘটবে না। তবে এই মুহূর্তে এই অপরাধীর পাপ স্বীকার এবং ক্ষমার আবেদনে তিনি মহিমান্বিত হয়েছিলেন, যা সেই শতপতিকে চমৎকৃত করেছিল। এখন পর্যন্ত আমরা এমন মহান বিশ্বাসের নিদর্শন খুঁজে পাই না, সমগ্র ইস্রায়েলের পাই না। সে এই জীবনের পর আরেকটি জীবনে বিশ্বাস করেছিল এবং সেই জীবনে সে সুখী থাকতে চেয়েছিল। সে অপর ডাকাতটির মত চিন্তা করে নি। সে ক্রুশের মৃত্যু থেকে বাঁচার চিন্তা করে নি, কিন্তু ক্রুশের মৃত্যুর পর সবচেয়ে খারাপ যে পরিণতি তার জন্য অপেক্ষা করছে, তা থেকে সে বাঁচতে চেয়েছিল।

২. এই প্রার্থনায় তার নম্রতার দিকে লক্ষ্য করুন। সে যা আবেদন করেছে তা হচ্ছে,

প্রভু, আমাকে স্মরণ করবেন। সে এই আবেদন করে নি যে, *প্রভু, আগে আমার কথা চিন্তা করবেন* (মথি ২০:২১ পদে যা করা হয়েছিল)। যদিও খ্রীষ্টের শিষ্যরা কেউই খ্রীষ্টের সাথে দুঃখের পানপাত্র থেকে পান করার সম্মান লাভ করে নি, তাঁর সাথে বাপ্তিস্ম নেন নি, কিংবা তাঁর দুঃখভোগের সময় তাঁর ডান দিকে বা বাম দিকে স্থান নেন নি, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকেই যায় যে, আসলেই তাঁরা খ্রীষ্টের রাজ্যে তাঁর সিংহাসনের ডান দিকে এবং বাম দিকে বসার যোগ্য কি না। কষ্টভোগের যোগ্যতার কারণেও অনেক সময় এ ধরনের প্রশ্ন দেখা দেয় (যিরমিয় ৫২:৩১,৩২)। কিন্তু সে এ সমস্ত চিন্তার উর্ধ্বে ছিল। সে যা চাচ্ছিল তা হচ্ছে শুধুমাত্র প্রভু যেন তাকে মনে রাখেন। সে খ্রীষ্টকে বলছে যেন তিনি তাকে শুধু স্মরণে রাখেন। যোষেফ যেভাবে প্রধান বাবুর্চীকে অনুরোধ করেছিলেন এটি যেন সে ধরনের একটি অনুরোধ, *আমার কথা মনে রাখবেন* (আদিপুস্তক ৪০:১৪)। যদিও শেষ পর্যন্ত প্রধান বাবুর্চী যোষেফের কথা ভুলে যায়, কিন্তু খ্রীষ্ট এই ডাকাতটির কথা শেষ পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন।

৩. এই প্রার্থনায় সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং একাগ্রতা দেখা যায়। সে যেন এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তার আত্মার আর্জি জানাচ্ছে: "প্রভু, আমার কথা মনে করবেন। আমার অনেক আছে, আমি আর কিছুই চাই না। আমি আমার সমস্ত কিছু আপনার হাতে সমর্পণ করছি।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট এখন তাঁর রাজ্যে রয়েছেন, এটি মনে করার মধ্য দিয়ে আমাদের তাঁর কাছে আরও একাগ্রতা সহকারে প্রার্থনা করা উচিত এবং আকাঙ্খা করা উচিত। এর মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের জীবন যাপনের সকল বিষয় এবং মৃত্যুর বিষয়টি সুরক্ষিত করতে পারি। খ্রীষ্ট তাঁর রাজ্যে রয়েছেন, তিনি সেখানে আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করছেন। "প্রভু, আমাকে মনে রাখবেন এবং আমার জন্য মধ্যস্থতা করবেন।" তিনি সেখানে রাজত্ব করছেন। "প্রভু, আমাকে মনে রাখবেন এবং আমাকে আপনার আত্মা দ্বারা শাসন করবেন।" যারা তাঁর লোক, তাদের জন্য তিনি সেখানে স্থান প্রস্তুত করছেন। "প্রভু, আমার কথা মনে রাখবেন এবং সেখানে আমার জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করবেন। আমাকে মৃত্যুর সময় স্মরণে রাখবেন, আমার পুনরুত্থানের জন্য স্মরণে রাখবেন" (ইয়োব ১৪:১৩ পর্বের সাথে তুলনা করুন)।

[২] তার প্রতি খ্রীষ্টের ব্যতিক্রমী দয়ার নিদর্শন: জবাবে যীশু তাকে তার প্রার্থনার উত্তর হিসেবে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আমিই আমিন, বিশ্বস্ত সাক্ষী, আমি এই প্রার্থনা গ্রহণ করছি এবং আমার বিবেচনায় রাখছি। তুমি যা চেয়েছ তার চেয়ে বেশিই তোমাকে দেওয়া হবে, তুমি আজকেই আমার সঙ্গে পরমদেশে উপস্থিত হবে," পদ ৪৩। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, কার কাছে এই কথা বলা হয়েছিল: অনুশোচনাকারী ডাকাতটির কাছে, শুধুই তার কাছে, তার সঙ্গীর কাছে নয়। ক্রুশের উপরে খ্রীষ্ট যেন সিংহাসনে উপবিষ্ট খ্রীষ্ট; কারণ তিনি এখন এই জগতের বিচার করছেন: একজনকে অভিশাপ দেওয়া হবে এবং আরেকজনকে আশীর্বাদ করা হবে। যদিও খ্রীষ্ট নিজেই এখন চরম দুর্দশা এবং যন্ত্রণার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন, তবুও তিনি একজন হতভাগ্য পাপীকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন। লক্ষ্য করুন, এমন কি মহা পাপীরাও যদি সত্যিকারভাবে অনুশোচনা

করে, তাহলে তারা খ্রীষ্টের মাধ্যমে শুধু যে তাদের পাপের জন্য ক্ষমা পাবে তাই নয়, বরং তারা ঈশ্বরের সাথে পরমদেশ বা স্বর্গে বাস করতে পারবে (ইব ৯:১৫)। এটি উন্মুক্ত অনুগ্রহের মহানতাকে প্রকাশ করে, কারণ বিদ্রোহী এবং অপরাধীদেরকে শুধু যে ক্ষমা করা হবে তাই নয়, তাদেরকে অনন্ত জীবনের জন্য নির্বাচিত করা হবে।

দ্বিতীয়ত, কে এই কথা বলেছিলেন: এটি হচ্ছে খ্রীষ্টের আরেকটি মধ্যস্থতাকারী বাণী। যদিও এখনকার অবস্থা এতটাই প্রতিকূল ছিল, তবুও তিনি সত্য বিষয়টি এবং তার যন্ত্রণার অর্থ উপস্থাপন করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। আর তা হচ্ছে, তিনি পাপীদের পাপের জন্য ক্ষমা ক্রয় করার জন্য মৃত্যুবরণ করছেন (পদ ৩৪), তাই তিনি আমাদের জন্য তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনও ক্রয় করেছেন। এই বাণীর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে এটি বোঝানো হয়েছে যে, খ্রীষ্ট ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করেছেন, যেন স্বর্গ-রাজ্য সকল অনুশোচনাকারী এবং বাধ্য বিশ্বাসীদের জন্যই উন্মুক্ত করে দেওয়া যায়।

১. খ্রীষ্ট এখানে আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, তিনি নিজে স্বর্গে যাচ্ছেন, সেই অদৃশ্য জগতে যাচ্ছেন। তাঁর মানব আত্মা এখন পরিবর্তিত হয়ে পৃথক আত্মায় পরিণত হবে; তা এখন আর ধ্বংসোন্মুখ কোন স্থানে থাকবে না, বরং তা এখন স্বর্গের বাসিন্দা হবে, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত স্থানের বাসিন্দা হবে। এর মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করছেন যে, তাঁর সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং তাঁর পিতা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট, তা না হলে তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে যেতে পারতেন না। এটি ছিল তাঁর সামনে যে আনন্দ অপেক্ষা করছে তার প্রারম্ভ, যার মধ্য দিয়ে তিনি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। তিনি ক্রুশের মধ্য দিয়ে মুকুট লাভ করলেন। আমাদেরকে অবশ্যই এ কথা চিন্তা করলে চলবে না যে, আমরা অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবো কিংবা আমরা যন্ত্রণাভোগ করা বাদে অন্য কোনভাবে আমাদের পাপর ক্ষমা লাভ করতে পারবো।

২. তিনি সকল অনুশোচনাকারী বিশ্বাসীকে জানাচ্ছেন যে, যখন তারা মৃত্যুবরণ করবেন তখন তারা সকলে তাঁর সাথে সেখানে যাবেন। তিনি এখন তাদের জন্য একজন পুরোহিতের মত করে সুখ কিনে নিচ্ছেন। তিনি একজন রাজা হয়ে তাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করেছেন এবং সেই স্থানে তাদেরকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত আছেন। দেখুন, স্বর্গের কত সুখ আমাদের জন্য প্রস্তুত করা আছে।

(১) সেটি হল স্বর্গ বা পরমদেশ, সুখের বাগিচা, ঈশ্বরের বাসস্থান (প্রকা ২:৭)। এর সাথে মিল রয়েছে এদন বাগানের, যেখানে আমাদের প্রথম পিতা-মাতাকে রাখা হয়েছিল, যখন তাঁরা নিষ্পাপ ছিলেন। দ্বিতীয় আদমের মধ্য দিয়ে আমরা তা ফিরে পেয়েছি, যা প্রথম আদমের মধ্য থেকে হারিয়ে গিয়েছিল এবং সেই সাথে পার্থিব জগতের বদলে একটি স্বর্গীয় জগত আমরা পাচ্ছি।

(২) আমরা সেখানে খ্রীষ্টের সাথে থাকবো। খ্রীষ্টকে দেখা এবং তাঁর সাথে বসতে পারাটাই যেন স্বর্গের সুখ নিয়ে আসে, সেখানে আমরা তাঁর সাথে আনন্দে মহিমা ও গৌরব করবো (যোহন ১৭:২৪)।

(৩) এটি ঘটবে মৃত্যুর পরপরই: *আজই তুমি আমার সাথে পরমদেশে উপস্থিত হবে; আজ রাতেই, আগামী দিন আসার আগেই। তোমার আত্মা বিশ্বাসী, তাই এই মাংসিক দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তুমি পরিত্রাণ পাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে আনন্দ এবং সুখ লাভ করবে*। উত্তম ব্যক্তিদের আত্মা তাদের মৃত্যুর পরই তাৎক্ষণিকভাবে পরিত্রাণের উপযুক্ত করে ফেলা হয়। অনেকের জীবনেই এমন সৌভাগ্য এসেছিল। আমরা পবিত্র শাস্ত্র থেকে জানতে পারি যে, লাসার মৃত্যুবরণ করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্বস্তি ও আনন্দ দেওয়া হয়েছিল। প্রেরিত পৌল মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তিনি খ্রীষ্টের কাছে চলে গিয়েছিলেন (ফিলী ১:২৩)।

লূক ২৩:৪৪-৪৯ পদ

এই পদগুলোতে আমরা তিনটি বিষয় দেখতে পাই:

ক. খ্রীষ্টের মৃত্যু সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূর্ণতার মধ্য দিয়ে তাঁর মৃত্যুকে মহিমান্বিত করা হল: এখান কেবলমাত্র দু'টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার একটি আমরা আগে দেখেছি।

১. দুপুর বেলা সূর্যের আলো নিভে যাওয়া। সে সময় ছিল ষষ্ঠ প্রহর, যা আমাদের সময় অনুসারে প্রায় দুপুর বারোটা। সে সময় পুরো পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল এবং নবম প্রহর পর্যন্ত সেরকম অন্ধকার হয়ে ছিল। সূর্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল এবং একই সাথে পুরো আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। এই দুইয়ের কারণে চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল, যা তিন ঘন্টাব্যাপী স্থায়ী ছিল; তবে তিন দিন নয়, যা মিশরে ঘটেছিল।

২. মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়া। স্বর্গে আগে থেকেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটবে বলে পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল; কারণ স্বর্গ এবং পৃথিবী উভয়ই ঈশ্বরের আবাস। যখন ঈশ্বরের পুত্র এভাবে অপমানিত হচ্ছিলেন, তখন তারা এই অন্যায় সইতে পারছিল না এবং এ কারণেই তারা তাদের প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত করেছিল। এই পর্দা ছিড়ে ফেলার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছিল যে, সকল প্রকার আনুষ্ঠানিক আইন তুলে নেওয়া হল, যা যিহূদী এবং অযিহূদীদের মধ্যে একটি দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সাথে ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য সে সময় মানুষের সামনে যে সমস্ত বাধা ছিল তার সবই তুলে নেওয়া হয়েছিল, যাতে করে আমরা সকলে সাহসের সাথে অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে আসতে পারি।

খ. খ্রীষ্টের মৃত্যুর ব্যাখ্যা (পদ ৪৬) করা হল সেই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে যা তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগ মুহূর্তে বলেছিলেন। খ্রীষ্ট তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে বলেছিলেন, *কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ?* আমরা মথি এবং মার্কেও এমনটাই দেখি। আমরা সেখানে দেখতে পাই যে, তিনি বেশ উঁচু গলায় এই কথাগুলো বলেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আকুলতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং এই কণ্ঠ সেখানে উপস্থিত সবারই নজরে এসেছিল। তিনি বলেছিলেন: *পিতা, তোমার হাতে আমি আমার আত্মা সমর্পণ করলাম*।

১. তিনি এই কথা বলেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদের কথা অনুসারে (গীতসংহিতা

৩১:৫)। তিনি যে এ কথা কোন কারণ ছাড়াই বলেছেন তা নয়; বরং তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, খ্রীষ্টের আত্মা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং তা পবিত্র পুস্তককে পরিপূর্ণ করতেই এসেছে। খ্রীষ্ট তাঁর মুখে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী উচ্চারণ করার পর মৃত্যুবরণ করেছেন। এভাবে তিনি আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, আমরা যেন পবিত্র শাস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করে ঈশ্বরের উদ্দেশে সম্বোধন করি।

২. ঈশ্বরের উদ্দেশে এই সম্বোধনে তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডেকেছেন। যখন তিনি তাঁকে ভুলে যাওয়ার কারণে ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করেছেন, তখন তিনি চিৎকার করে বলেছেন, *এলি, এলি, ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার*। কিন্তু তাঁর আত্মার যে অসহ্য যন্ত্রণা তা এখন চলে যাওয়ার কারণে তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করলেন। যখন তিনি আমাদের জন্য তার জীবন এবং আত্মা দিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরকে পিতা বলে ডেকেছেন, যাতে করে আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্তান এবং উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হতে পারি।

৩. খ্রীষ্ট এই কথার মধ্য দিয়ে নিজেকে বিশেষভাবে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি এখন তাঁর আত্মাকে পাপের জন্য মূল্য হিসেবে উৎসর্গ করতে চলেছেন (যিশাইয় ৫৩:১০)। তিনি অনেকের জীবন রক্ষা করার জন্য তাঁর নিজের জীবন দান করতে চলেছেন (মথি ২০:২৮)। তিনি তাঁর চিরস্থায়ী আত্মা সকলের জন্য দান করছেন (ইব ৯:১৪)। তিনি নিজে একই সাথে পুরোহিত এবং উৎসর্গের পশু হিসেবে রূপায়িত হয়েছিলেন। তাঁর দ্বারা আমাদের আত্মা সুরক্ষিত হয়েছে এবং তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমরা পরিত্রাণ লাভ করেছি। এর মূল্য অবশ্যই ঈশ্বরের হাতে প্রদান করতে হবে এবং এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর পূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ করবেন। এখন এই সমস্ত কথার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে উৎসর্গ হিসেবে উপস্থাপন করছেন, যেন তিনি এর উপরে হাত তুলে ধরলেন এবং তা সমর্পণ করলেন: "আমি তোমার হাতেই তা সমর্পণ করলাম। পিতা, আমার জীবন এবং আত্মা গ্রহণ কর এবং যে সমস্ত পাপীদের জন্য আমি মৃত্যুবরণ করলাম তাদের জীবন ও আত্মা তুমি রক্ষা কর।" এই উৎসর্গ গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই এই উৎসর্গ আন্তরিকভাবে প্রদান করতে হত। এখন খ্রীষ্ট ইচ্ছাকৃতভাবে এবং আনন্দের সাথে নিজেকে সমর্পণ করছেন, প্রথমে যখন তাঁকে প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছিল তখন যেভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন (ইব ১০:৯,১০): *আমি তোমার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করবো, তুমি যা আদেশ করবে তাই হবে*।

৪. খ্রীষ্ট এখানে প্রকাশ করেছেন যে, তিনি তাঁর পুনরুত্থানের জন্য এবং তাঁর দেহ ও আত্মার পুনর্মিলনের জন্য তাঁর পিতার উপরে নির্ভর করেন। তিনি তাঁর আত্মাকে তাঁর পিতার হাতে তুলে দিলেন, যা গ্রহণ করা হবে স্বর্গে এবং তৃতীয় দিনে তা আবার ফিরিয়ে পূর্বের স্থানে আনা হবে। এ মাধ্যমে বোঝা যায় যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট একটি সত্যিকার দেহের অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁর একটি সত্যিকার আত্মাও ছিল, যা দেহ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর, আর তাই তিনি তাঁর ভাইদের মত করেই সৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতার হাতে তাঁর যে আত্মা সমর্পণ করেছিলেন তা তিনি তাঁর পিতার কাছেই গচ্ছিত

রেখেছিলেন। তিনি জানতেন যে, তা কখনোই নরকে পতিত হবে না বা মৃতগণের আবাসস্থলে রাখা হবে না। তাঁর শরীরও নষ্ট হবে না এবং তা যথা সময়ে আবার পুনঃস্থাপন করা হবে।

৫. খ্রীষ্ট এখানে আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি রাজা দায়ূদের এই উক্তিটি একজন মৃতপ্রায় সাধু ব্যক্তির শেষ উক্তি হিসেবে স্থাপন করেছেন এবং তিনি এর ব্যবহার পবিত্র করেছেন। মৃত্যুর সময় আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত আমাদের আত্মার প্রতি। আমরা আমাদের আত্মা ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনভাবে তার জন্য মঙ্গল সাধন করতে পারি না। ঈশ্বর একজন পিতা এবং তাঁরই আত্মা এবং অনুগ্রহ দ্বারা সমস্ত কিছু পবিত্রীকৃত হয়। তাই মৃত্যুর সময় আমরা আমাদের আত্মা ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করার মধ্য দিয়ে তাকে যথোপযুক্ত পবিত্রতা এবং শান্তির মাঝে অধিষ্ঠিত করতে পারি। আমাদেরকে অবশ্যই এটি প্রকাশ করতে হবে যে, আমরা মৃত্যুবরণ করার জন্য ইচ্ছুক; কারণ আমরা জানি যে, এই মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন আছে এবং আমরা সেই জীবনের জন্য আকাঙ্খী। আর তাই আমরা বলছি, *পিতা, তোমার হাতে আমরা আমাদের আত্মা সমর্পণ করলাম*।

গ. খ্রীষ্টের চারপাশে যারা ছিল তাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের মৃত্যুর ঘটনাটি আরও মহিমান্বিত হল।

১. যে শতপতি সেখানে রক্ষীদের প্রধান ছিলেন, তিনি এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত আপ্লুত হলেন, পদ ৪৭। তিনি ছিলেন একজন রোমীয়, অযিহূদী, ইস্রায়েলের রীতিনীতির কাছে অপরিচিত; তবুও তিনি ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করলেন। তিনি এর আগে কখনোই স্বর্গীয় ক্ষমতার এমন নিদর্শন দেখেন নি, আর এ জন্যই তিনি ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করলেন এবং তাঁকে সর্বশক্তিমান বলে স্বীকার করলেন। সেই সাথে তিনি যন্ত্রণাভোগকারী খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করলেন: "সত্যিই ইনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁকে অন্যায়ভাবে মৃতুদণ্ড দেওয়া হল।" ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রকাশে তিনি খ্রীষ্টকে সম্মান করতে বাধ্য হলেন এবং তিনি খ্রীষ্টের নির্দোষিতা দেখতে পেলেন। মথি এবং মার্কে তার এই সাক্ষ্য আরও বিস্তৃত করা হয়েছে: *সত্যিই তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন*। কিন্তু এখানে লূক এই কথা উল্লেখ করেছেন, যা অনেকটা একই অর্থ বহন করছে; কারণ যদি সত্যিই তিনি ধার্মিক লোক হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি যখন বলেছেন যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, তখন তিনি খুব সত্যি কথাই বলেছেন। আর সেই কারণে তার নিজের সম্পর্কে যে সাক্ষ্য তা অবশ্যই লক্ষ্যণীয়; কারণ এটি যদি মিথ্যে হত, তাহলে তিনি ধার্মিক ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন না।

২. অনুৎসুক জনতা এবারে খ্রীষ্টের দিকে নজর না দিয়ে পারলো না। এখানেই কেবলমাত্র এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, পদ ৪৮। সেখানে যত লোক এসেছিল, তারা যা যা ঘটেছিল তা দেখল। তারা সকলে এই সময় এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হল এবং সকলেই বাড়ি ফিরে গেল; সাধারণত এ ধরনের ঘটনায় যেমনটি ঘটে থাকে: যে লোকেরা সেখানে জমায়েত হয়েছিল তারা এই সমস্ত ঘটনা দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সেখান থেকে ফিরে গেল।

(১) তারা এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো খুব গভীরভাবে তাদের অন্তরে গেঁথে নিল। তারা খ্রীষ্টকে ক্রুশে দেওয়ার ঘটনাটিকে অত্যন্ত খারাপভাবে নিয়েছিল এবং তারা ভাবছিল যে এর জন্য নিশ্চয়ই তাদের জাতির উপর ঈশ্বরের কোন না কোন গজব নেমে আসবেই। সম্ভবত এই লোকেরাই একটু আগে চিৎকার করে বলছিল, *ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও*। যখন তাঁকে ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ করা হচ্ছিল, তখন তারা তাঁকে তিরস্কার করছিল এবং ধর্মদ্রোহিতার জন্য অভিযুক্ত করছিল। কিন্তু এখন তারা এই অন্ধকার এবং ভূমিকম্প দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল, কারণ এ ধরনের অভিজ্ঞতা তাদের এর আগে কখনো হয় নি। তাই তারা তাদের মুখই শুধু বন্ধ করলো না, বরং সেই সাথে তাদের বিবেক চমকিত হল এবং তারা এই ভেবে অনুশোচনা করতে রাগল যে, তারা এ কি করেছে। তারা তাদের নিজেদের বুকে আঘাত করতে লাগল। অনেকে মনে করে থাকেন যে, প্রথমে একটি ঘৃণ্য কাজ করলেও, পরবর্তীতে তাদের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হওয়াটা অত্যন্ত ভাল একটি পদক্ষেপ (প্রেরিত ২:৩৭)।

(২) তবে এটি মনে হতে পারে যে, এই প্রতিক্রিয়া খুব দ্রুতই কেটে গিয়েছিল: *তারা এই সমস্ত ঘটনা দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সেখান থেকে ফিরে গেল*। তারা খ্রীষ্টের প্রতি আর কোন সম্মান প্রদর্শন করল না, কিংবা তাঁর সম্পর্কে আর কোন খোঁজ খবর করলো না; বরং তারা বাড়ি ফিরে গেল। আমরা এটি মনে করতে পারি যে, তারা অল্প কিছু সময়ের ভিতরেই এই ঘটনা ভুলে গেল। এভাবে যারা খ্রীষ্টের মৃত্যুর দৃশ্য সামনে থেকে দেখেছিল, তারা প্রথমে খ্রীষ্টের মৃত্যুতে বেশ আবেগ প্রদর্শন করলেও এক সময় ঠিকই তা ম্লান হয়ে যায়; তারা তাদের বুক চাপড়ায় এবং বাড়ি ফিরে যায়। তারা খ্রীষ্টকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছিল; কিন্তু তারা চলে যায় এবং তারা ভুলে যায় যে, তিনি কি ধরনের মানুষ ছিলেন এবং কি কারণে তাঁকে তাদের ভালবাসা উচিত।

৩. খ্রীষ্টের নিজ বন্ধু এবং অনুসারীরা তাঁর সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলছিলেন। তবুও তারা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে কাছ থেকে দেখছিলেন (পদ ৪৯): *আর তাঁর পরিচিত সকলে এবং যে স্ত্রীলোকেরা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে এসেছিলেন, তাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন*। তারা তাঁর কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন, কারণ যদি তাঁর বেশি কাছে দাঁড়ালে তাদেরকে খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে আটক করা হয়; তাই তারা কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এটিও খ্রীষ্টের যন্ত্রণার একটি অংশ ছিল, যেমন ছিল ইয়োবের (ইয়োব ১৯:১৩): *তিনি আমার কাছ থেকে আমার ভাইদের আলাদা করে দিয়েছেন; আমার চেনা লোকেরা অচেনার মত ব্যবহার করে। আমার আত্মীয়রা চলে গেছে; আমার বন্ধুরা আমাকে ভুলে গেছে*। দেখুন জবুর ৮৮:১৮ পদ । গালীল থেকে যে সমস্ত নারীরা এসেছিলেন, তারা সেখানে ছিলেন এবং এরাই খ্রীষ্টের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের এবং পুনরুত্থানের সময়েরও সাক্ষী। এখন খ্রীষ্ট একটি চিহ্ন প্রদর্শন করছেন; শিমিয়োনের ভাষ্য মতে, এর দ্বারা বহু মানুষের মনের চিন্তা প্রকাশ হয়ে পড়বে (লূক ২:৩৪,৩৫)।

লূক ২৩:৫০-৫৬ পদ

এখানে আমরা খ্রীষ্টের কবর দেওয়ার একটি বর্ণনা পাই; কারণ তাঁকে শুধু যে মৃত্যুবরণ

করতে হবে তাই নয়, সেই সাথে তাঁকে মৃতদের সাথে কবরপ্রাপ্তও হতে হবে (গীতসংহিতা ২২:১৫)। এটি ঘটেছে সেই অভিশাপের কারণে (আদিপুস্তক ৩:১৯): *তুমি ধুলাতেই ফিরে যাবে*। লক্ষ্য করুন:

ক. যারা খ্রীষ্টকে কবর দিলেন: তাঁকে যারা লক্ষ্য করছিলেন, তারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের কাছে সেই টাকা ছিল না যে, তারা মৃতদেহ নিয়ে যাবেন এবং তাঁর গায়ে সুগন্ধি ও আতর মেখে দেবেন। কিন্তু ঈশ্বর এমন একজনকে আনলেন, যার এই দু'টি কাজ করার জন্যই সামর্থ ছিল। তার নাম ছিল যোষেফ, পদ ৫০। তার চরিত্র ছিল ভাল এবং তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক মানুষ। তার মধ্যে কোন প্রকার কলঙ্ক ছিল না এবং তার মধ্যে সকল প্রকার গুণ ও দয়া ছিল। তিনি ছিলেন একজন যথোপযুক্ত গুণসম্পন্ন লোক, একজন পরামর্শদাতা, একজন প্রাদেশিক সভার সদস্য, সেনহেড্রিনের একজন সদস্য, যিহূদী মণ্ডলীর একজন প্রাচীন সদস্য। এখানে বলে রাখা দরকার যে, তিনি যিহূদী মণ্ডলীর একজন সভ্য হলেও খ্রীষ্টকে হত্যা করার ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত তিনি সমর্থন করেন নি এবং সেই উন্মত্ত জনতার মধ্যে তিনি সামিল হন নি। লক্ষ্য করুন, যে মন্দ কাজ আমরা প্রত্যাখ্যান করতে চাই, তাতে আমাদের অংশগ্রহণ করা কখনোই উচিত নয়। তিনি প্রকাশ্যে খ্রীষ্টের শত্রুদের সাথে কোন যোগাযোগ রাখতেন না, কিন্তু তিনি গোপনে খ্রীষ্টের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত খ্রীষ্টের আগমন এবং পুনরুত্থান সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করতেন। তিনি চাচ্ছিলেন যেন তা পরিপূর্ণ হয়। এই লোকটিই একমাত্র এই সময়ে তার প্রভুর প্রতি পরিপূর্ণ ও সত্যিকারের সম্মান দেখিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, এমন অনেকেই আছে, যারা তাদের অন্তরে খ্রীষ্টের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে; যদিও তারা তাদের বাহ্যিক আচার-আচরণ এবং কাজে ও কথায় এর কোন প্রকাশ ঘটায় না। তবে তারা প্রভুর জন্য সত্যিকার সেবার কাজ করতে প্রস্তুত থাকে, যখন সেই সুযোগ আসবে।

খ. খ্রীষ্টকে কবর দেওয়ার জন্য তিনি যা যা করলেন।

১. তিনি পীলাতের কাছে গেলেন, যে বিচারক এই বিচার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে যোষেফ খ্রীষ্টের দেহটি চাইলেন, যেন তিনি তা কবর দিতে পারেন। যদিও তিনি সরাসরি গিয়ে খ্রীষ্টের দেহটি নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি আইনগত উপায়ে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করলেন।

২. তিনি খ্রীষ্টের দেহটি ক্রুশ থেকে নামালেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনি নিজের হাতেই খ্রীষ্টের দেহটি নামিয়েছিলেন এবং তা মসীনা কাপড়ে পেঁচিয়েছিলেন। আমরা জানি যে, এভাবেই যিহূদীরা মৃতদেহ কাপড় দিয়ে পেঁচাত, যেভাবে ছোট শিশুরা কাপড় পেঁচিয়ে পুতুল খেলে। তিনি মসীনা বা লিনেন কাপড় কিনে এনেছিলেন এবং তা দিয়ে খ্রীষ্টের পুরো দেহ পেঁচিয়ে দিয়েছিলেন। বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্ট যখন লাসারকে জীবিত করেছিলেন, সে সময় লাসারের হাত এবং পা দেহের সাথে কাপড় দিয়ে পেঁচানো ছিল (যোহন ১১:৪৪)। এভাবে একটি মৃতদেহের পুরোটাই কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দেওয়া হত।

গ. যেখানে খ্রীষ্টকে কবর দেওয়া হয়েছিল: পাথর বা পাহাড় খোদাই করে বানানো একটি গুহায় খ্রীষ্টকে কবর দেওয়া হয়েছিল; যাতে করে কবরটি সুরক্ষিত হয়, ঠিক মণ্ডলীর মতই। এই কবরে কখনোই এর আগে কোন মানুষকে কবর দেওয়া হয় নি, কারণ তাঁকে এমন এক স্থানে কবর দেওয়া হবে যেখানে এর আগে কাউকে কবর দেওয়া হয় নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এর কারণ হচ্ছে, তিন দিন পরে খ্রীষ্ট তাঁর আপন মহিমায় পুনরুত্থিত হবেন। তাই তিনি এমনভাবে কবরের উপর বিজয় লাভ করবেন যা এর আগে কোন মানুষ অর্জন করে নি।

ঘ. যে সময়টিতে তাঁকে কবর দেওয়া হল। বিশ্রামবারের জন্য সকলে প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময়ে তাঁকে কবর দেওয়া হল, পদ ৫৪। এই কারণেই খ্রীষ্টের কবর দেওয়ার ঘটন-াটি খুব দ্রুত শেষ করা হয়েছিল, কারণ বিশ্রামবার প্রায় শুরু হয়ে যাচ্ছিল, আর যারা খ্রীষ্টের কবর দেওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল, তাদের সকলকে অবশ্যই তাতে যোগদান করতে হত। লক্ষ্য করুন, দুঃখের কারণে কখনোই ধর্মীয় বিধি পালনে পিছিয়ে পড়া উচিত নয়। যারা খ্রীষ্টকে কবর দিচ্ছিলেন, তারা কেউই বিশ্রামবার পালন করা থেকে বিরত থাকেন নি।

ঙ. যারা যারা খ্রীষ্টের কবর দেওয়ার সময় সেখানে ছিলেন: কোন শিষ্য খ্রীষ্টকে কবর দেওয়ার সময় ছিলেন না; বরং যে সমস্ত নারীরা গালীল থেকে এসেছিলেন, তারাই শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টের সাথে সাথে ছিলেন, পদ ৫৫। এই নারীরা খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের সময়ও ছিলেন এবং সব সময় তাঁকে অনুসরণ করে এসেছেন। তারা দেখতে এসেছিলেন যে, কোথায় খ্রীষ্টকে রাখা হচ্ছে এবং কেমনভাবে তাঁকে কবর দেওয়া হচ্ছে। তারা এই কাজ করেছিলেন তাদের কৌতূহলের জন্য নয়, বরং খ্রীষ্টের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশের জন্য। এই শেষকৃত্য অনুষ্ঠান ছিল অত্যন্ত নীরব এবং বেদনাবিদ্ধ; যদিও খ্রীষ্টের এই বিশ্রাম ছিল অত্যন্ত গৌরবময়।

চ. মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহে যে সমস্ত বস্তু দিয়ে মাখানোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল (পদ ৫৬): তারা ফিরে গেলেন এবং মশলা ও সুগন্ধি তেল প্রস্তুত করে নিয়ে ফিরে এলেন, যা ছিল তাদের বিশ্বাসের চাইতে বরং ভালবাসার নিদর্শন। তারা বিশ্বাস করতেন এবং তারা মনে রেখেছিলেন যে, তিনি তৃতীয় দিনে আবার জীবিত হয়ে উঠবেন। তাই তারা এখন খ্রীষ্টের শারীরিক সমস্ত ক্ষত ও আঘাত মুছে দিতে চেয়েছিলেন; কারণ তারা জানতেন যে, অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই এই দেহ আবার স্বগৌরবে মহিমান্বিত হয়ে উঠবে। তাই তারা খ্রীষ্টকে সুগন্ধি তেল এবং সুগন্ধি মশলা মাখাতে নিয়ে এসেছিলেন। তারা এই কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন করেছিলেন, কারণ তারা বিশ্রামবারের জন্য প্রস্তুতি নিতে যাবেন। তবে তারা যেন-তেন করে সেই কাজ করেন নি, বরং তাদের রীতি অনুসারে অত্যন্ত পবিত্রতার সাথে সেই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তারা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে সেই কাজ করেছিলেন; যার কারণে তারা যথাসময়ে সেই কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন।

লূক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ২৪

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এক গৌরবময় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর শত্রুদের উপরে কোন প্রতিশোধ নেন নি, যারা তাঁকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিল। বরং তিনি আরও গৌরবের সাথে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, যা আমরা এই অধ্যায়ে দেখতে পাই। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সাক্ষ্য ও প্রমাণ মথি ও মার্কের চাইতে এই সুসমাচার লেখকের দ্বারা আরও বিস্তৃত পরিধি জুড়ে বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা দেখি, ক. খ্রীষ্টের কবরের কাছে আসা নারীর কাছে দুই জন স্বর্গদূতর দেওয়া এই আশ্বাস, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন, যে কথা তিনি মৃত্যু আগেই বলে গেছেন; সেই কথাই এখানে স্বর্গদূতগণ পুনরাবৃত্তি করলেন (পদ ১-৭); প্রেরিতদের কাছে এই সংবাদ প্রদান (পদ ৮-১১)। খ. খ্রীষ্টের কবরে পিতরের আগমন এবং সেখানে তাঁর আবিষ্কার (পদ ১২)। গ.

ইম্মায়ু গ্রামের দিকে যাওয়ার সময় দুই জন শিষ্যের সাথে খ্রীষ্টের কথোপকথন এবং তাদের কাছে নিজের পরিচয় প্রদান (পদ ১৩-৩৫)। ঘ. সেই একই দিন সন্ধ্যায় এগারো জন শিষ্যের কাছে খ্রীষ্টের দর্শন দান (পদ ৩৬-৪৯)। ঙ. তাদের কাছে খ্রীষ্টের বিদায় দান, তাঁর স্বর্গে আরোহণ এবং তাঁর রেখে যাওয়া শিষ্যদের মধ্যে আনন্দ এবং প্রশংসা ও উল্লাস (পদ ৫০-৫৩)।

লূক ২৪:১-১২ পদ

যেভাবে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মা এবং দেহ সম্মিলিত হল, তা এক রহস্য। তা এমন এক গোপন বিষয় যা আমাদের কারও জানার অধিকার নেই। তবে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে নিঃসন্দেহে এটি প্রমাণ করেছেন যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি সকল স্বর্গীয় জ্ঞান উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যা আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের বেশ কিছু পদে আমরা এই বিষয়টির উল্লেখ দেখতে পাই, যা মথি এবং মার্কের বলা ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ক. এখানে আমরা সেই উত্তম নারীদের স্নেহ এবং শ্রদ্ধার বিষয়টি দেখতে পাই, যারা খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু এবং কবরস্থ করা পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন, পদ ১। যেহেতু তখন বিশ্রামবার ছিল, তাই বিশ্রামবার শেষ হবার পরপরই তারা সকলে খ্রীষ্টের দেহটিতে সুগন্ধি মলম মাখাতে নিয়ে এসেছিল। তবে তারা খ্রীষ্টের দেহটি মসীনা কাপড় থেকে বের করে আনতে চাননি, যা যোষেফ পরিয়ে দিয়েছিলেন। তারা শুধু খ্রীষ্টের দেহে, মুখমণ্ডলে এবং সম্ভবত আহত হাত ও পায়ে সুগন্ধি তেল মাখাতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর দেহে সুগন্ধি মশলা মাখাতে চেয়েছিলেন। সে সময় এটি ছিল মৃতদেহ এবং কবরে বন্ধুদের ফুল দেওয়ার মত একটি স্বাভাবিক বিষয়। এর মাধ্যমে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হত এবং মৃতের আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ ও ভালবাসা প্রকাশ করা হত। এই উত্তম নারীরা খ্রীষ্টের প্রতি তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ বজায় রেখেছিলেন। তারা বিশ্রামবারের আগের দিন সন্ধ্যায় যে সুগন্ধি মশলাগুলো প্রস্তুত করেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত দামী। তাদের মনে কখনও ঘুণাক্ষরেও এই কথা উদয় হয় নি যে, আমরা কেন এই অর্থ অপচয় করবো? বরং তারা বিশ্রামবার শেষ হওয়ার পর খুব সকালেই খ্রীষ্টের মরদেহে সুগন্ধি দ্রব্য মাখাতে নিয়ে এসেছিলেন। এটি ছিল সেবা ও ভালবাসা প্রকাশের একটি রীতি। প্রত্যেক মানুষ তার হৃদয়ের ইচ্ছা অনুসারে তার উপহার উৎসর্গ করতো (২ করিন্থীয় ৯:৭)। যা খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে সেটি তাঁকেই দেওয়া হবে। এখানে সেই নারীদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে: মগ্দলীনি মরিয়ম, যোহানা ও যাকোবের মা মরিয়ম; তারা সে সময় ছিলেন তীব্র শোকাকুল নারী। তাদের সাথে আরও কয়েকজন থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, পদ ১,১০। যারা সুগন্ধি মশলা তৈরিতে ছিলেন না, তারাও তাদের সাথে সাথে খ্রীষ্টের কবরের দিকে এগিয়ে চলছিলেন। সম্ভবত খ্রীষ্ট যখন মৃত্যুবরণ করেন সে সময় তাঁর অনেক বন্ধু সেখানে ছিলেন (যোহন ১২:২৪,৩২)। যখন যিরূশালেমের কন্যাগণ দেখলেন যে, তাদের প্রিয়পাত্রের কত না দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে, তখন তারা তাঁকে অনুসরণ করে চললেন; তাই তাদের সাথে অন্যান্য নারীরাও চলছিলেন। তবে এ ধরনের উৎসাহ ও

আগ্রহকে অনেকেই নিন্দা করে।

খ. তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন, যখন তারা দেখলেন যে, কবরের মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, খ্রীষ্ট নিজেই সেখান থেকে বের হয়ে এসেছেন। তারা আবিষ্কার করলেন যে, সেখানে খ্রীষ্টের দেহ নেই, অর্থাৎ তিনি সেখান থেকে বের হয়ে এসেছেন এবং তিনি জীবিত হয়েছেন। লক্ষ্য করুন, উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা অনেক সময় নিজেদেরকে সেই সমস্ত বিষয়ে জড়িত রাখেন, যা তাদের কাছে স্বস্তিজনক এবং তাদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বলে প্রতীয়মান হয়।

গ. দুইজন স্বর্গদূতর কাছ থেকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংবাদ লাভ, যারা সেই নারীদের সামনে উজ্জ্বল বস্ত্র পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই বস্ত্র শুধু সাদা নয়, তা ছিল অত্যন্ত ঝলমলে এবং সেখান থেকে আভা ও দ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছিল। তার প্রথমে কবরের ঠিক বাইরে একজন স্বর্গদূতকে দেখতে পেলেন, যিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং কবরের পাশে বসে থাকা আরেকজন স্বর্গদূতর পাশে গিয়ে বসলেন। তাদের মধ্যে একজন খ্রীষ্টের মরদেহ জড়িয়ে রাখা কাপড়গুলোর মাথার কাছে এবং আরেকজন পায়ের কাছে বসে ছিলেন। এভাবেই সুসমাচার লেখক ব্যাখ্যা করেছেন। যখন সেই নারীরা স্বর্গদূতদেরকে দেখলেন, তখন তারা অত্যন্ত ভীত হলেন; কারণ তারা ভাবছিলেন তাদের জন্য নিশ্চয়ই কোন খারাপ সংবাদ অপেক্ষা করছে। কিন্তু সেই স্বর্গদূতদেরকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করার বদলে তারা ভয় পেয়ে মাথা নিচু করে রাখলেন। তারা তাদের প্রভুকে সেই কবরে খোঁজ করছিলেন। তারা তাদের সামনে উজ্জ্বল কাপড় পরা স্বর্গদূতদের বদলে কাফনে মোড়ানো তাদের প্রভুকে দেখতে চাইছিলেন। একজন স্বর্গদূতর চাইতে একজন বিশ্বাসীদের চোখে মৃত যীশুর দেহ অনেক বেশি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য। এই নারীরা যেন পাহারাদারদের কাছে জানতে চাইছিলেন (স্বর্গদূতদেরকে অনেক সময় পাহারাদার বা প্রহরী বলা হয়েছে), তারা অন্য কোন কথা না বলে এই কথাই প্রথমে শুরু করেছিলেন, *আমার হৃদয় যাকে ভালবাসে তাঁকে কি আপনি দেখেছেন?* এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. সেই নারীরা যে অযৌক্তিক বিষয়ের খোঁজ করছিলেন, তা কিভাবে স্বর্গদূতরা খণ্ডন করলেন: *যিনি জীবিত তাঁকে মৃতদের মধ্যে খোঁজ করছ কেন?* পদ ৫। এখানে খ্রীষ্টের ব্যাপারে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে যে, তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। তিনি যে জীবিত হয়েছেন এ ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া গেছে (ইব ৭:৮)। এটি সকল সাধু ব্যক্তির জন্য স্বস্তির বিষয়: *আমি জানি আমার পরিত্রাণকর্তা জীবিত; আর তাই তিনি যেহেতু জীবিত হয়েছেন, আমরাও সকলে জীবিত হব*। কিন্তু তাদেরকে এখানে তিরস্কার করা হয়েছে, যারা তাঁকে মৃতদের ভেতরে খোঁজ করেছিল। এ যেন সেই মৃত দেবতাদের ভেতরে খোঁজ করা, যাদেরকে পৌত্তলিকেরা উপাসনা করত। তারা যেন সে ধরনেরই কিছু একটার খোঁজ করছিল: কোন ছবি বা কোন ক্রুশ, যা মানুষের হাতে তৈরি। কিংবা তারা কোন অলিখিত রীতি বা মানুষের তৈরি কোন প্রথা অনুসারে কাজ করছিল। সেই সাথে তারা নিশ্চয়ই এ ধরনের সেবাকাজের মধ্য দিয়ে তাদের হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে চাইছিল। এই কারণে বলা হয়েছে যে, তারা মৃতদের মাঝে জীবিতকে খোঁজ করছিলেন।

২. স্বর্গদূতরা তাদেরকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছিল যে, তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন (পদ ৬): "তিনি এখানে নেই; তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁর নিজ ক্ষমতায় জীবিত হয়েছেন। তিনি তাঁর মানব সত্তাকে ত্যাগ করেছেন এবং তিনি আর কখনো এভাবে ফিরে আসবেন না।" এই স্বর্গদূতরাই ছিলেন এই পুনরুত্থানের সবচেয়ে বড় সাক্ষী, কারণ কবর থেকে পাথর সরিয়ে খ্রীষ্টকে মুক্ত করার জন্যই তাদেরকে স্বর্গ থেকে পাঠানো হয়েছিল। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি যে, এই তথ্য সম্পূর্ণভাবে সত্য; তারা অবশ্যই কোন মিথ্যে কথা বলেন নি।

৩. তারা নারীদের কাছে খ্রীষ্টের নিজের কথাই মনে করিয়ে দিলেন: *তিনি যখন গালীলে ছিলেন তখন তিনি তোমাদের কাছে যা বলেছিলেন তা মনে করে দেখ*। যদি তারা খ্রীষ্টের এই কথা বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে তারা নিশ্চয়ই খুব সহজেই বিশ্বাস করবেন যে, খ্রীষ্ট নিজেই জীবিত হয়ে উঠেছেন। তাহলে এই সংবাদ নিশ্চয়ই তাদের কাছে খুব বেশি আশ্চর্যের বিষয় হয়ে উঠতো না। খ্রীষ্টের যে উক্তি স্বর্গদূতরা পুনরুক্তি করেছিলেন সেই কথা নিশ্চয়ই তাদের তখনই মনে পড়ে যেত: মনুষ্যপুত্রকে অবশ্যই পাপী মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। যদিও এ সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই সংঘটিত হবে, তবুও তারা যা করবে তা অত্যন্ত পাপপূর্ণ কাজ। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, তাঁকে অবশ্যই ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে। নিশ্চয়ই তাদের এই কথা ভুলে যাওয়া উচিত ছিল না, যেহেতু তাঁর কথার সমস্ত অংশই পূর্ণতা পেয়েছে। সেক্ষেত্রে তাদের কি খ্রীষ্টের এই উক্তিটি মনে ছিল না যে, তিন দিন পরেই তিনি পুনরুত্থিত হবেন? লক্ষ্য করুন, এই যে স্বর্গদূতরা স্বর্গ থেকে এসেছিলেন, এরা নতুন কোন সুসমাচার বয়ে আনেন নি, বরং তারা পুরনো কথাই তাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। একইভাবে মণ্ডলীতে আমাদেরকে যীশু সম্পর্কে অনেক কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়, যাতে করে আমরা তা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করি এবং সমৃদ্ধ করি।

ঘ. এই ঘটনায় তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ, পদ ৮। স্বর্গদূতদের কথায় সেই নারীরা চেতনা ফিরে পেলেন, তারা খ্রীষ্টের উক্তি স্মরণ করতে পারলেন। তারা যখন স্বর্গদূতদের মুখ থেকে এই কথা শুনলেন তখন তারা এটি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, খ্রীষ্ট যদি সত্যিই জীবিত হয়ে থাকেন তাহলে আর তাঁকে এখানে সন্ধান করার কোন মানে নেই। তাই খ্রীষ্টের শরীরে মাখানোর জন্য যে সুগন্ধি দ্রব্য এবং মশলা তারা নিয়ে এসেছিলেন সেগুলোর জন্য তারা লজ্জিত হলেন; কারণ খ্রীষ্ট তো আগেই বলেছিলেন যে, তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হবেন! লক্ষ্য করুন, সঠিক সময়ে খ্রীষ্টের উক্তি স্মরণ করলে আমরা তাঁর কর্তৃত্ব এবং প্রকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি লাভ করতে পারি।

ঙ. তারা এই সংবাদ প্রেরিতদের কাছে নিয়ে আসলেন: তারা কবর থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারো জন শিষ্য এবং তার সাথে অন্য সবাইকে এই সংবাদ জানালেন, পদ ৯। তবে এখানে এই বিষয়টি প্রকাশ পায় না যে, তাঁরা সকলে একত্রে বাস করছিলেন। বরং তাঁরা সকলে নিজেদের মত করে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছিলেন। সম্ভবত তাঁদের মধ্যে অনেকে দুই বা তিন জন একসাথে একটি বাড়িতে বাস করতেন। তাই হয়তো সেই

নারীদের মধ্যে একজন এক বাড়িতে এবং অন্যজন আরেক বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে এই সংবাদ জানিয়েছিলেন। তাই সেই সকালেই সকলে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সংবাদ জেনে গিয়েছিলেন। তবে এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, (পদ ১১) কিভাবে এই সংবাদ গ্রহণ করা হয়েছিল: *কিন্তু এসব কথা তাঁদের কাছে গল্পতুল্য বোধ হল; তাঁরা তাঁদের কথায় বিশ্বাস করলেন না*। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, এই কথা হয়তো সেই নারীদের কল্পনা ছিল এবং এই ঘটনা হয়তো কেবলই তাদের কল্পনাপ্রসূত। তাঁরাও সে সময় খ্রীষ্টের উক্তি ভুলে গিয়েছিলেন আর তাই তারা সেই নারীদের কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। খ্রীষ্ট গালীলে যে কথা বলেছিলেন সেটাই শুধু নয়, সেই সাথে তিনি মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ার আগে যে কথা বলেছিলেন সেই কথাও তাঁরা সকলে ভুলে গিয়েছিলেন: *আবারও কিছু সময়ের জন্য তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, আমি তোমাদেরকে আবারও দেখা দেব*। যে কেউ শিষ্যদের এই বোকামি দেখে অবাক না হয়ে পারবে না। যাঁরা খ্রীষ্টকে এক সময় প্রকৃত ঈশ্বরের সন্তান এবং প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করেছিল, যাঁদেরকে এর আগে একাধিকবার বলা হয়েছে যে, তিনি মরবেন এবং পুনরায় জীবিত হবেন এবং আপন মহিমায় প্রকাশিত হবেন, যাঁরা খ্রীষ্টকে একাধিকবার মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে তুলতে দেখেছেন, তাঁরা কি একবারও এ কথা চিন্তা করতে পারলেন না যে, খ্রীষ্ট নিজেও জীবিত ও পুনরুত্থিত হয়ে উঠবেন? নিশ্চয়ই এটি তাদের কাছে কম বিস্ময়কর মনে হয়েছে, যেহেতু তারা একটু আগেই যে ঘটনা জেনে এসেছেন তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক এবং সে কারণে তারা নিশ্চয়ই নিজেরা নিজেদেরকে বলেছিলেন, *কে আমাদের কথা বিশ্বাস করবে?*

চ. এর পরপরই পিতর ঘটনাটি যাচাই করে দেখলেন, পদ ১২। তাঁর কাছে যিনি এই সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন তিনি ছিলেন মগ্দলীনি মরিয়ম, যা আমরা ঘটনাসূত্রে দেখতে পাই (যোহন ২০:১,২)। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি কবরের কাছে দৌড়ে যাচ্ছেন; যার সাথে লূকের বর্ণনার বেশ মিল আছে।

১. পিতর এই সংবাদ পেয়েই কবরের কাছে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন। সম্ভবত তিনি নিজের ওপর লজ্জিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, মগ্দলীনি মরিয়মের আগেই তাঁর কবরের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন ছিল। আর তাই এখন যদিও তিনি কবরের কাছে যাওয়ার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না, তবুও তিনি মরিয়মের কথা অনুসারে কবরের কাছে ছুটে গেলেন, কারণ মরিয়ম তখনও অনেক কথা বলেন নি; যেমন কবরে নিয়োজিত প্রহরীরা পালিয়ে গিয়েছিল। অনেকেই আছেন, যারা বিপদ না থাকলে দ্রুত পা চালান, কিন্তু বিপদ দেখলে কাপুরুষ হয়ে পড়েন। পিতর এখন দৌড়ে কবরের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তিনিই এর আগে তাঁর প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

২. তিনি কবরের ভেতরে তাকালেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, সেখানে খ্রীষ্টের দেহ জড়িয়ে রাখা মসীনার কাপড়গুলো কেবল ভাঁজ করা অবস্থায় পড়ে আছে, কিন্তু খ্রীষ্টের দেহ সেখানে নেই। তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে সেখানে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং তিনি স্বর্গদূতদের সাক্ষ্যের চাইতে তাঁর চোখের উপর বেশি ভরসা করছিলেন।

৩. তিনি চলে গেলেন এবং তাঁর প্রজ্ঞা অনুসারে যা তিনি দেখলেন তা নিয়ে বিস্মিত হতে লাগলেন। তিনি যদি খ্রীষ্টের কথা মনে রাখতেন, তাহলেও অন্ততপক্ষে তিনি নিজেকে এই বলে সন্তুষ্ট করতে পারতেন যে, খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি সেই সমস্ত কথা ভুলে যাওয়ায় এখন এই ঘটনায় কেবলমাত্র বিস্মিত হলেন এবং এর কোন সমাধান বের করতে পারলেন না। আমাদের জন্য এমন অনেক বিস্ময়কর এবং জটিল বিষয় বা ঘটনা দেখা দেয়, যা আমাদের জন্য একই সাথে খুব সরল এবং মঙ্গলজনক, যদি আমরা সঠিকভাবে খ্রীষ্টের কথা মনে রাখতে পারি এবং সে অনুসারে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে পারি।

লূক ২৪:১৩-৩৫ পদ

এখানে ইম্মায়ু গ্রামে যাওয়ার পথে খ্রীষ্টের দুই শিষ্যকে তাঁর দর্শন দানের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এর আগে মার্ক ১৬:১২ পদে আমরা এই ঘটনাটি দেখতে পেয়েছি, তবে এখানে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাটি ঘটেছিল সেই একই দিনে, যে দিন খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তাঁর পুনরুত্থানের পর নতুন পৃথিবীতে এটাই তাঁর প্রথম স্বশরীরে দর্শন দান। এই দুই শিষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন ক্লিয়পা বা আলফেয়। প্রাচীন ব্যক্তিরা বলেন যে, তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের পালক পিতা যোষেফের ভাই; তবে তার সাথে অন্য আর কে ছিলেন তা সুস্পষ্ট নয়। অনেকে মনে করেন যে, তিনি ছিলেন পিতর। তবে এটি নিশ্চিত যে, খ্রীষ্ট সে দিন পিতরকে আলাদাভাবে দেখা দিয়েছিলেন, যা এগারো জন শিষ্য নিজেদের ভেতরে আলোচনা করছিলেন, পদ ৩৪। প্রেরিত পৌলও এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন (১ করিন্থীয় ১৫:৫)। তবে পিতর এই দুই জনের একজন হতে পারেন না, কারণ তিনি সেই এগারো জনের মধ্যে ছিলেন, যাঁদের কাছে এই দুই জন ফিরে আসছিলেন। তাছাড়া আমরা পিতর সম্পর্কে যতটা জানি তাতে করে তিনি যদি সেই দুই জনের মধ্যে থাকতেন, তাহলে তিনিই হতেন প্রধান বক্তা, ক্লিয়পা নন। তাই দ্বিতীয় জন ছিলেন এগারো জন শিষ্যের সাথে সঙ্গদানকারী কেউ একজন, পদ ৯। এখন গল্পের এই অংশে আমরা যা দেখতে পাই তা হচ্ছে:

ক. দুই জন শিষ্যের পথ চলা এবং কথা বলা: তাঁরা ইম্মায়ু নামে একটি গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন, যার উল্লেখ করা হয়েছে যিরূশালেম থেকে দুই ঘন্টার হাঁটা পথ হিসেবে। এখানে বলা হয়েছে প্রায় ষাট ফার্লং বা সত্তর মাইল, পদ ১৩। তবে তাঁরা কোন কাজে যাচ্ছিলেন না কি কোন বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছিলেন তা এখানে বলা হয় নি। আমি মনে করি যে, তারা গালীলে তাদের নিজেদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। হয়তো তাদের মধ্যে এই চিন্তা ছিল যে, তাঁরা আর যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে খোঁজ করবেন না। তাঁরা নীরবে তাঁদের সময় কাটাতে এবং বিশ্রাম নিতে চাইছিলেন এবং সে কারণে তাঁরা তাঁদের সঙ্গীদের কাউকে কিছু না বলে এবং বিদায় না নিয়েই চলে এসেছিলেন। তাঁদেরকে প্রভু খ্রীষ্ট সম্পর্কে সকালে যে গল্প শোনানো হয়েছিল তা তাঁদের কাছে বাজে গল্প বলে মনে হয়েছিল। আর যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁরা বাড়ি ফিরে যাওয়ার চিন্তাই করছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা যাত্রা করছিলেন, তখন হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা সকালে যে ঘটনা ঘটে গেছে সে

বিষয়েই আলোচনা করছিলেন, পদ ১৪। তাঁদের এই বিষয় নিয়ে অন্য কারও সাথে কথা বলার মত সাহস ছিল না এবং যিরূশালেমের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা কি করবেন, যিহূদীদের ভয়ে সে বিষয়েও তাঁরা কারও সাথে পরামর্শ করতে পারছিলেন না। কিন্তু যখন তাঁরা যিহূদীদের এলাকার বাইরে চলে এলেন, তখন তাঁরা অনেক মুক্তভাবে কথা বলতে পারছিলেন। তারা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন, খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে নিজেদের ভেতরে যুক্তি উপস্থাপন করছিলেন; কারণ তাঁরা সে সময় যিরূশালেমে ফিরে যেতে পারতেন বলে দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য এটি সবচেয়ে ভাল, যখন তাঁরা একত্রিত হন এবং তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান নিয়ে আলোচনা করেন। এভাবে তাঁরা একে অপরের জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে পারেন, একে অপরের স্মৃতি সঞ্জীবিত করতে পারেন এবং একে অপরের সুপ্ত স্নেহ ও ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে পারেন।

খ. পথে তাঁরা একজন সঙ্গীর দেখা পেলেন, প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্ট নিজেই তাদেরকে দেখা দিলেন এবং তাদের সাথে হাঁটায় যোগ দিলেন (পদ ১৫): তাঁরা কথোপকথন ও পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, এমন সময়ে যীশু নিজে কাছে এসে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন। সম্ভবত তাঁরা নিজেদের সাথে আলোচনা করতে করতে কিছুটা বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একজন এই আশা করছিলেন যে, তাঁদের প্রভু জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং তিনি তাঁর রাজ্য গঠন করবেন; কিন্তু অন্যজন তাঁর বিরোধিতা করছিলেন। খ্রীষ্ট নিজে তাঁদের কাছে এলেন, তবে একজন অপরিচিত পথিকের বেশে, যিনি তাঁদের মত একই পথ ধরে হেঁটে চলছিলেন। তিনি তাঁদেরকে বলেছিলেন যে, তাঁদের সঙ্গ পেলে তিনি খুশি হবেন। আমরা এই বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারি, কারণ এটি আমাদেরকে নিজেদের মাঝে খ্রীষ্টীয় মত বিনিময় এবং আলোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষ করে যেখানে দুই জন লোক একত্রিত হয়ে এ ধরনের কাজে নিয়োজিত হয়, তাদের মাঝে খ্রীষ্ট এসে উপস্থিত হন এবং তাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন। যখন কেউ ঈশ্বরকে ভয় করে এবং আরেকজন ব্যক্তির সাথে তাঁর সম্পর্কে কথা বলে, তখন ঈশ্বর তাদের কথা শোনেন এবং তাদের মধ্যে সত্য হয়ে উপস্থিত থাকেন; যাতে করে বিশ্বাস এবং ভালবাসায় আবদ্ধ এই দুই ব্যক্তি এক দৃঢ় ত্রিভূজে পরিণত হন, যা সহজে ভেঙ্গে যায় না (হেদায়েত ৪:১২)। তাঁরা তাঁদের কথোপকথন এবং যুক্তি-তর্কে খ্রীষ্টের খোঁজ করছিলেন, তাঁর সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করছিলেন, যাতে করে তাঁরা তাঁর সম্পর্কে আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। আর এখন খ্রীষ্ট নিজেই তাঁদের কাছে এলেন। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টকে খোঁজে, তারা তাঁকে খুঁজে পাবে। তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন, যারা তাঁর খোঁজ করে এবং তিনি তাদেরকে জ্ঞান প্রদান করবেন, যাদের জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের সাথে থাকলেও প্রথমে তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেন নি (পদ ১৬): তাঁদের চোখ যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না। সম্ভবত তাঁরা সমস্ত কিছু উল্টোপাল্টা দেখছিলেন, কারণ মার্কের সুসমাচারে বলা হয়েছে তিনি ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হয়তো তাঁদের চোখে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল, কারণ এখানে বলা হয়েছে কোন স্বর্গীয় ক্ষমতার দ্বারা তাঁদের চোখ রুদ্ধ হয়েছিল। অথবা অনেকে মনে করেন যে, তাঁদের দৃষ্টির মাধ্যম অস্বচ্ছ ছিল; হয়তো তাঁদের চারপাশের পরিবেশ বা বাতাস এতটা

অস্পষ্ট বা কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল যে, তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না তাঁরা কাঁর সাথে কথা বলছিলেন। তবে যেভাবেই ব্যাপারটি ঘটে থাকুক না কেন, তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেন নি। আর এই কারণে খ্রীষ্ট তাঁদের সাথে অনেক বেশি খোলামেলাভাবে কথা বলতে লাগলেন এবং তাঁরাও খ্রীষ্টের সাথে আন্তরিকতা নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। তাঁরা তাঁর কথার মধ্য দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন, শরীরের বা চেহারার কারণে নয়, যার প্রতি শিষ্যদের সবচেয়ে বেশি মনযোগ ছিল। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে শিক্ষা দিলেন এবং তাঁদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করলেন, যাঁর অবশ্যই আত্মিকভাবে তাঁদের সাথে অবস্থান করার প্রয়োজন ছিল এবং অদৃশ্য থেকে তাঁর অনুগ্রহ তাঁদের সাথে থাকার প্রয়োজন ছিল।

গ. খ্রীষ্ট এবং তাঁদের মধ্যে যে কথোপকথন ও আলোচনা হয়েছিল, যে সময় তিনি তাঁদেরকে চিনতেন কিন্তু তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেন নি। এখানে খ্রীষ্ট এবং তাঁর সঙ্গীরা সেভাবেই কথা বলছিলেন, যেভাবে বন্ধুরা একত্রে মিলিত হলে আন্তরিকতার সাথে কথা বলে এবং প্রশ্ন করে।

১. খ্রীষ্টের প্রথম প্রশ্ন ছিল তাঁদের বর্তমান দুঃখার্ত অবস্থা নিয়ে, যা তাঁদের বাহ্যিক আচার-আচরণ এবং চেহারায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল: *আপনারা পথ চলতে চলতে কি নিয়ে কথা বলছেন আর কেনই বা আপনারা দুঃখে ভারাক্রান্ত?* পদ ১৭। এটি ছিল অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। লক্ষ্য করুন:

(১) তাঁরা দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন; যে কেউ তাঁদেরকে দেখে তা বুঝতে পারছিলেন।

[১] তাঁরা তাঁদের প্রিয় প্রভুকে হারিয়েছেন এবং তাঁদের ধারণা ও আকাঙ্খা অনুসারে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে যতটা আশা করেছিলেন সে তুলনায় অনেক হতাশ হয়েছেন। তাঁরা খ্রীষ্টের আশা ছেড়ে দিয়েছেন এবং তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না যে, কিভাবে এই পরিস্থিতি তাঁরা কাটিয়ে উঠবেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যখন তাঁদের কাছ থেকে চলে গেলেন, তখন তাঁদের দুঃখ করার অবশ্যই যুক্তি আছে, বর যখন চলে যায় তখন নিশ্চয়ই সবাইকে উপবাস করতে হয়।

[২] যদিও খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন, তবুও তাঁরা তা জানতেন না বা তা বিশ্বাস করেন নি এবং এই কারণেই তাঁরা দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যরা অনেক সময়ই দুঃখার্ত এবং শোকার্ত থাকেন, যখন তাঁদের আনন্দ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে তাঁরা সেই স্বস্তি লাভ করতে পারেন না, যা তাঁদের জন্য দেওয়া হয়েছে।

[৩] দুঃখার্ত অবস্থায় তাঁরা একে অন্যের সাথে খ্রীষ্টের বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলছিলেন। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, খ্রীষ্টান হওয়ার অর্থ হচ্ছে খ্রীষ্টকে নিয়ে কথা বলা। আমাদের হৃদয় যদি তাঁর দ্বারা পূর্ণ থাকে, তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন এবং যে কষ্টভোগ করেছেন তা যদি আমাদের স্মরণে থাকে, তাহলে আমাদের হৃদয় উজাড় করে আমরা শুধু তাঁরই কথা বলবো। আমরা তখন শুধু ঈশ্বর এবং তাঁর কর্তৃত্বের কথাই বলবো না, সেই সাথে খ্রীষ্ট এবং

তাঁর অনুগ্রহ ও ভালোবাসার কথাও বলবো।

দ্বিতীয়ত, শোক কাটিয়ে ওঠার জন্য ভাল সঙ্গী এবং ভাল বিষয় নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত কার্যকরী পন্থা। যখন খ্রীষ্টের শিষ্যরা দুঃখার্ত ছিলেন, তখন তাঁরা নিজেরা নিজেরা সেই দুঃখ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, বরং তাঁরা সব সময় দুইজন একসাথে ছিলেন, যেভাবে খ্রীষ্ট তাঁদেরকে সব জায়গায় পাঠাতেন। দুইজন সব সময়ই একজনের চাইতে ভাল, বিশেষ করে দুঃখের সময়। দুঃখকে ভুলে যেতে হলে অন্য কারও সঙ্গের প্রয়োজন এবং এ কারণে আমাদের উচিত কোন ভাল বন্ধুর সাথে ভাল কোন বিষয় নিয়ে কথা বলা বা আলোচনা করা। শোকগ্রস্ত সঙ্গীরা একে অপরের সান্ত্বনাদানকারী হতে পারেন এবং অনেক সময় এ ধরনের কারও কাছ থেকেই সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

(২) খ্রীষ্ট তাঁদের কাছে এসেছিলেন। তাঁরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন সে বিষয় তিনি জানতে চাইলেন এবং সেই সাথে তাঁদের দুঃখের কারণও তিনি জানতে চাইলেন: *আপনারা কি নিয়ে কথা বলছেন?* যদিও খ্রীষ্ট এখন উর্ধ্বে স্বর্গে নীত হওয়ার পর্যায়ে অবস্থান করছেন, তবুও তিনি সে সময়ও তাঁর শিষ্যদের যত্ন নিয়েছেন এবং তাঁদের কষ্ট ও স্বস্তি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন তিনি তাদের দুঃখ দেখে কষ্ট পাচ্ছেন: *আপনাদেরকে কেন আজ এমন দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছে?* (আদিপুস্তক ৪০:৭)। লক্ষ্য করুন, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের দুঃখ এবং বেদনা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং তিনি তাঁদের দুঃখে দুঃখার্ত হয়েছেন। খ্রীষ্ট এখানে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে–

[১] আমরা যেন সমব্যথী হই। খ্রীষ্ট এখানে দু'জন দুঃখ ও বেদনা ভারাক্রান্ত মানুষের সাথে কথা বলেছেন। যদিও তিনি তাঁদের কাছে ছিলেন অপরিচিত মানুষ এবং তাঁরা তাঁকে চিনতেন না, তবুও তাঁরা তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কখনোই আত্মকেন্দ্রিক বা লজ্জিত হওয়া উচিত নয়, বরং তাদেরকে সব সময় ভাল সমাজে মেলামেশা করা উচিত।

[২] আমাদেরকে সহানুভূতিশীল হতে হবে। যখন আমরা আমাদের বন্ধুদেরকে দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং শোকগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাই, তখন আমাদের উচিত হবে এখানে খ্রীষ্ট যেমন করেছেন সেভাবেই তাদেরকে দুঃখের মাঝে সান্ত্বনা দেওয়া এবং তাদেরকে যথা সম্ভব পরার্মশ দান করা। আমরা যেন তাদের দুঃখে কাঁদতে পারি।

২. তাঁরা খ্রীষ্টের প্রশ্নের উত্তরে আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং তাঁর অবাক হওয়া নিয়ে কথা বলেছিলেন। *আপনিই কি যিরূশালেমের একমাত্র লোক, যিনি জানেন না এই কয়দিনে সেখানে কি কি ঘটছে?* লক্ষ্য করুন:

(১) ক্লিয়পা তাঁকে ভদ্রভাবেই জবাব দিয়েছিলেন। তিনি খ্রীষ্টকে রূঢ়ভাবে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন নি যে, "আপনি এ নিয়ে কথা বলছেন কেন? আপনার কি প্রয়োজন এখানে?" এবং তাঁকে চলে যেতে বলেন নি। লক্ষ্য করুন, যারা আমাদের সাথে ভদ্র আচরণ করবে, তাদের সাথে আমাদেরও অবশ্যই ভদ্র আচরণ করা উচিত এবং আমাদেরকে তাদের সাথে কথায় ও কাজে ভদ্রতা প্রকাশ করতে হবে। সে

সময় খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য একটি ভয়ঙ্কর সময় চলছিল। তবুও ক্লিয়পা এই আগন্তুকের প্রতি রাগান্বিত ও সন্দিহান হন নি যে, এই লোকটির কোন মন্দ উদ্দেশ্য থাকতে পারে বা সে তাঁদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁদেরকে সমস্যায় ফেলতে পারে। সেবার কাজে কখনো মন্দ চিন্তা বা আশঙ্কা থাকা উচিত নয়, এমন কি অপরিচিতিদের ক্ষেত্রেও নয়।

(২) তাঁর অন্তর খ্রীষ্ট দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং তিনি তাঁর মৃত্যু ও কষ্টভোগের কারণে অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, সকলেরই নিশ্চয়ই এমন অবস্থা: "কি! আপনি কি যিরূশালেমে এতটাই নতুন যে, আমাদের প্রভুর সেখানে কি পরিণতি হয়েছে সে বিষয়ে আপনি কিছুই জানেন না?" লক্ষ্য করুন, তারা নিশ্চয়ই যিরূশালেম শহরে নতুন, যারা খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং কষ্টভোগ সম্পর্কে জানে না। *কি! তারা না যিরূশালেমের সন্তান? তারপরও তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে এতটাই কম জানে যে, তারা প্রশ্ন করছে, তোমরা কার জন্য কাঁদছো?*

(৩) তিনি এই আগন্তুককে খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানাতে খুবই ব্যাকুল ছিলেন এবং তিনি এই বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে কথা চালিয়ে গেলেন। তিনি এমন কাউকে দেখতে চাইছিলেন না যিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানেন না। লক্ষ্য করুন, যাদের ভেতরে খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের ঘটনাটি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই অন্যদেরকেও এ সম্পর্কে জানাতে চাইবেন এবং তাদের ভেতরেও এ সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে চাইবেন। এছাড়া এখানে এটি লক্ষ্য করার মত একটি বিষয় যে, এই শিষ্যরা যে ব্যক্তিটিকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, সেই ব্যক্তির কাছ থেকে তারা নিজেরাই শিক্ষা গ্রহণ করলেন। যার কাছে সম্পদ আছে এবং তা ব্যবহার করে, তাকে আরও দেওয়া হবে।

(৪) এখানে আমরা দেখতে পাই যে, ক্লিয়পার ভাষ্য অনুসারে যিরূশালেমে খ্রীষ্টের মৃত্যুর ঘটনাটি প্রচণ্ড আলোড়ন ও আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। তাই এটি কল্পনা করা কষ্টকর ছিল যে, সেই শহরেই এমন কেউ রয়েছে, যে কি না এই ঘটনা সম্পর্কে একেবারেই জ্ঞাত নয়। এটি ছিল সে সময় শহরে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় এবং যে কোন জনসমাগমে এ নিয়ে আলোচনা চলছিল। এভাবে বিষয়টি সবখানে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এটি পবিত্র আত্মার অবতরণের পর ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

৩. খ্রীষ্ট তাঁদের প্রশ্নের জবাবে তাঁরা কি জানেন সে বিষয়ে জানতে চাইলেন (পদ ১৯): তিনি তাদেরকে বললেন, *কি কি ঘটনা ঘটেছে?* এভাবে তিনি নিজেকে একজন আগন্তুক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট তাঁদের সামনে যে আনন্দের উপলক্ষ্য রেখেছিলেন তার বিপরীতে তিনি নিজ কষ্টের উপর আলোকপাত করলেন, যা ছিল এর ক্ষতিপূরণ। এই মুহূর্তে তিনি তাঁর আপন গৌরবে ও মহিমায় প্রবেশ করতে চলেছেন, তাহলে কি চিন্তা করে তিনি তাঁর কষ্ট ও যন্ত্রণাভোগের প্রতি আলোকপাত করলেন: *কি কি ঘটেছে?* কি কি ঘটেছে তা তাঁর জানার স্বপক্ষে যুক্তি রয়েছে; কারণ তাঁর জন্য সেগুলো ছিল তিক্ত এবং ভারাক্রান্ত বিষয়। কিন্তু তবুও তিনি তা জানতে চাইলেন, *কি কি ঘটেছে?* সকল দুঃখ মুছে গেছে, কারণ আমাদের

পরিত্রাণ প্রদান করা হয়েছে। তিনি আমাদের জন্য কষ্টভোগ করলেন এবং আমাদের জন্যও তিনি তা করতে শিক্ষা দিচ্ছেন।

(২) যাদেরকে খ্রীষ্ট শিক্ষা দেবেন তাদেরকে তিনি প্রথমেই পরীক্ষা করে নেবেন যে, তারা কতটুকু শিখেছে। তাদেরকে অবশ্যই সে সব বিষয়ে বলতে হবে যা তারা জানে এবং তারপরই তিনি তাদেরকে বলবেন যে, এ সমস্ত কিছুর অর্থ কি এবং তখন সেই রহস্যের সন্ধান তিনি তাদেরকে দেবেন।

৪. তাঁরা এখানে খ্রীষ্ট সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য জানালেন এবং তাঁদের নিজেদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও জানালেন। লক্ষ্য করুন তাঁরা কি ঘটনার কথা বলেন, পদ ১৯।

(১) এখানে খ্রীষ্টের জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। তাঁরা যে বিষয় সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন তা হচ্ছে নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্ট (এভাবেই সাধারণত তাঁকে সম্বোধন করা হত), যিনি ছিলেন একজন ভাববাদী, ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত একজন শিক্ষক। তিনি একটি সত্য এবং অতীব চমৎকার ধর্ম প্রচার করতেন, যা স্বর্গ থেকে আবির্ভূত হয়েছে বলে সবার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁর সমস্ত কিছুই ছিল স্বর্গ-কেন্দ্রিক। তিনি বিভিন্ন গৌরবময় আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। তিনি নানা ধরনের দয়াপূর্ণ আশ্চর্য কাজ দেখিয়েছেন। সে কারণে তিনি ঈশ্বরের ও সব লোকের সাক্ষাতে কাজে ও কথায় পরাক্রমী ভাববাদী ছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি স্বর্গে তুমুল জনপ্রিয় ছিলেন এবং পৃথিবীতে প্রচুর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলে প্রতীয়মান হয়েছিলেন এবং মানুষের কাছেও তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ঈশ্বরের কাছে তাঁর সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতা ছিল এবং দেশে তাঁর দারুন খ্যাতি ছিল। এমন অনেকেই আছেন যাদেরকে লোকেরা অনেক সম্মান করে, যদিও তারা ঈশ্বরের নিকট হতে প্রেরিত হন নি; যেমন ফরীশী এবং ধর্ম-শিক্ষকরা। কিন্তু খ্রীষ্ট ঈশ্বর এবং সমস্ত মানুষের সামনে তাঁর কথায় ও কাজে ক্ষমতাশালী ছিলেন। যারা এই সমস্ত কিছু জানে না, তারা নিশ্চয়ই যিরূশালেমে একেবারেই নতুন।

(২) এখানে তাঁর দুঃখভোগ এবং মৃত্যু সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে (পদ ২০): "যদিও তিনি ঈশ্বর এবং মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, তবুও মহাপুরোহিত এবং প্রাদেশিক শাসক একত্রিত হয়ে তাঁকে রোমীয় শাসকদের হাতে তুলে দেয় এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। অবশেষে তারা তাঁকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করে।" এটি খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, এই বিষয়টি নিয়ে তাঁরা এর চেয়ে বেশি আর কথা বললেন না এবং যারা খ্রীষ্টকে দোষী করেছিল এবং হত্যা করেছিল, তাদের উপরেই তাঁরা অভিযোগ স্থাপন করলেন। তবে এমন হতে পারে যে, যেহেতু তাঁরা একজন আগন্তুকের সাথে কথা বলছিলেন, সে কারণে তাঁরা মহাপুরোহিত এবং শাসকদের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু মন্তব্য করলেন না।

(৩) এখানে খ্রীষ্টের প্রতি তাঁদের হতাশা প্রকাশ পায়, যখন তাঁরা তাঁদের দুঃখের কারণ বলতে শুরু করলেন: "কিন্ত আমরা আশা করছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করবেন (পদ ২১)। আমরা তাঁকে শুধুমাত্র মোশির মত একজন ভাববাদী

হিসেবেই দেখি নি, বরং সেই সাথে আমাদের ত্রাণকর্তা ও উদ্ধারকর্তা হিসেবেও দেখেছি।” তাঁর উপর নির্ভর করা হয়েছিল এবং অনেক বড় কিছু তাঁর কাছ থেকে আশা করা হয়েছিল। তাঁর মধ্য দিয়েই তাঁরা পরিত্রাণ পাবেন বলে আশা করা হয়েছিল। ইস্রায়েল জাতি তাঁর মধ্য দিয়েই সান্ত্বনা খুঁজে পাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। যদি আশা ভগ্ন হয়ে হৃদয়কে ভেঙ্গে দেয়, সেখানে তখন হতাশার জন্ম নেয়, যা অন্তরকে বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু দেখুন কিভাবে তাঁরা সেই বিষয়টিকে নিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন, যে বিষয়টিই তাঁদের জন্য সবচেয়ে বড় আশার ভিত্তি বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। সেটি ছিল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু: তাঁরা বললেন, *আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে, তিনিই ইস্রায়েল জাতিকে উদ্ধার করবেন*। তিনিই কি ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করবেন না? তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই কি তাদের উদ্ধার নিশ্চিত হয় নি? ইস্রায়েলকে তাদের কষ্ট থেকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর যন্ত্রণাভোগ করার প্রয়োজন কি ছিল না? তবে এরও কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের নিশ্চয়ই এই কথা বিশ্বাস করার জন্য এর থেকে আরও বড় কারণ আছে যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টই ইস্রায়েল জাতিকে উদ্ধার করবেন। তাদের এ নিয়ে আশা ছেড়ে দেওয়ার কিছু নেই।

(৪) এখানে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান নিয়ে তাঁদের বিস্ময়ের কথা বলা হয়েছে।

[১] “আজ তাঁর ক্রুশারোপণ এবং মৃত্যুপরবর্তী তৃতীয় দিন। আশা করা হয়েছিল যে, এই দিনেই তিনি পুনরুত্থিত হবেন। তিনি গৌরব ও বাহ্যিক জাঁকজমকতা সহকারে পুনরায় উত্থিত হবেন এবং তিন দিন আগে তিনি যেভাবে অসম্মান ও অ বিশ্বাসের শিকার হয়েছেন, আজ তার বিপরীতে তিনি সকলের সামনে প্রকাশে মহিমান্বিত হবেন। কিন্তু আমরা সে ধরনের কোন কিছুরই চিহ্ন দেখছি না। এমন কোন কিছুই ঘটে নি যা আমরা আশা করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম তাঁর প্রতি নির্যাতনকারী ও শাস্তিদানকারী সকলে দোষীকৃত হবে ও কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে এবং আমরা তাঁর শিষ্যরা সকলে সান্ত্বনা ও স্বস্তি পাব। কিন্তু তেমন কোন কিছুই ঘটে নি।”

[২] তাঁরা এই দাবী করলেন যে, তাঁদের কাছে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কিত একটি সংবাদ আছে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা খ্রীষ্টকে কোন ধরনের কৃতিত্ব দেন নি (পদ ২২,২৩): “আবার আমাদের কয়েক জন স্ত্রীলোক আমাদেরকে চমৎকৃত করলেন (এটুকুই তারা বলেছেন)। তারা খুব সকালে খ্রীষ্টের কবরের কাছে গিয়েছিলেন এবং দেখেছেন যে, কবরটি শূন্য; সেখানে খ্রীষ্টের দেহ নেই। সেখানে তারা স্বর্গদূতদের দেখা পেয়েছেন বলে দাবী করেছেন, যারা তাদেরকে বলেছেন যে, খ্রীষ্ট জীবিত আছেন। কিন্তু আমরা এটা ধরে নিয়েছি যে, এই ঘটনা শুধুমাত্রই সেই নারীদের কল্পনা। এটি কোনমতেই বাস্তব কোন ঘটনা নয়, কারণ স্বর্গদূতদেরকে শুধুমাত্র প্রেরিতদের কাছেই পাঠানো হয়, কোন নারীর কাছে নয়। নারীরা সহজেই মিথ্যে কথা বলতে পারে।”

[৩] তারা বললেন যে, কয়েকজন শিষ্য কবরটি গিয়ে দেখেছেন এবং সেটি শূন্য অবস্থায় পেয়েছেন, পদ ২৪। “কিন্তু তাঁরা খ্রীষ্টকে দেখেন নি এবং সে কারণে আমরা এ নিয়ে আশঙ্কা করছি যে, তিনি হয়তো পুনরুত্থিত হন নি। কারণ তিনি যদি সত্যিই

পুনরুত্থিত হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁদের সামনে দেখা দিতেন। তাই এ সমস্ত ঘটনা চিন্তা করে আমরা ধরে নিয়েছি যে, তিনি পুনরুত্থিত হন নি এবং তাঁর কাছ থেকে আর কোন কিছু পাওয়ার আশা আমাদের নেই। আমাদের সকল আশা তাঁর ক্রুশের পেরেকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর দেহের সাথে কবরস্থ করা হয়েছে।”

(৫) আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যদিও তাঁদের কাছে চেহারায় পরিচিত ছিলেন না, তবুও তিনি তাঁর কথার মধ্য দিয়ে তাঁদের সাথে পরিচিতি গড়ে তুললেন।

[১] তিনি তাঁদের অজ্ঞানতা এবং পুরাতন নিয়মের বাক্যের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস না থাকার জন্য তাঁদেরকে তিরস্কার করলেন: *তোমরা কিছুই বোঝ না। তোমাদের মন এমন অসাড় যে, ভাববাদীরা যা বলেছেন তা তোমরা বিশ্বাস কর না,* পদ ২৫। খ্রীষ্ট আমাদের ভাইদের প্রতি *মূর্খ* বা *বোকা* বলে তিরস্কার করতে নিষেধ করেছেন, তিনি আমাদেরকে অযথা বা যুক্তিহীনভাবে তিরস্কার করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তিনি গঠনমূলক সমালোচনা করতে নিষেধ করেন নি। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে *নির্বোধ* বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা *দুষ্ট মানুষ*; যে অর্থে তিনি আমাদেরকে এ কথা বলতে নিষেধ করেছেন। বরং এখানে এর অর্থ হচ্ছে *দুর্বল মানুষ*। তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে বোকা বলতে পারেন, কারণ তিনি আমাদের বোকামি সম্পর্কে জানেন, যে বোকামির কারণে আমাদের হৃদয় রুদ্ধ থাকে। তারাই হচ্ছে বোকা, যারা নিজেদের মঙ্গলের পরিপন্থী কাজ করে। তাঁরা সেই কাজই করছিলেন, যখন তাঁরা তাঁদের প্রভুর পুনরুত্থানের প্রমাণ পেয়েও তা বিশ্বাস করছিলেন না এবং সেই আনন্দ গ্রহণ করছিলেন না। যে সমস্ত কারণে তাঁদেরকে বোকা বলা হয়েছে তা হচ্ছে:

প্রথমত, তাঁদের বিশ্বাসের দুর্বলতা। বিশ্বাসীরা নাস্তিক, পৌত্তলিক এবং উদারপন্থীদের দ্বারা বোকা ও মূর্খ বলে সাব্যস্ত হন। বিশ্বাসীদের দৃঢ় ও পবিত্র বিশ্বাস তাদের কাছে যুক্তিহীন মোহ বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদেরকে বলছেন যে, তারাই হচ্ছে বোকা, যারা বিশ্বাসে অত্যন্ত ধীরচিত্তের এবং যারা তাদের যুক্তিবোধের কারণে বিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে রাখে।

দ্বিতীয়ত, নাবীদের কিতাবের লেখাগুলো বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তাঁদের ধীরতা। তিনি তাঁদেরকে সেই নারীদের কথায় বিশ্বাস না করা বা স্বর্গদূতদের দর্শনের কথা বিশ্বাস না করার জন্য তিরস্কার করেন নি, যা তাঁরা সে সময় বলেছিলেন; বরং ভাববাদীদের কিতাবের কথাগুলো তাঁরা বিশ্বাস করেন নি বলেই খ্রীষ্ট তাঁদেরকে তিরস্কার করেছিলেন। তাঁরা যদি পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত ভাববাদীদের কথায় প্রয়োজনীয় গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরোপ করতেন, তাহলে তাঁরা নিশ্চিত হতেন যে, খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর তৃতীয় দিনে সেই সকালে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন, যেভাবে তাঁরা আকাঙ্খা করছিলেন। সেই সমস্ত কার্যাবলী এবং সমস্ত ঘটনা প্রমাণ সহকারে ভাববাদীদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং এর কোন কিছুই স্বর্গীয় নির্দেশ ব্যতিরেকে স্থির করা হয় নি। আমরা যদি পবিত্র শাস্ত্রের বাণী সম্পর্কে আরও বেশি করে ওয়াকিবহাল হতাম এবং স্বর্গীয় প্রজ্ঞা এবং নির্দেশনা সম্পর্কে আরও ভাল করে জানতাম, তাহলে আমরা কখনোই এই বিষয় নিয়ে জটিলতায় এবং দুশ্চিন্তায় পড়তাম

না।

[২] তিনি তাঁদেরকে দেখিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্টের যে যন্ত্রণাভোগ তাঁদের জন্য এক বাধাজনক প্রস্তর হয়ে ছিল এবং যা তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করতে বাধা দিচ্ছিল, তা প্রকৃত অর্থে তার মহিমা ও গৌরবের জন্যই স্থাপন করা হয়েছিল এবং এই পথ ভিন্ন অন্য কোন উপায় আর তাঁর ছিল না (পদ ২৬): "*এই সমস্ত কষ্টভোগ করে কি খ্রীষ্টের মহিমা লাভ করবার কথা ছিল না?* এই কথা কি ঘোষিত হয় নি যে, প্রথমে প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টকে কষ্টভোগ করতে হবে এবং এরপর তিনি রাজত্ব করবেন, তিনি তাঁর ক্রুশের মধ্য দিয়েই মুকুট পরিধান করবেন?" তারা কি কখনো যিশাইয় ভাববাদীর কিতাবের তেপ্পান্নতম অধ্যায় এবং দানিয়েল ভাববাদীর কিতাবের নবম অধ্যায় পাঠ করেন নি, যেখানে এই ভাববাদীরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে খ্রীষ্টের কষ্টভোগ এবং এরপর তাঁর গৌরব ও মহিমায় প্রবেশের কথা বলেছেন? (১ পিতর ১:১১)। খ্রীষ্টের ক্রুশের কারণে তাঁরা নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারছিলেন না। এখানে তিনি তাঁদেরকে দু'টো বিষয়ের কথা বললেন, যার কারণে ক্রুশের ব্যাপারে তাদের বিঘ্ন দূর হয়ে গেল।

প্রথমত, খ্রীষ্টকে অবশ্যই নানা ধরনের যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করতে হবে। তাঁর এই যন্ত্রণা শুধু যে তিনি খ্রীষ্ট হিসেবে নিজেকে দাবী করেছেন সে কারণে নয়, বরং এটি খ্রীষ্ট হিসেবে তাঁর জন্য একটি প্রমাণ; যেহেতু ঈশ্বরভক্তগণ যখন নির্যাতিত হন, সেটি তাদের পবিত্রতা এবং গ্রহণযোগ্যতাকেই প্রমাণ করে। তারা মনে করছিলেন যে, তাঁদের সমস্ত আশা ভরসা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের আশার ভিত্তি এখানেই স্থাপিত হয়েছে। তিনি কোনমতেই একজন পরিত্রাণকর্তা বা উদ্ধারকর্তা হতে পারতেন না, যদি না তিনি এত কষ্ট সহ্য করতেন। খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছায় আমাদের পরিত্রাণের ভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁর কষ্টভোগ করা এবং মৃত্যুবরণ করা একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু তিনি এই সমস্ত বিষয়ের কারণে কষ্টভোগ করেছেন, সেহেতু তিনি অবশ্যই গৌরব লাভ করবেন, যা তিনি তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে লাভ করেছেন। এটি হচ্ছে তাঁর উর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার প্রথম ধাপ। লক্ষ্য করুন, এটিকে বলা হয়েছে তাঁর গৌরব বা মহিমা, যা তিনি তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেছেন, কারণ এই সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল এবং এটিই হচ্ছে সেই গৌরব যা তিনি সমস্ত পৃথিবীর সামনে গ্রহণ করবেন। তাঁকে অবশ্যই যন্ত্রণাভোগ করার মত একইভাবে গৌরব ও মহিমা লাভ করতে হবে এবং তাহলেই পবিত্র শাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করবে। তাঁকে অবশ্যই প্রথমে কষ্টভোগ করতে হত এবং এরপর তিনি মহিমায় প্রবেশ করবেন। আর এভাবেই ক্রুশের সমস্ত অবিশ্বাস তিনি চিরতরে দূরে ঠেলে দেবেন। তখন তিনি কাঁটার মুকুটের বদলে মহিমা গ্রহণ করবেন।

[৩] তিনি তাঁদের কাছে পুরাতন নিয়মের পবিত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করলেন, যেখানে খ্রীষ্টের কথা বলা হয়েছে। তিনি তাঁদেরকে স্পষ্ট করে দেখালেন যে, কিভাবে সেই সমস্ত কথা নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের জীবন দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে। এখন তিনি তাঁদেরকে তাঁর সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলতে পারবেন যা তিনি এর আগে বলতে পারেন নি (পদ ২৭): *এর*

পরে তিনি মোশির এবং সমস্ত ভাববাদীদের পুস্তক থেকে শুরু করে গোটা পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে তাঁর নিজের বিষয়ে যা যা লেখা আছে তা সবই তাঁদের বুঝিয়ে বললেন। মোশি ছিলেন ঈশ্বরের তরফ থেকে অনুপ্রাণিত প্রথম পবিত্র শাস্ত্রের লেখক। তাঁর পঞ্চপুস্তক শরীফের মধ্য থেকে তিনি ব্যাখ্যা করা শুরু করলেন। এরপর তিনি অন্য সকল ভাববাদীর কথা ব্যাখ্যা করলেন এবং দেখালেন যে, কিভাবে সকল ভাববাদীর বলা ভবিষ্যদ্বাণী খ্রীষ্ট তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করেছেন। তিনি শুরু করেছিলেন মোশিকে দিয়ে, যিনি প্রথম প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্টের পায়ে ছোবল মারা হবে, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে সাপের মাথাও গুড়িয়ে দেওয়া হবে। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, প্রতিটি পবিত্র কিতাবেই খ্রীষ্ট সম্পর্কে নানা ধরনের কথা বলা হয়েছে, যা সঙ্কলন করে একত্রিত করলে এ সম্পর্কে বোঝা আমাদের জন্য সহজ হবে। আপনার পুরো পুস্তক ঘাঁটার কোন প্রয়োজন নেই, বরং খ্রীষ্ট সম্পর্কিত কিছু বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করলেই চলবে যেখানে খ্রীষ্টের সম্পর্কে বলা হয়েছে। হতে পারে সেটা তাঁর সম্পর্কে কোন প্রতিজ্ঞা, কোন প্রার্থনা, কোন ভবিষ্যদ্বাণী বা এ ধরনের অন্য কোন কিছু, কারণ তিনিই পুরো পুরাতন নিয়ম জুড়ে আসল সম্পদ। পুরো পুরাতন নিয়ম জুড়ে জালের মত সুসমাচারের সোনালী সূত্র ছড়িয়ে আছে। প্রতিটি স্থানেই খোঁজ করলে তা পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে সমস্ত কথা রয়েছে তা অবশ্যই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সেই খোজা একজন বিদ্বান ব্যক্তি হলেও এই সমস্ত কথা বুঝতে পেরেছেন বলে দাবী করতে পারেন নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ একজন এসে তাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন (প্রেরিত ৮:৩১)। এর কারণ হচ্ছে সেগুলোকে অন্ধকারেই রাখা হয়েছিল এবং সেগুলো আলোর মুখ দেখার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু এখন সেই পর্দা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়মের সমস্ত কথা ব্যক্ত করেছে।

তৃতীয়ত, যীশু খ্রীষ্ট নিজেই পবিত্র শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাকারী, বিশেষ করে তাঁর নিজের সম্পর্কে বলা পবিত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী; এমন কি তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়েও তিনি মানুষের কাছে তাঁর সম্পর্কিত রহস্যের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। তবে তিনি পবিত্র শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে নতুন কোন মতবাদ বা ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করেন নি। বরং তিনি দেখিয়েছেন যে, কিভাবে তিনি পবিত্র শাস্ত্রের সকল বাক্য পূর্ণ করেছেন এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি সকলকে এ সম্পর্কিত পাঠে মনোনিবেশ করাতে চেয়েছেন। এমন কি প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটিও নিজেই পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর দ্বিতীয় অংশ এবং এটি সব সময় পুরাতন নিয়মের ধারা ও সঙ্গতি বজায় রেখে চলেছে। যদি মানুষ মোশি এবং অন্যান্য ভাববাদীদের বিশ্বাস না করে, তাহলে তাদেরকে বোঝানোর আর কোন সাধ্য নেই।

চতুর্থত, এই পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করা যুক্তিগ্রাহ্য হওয়ার জন্য উত্তম; কারণ পুরাতন নিয়ম ক্রমান্বয়ে এক উপযুক্ত দিনের প্রতি নির্দেশ করেছে এবং এটি পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত ভাল যে, কিভাবে প্রতিকূল দিনগুলোতে এবং বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সময়ে ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে তাঁর নিজ পুত্রের ব্যাপারে কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে তিনি এখন কথা

বলছেন। এ যেন পর্যাপ্ত পূর্ব ধারণার উত্তরণ ঘটানো এবং পূর্ববর্তী ঘটনাগুলোর প্রতি আলোকপাত। অনেকে ভুল দিক থেকে পবিত্র বাইবেল পাঠ করা শুরু করেন। তারা প্রকাশিত বাক্য থেকে পবিত্র বাইবেল পাঠ করতে শুরু করেন। কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আমরা যেন মোশির পুস্তক থেকে পাঠ করা শুরু করি। এতটাই দূরবর্তী হওয়া উচিত এই দুই কিতাবের সম্পর্ক।

ঘ. এখানে আমরা দেখতে পাই শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্ট যেভাবে তাদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করলেন। খ্রীষ্ট সেই দুই শিষ্যের কাছে পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কিত যে শিক্ষা দান করেছিলেন, সেটি সুসমাচারে লিপিবদ্ধ থাকলে ভাল হত বলে ভেবেছেন অনেকেই। কিন্তু এটি দেওয়া হয় নি, হয়তো তা আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয় ভেবেই। তবে এখানে তার সারমর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য সুসমাচারেও আমরা এর সারমর্ম দেখতে পাই। শিষ্যরা খ্রীষ্টের এই বক্তৃতা শুনে মোহিত হয়ে পড়েছিলেন এবং ভাবছিলেন যে, তাঁরা খুব দ্রুত তাঁদের যাত্রার শেষ প্রান্তে চলে এসেছেন। তেমনটিই ঘটেছিল: *তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, সেই গ্রামের কাছে উপস্থিত হলেন* (পদ ২৮), যেখানে তাঁরা রাত্রিযাপন করবেন বলে মনে করা হচ্ছিল। আর এখন:

১. তাঁরা চাইলেন খ্রীষ্টও যেন তাঁদের সাথে থাকেন: তাঁরা যে গ্রামে যাচ্ছিলেন সেই গ্রামের কাছাকাছি আসলে পর যীশু আরও দূরে যাবার ভাব দেখালেন। তিনি বলেন নি যে, তিনি আরও দূরে যাবেন। কিন্তু তিনি তাঁর ব্যবহারে বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি আরও দূরের পথে যাত্রা করবেন এবং তিনি তাঁর দুই শিষ্যের বাড়িতে ওঠার জন্য কোন ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। অবশ্য আমন্ত্রিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন ধরনের আগ্রহ না দেখানোটাই একজন আগন্তুকের জন্য ভদ্রতাসূচক আচরণ। তাঁরা যদি খ্রীষ্টকে তাদের বাড়িতে আসতে আমন্ত্রণ না জানাতেন, তাহলে খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই আরও দূরের পথে যাত্রা শুরু করতেন। তাই এখানে অন্য কোন সিদ্ধান্তে আসার মত পরিস্থিতি নেই। যদি কোন আগন্তুক লজ্জাবোধ করে, তাহলে যে কেউ এর অর্থ বুঝতে পারবে। সে কখনোই আপনার বাড়িতে জোর করে আশ্রয় গ্রহণ করতে যাবে না; কিন্তু যদি আপনি আপনার মেহমান হওয়ার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানান, তাহলে সে নিশ্চয়ই আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে এবং এটিই খ্রীষ্ট করেছিলেন। যদিও তিনি একটু আগে আরও দূরে যাওয়ার লক্ষণ দেখাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করুন, যারা চায় যে খ্রীষ্ট তাদের সাথে বসবাস করবেন, তাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই তাঁর প্রতি ধৈর্যশীল হতে হবে। যদিও তিনি অনেক সময় তাদেরকে দেখা দেন যারা তাঁর খোঁজ করে না, তবুও যারা কেবলমাত্র তাঁর খোঁজ করবে তাদেরকেই তিনি দেখা দেবেন। যদি মনে হয় যে, তিনি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন, তাহলে আমাদের অবশ্যই আগে নিজেদের ধৈর্যহীনতাকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে; যেভাবে এখানে শিষ্যরা খ্রীষ্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরা দুইজনই তাঁকে খুব সাধাসাধি করে অনুরোধ করতে লাগলেন। তাঁদের ভেতরে ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং দয়াপূর্ণ মনোভাব, *আমাদের সাথে থাকুন*। লক্ষ্য করুন, যারা একবার খ্রীষ্টের সঙ্গ লাভের মূল্য ও আনন্দ সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে তারা আর কখনো তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করতে চাইবে না। তারা সব সময় তাঁর সাথে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে; শুধু দিনে তাঁর সাথে পথ চলতে

চাইবে না, বরং রাতেও তাঁর সাথে সময় কাটাতে চাইবে। যখন দিন শেষ হয়ে যায় এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তখন আমরা আমাদের কাজ থেকে বিশ্রাম নিতে চাই। তখনই আমাদের খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করার এবং তাঁকে আমাদের সাথে থাকার জন্য অনুরোধ করার উপযুক্ত সময়, যাতে করে তিনি আমাদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং তাঁর সম্পর্কিত উত্তম চিন্তা দ্বারা এবং তাঁর প্রতি আকর্ষণ দ্বারা আমাদের অন্তর পূর্ণ করেন। খ্রীষ্ট তাঁদের অনুরোধে সাড়া দিলেন। তিনি ভেতরে গেলেন এবং তাঁদের সাথে থাকলেন। এভাবেই খ্রীষ্ট তাঁদেরকে আরও নির্দেশনা এবং সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, যারা তাদের গৃহীত দানের সদ্ব্যবহার করেছে। তিনি আমাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যদি কেউ তার ঘরের দরজা খুলে তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়, তাহলে তিনি তার ঘরে প্রবেশ করবেন (প্রকা ৩:২০)।

২. তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন, পদ ৩০,৩১। আমরা ধারণা করতে পারি যে, তিনি ঘরের ভেতরে গিয়ে তাঁদের সাথে আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিলেন, যা তিনি রাস্তায় শুরু করেছিলেন; কারণ আপনি যখন রাস্তায় হাঁটতে থাকবেন বা ঘরে বসে থাকবেন তখনও আপনি ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলতে পারবেন। যখন রাতের খাবার তৈরি করা হচ্ছিল (সম্ভবত খাবার খুব দ্রুত তৈরি করা হয়েছিল, বর্ণনা অনুসারে তাই ধারণা করা হয়), তখন সম্ভবত তিনি তাঁদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দান করেছিলেন যা তাঁদের জন্য অত্যন্ত সহজ এবং সুফলজনক ছিল; তাই তাঁরা খাবারের প্রতি ততটা আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু এতক্ষণ ধরে তাঁদের সাথে যিনি কথা বলেছেন তিনি যীশু খ্রীষ্ট, তাই তিনি পুরোটা সময় তাঁর ছদ্মবেশ ধরে রাখতে পারেন না। আর তাই তিনি তাঁর ছদ্মবেশ প্রকাশ করে দিলেন।

(১) তাঁরা সন্দেহ করতে লাগলেন যে, ইনিই খ্রীষ্ট; বিশেষ করে যখন তিনি খাবার খেতে বসলেন সে সময়। তিনি ভোজের কর্তা হিসেবে আসনে উপবিষ্ট হলেন এবং তিনি নিজেই সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে রাগলেন, যা তিনি শিষ্যদের মাঝে করতেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা তাঁকে খ্রীষ্ট বলে সন্দেহ করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের সাথে রুটি নিয়ে খেতে বসলেন, সেটির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং এরপর সেটি ভেঙ্গে তাঁদের হাতে দিলেন। এই কাজ তিনি করেছিলেন তাঁর চিরাচরিত কর্তৃত্ব এবং ভালবাসা সহকারে, যেখানে ছিল সেই একই ভঙ্গিমা এবং প্রক্রিয়া। সেই একই ভঙ্গিতে তিনি রুটি হাতে নিয়ে সেটিকে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পবিত্রীকৃত করলেন এবং সেটিকে ভেঙ্গে সকলের হাতে দিলেন। এটি সেই পাঁচটি রুটি ও দু'টি মাছের মত কোন আশ্চর্য খাবার ছিল না, কিংবা উদ্ধার-পর্বের ভোজের মত কোন ধর্মীয় আচার আচরণের খাবার ছিল না; বরং এটি ছিল একেবারেই সাধারণ খাবার। তবুও এখানে খ্রীষ্ট সেই আগের মতই সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করলেন। তিনি আমাদের শিক্ষা দিলেন যেন আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে একটি বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সংযোগ রক্ষা করি এবং আমাদের প্রতিটি খাবারের মাধ্যমেই যেন আমরা আশীর্বাদ লাভ করি। আমরা যেন আমাদের দৈনিক খাবার খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পবিত্রীকৃত করে নিয়ে গ্রহণ করি এবং এই প্রক্রিয়া যেন প্রতিটি পরিবারেই পালন করা হয়। আমরা যেখানেই খাবার জন্য বসি না কেন, খ্রীষ্টকে সব সময়ই টেবিলের মাথায় স্থান দিতে হবে, সমস্ত খাবার তাঁর কাছ থেকে পবিত্রীকৃত করে নিতে হবে এবং তাঁরই

মহিমায় ভোজন ও পান করতে হবে। তিনি আমাদের জন্য যে খাবার পবিত্র করে রেখেছেন আমাদেরকে তা ভক্তি ও ভালবাসা সহকারে গ্রহণ করতে হবে। আমাদেরকে তা আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে হবে। এতে করে আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে দেখতে পাব যে, সেই খাবার খ্রীষ্টের হাত থেকে তাঁর আশীর্বাদ সহকারে আমাদের কাছে আসছে।

(২) সেই সময় তাঁদের চোখ খুলে গেল এবং তাঁরা দেখতে পেলেন যে, তিনি আসলে কে। তাঁকে তাঁরা খুব ভাল করেই চেনেন। তাঁদের চোখকে খ্রীষ্টের কাছ থেকে যা-ই আড়াল করে রাখুক না কেন, এখন তা সরিয়ে ফেলা হল। সমস্ত কুয়াশার জাল ছিন্ন করে ফেলা হল, পর্দা সরিয়ে ফেলা হল এবং তাদের আর কোন সন্দেহ রইল না যে, ইনিই তাঁদের প্রভু। নিশ্চয়ই তিনি কোন পবিত্র ও প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য কোন আকার বা চেহারা ধারণ করেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর চেহারা আবার আগের মত হয়ে গেল এবং সে কারণে বোঝা গেল যে, ইনিই খ্রীষ্ট। দেখুন কিভাবে খ্রীষ্ট তাঁর আত্মা এবং অনুগ্রহের দ্বারা নিজেকে তাঁর লোকদের আত্মার কাছে পরিচিত করে তোলেন।

[১] তিনি তাদের সামনে পবিত্র শাস্ত্র উন্মুক্ত করলেন, কারণ যারা তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে চায় তিনি তাদেরকে ফল প্রদান করেন এবং নিজেকে প্রকাশ করেন।

[২] তিনি খাবার টেবিলে বসে নিজেকে তাঁদের সামনে প্রকাশ করেছিলেন, তিনি প্রভুর ভোজের সময় নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণভাবে তিনি বেশ কয়েকটি উপায়ে নিজেকে তাদের সামনে প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল রুটি ভেঙ্গে শিষ্যদের হাতে বণ্টন করে দেওয়া।

[৩] তাদের অন্তরের চোখ খোলার মধ্য দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। এতে করে তাঁরা নিজেদেরকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন, যেভাবে প্রেরিত পৌল তাঁর মন পরিবর্তন করেছিলেন। যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন তিনি যদি তা উপলব্ধি করার শক্তি না দেন, তাহলে আমরা সেই অন্ধকারেই থেকে যাব।

৩. তিনি তখনই অদৃশ্য হয়ে গেলেন: তিনি তাঁদের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি নিজেকে তাঁদের সামনে থেকে সরিয়ে নিলেন। হঠাৎ করে তিনি সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলেন এবং দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। কিংবা তিনি আর তাঁদের সামনে দৃশ্যমান রইলেন না, তাদের সামনে তিনি অশরীরী হয়ে পড়লেন। এর অর্থ হচ্ছে, যদিও খ্রীষ্টের দেহ পুনরুত্থানের পর তাঁর সেই আগের দেহই ছিল, যে দেহে তিনি সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সেই চিহ্নও তাঁর শরীরে ছিল; কিন্তু তবুও সেই দেহ এতটাই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি তাঁর ইচ্ছে অনুসারে দেহটিকে দৃশ্যমান বা অদৃশ্য করে ফেলতে পারতেন। তাঁর এই দেহটি ছিল এক মহিমা ও গৌরবময় দেহ। যখনই তিনি একজন শিষ্যকে দেখা দিয়েছেন, তার পরক্ষণেই তিনি আবার তার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এভাবেই খ্রীষ্ট আমাদেরকে এই জগতে খুব সংক্ষিপ্ত এবং ক্ষণিকের জন্য দর্শন দিয়েছেন। আমরা তাঁকে দেখি, কিন্তু আবারও তাঁকে দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখি। যখন আমরা স্বর্গে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করবো, তখন আর এ ধরনের কোন

বাধা থাকবে না।

ঙ. এখানে রয়েছে সেই পর্যালোচনা, যা শিষ্যরা খ্রীষ্টের দর্শন পাওয়ার পর করেছিলেন, এবং তাঁরা যিরূশালেমে তাঁদের ভাইদের কাছে এই সংবাদ জানিয়েছিলেন।

১. খ্রীষ্টের আলোচনা তাঁদের উপর যে প্রভাব ফেলেছিল তা নিয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই পর্যালোচনা করেছিলেন (পদ ৩২): *তখন তাঁরা পরস্পর বললেন, পথের মধ্যে যখন তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমাদের কাছে পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ খুলে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের দিলে আমাদের অন্তর কি উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল না?* তাদের মধ্যে একজন বললেন, "আমি নিশ্চিত আমার এমনটিই মনে হচ্ছিল।" আরেকজন বললেন, "আমারও এমনই অনুভব হচ্ছিল। আমি আমার জীবনে আর কারও কোন কথায় এমনভাবে আপ্লুত হই নি।" এভাবেই তাঁরা তাঁদের কথা তুলনা করার বদলে তাঁদের হৃদয় নিয়ে কথা বলেছিলেন এবং তুলনা করেছিলেন, যখন তারা খ্রীষ্টের করা আলোচনা নিয়ে কথা বলছিলেন। তাঁরা এই প্রচারটিকে অত্যন্ত শক্তিশালীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এমন কি যদিও তাঁরা জানতেন না যে, কে প্রচার করছেন। এটি সমস্ত কিছু তাদের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে দিয়েছিল এবং এতে করে তাঁদের অন্তরে এক স্বর্গীয় আলো প্রবেশ করেছিল, ফলে তাদের হৃদয় হয়ে উঠেছিল এক স্বর্গীয় অনুগ্রহপূর্ণ হৃদয়। তাদের হৃদয় যেন সে সময় প্রদীপ শিখার মত জ্বলে জ্বলে উঠছিল, যেভাবে ধার্মিকের হৃদয়ে ধার্মিকতা এবং দয়ার শিখা প্রজ্বলিত থাকে। এখন তাঁরা এই বিষয়টি খেয়াল করলেন এবং তাঁদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্য এর অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। আর এই বিষয়টি হচ্ছে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা এতক্ষণ যীশু খ্রীষ্টের সাথেই কথা বলছিলেন। "আমরা কত না বোকা, আমরা এতক্ষণ ধরে একবারও বুঝতে পারলাম না যে তিনি কে! তিনি আর কেউ না, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। এ কথা আর কারও না, প্রভু যীশুরই কথা, যা আমাদের হৃদয়কে প্রজ্বলিত করে তুলছিল। নিশ্চয়ই তিনিই প্রভু খ্রীষ্ট, কারণ আর কারও মানুষের হৃদয়ের চাবি পাওয়ার কথা নয়; তিনি খ্রীষ্ট ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।" এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) কোন ধরনের প্রচার খ্রীষ্টের প্রচারের মত উত্তম এবং সরল প্রচার: তিনি যে উপায়ে কথা বলেছেন, সেটিই আমাদের বোধগম্য হওয়ার জন্য যথোপযুক্ত উপায়। তাঁর প্রচার ছিল পবিত্র শাস্ত্র ভিত্তিক প্রচার। তিনি আমাদের সামনে পবিত্র শাস্ত্র উপস্থাপন করেছিলেন, তাঁর নিজের সম্পর্কে লেখা পবিত্র পুস্তক। পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই লোকদের কাছে পুস্তকুল মোকাদ্দসে তাদের ধর্ম উল্লেখ করে দেখাতে হবে এবং সেখানে যা আছে তা বাদে অন্য কোন ধর্মমত তাদের প্রচার করা উচিত হবে না। তাদেরকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে, লোকেরা নিজেরাই তাদের বিশ্বাসের এবং তাদের জ্ঞানের ঝর্ণা প্রকাশ করতে পারে। লক্ষ্য করুন, যে সমস্ত পবিত্র শাস্ত্র খ্রীষ্টের কথা বলে, সেগুলো খ্রীষ্টের শিষ্যদের হৃদয় সরাসরি উষ্ণ করে তোলে এবং তাদেরকে খুব দ্রুত স্বস্তি প্রদান করে।

(২) যে কথা আমাদের হৃদয়কে প্রজ্জ্বলিত করে তা মঙ্গল সাধন করে, যখন আমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধীয় বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হই। বিশেষ করে খ্রীষ্ট যে আমাদের

জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, এই বিষয়টিতে যখন আমরা ভালবাসায় আবদ্ধ হই এবং আমাদের হৃদয়কে তাঁর জন্য নিবেদন করি এবং আমাদের হৃদয়কে পবিত্র আকাঙ্খা ও আরাধনা দিয়ে উৎসর্গ করি; তখনই আমাদের হৃদয় উত্তপ্ত হয় ও প্রজ্বলিত হয়। যখন আমাদের হৃদয় জাগ্রত ও উত্থিত হয় এবং তাঁর ফুলকি যখন উর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় এবং যখন তা প্রজ্বলিত হয়ে আমাদের ও অন্যদের পাপের বিরুদ্ধে পবিত্র এক চেতনা ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে এবং যখন আমরা ন্যায় বিচারের আত্মা এবং আগুনের আত্মা দ্বারা পরিশোধিত ও পবিত্রীকৃত হই, কেবলমাত্র তখনই আমরা বলতে পারি যে, "অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের হৃদয় প্রজ্বলিত হল"।

২. তাঁরা যিরূশালেমে তাঁদের ভাইদের কাছে যে সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন (পদ ৩৩): তাঁরা সেই মুহূর্তেই উঠে যিরূশালেমে গেলেন। তাঁদের ভেতরে যীশুকে আবিষ্কার করার যে আনন্দ খেলা করছিল, তা তাঁরা কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিলেন না। আর তাই তাঁরা খাওয়ার জন্য আর অপেক্ষা করলেন না। তাঁরা তখনই আবার যিরূশালেমে ফিরে গেলেন, যদিও তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। যদি তাঁরা যীশুর সাথে তাঁদের সম্পর্ক শেষ করে দেওয়ার চিন্তা পোষণ করতেন, তাহলে তাঁরা কোনমতেই তাঁদের মনে এই চিন্তা আনতেন না এবং খ্রীষ্টের শিষ্যদের কাছে গিয়ে এই সংবাদ জানাতেন না। আমরা এখানে বুঝতে পারি যে, তাঁরা ইম্মায়ু গ্রামে রাত্রি যাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন খ্রীষ্টকে দেখতে পেয়ে তাঁরা আর কোনমতেই এই শুভ সংবাদ জানানোর জন্য দেরি করতে পারলেন না। তাঁরা একই সাথে এই বিস্ময়কর সংবাদ সবাইকে জানিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে চাইছিলেন এবং তাঁদের সকলের ব্যথিত হৃদয়ের জন্য সান্ত্বনা দিতে চাইছিলেন, যেন সকলে ঈশ্বরের সেই সান্ত্বনা লাভ করেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তাদের দায়িত্ব হল কিভাবে খ্রীষ্ট তাদের অন্তরে কাজ করেছেন তা অন্য সবাইকে জানানো। তখন তাদের উচিত তাদের ভাইদেরকে পরিবর্তিত করা, নির্দেশনা দেওয়া, সান্ত্বনা দেওয়া এবং শক্তিশালী করে তোলা। এই শিষ্যদের ভেতরে এই বিষয়গুলো পুরোপুরিভাবে ছিল এবং সে কারণে তাঁরা তখনই তাঁদের ভাইদের কাছে গেলেন। তাঁরা তাঁদের আনন্দ সকলের সাথে ভাগ করে নিতে চাইলেন এবং এই সান্ত্বনা দিতে চাইলেন যে, তাঁদের প্রভু পুনরুত্থিত হয়েছেন। লক্ষ্য করুন:

(১) কি করে তাঁরা তাঁদেরকে খুঁজে পেলেন: ঠিক যখন তাঁরা তাঁদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন, সেই একই বিষয় নিয়ে তাঁরা কথা বলতে লাগলেন এবং খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কিত আরেকটি প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা সেখানে খ্রীষ্টের এগারো জন শিষ্য এবং সেই সাথে অন্য যারা তাঁদের সাথে থাকতেন তাদেরকে খুঁজে পেলেন। তাঁরা সেই রাতে একসাথে প্রার্থনা করার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন এবং এও হতে পারে যে, তাঁরা সেখানে তাঁদের পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা কি হবে তাই নিয়ে কথা বলার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে নিজেদের ভেতরে এই নিয়ে কথা বলতে দেখলেন। এখানে এগারো জন শিষ্যের কথা বলা হয়েছে, সেই দুই জনের কথা বলা হয় নি এবং এটিই আসল সত্য। যখন সেই দুই জন শিষ্য ভেতরে এলেন তখন তাঁরা তাঁদের মাঝে

সেই একই আনন্দ এবং বিজয় উল্লাস সহকারে কথা বলতে লাগলেন, *প্রভু অবশ্যই পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়েছেন,* পদ ৩৪। অন্য সকল শিষ্য এসে পৌঁছানোর আগেই পিতর খ্রীষ্টের দর্শন পেয়েছিলেন (১ করিন্থীয় ১৫:৫)। এখানে বলা হয়েছে, *আর তিনি পিতরকে ও পরে তাঁর শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন*। স্বর্গদূত সেই নারীদেরকে এই কথা পিতরের কাছে স্পষ্টভাবে বলার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন (মার্ক ১৬:৭), কারণ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্ভবত নিজেই পিতরের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তথাপি আমরা এর কোন বর্ণনা পাই না যে, সত্যিই পিতর খ্রীষ্টের দর্শন পেয়েছিলেন কি না। এখানে তিনি তাঁর ভাইদের ব্যাপারে কথা বলেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করুন, পিতর এখানে তা ঘোষণা করেন নি এবং নিজেকে নিয়ে কোন গর্ব করেন নি, কারণ তিনি নিজেকে নিয়ে অনুতপ্ত ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য শিষ্যরা এ নিয়ে খুব উল্লাসের সাথে কথা বলছিলেন, *প্রভু যীশু অবশেষে পুনরুত্থিত হয়েছেন*। এখানে এ নিয়ে আর কোন সন্দেহ নেই, কারণ তিনি শুধু নারীদের কাছেই দেখা দেন নি, তিনি পিতরের কাছেও দেখা দিয়েছেন।

(২) কিভাবে তাঁরা যা দেখেছেন সেই সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে বিষয়টিকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করলেন (পদ ৩৫): পথে কি কি ঘটেছিল সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে তাঁরা কথা বলছিলেন। রাস্তায় খ্রীষ্ট তাঁদেরকে যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো তাঁদের উপরে দারুন চমৎকার প্রভাব ফেলেছিল এবং তাঁদেরকে উজ্জীবিত করেছিল; এখানে এগুলো বলা হয়েছে পথের ঘটনা হিসেবে। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে যে সমস্ত কথা বলেছেন তা মোটেও কোন ফাঁকা বুলি ছিল না, বরং তার মধ্যে ছিল জীবন এবং আত্মা। তা দিয়ে আশ্চর্য সব কাজ সাধন করা হত এবং তা এমন সব স্থানে সাধন করা হত যা কেউ কখনো কল্পনাও করে নি। তাঁরা এও বলেছিলেন যে, তিনি যখন রুটি টুকরা টুকরা করছিলেন তখন কেমন করে তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। এরপর যখন তিনি সেই রুটি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা সহকারে তাঁদের হাতে দিলেন, তখন তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন, ঈশ্বর তাঁদের চোখ খুলে দিলেন। লক্ষ্য করুন, যদি খ্রীষ্টের শিষ্যরা খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাঁদের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা একে অপরের সাথে সহভাগিতা করেন এবং তাঁরা নিজেদের ভেতরে কি অনুভব করছেন তা পরস্পরের কাছে প্রকাশ করেন, তাহলে এটি তাঁদের জন্য সত্যের এক মহা আবিষ্কার এবং নিশ্চয়তা বলে প্রতীয়মান হবে।

লূক ২৪:৩৬-৪৯ পদ

যে দিন খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছিলেন সেই দিনই তিনি পাঁচবার লোকদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন: মগ্দলীনি মরিয়মের কাছে একা বাগানের মধ্যে (যোহন ২০:১৪), যে সমস্ত নারী শিষ্যদের কাছে সংবাদ দিতে যাচ্ছিলেন তাদের কাছে (মথি ২৮:৯), একাকী পিতরের কাছে, যে দুইজন শিষ্য ইম্মায়ু গ্রামে যাচ্ছিলেন তাদের কাছে এবং এখন এই রাতে এগারো জন শিষ্যের কাছে, যার বিবরণ আমরা এই পদগুলোতে দেখতে পাই এবং একই সাথে যোহন ২০:১৯ পর্বের পাই। লক্ষ্য করুন:

১. তাঁর আবির্ভাবে সকলে কেমন বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের মধ্যে একেবারেই হঠাৎ করে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, যখন তাঁরা নিজেদের ভেতরে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষ্য

প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। যখন তাঁরা কথা বলছিলেন এবং এই প্রশ্ন করতেও প্রস্তুত ছিলেন যে, তাঁদের প্রভু যে পুনরুত্থিত হয়েছেন এটি প্রমাণ করার জন্য এই সমস্ত ঘটনাই যথেষ্ট কি না এবং তাঁদের পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা কি হবে, ঠিক সে সময় খ্রীষ্ট তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের সমস্ত প্রশ্নের অবসান ঘটালেন। লক্ষ্য করুন, যারা তাদের সান্ত্বনা অর্জনের জন্য তাদের হাতের যে কোন প্রমাণের সদ্ব্যবহার করে তারা সে বিষয়ে নিশ্চিত হবে এবং খ্রীষ্টের আত্মা তাদের আত্মার কাছে সাক্ষ্য দেবে; যেভাবে এখানে খ্রীষ্ট শিষ্যদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের সাক্ষ্য নিশ্চিত করেছেন যে, তাঁরা ঈশ্বরের সন্তান এবং তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে পুনরুত্থিত হয়েছেন। লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট তাঁদের কাছে যে সান্ত্বনার বাণী রেখেছিলেন: *তোমাদের শান্তি হোক*। এটি সাধারণভাবে এই অর্থ প্রকাশ করে যে, খ্রীষ্ট এখন তাঁদেরকে যে দর্শন দিচ্ছেন তা অত্যন্ত অনুগ্রহের, এই দর্শন ভালবাসার এবং বন্ধুত্বের। যদিও তাঁরা নির্দয়ভাবে তাঁকে তাঁর কষ্টভোগের সময় একা ফেলে চলে গিয়েছিলেন, তবুও তিনি প্রথম সুযোগ পেয়েই তাঁদের সাথে দেখা করার জন্য এসেছেন; কারণ আমরা যা চাই তার জন্যই তিনি আমাদের মাঝে আসেন। যারা তাঁকে দেখেছিলেন তাঁদেরকে তাঁরা কৃতিত্ব দিচ্ছিলেন না। তাই বরং খ্রীষ্ট নিজেই তাঁদের সামনে এলেন, যাতে করে এ নিয়ে আর তাঁদের মধ্যে কোন বিবাদের সৃষ্টি না হয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পুনরুত্থানের পর তিনি গালীলে তাঁদেরকে দেখা দেবেন। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে দেখার জন্য এতটাই আকাঙ্খী ছিলেন যে, তিনি নিজে থেকেই আগে আগে যিরূশালেমে এসে তাঁদের সাথে দেখা করলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট অনেক সময় তাঁর কথার চাইতে আরও উত্তম কাজ করেন, কিন্তু কখনই এর চেয়ে খারাপ করেন না। এখন তাঁদের প্রতি তাঁর প্রথম কথাটির দিকে লক্ষ্য করুন: *তোমাদের শান্তি হোক*। এটি শুধু শুভেচ্ছা জানানোর ভাষা নয়, সেই সাথে সান্ত্বনা দেওয়ারও ভাষা। এটি ছিল যিহূদীদের মধ্যকার একটি সাধারণ শুভেচ্ছা বা কুশল জানাবার রীতি এবং এভাবে খ্রীষ্ট তাঁদের মাঝে নিজের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন, যদিও তিনি এখন তাঁর স্বর্গারোহণের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছেন। অনেকেই যখন সামনে এগিয়ে যান বা জীবনে উন্নতি করেন, তখন তারা তাদের পুরনো বন্ধুদেরকে ভুলে যান এবং তাদেরকে এড়িয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু আমরা খ্রীষ্টকে তাঁদের সাথে সব সময় একই রকমভাবে আন্তরিক দেখে এসেছি। এভাবে খ্রীষ্ট তাঁর প্রথম কথাতেই তাঁদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি তাঁকে অস্বীকার করার জন্য পিতরকে তিরস্কার করতে আসেন নি কিংবা তাঁকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য সবাইকে ভর্ৎসনা করতে আসেন নি। তিনি এসেছিলেন পুরোপুরি শান্তিপূর্ণভাবে এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি তাদেরকে বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে আবারও নতুন করে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

২. খ্রীষ্টের আগমনে সকলে যেভাবে ভীত হয়ে পড়লেন (পদ ৩৭): তাঁরা সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন, কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন যে তারা আত্মা বা ভূত দেখেছেন। এর কারণ হচ্ছে, তিনি তাঁদের মধ্যে এসেছিলে বিন্দুমাত্র শব্দ না করেই। তাঁরা সকলে সচেতন থাকা অবস্থাতেই তিনি তাঁদের মাঝে এসেছিলেন। মথি ১৪:২৬ পদে শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে তাঁরা বলেছিলেন, *এ যে ভূত, প্রেতাত্মা*। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে *নিউমা*

(pneuma) শব্দটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শব্দটি দিয়ে মূলত আমাদের পরিচিত আত্মাকেই বোঝানো হয়েছে। তাই এখানে আমরা ধরে নিতে পারি যে, তাঁরা খ্রীষ্টকে অশরীরী কোন আত্মা ভেবেছিলেন, যিনি মানব শরীর নিয়ে তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হন নি। যদিও আত্মার জগতের সাথে আমাদের যোগাযোগ এবং আন্তঃসংযোগ রয়েছে এবং এর সাথে আমরা ভালভাবেই পরিচিত, তবুও আমরা যখন এই অনুভূতি এবং বস্তুর জগতে অবস্থান করি, তখন কোন আত্মার দেখা পেলে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত ভীতিজনক ব্যাপার হয়ে পড়ে; বিশেষ করে যদি সেটি তার নিজ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে দেহ ধারণ করে আমাদের সামনে এসে দৃশ্যমান হয় এবং তা যদি আমাদের পরিচিত কোন বিশেষ রূপ ধারণ করে ও তার প্রতিকৃতি স্বরূপ হয়।

খ. খ্রীষ্টের কথায় তাঁরা যেভাবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, তা আমরা এখানে দেখতে পাই।

১. তাঁদের অকারণ ভয়ের জন্য তিনি তাঁদেরকে যে অভয় বাণী দিলেন: *কেন তোমরা অস্থির হচ্ছ আর কেনই বা তোমাদের মনে ভীতিকর সন্দেহ জাগছে?* পদ ৩৮। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) যখন আমরা কোন কারণে সমস্যাগ্রস্ত থাকি, তখন আমাদের মনের মাঝে এমন কিছু চিন্তার উদয় হয় যা আমাদেরকে আঘাত করতে পারে বা আমাদের ক্ষতি করতে পারে। আমাদের ভীতি এবং শোক এ ধরনের বিষয় থেকে উৎপন্ন হয়, যা সম্পূর্ণভাবেই আমাদের নিজেদের মনের কল্পনা। অনেক সময় মনের ভেতরে যে চিন্তা আমরা তৈরি করি, তা আসলে আমাদের সমস্যাগুলোর প্রভাব। সেগুলোকে প্রতিহত করার শক্তি আমাদের থাকে না, কাজেই আমরা সেগুলোকে ভয় করতে শুরু করি। সেখানে যারা সে সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মনের মাঝে যে সমস্যাটি সে সময় যন্ত্রণা দিচ্ছিল সেটি তাদের মধ্যে এমন চিন্তার জন্ম দিচ্ছিল যার কারণে তাঁরা ঈশ্বরকে অসম্মান করার পর্যায়ে চলে যাচ্ছিলেন এবং নিজেদের ভেতরে বিবাদ সৃষ্টি করছিলেন। *আমি তোমার দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেছি। প্রভু আমাদের ভুলে গেছেন এবং আমাদের ত্যাগ করেছেন*।

(২) খ্রীষ্ট সম্পর্কিত অনেক ভুল ধারণা থেকে আমাদের মনের মধ্যে অনেক সমস্যাজনক চিন্তার উদ্ভব হয়। তাঁরা এমন চিন্তা করছিলেন যে, তাঁরা কোন আত্মা দেখছেন; যখন তাঁরা কি না খ্রীষ্টকে দেখছিলেন এবং এটিই তাঁদের ভেতরে আতঙ্কের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। যখন আমরা ভুলে যাই যে, খ্রীষ্ট আমাদের জ্যে'ভ্রাতার তুল্য; যখন আমরা ভুলে যাই যে, তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত আত্মার বা ভূতের জগত থেকে বহু দূরে অবস্থান করেন; ঠিক তখনই আমরা নিজেদের আতঙ্কগ্রস্থ করি। যখন খ্রীষ্ট তাঁর আত্মা দ্বারা আমাদের সামনে নত হন এবং নিজেকে নম্র করেন, যখন তিনি তাঁর কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করেন, তখনই আমরা তাঁকে ভুল বুঝি এবং আমরা নিজেরাই আমাদের অন্তরের ভেতর থেকে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব ঘটাই।

(৩) আমাদের মনে যখনই কোন সমস্যাকর চিন্তার উদ্ভব ঘটুক না কেন, তা সব সময়ই প্রভু যীশু জানেন এবং তা তাঁর জন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্টির কারণ। তিনি তাঁর শিষ্যদের

এ ধরনের চিন্তার জন্য তিরস্কার করেন এবং আমাদেরকেও শেখান যেন আমরা এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে তিরস্কার করি। *কেন তুমি নিচে নেমে গেলে, আমার আত্মা? কেন তুমি অস্থির হও?* কেন এমন চিন্তার উদয় হয় যা সত্য বা ভাল কোনটিই নয়, যার কোন ভিত্তি বা কোন ফলাফল নেই, কিন্তু আমাদেরকে ঈশ্বরের আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালন করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, শয়তানকে সুযোগ করে দেয় এবং আমাদের জন্য দত্ত সান্ত্বনা গ্রহণ করা থেকে আমাদেরকে প্রতিহত করে?

২. খ্রীষ্ট তাঁর পুনরুত্থানের বিষয়ে যে প্রমাণ তাঁদেরকে দিলেন। এই প্রমাণ তাঁদের ভয়কে নিবৃত করেছিল এবং একই সাথে তাঁদেরকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, তিনি কোন আত্মা বা ভূত নন। সে সময় তিনি তাঁদেরকে তাঁর পুনরুত্থানের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি সহকারে সারা পৃথিবীতে যে ধর্মমত প্রচার করতে বলেছেন তার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছিলেন। তিনি তাদেরকে দু'টি প্রমাণ দিয়েছিলেন:

(১) তিনি তাঁদেরকে তাঁর দেহ দেখিয়েছিলেন, বিশেষ করে তাঁর হাত এবং পা। তাঁরা দেখেছিলেন যে, তাঁর আকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিকৃতি সম্পূর্ণই তাঁদের প্রভু যীশুর। কিন্তু তারপরও ইনি কি খ্রীষ্টের আত্মা নন? "না," খ্রীষ্ট বললেন, "আমার হাত এবং পা দেখ। তোমরা দেখছ যে আমার হাত এবং পা আছে, সুতরাং আমার পুরোপুরি সত্যিকারের একটি শরীর আছে। তোমরা দেখছ যে আমি আমার হাত এবং পা নাড়াতে পারছি, সুতরাং আমার একটি জীবন্ত শরীর আছে। সেই সাথে তোমরা আমার হাত ও পায়ে পেরেকের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ, সুতরাং এটি আমার নিজের দেহ। এটি সেই দেহ, যে দেহকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এটি কোনমতেই ধার করা বা পরিবর্তিত কোন দেহ নয়।" তিনি এই নীতি আমাদের সামনে প্রণয়ন করলেন যে, আত্মা কখনই হাড় ও মাংসের তৈরি হয় না। এটি কোন বস্তুগত সত্তা নয়, যার নির্দিষ্ট আকার রয়েছে এবং মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে, যেমনটি আমাদের শরীরে রয়েছে। তিনি এটি বলেন নি যে, আত্মা বা ভূত কি। আমরা যখন আত্মার রাজ্যে যাব তখন এ সম্পর্কে জানার প্রচুর সময় আমাদের হাতে রয়েছে। কিন্তু তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, কোনটি আত্মা নয়; এর কোন হাড়-মাংস নেই। এখন তিনি এখানে পুনরায় উল্লেখ করেছেন, "দেখ, এ আমি, যাকে তোমরা খুব ভালভাবে চেন ও খুব ঘনিষ্টভাবে মিশেছ। তাঁর সাথে তোমরা আন্তরিকভাবে অনেক কথা বলেছ। এ আমি স্বয়ং, যার কারণে তোমাদের আনন্দ করা উচিত এবং কোনমতেই ভয় পাওয়া উচিত নয়।" যারা খ্রীষ্টকে খুব ভালভাবে চেনে এবং তাঁকে নিজেদের বলে জানে, তারা কখনই তাঁকে দেখে বা তাঁর আগমনে ভীত হবে না।

[১] তিনি তাদের দৃষ্টির সামনে আবেদন জানিয়েছিলেন, তিনি তাঁর হাত এবং পা তাঁদেরকে দেখতে দিয়েছিলেন, যা পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছিল। খ্রীষ্ট তাঁর গৌরবময় দেহের সেই সমস্ত চিহ্ন তাদেরকে দেখিয়েছিলেন, যা প্রমাণ করে যে, তিনিই খ্রীষ্ট। তিনি তাঁদেরকে তা দেখানোর জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে থোমাকে এই চিহ্ন দেখিয়েছিলেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য নির্যাতিত হতে লজ্জা বোধ করেন নি; বরং এর জন্য আমাদেরই লজ্জিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যেভাবে তিনি এখন তাঁর শিষ্যদের

কাছে তাঁর ক্ষতগুলো দেখালেন, যাতে করে তাঁরা তাঁর নির্দেশনা মেনে চলেন, ঠিক সেভাবে তিনি তাঁদেরকে তাঁর পিতার কাছে দেখাবেন; যাতে করে তিনি তাদের পক্ষ হয়ে ঈশ্বরের সাথে মধ্যস্থতা করতে পারেন। তিনি স্বর্গে এক মেষশাবক হয়ে উপস্থিত হবেন, যাকে হত্যা করা হয়েছে (প্রকা ৫:৬); সেখানে তাঁর রক্ত কথা বলবে (ইব ১২:২৪)। তিনি তাঁর সন্তুষ্টির গুণ দ্বারা তাঁদের জন্য মধ্যস্থতা করবেন। তিনি তাঁর পিতাকে বলবেন, যেভাবে এখন তাঁর শিষ্যদেরকে বলছেন, *আমার হাত এবং পা দেখ* (জাকা ১৩:৬,৭)।

[২] তিনি তাঁদের তাঁকে ছুঁয়ে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন: *আমাকে স্পর্শ কর এবং দেখ*। তিনি এর আগে মগ্দলীনি মরিয়মকে তাঁকে স্পর্শ করার জন্য অনুমতি দেন নি (যোহন ২০:১৭)। কিন্তু এখানে এই শিষ্যদেরকে এই কাজের জন্য মনোনীত করা হল, যাতে করে তাঁরা তাঁর পুনরুত্থানের কথা চারদিকে প্রচার করতে পারেন; যাতে করে তাঁরা যন্ত্রণা ভোগ করতে পারেন এবং এর জন্য নিজেরা সন্তুষ্টি লাভ করেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁকে স্পর্শ করে দেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন যে, তিনি কোন আত্মা বা ভূত নন। যদি তিনি কোন আত্মা না হন বা কোন ভূত না হন, এটিই খ্রীষ্টের জন্য তাঁদের কাছে প্রমাণ হাজির করার উপযুক্ত সময়, যদি তিনি তাঁদেরকে বলেন যে, এ ধরনের কোন কিছুর আসলে অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তিনি এই মত পোষণ করলেন যে, আত্মা এবং ভূত বলতে আসলেই কিছু থাকতে পারে, নতুবা কেন তিনি তা নন বলে এত প্রমাণ দেখাবেন? এর মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্য উদাহরণের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, শিষ্যরা মনে করেছিলেন তিনি আসলে আত্মা। সেই প্রাচীন সময়ে অনেক ধরনের দল বা গোষ্ঠী প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী ছিল। আমি মনে করি তারা আসলে নাস্তিক ছিল, যারা বলতো যে, খ্রীষ্টের আসলে কোন কাঠামোগত বা বস্তুগত দেহ ছিল না; বরং তা ছিল এক আত্মার সত্তা, যা কখনই প্রকৃতভাবে জন্মগ্রহণ করে নি কিংবা কষ্টভোগ করে নি। আমরা জানি যে, ভ্যালেন্টিনিয়ান, ম্যানিচিদের এবং শিমোন ম্যাগাসের অনুসারীদের এ ধরনের বিশ্বাস ছিল। এদেরকে বলা হত *Doketai* এবং *Phantysiastai*। ঈশ্বরের অশেষ অনুগ্রহ যে, সেই বিরুদ্ধবাদীরা এখন আর নেই এবং আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, যীশু খ্রীষ্ট কোন আত্মা বা ভূত ছিলেন না, বরং তাঁর একটি সত্যিকার এবং প্রকৃত দেহ ছিল, এমন কি তাঁর পুনরুত্থানের পরেও।

(২) তিনি তাঁদের সাথে বসে খেয়েছিলেন এটি দেখানোর জন্য যে, তাঁর দেহ সত্যিকারের এবং আসল। তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে আন্তরিকভাবে এবং বন্ধুসুলভ হয়ে আলাপচারিতা করতে চাইছিলেন, যেভাবে এক বন্ধু আরেক বন্ধুর সাথে আলাপ করে। পিতর এই বিষয়টির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন (প্রেরিত ১০:৪১): *তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার পর আমরা তাঁর সাথে ভোজন এবং পান করেছিলাম*।

[১] যখন তাঁরা তাঁর হাত এবং পা দেখলেন, তখনও তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না যে, তাঁরা কি বলবেন। তাঁরা এত আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তাঁরা তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, পদ ৪১। এটি তাঁদের একটি অক্ষমতা যে, তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁরা এত কিছু দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না; তাঁরা তখনও অবিশ্বাসীদের মত

আচরণ করছিলেন। এটি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, খ্রীষ্টের শিষ্যরা এটি বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ধীর ছিলেন। খ্রীষ্ট যখন পুনরুত্থিত হন নি, তখন মহাপুরোহিত যা সন্দেহ করেছিলেন সেভাবে তাঁর দেহ কবর থেকে চুরি করে তারা বলেন নি যে, *তিনি উঠেছেন*; আবার যখন তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, তখন তাঁরা তা দেখেও বার বার এই কথা বলতে প্রস্তুত ছিলেন যে, *তিনি ওঠেন নি, তিনি ওঠেন নি*। তাঁদের প্রথম দর্শনে আতঙ্কিত হওয়া এবং এর প্রমাণের উপর সন্দেহ পোষণ করা আমাদের কাছে এটি প্রকাশ করে যে, এর পরে যখন তাঁরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেছিলেন, তখন তাঁরা এর সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ হাতে পেয়েই বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু যদিও এটি তাঁদের অক্ষমতা ছিল, কিন্তু তবুও এটি ছিল ক্ষমার যোগ্য; কারণ তাঁদের কাছে যে সমস্ত প্রমাণ হাজির করা হয়েছিল সেগুলো যে তাঁরা বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না তা নয়:

প্রথমত, তাঁরা এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তাঁরা তা যাকোবের মত করে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যাকোবকে যখন বলা হল যে, যোষেফ *বেঁচে আছেন*, তখন তিনি মনে করেছিলেন যে, *এত ভাল সংবাদ আমার জন্য সত্যি হতে পারে না*। যখন ভালবাসা এবং আকাঙ্খা শক্তিশালী থাকার কারণে বিশ্বাস এবং আশা দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন সেই দুর্বল বিশ্বাসকে সবল করে তোলার প্রয়োজন হয়; তাকে বাতিল করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, এটি শুধু ভাল ঘটনা নয়, সেই সাথে অত্যন্ত মহান ঘটনাও বটে। সত্যিকার অর্থে তাঁরা সে সময় পবিত্র শাস্ত্র এবং ঈশ্বরের ক্ষমতার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

[২] পুনরায় তাঁদের মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য এবং সাহস তৈরি করার জন্য তিনি কিছু মাংস আনতে বললেন। তিনি ইম্মায়ূ গ্রামেও সেই দুইজন শিষ্যের সাথে মাংস খেতে বসেছিলেন। কিন্তু এটি বলা হয় নি যে, তিনি তাঁদের সাথে বসে খেয়েছিলেন। এখন যাতে তাঁরা কোন বিরোধিতা না করেন, সে জন্য তিনি অন্য সকলের সাথে বসে খাবার খেলেন এটি দেখানোর জন্য যে, তাঁর দেহ সত্যিকারের দেহ এবং এতে পুনরায় জীবনের সঞ্চার ঘটেছে। যদিও তিনি এর আগে যেভাবে তাঁদের সাথে বসে ভোজন ও পান করেছেন এবং ঘনিষ্টভাবে আলাপচারিতা করেছেন, সেভাবে এখন তিনি তাঁদের সাথে বসে ভোজন ও পান করেন নি; কারণ এই কাজগুলো তাঁর পুনরুত্থানের পরবর্তী অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। একইভাবে লাসার তার পুনরুত্থানের পর শুধুমাত্র যে তার জীবন ফিরে পেয়েছিল তাই নয়, সে আবার তার পুরনো জীবনেও ফিরে গিয়েছিল এবং নির্দিষ্ট সময়ে আবারও মৃত্যুবরণ করেছিল। তারা তাঁকে একটি ভাজা মাছ দিলেন, পদ ৪২। সম্ভবত তাঁরা এর সাথে তাঁকে কিছু মধু মিশ্রিত ঝোল জাতীয় খাবারও দিয়েছিলেন, যা ভাজা মাছের সাথে খাওয়া হত; কারণ কেনান দেশ ছিল *মধু প্রবাহী দেশ*। এটি ছিল খুবই সস্তা ধরনের খাবার; তবে যেহেতু এটি তাঁর শিষ্যদের খাবার, তাই তিনিও এই খাবার খেয়েছেন; কারণ আমাদের পিতার রাজ্যে তিনি যেভাবে খাবেন তাঁরাও সেভাবে খাবেন। তাঁরা ঈশ্বরের স্বর্গীয় রাজ্যে বসে ভোজন এবং পান করবেন।

৩. ঈশ্বরের বাক্যে তিনি তাঁদের যে অন্তদৃষ্টি প্রদান করলেন, যা তাঁরা শুনেছিলেন এবং পাঠ করেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাঁদের বিশ্বাস জন্মালো এবং সকল বাধা দূর হয়ে গেল।

(১) তিনি তাঁদেরকে সেই সকল কথা বললেন, যেগুলো তিনি যখন তাঁদের সাথে ছিলেন তখন তাঁদেরকে বলেছিলেন এবং স্বর্গদূতদের মত করে তিনি তাঁদেরকে সেই সমস্ত কথা মনে করিয়ে দিলেন (পদ ৪৪): *এগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত কথা, যা আমি তোমাদেরকে তখন বলেছিলাম, যখন আমি তোমাদের সাথে অবস্থান করতাম এবং অনেকবারই এ কথা আমি তোমাদেরকে বলেছি*। আমাদেরকে অবশ্যই ভালভাবে বুঝতে হবে যে, খ্রীষ্ট কি কি করেছেন এবং আমাদের আরও ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, তিনি কি কি বলেছিলেন। এ দু'টো সমন্বয় করেই আমাদেরকে দিক-নির্দেশনা তৈরি করতে হবে।

(২) তারা পুরাতন নিয়মে যে কথাগুলো পড়েছিলেন, সেগুলো তিনি তাদেরকে আবার উল্লেখ করে বললেন, যেগুলো তিনি তাদেরকে নির্দেশনা হিসেবে বলেছিলেন: যা কিছু লেখা আছে তার সবই পূর্ণতা লাভ করবে। খ্রীষ্ট তাদের আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই সূত্র দিয়েছিলেন যে, পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্ট সম্পর্কে যা কিছু ঘটবে বলে বলা হয়েছে, তার সবই সম্পন্ন হবে। তাঁর দুঃখভোগ সম্পর্কে এবং একই সাথে তাঁর রাজ্য সম্পর্কে যা লেখা আছে তার সবই পরিপূর্ণ হবে। এ সমস্ত কিছুই ঈশ্বর বিভিন্ন কিতাবের মধ্য দিয়ে সংযুক্ত করেছেন এবং মানুষ কিছুতেই কোন কাজের মধ্য দিয়েই এই সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবে না। সকল বাক্যই পূর্ণ হবে, এমন কি সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে ভারী এবং সবচেয়ে তিক্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী, তাও পরিপূর্ণ হবে। এ সকল কিছু পূর্ণ না করে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না, কারণ তিনি এর আগ পর্যন্ত বলবেন না, *সমাপ্ত হল*। এখানে পুরাতন নিয়মের একাধিক অংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর প্রতিটিতেই খ্রীষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: মোশির আইন অর্থাৎ মোশির লেখা পাঁচটি পুস্তক, যেগুলোকে হ্যাগিওগ্রাফা (*Hagiographa*) বলা হয়। দেখুন কত বিভিন্ন ধরনের লেখার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছেন; কিন্তু এর সবই একই আত্মার নির্দেশ অনুসারে লিখিত হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের রাজ্য ও তাঁর আগমন সম্পর্কে সঙ্কেত প্রদান করা হয়েছে; তাঁর সম্পর্কে সকল ভাববাদী সাক্ষ্য বহন করেছেন।

(৩) তিনি তাঁদের মনের ভেতরে তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করলেন, যার মাধ্যমে তাঁরা ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হলেন। তিনি তাঁদেরকে পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সত্য বর্ণনা ও এর ব্যাখ্যা প্রদান করলেন এবং তাঁদেরকে দেখালেন যে, সকল কথাই তাঁর মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে: *তখন তিনি তাঁদের বুদ্ধির দ্বার খুলে দিলেন, যেন তাঁরা পবিত্র শাস্ত্র বুঝতে পারেন,* পদ ৪৫। দুই শিষ্যের সঙ্গে আলোচনার সময় খ্রীষ্ট পবিত্র শাস্ত্রের বাক্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁদের চোখের উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের মনকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] যীশু খ্রীষ্ট তাঁর আত্মা দ্বারা আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কারণ সকল মন তাঁরই অধীনে থাকে। আমাদের আত্মায় তাঁর প্রবেশাধিকার আছে এবং তিনি

তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রভাবিত করতে পারেন। এটি একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, কিভাবে তিনি তাঁর পুনরুত্থানের পর মানুষের আত্মার উপর তাঁর আত্মার নিয়ন্ত্রণের এই নিদর্শন ও অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করলেন। তিনি স্বর্গীয় আলো দ্বারা তাঁদের বুদ্ধির দ্বার উন্মোচন করলেন, যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উপলব্ধির সৃষ্টি করলেন এবং স্বর্গীয় উত্তাপ দ্বারা তাদের ভেতরে শক্তির সঞ্চার ঘটালেন, যখন তিনি তাদের হৃদয়কে প্রজ্বলিত করলেন।

[২] এমন কি উত্তম ব্যক্তিদেরও তাদের বিবেচনা ও উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন; কারণ তারা প্রকৃতিগতভাবে হলেও এখন আর অন্ধকারের বাসিন্দা নয়, কিন্তু এখনও তাদের বেশ কিছু চিন্তা অন্ধকারেই রয়ে গেছে। রাজা দায়ূদ প্রার্থনা করেছিলেন, *আমার চোখ খুলে দাও, আমাকে উপলব্ধি করার শক্তি দাও।* প্রেরিত পৌল, যিনি খ্রীষ্টকে এত ভালভাবে জানতেন, তিনিও তাঁর সম্পর্কে আরও বেশি করে জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

[৩] আত্মার মাঝে বিশ্বাস স্থাপন করায় খ্রীষ্টের কার্য প্রক্রিয়া এবং সেখানে তাঁর সিংহাসন পুনঃস্থাপন। এ সবই সম্ভব হয়েছিল সেই সমস্ত প্রমাণ সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধি করার ক্ষমতা অবারিত করায়, যাতে করে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন। এভাবে তিনি দরজা খুলে আমাদের আত্মায় প্রবেশ করেন; অপর দিকে শয়তান চোর বা ডাকাতের মত অন্য যে কোন দিক থেকে অনুপ্রবেশ করে থাকে।

[৪] আমাদের উপলব্ধির ক্ষমতা অবারিত করার প্রক্রিয়া, যাতে করে আমার পবিত্র শাস্ত্রের বাক্য বুঝতে পারি। যা লেখা হয়েছে তার চাইতে বেশি যেন আমরা না বুঝি, বরং যা লেখা হয়েছে সে বিষয়ে আমরা যেন জ্ঞানী হই এবং সে অনুযায়ী পরিত্রাণ গ্রহণ করার মত জ্ঞানসম্পন্ন হই। বাক্যের যে আত্মা এবং হৃদয়ের যে আত্মা, তা একই কথা বলে। খ্রীষ্টের শিক্ষার্থীরা কখনই পুস্তকুল মোকাদ্দসে যা লেখা আছে তার চাইতে বেশি কিছু এই জগত থেকে গ্রহণ করেন নি; বরং পবিত্র বাইবেল থেকেই এখনো তাদের শেখার অনেক কিছু বাকি আছে এবং তাদের কিতাবের মধ্য দিয়ে আরও প্রস্তুত এবং শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে। আমরা যদি খ্রীষ্ট সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা আমাদের মনের ভেতরে পুষে রাখতে না চাই এবং তিনি যে সমস্ত নিদর্শন আমাদেরকে দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে কোন ভুল ব্যাখ্যা করতে না চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্র ভাল করে বুঝতে হবে।

৪. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে প্রেরিত হিসেবে কাজ করার জন্য যে সমস্ত নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যাঁদেরকে এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল: তাঁরা চেয়েছিলেন যে, যেহেতু তাঁদের প্রভু তাঁদের সথেই আছেন, তাই তিনি যেন তাঁদেরকে সম্মানজনক কোন পদে অধিষ্ঠিত করেন, যে বিষয়টি নিয়ে তাঁরা তাঁর মৃত্যুর পর বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। "না," তিনি বললেন, "তোমাদেরকে এখন এই সমস্ত কিছুর উপরে অধিষ্ঠিত করা হবে, তোমরা এখন এ সমস্ত কিছুর সাক্ষী (পদ ৪৮)। তোমরা সারা পৃথিবীতে এই সংবাদ বহন করে নিয়ে যাবে। তোমরা শুধু একটি সংবাদ হিসেবে এই কথা সবার কাছে বলবে না, বরং ঈশ্বর এবং শয়তানের মাঝে যে বিরোধ রয়েছে এবং তার যে

পরিণতি ঘটতে চলেছে সেই কথাই তোমরা সবাইকে জানাবে। তোমরা এই সংবাদ সবাইকে জানাবে যে, এই পৃথিবীর রাজাকে পরাজিত ও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তোমরা এই সমস্ত বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানো, তোমরাই এই সমস্ত ঘটনার ও বিষয়ের সাক্ষী। যাও, সারা পৃথিবীকে এ সম্পর্কে সচেতন কর; যে আত্মা তোমাদেরকে আলোকিত করেছে, সেই একই আত্মা তোমাদের সাথে থেকে সকলকে আলোকিত করবে।" এখন তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে:

(১) তাঁদেরকে অবশ্যই যে সমস্ত বিষয় প্রচার করতে হবে: তাঁদেরকে অবশ্যই সুসমাচার প্রচার করতে হবে। তাঁদেরকে পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা সাধনের জন্য নতুন নিয়ম প্রচার করতে হবে, স্বর্গীয় প্রকাশের প্রক্রিয়া ও এর পূর্ণতার জন্য তাঁদেরকে নতুন নিয়মের সুসমাচার প্রচার করতে হবে। তাঁদেরকে অবশ্যই সাথে করে পবিত্র বাইবেল নিতে হবে (বিশেষ করে যখন তারা যিহূদীদের মধ্যে প্রচার করবে; এ কারণে পিতর তাঁর প্রথম বক্তৃতায় লোকদেরকে ভাববাদীদের বাক্য পড়ার জন্য বলেছিলেন, প্রেরিত ১০:৪৩) এবং লোকদেরকে অবশ্যই এটা দেখাতে হবে যে, কিভাবে খ্রীষ্টের ব্যাপারে অনেক আগে থেকেই পবিত্র শাস্ত্রে লেখা হয়ে এসেছে এবং সেখানে তাঁর মহিমা ও অনুগ্রহ এবং তাঁর রাজ্যের ব্যাপারেও বলা হয়েছে। তাঁদেরকে অবশ্যই নিজেদের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এ কথা বলতে হবে যে, এ সকল কিছুই প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

[১] যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কিত সত্য ও মহান সুসমাচার অবশ্যই মানব সন্তানদের মাঝে প্রচার ও প্রচার করতে হবে (পদ ৪৬): অনন্তকাল স্থায়ী স্বর্গীয় পরিষদের সীলমোহরকৃত শাস্ত্রে এই কথা লেখা আছে; যে শাস্ত্রে আরও আছে উদ্ধার ও পরিত্রাণের চুক্তির কথা। একইভাবে এই কথা পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রে লেখা আছে, যে সমস্ত বিষয় সকলের কাছে প্রকাশিত। আর সেখানে বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্টকে অবশ্যই দুঃখভোগ করতে হবে; কারণ স্বর্গীয় সমস্ত পরিকল্পনা অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে এবং ঈশ্বরের একটি কথাও মাটিতে পড়বে না। "যাও, এবং সারা পৃথিবীকে বল:"

প্রথমত, "খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে এ কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। যাও, প্রচার কর যে, খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে। তাঁর ক্রুশের জন্য লজ্জিত হোয়ো না, দুঃখভোগকারী খ্রীষ্টের জন্য লজ্জিত হোয়ো না। তাদেরকে বল যে, তিনি কি ধরনের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং কেন যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং পুরাতন নিয়মের সমস্ত বাক্য কিভাবে তাঁর যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাদেরকে বল যে, তাঁকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হত, কারণ এই পৃথিবীর পাপের ভার নেওয়ার জন্য এবং মানব জাতিকে মৃত্যু ও ধ্বংস থেকে উদ্ধার করার জন্য অবশ্যই তাঁর মৃত্যুবরণ করার প্রয়োজন ছিল। তিনি মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা লাভ করেছেন" (ইব ২:১০)।

দ্বিতীয়ত, "তিনি তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন, যার মধ্য দিয়ে ক্রুশের সকল প্রতিবন্ধকতা শুধু যে দূর করা হয়েছে তাই নয়, সেই সাথে এটিও ঘোষণা করা হয়েছে যে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র এবং এর মধ্য দিয়ে পবিত্র শাস্ত্রের বাক্য পূর্ণতা লাভ করেছে (১ করিন্থীয় ১৫:৩,৪)। যাও, কিভাবে তোমরা খ্রীষ্টকে মৃত্যু থেকে জীবিত

হয়ে ওঠার পর তাঁর দর্শন পেয়েছ তা সবাইকে গিয়ে বল এবং কিভাবে তোমরা তাঁর সাথে কথা বলেছ সে কথা সকলকে বল। তোমাদের চোখ দেখেছে যে," (যেভাবে যোষেফ তাঁর ভাইদের কাছে বলেছিলেন, যখন তিনি নিজেকে তার ভাইদের কাছে জীবিত বলে প্রকাশ করলেন) "*আমি আমার মুখ দিয়ে তোমাদের কাছে কথা বলছি* (আদিপুস্তক ৪৫:১২)। যাও এবং তাদেরকে বল যে, যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি আবার জীবিত হয়েছেন। তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন এবং তাঁর হাতেই সকল মৃত্যুর এবং পাতালের চাবি রয়েছে।"

[২] মানব সন্তানদের প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে এই মহান সুসমাচার প্রচারের দ্বারা তাদের মনে অনুশোচনা জাগিয়ে তুলতে হবে। পাপের জন্য অনুতাপের কথা অবশ্যই খ্রীষ্টের নামে এবং তাঁর কর্তৃত্ব সহকারে প্রচার করতে হবে, পদ ৪৭। সকল স্থানের সকল মানুষকে অবশ্যই অনুতাপ করার জন্য আহ্বান জানাতে হবে এবং তাদেরকে আদেশ করতে হবে (প্রেরিত ১৭:৩০)। "যাও, এবং সকল মানুষকে বল যে, ঈশ্বর তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রভু তাদেরকে ক্রয় করে নিয়েছেন। এই কারণে তিনি আশা করেন এবং দাবী করেন যে, তারা যেন তাৎক্ষণিকভাবে অনুতাপের এই আহ্বানে সাড়া দেয়। তারা যেন দেবতাদের উপাসনা করা থেকে মন ফিরায় এবং সেই ঈশ্বরের উপাসনা করে, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, তারা যেন আর এই জগত এবং এর মাংসিক অভিলাষের দাস হয়ে না থাকে। তারা যেন মহান ঈশ্বরের দাস হয় এবং তাঁর প্রতি মনযোগী হয় ও মন ফিরায়। তাদেরকে অবশ্যই সকল ধরনের পাপপূর্ণ অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে এবং সকল ধরনের পাপের কাজ পরিহার করতে হবে। তাদের অন্তর এবং জীবনকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই সার্বজনীনভাবে পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত হতে হবে।"

[৩] পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার মহান সুসমাচার অবশ্যই সকলকে প্রদান করতে হবে এবং নিশ্চিত হতে হবে যেন সকলে অনুতাপ করে ও সুসমাচারে বিশ্বাস করে। "যাও, সেই পাপী পৃথিবী, যা ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য ও পরিহার করে, তাদেরকে গিয়ে বল যে, সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকারীর কাছ থেকে এক অপরিবর্তনীয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যার দ্বারা যে সকল ব্যক্তি অনুতাপ করবে এবং বিশ্বাস করবে তারা এর সুফল পাবে। তারা শুধুমাত্র ক্ষমাই পাবে না, বরং সেই সাথে তাদেরকে গ্রহণও করা হবে। তাদেরকে বল যে, তাদের জন্য আশা রয়েছে।"

(২) যাদের কাছে অবশ্যই তাঁদের প্রচার করতে হবে। কাদের কাছে তাঁরা এই প্রস্তাব নিয়ে যাবেন এবং কত দূর পর্যন্ত এই সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হবে? সেই বিষয়টি তাঁদেরকে এখানে বলা হয়েছে:

[১] তাঁদেরকে অবশ্যই সর্ব জাতির কাছে প্রচার করতে হবে। তাঁদেরকে অবশ্যই ছড়িয়ে পড়তে হবে, যেভাবে নোহের সন্তানেরা বন্যার পর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। কাউকে এক পথে এবং কাউকে অন্য পথে যেতে হবে এবং তাঁরা যেখানেই যাবেন না কেন সাথে করে এই আলো সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। ভাববাদীরা যিহূদীদের মাঝে অনুতাপ এবং অনুশোচনার জন্য প্রচার করেছেন, কিন্তু প্রেরিতদেরকে পৃথিবীর সকল স্থানে প্রচার

করতে হবে। কাউকে সুসমাচারের আওতা থেকে দূরে রাখা যাবে না, সকলকেই অনুশোচনা করার জন্য আহ্বান জানতে হবে, কিংবা এখান থেকে কাউকে কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া কিংবা কাউকে এর থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করবে কিংবা অনুশোচনা করবে না, তাদেরকে এই সুযোগের আওতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে।

[২] তাঁদেরকে অবশ্যই যিরূশালেম থেকে প্রচার করা শুরু করতে হবে। তাঁদের প্রথম প্রচার সেখানেই করতে হবে। সেখানেই সুসমাচারের প্রথম মণ্ডলী স্থাপন করতে হবে। সেখানেই সুমাচারের ঊষালগ্নের সূচনা ঘটবে এবং সেখান থেকেই এই আলো নিয়ে ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পোঁছে দিতে হবে। কিন্তু কেন তাঁদেরকে এখান থেকে সুসমাচার প্রচার করা শুরু করতে হবে? কারণ:

প্রথমত, এমনটিই লেখা আছে, আর এ কারণে তাঁদেরকে এই পন্থাতেই কাজ করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য যিরূশালেম থেকেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে (যিশাইয় ২:৩)। এর সাথে যোয়েল ২:৩২; ৩:১৬; ওবদিয়া ২১ পদ এবং জাকা ১৪:৮ পদ তুলনা করে দেখুন।

দ্বিতীয়ত, এখানেই সুসমাচারের সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং সে কারণে যদি সুসমাচারের প্রতি কোন ধরনের বিরোধিতা বা সমালোচনা মাথাচাড়া দেয়, তাহলে যেন সে অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। পুনরুত্থিত পরিত্রাণকর্তার মহিমার দ্যুতি এতটাই উজ্জ্বল এবং শক্তিশালী যে, এর মুখোমুখি হতে তাঁর সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম শত্রুও সাহস পাবে না, যা তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল এবং সে একটি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। " যিরূশালেম থেকেই শুরু কর, যাতে করে মহাপুরোহিতগণ তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সুসমাচারকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদেরকে হতাশায় পর্যদস্তু হতে দেখেন।"

তৃতীয়ত, তিনি আমাদেরকে শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার আরও একটি নিদর্শন দেখালেন। যিরূশালেম খ্রীষ্টের উপর সবচেয়ে বেশি বিরোধিতার চাপ সৃষ্টি করেছিল (শাসক এবং জনতা উভয়েই), যার কারণে নিশ্চয়ই এই শহরের নাম তালিকা থেকে মুছে ফেলা যেত। কিন্তু না, তা মোটেও করা হয় নি, বরং যিরূশালেমকেই সুসমাচারের প্রথম আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং সেখানে সামান্য সময়ের ভেতরেই হাজার হাজার মানুষ এই সুসমাচার গ্রহণ করেছিল।

(৩) প্রেরিতগণ সুসমাচার প্রচার করার সময় যে ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবেন: তাঁদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত বিশাল ও ব্যাপক। এটি অত্যন্ত কঠিন এক দায়িত্ব। বিশেষ করে তাঁদেরকে যে ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে এবং যে ধরনের কষ্টভোগ করতে হবে সে কথা চিন্তা করলে এই দায়িত্ব তাঁদের জন্য সত্যিই অনেক কঠিন ছিল। এই কারণে যদি তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন যে, *কে এই সমস্ত বিষয়ের জন্য যোগ্য?* তাহলে এর উত্তর তৈরিই ছিল: *দেখ, আমার পিতা যা দেবার ওয়াদা করেছেন তা আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। স্বর্গ থেকে শক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা এই শহরেই*

থেকো, পদ ৪৯। এখানে তিনি এ বিষয়ে তাদেরকে নিশ্চিত করেছেন যে, অল্প কিছুদিন পরেই তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা এমনভাবে প্রদান করা হবে যেভাবে এর আগে কখনোই তা প্রদান করা হয় নি এবং সে সময় তাঁরা তাঁদের সেই সমস্ত দান ও অনুগ্রহ লাভ করবেন, যেগুলো তাঁদের এই বিষয়ে মহা বিশ্বাসের জন্ম দেবে এবং সে পর্যন্ত তাঁদেরকে অবশ্যই যিরূশালেমে অবস্থান করতে হবে। এই দান না আসা পর্যন্ত তাঁরা যেন সুসমাচার প্রচারের কাজে প্রবেশ না করেন। লক্ষ্য করুন:

[১] যারা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেন, তাদেরকে স্বর্গ থেকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সেটি এক অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা, যা কোনমতেই তাদের নিজস্ব সত্তার কোন ক্ষমতা নয়। এটি স্বর্গ থেকে প্রদান করা হয় এবং সেই ক্ষমতা ও দান তাদের আত্মাকে আরও উচ্চ করে ও এক চূড়ান্ত স্থানে নিয়ে যায়।

[২] খ্রীষ্টের শিষ্যরা কখনই তাঁর সুসমাচার প্রচার করতে পারতেন না এবং তাঁর রাজ্য এই পৃথিবীতে স্থাপন করতে পারতেন না, যদি তাঁরা স্বর্গ থেকে এই ধরনের বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা অভিষিক্ত না হতেন। তাঁদের সম্মানজনক অর্জন আমাদেরকে এ কথাই বলে যে, তাঁদের সাথে সব সময়ই এই স্বর্গীয় ক্ষমতার অবস্থান ছিল।

[৩] স্বর্গ থেকে এই দান আসার ওয়াদা ছিল পিতা ঈশ্বরের, যা নতুন নিয়মের সুসমাচারের মহান ওয়াদা, যেভাবে পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কে ওয়াদা করা হয়েছিল। আর এটি যদি পিতা ঈশ্বরের ওয়াদাই হয়ে থাকে, তাহলে আমরা অবশ্যই নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে, এই ওয়াদা অলঙ্ঘনীয় এবং যে বিষয়ের জন্য এই ওয়াদা করা হয়েছে তা অমূল্য।

[৪] খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এই ওয়াদা সম্পন্ন হওয়ার সময়ের আগ পর্যন্তও ছেড়ে যান নি। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের দশ দিন পরই শিষ্যদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটেছিল।

[৫] খ্রীষ্টের দূতগণ তাঁদের জন্য যে ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে তা না পাওয়া পর্যন্ত সেই শহর ছেড়ে নড়েন নি এবং পূর্ণ নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন নি। যদিও অনেকে মনে করতে পারেন যে, এখনকার মত সুসমাচার প্রচারের জন্য এমন জোর প্রস্তুতি আর কখনই নেওয়া হয় নি, তবুও প্রচারকারীরা ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁদের জন্য স্বর্গ থেকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ততদিন পর্যন্ত তাঁরা যিরূশালেমেই বসবাস করতে পারেন, যদিও এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক স্থান ছিল; কারণ এটি ছিল সেই প্রতিজ্ঞাত স্থান, যেখান থেকে পিতা ঈশ্বর তাঁদেরকে খুঁজে পাবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন (যোয়েল ২: ২৮)।

লূক ২৪:৫০-৫৩ পদ

সুসমাচার লেখক লূক গালীলে খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যকার একান্ত সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে তাঁদের কথোপকথনের মাঝে শুধুমাত্র তিনি তাঁদের

সাথে পুনরুত্থানের পর প্রথম দিনে যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলেন। এছাড়া আমরা তাঁর স্বর্গারোহণের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাই, যেখানে বলা হয়েছে:

ক. কতটা ভাবগাম্ভীর্যের সাথে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। স্বর্গ ও পৃথিবীর পুনর্মিলন ঘটানো এবং তাদের মধ্যে পরিত্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য খ্রীষ্টের যে পরিকল্পনা, তা বাস্তবায়নের জন্য তাঁকে অবশ্যই স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুইয়ের উপরেই হাত বিস্তার করতে হত। আর এই কারণে তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাঁকে অবশ্যই এই দুই জগতেই কাজ সম্পন্ন করতে হত। তাঁকে মানব দেহ ধারণের জন্য স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আসতে হত, এখানে তাঁর কর্ম সম্পাদন করতে হত এবং তা শেষ করে তাঁকে অবশ্যই স্বর্গে ফিরে যেতে হত। তাঁকে সেখানে বসবাস করতে হত এবং আমাদের জন্য তাঁর পিতার সাথে মধ্যস্থতা করতে হত। লক্ষ্য করুন:

১. কোন্ জায়গা থেকে তিনি স্বর্গারোহণ করলেন: যিরূশালেমের নিকটবর্তী বৈথনিয়া থেকে, যেখানে জৈতুন পর্বতের চূড়া সম্মিলিত হয়েছে। সেখানে তিনি তাঁর পিতার গৌরবের জন্য এক মহান দায়িত্ব সম্পন্ন করলেন এবং সেখানেই তিনি তাঁর আপন মহিমায় প্রবেশ করলেন। সেখানেই ছিল সেই বাগান, যেখান থেকে তাঁর দুঃখভোগের সূচনা হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বৈথনিয়া নামের অর্থ হল *দুঃখের আবাস*। যারা স্বর্গে প্রবেশ করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই দুঃখ ও কষ্টের মাঝে বসবাস করতে হবে, তাদের অবশ্যই দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে আনন্দের মাঝে প্রবেশ করতে হবে। জৈতুন পর্বত বহুদিন আগে থেকেই খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল: *সেই দিন তিনি এসে জেরুজালেমের পূর্ব দিকে জৈতুন পাহাড়ের উপরে দাঁড়াবেন* (জাকা ১৪:৪)। এখান থেকেই তিনি মাত্র কিছুদিন আগে বিজয় উল্লাস সহকারে যিরূশালেমে প্রবেশ করেছিলেন (লূক ১৯:২৯)।

২. কে কে এই স্বর্গারোহণের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন: *প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বৈথনিয়া পর্যন্ত গেলেন*। সম্ভবত যখন তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন, তখন খুব সকাল ছিল। তখনও লোকেরা ঘুম থেকে তেমন ওঠে নি; কারণ তিনি তাঁর পুনরুত্থানের পর লোকদের মাঝে প্রকাশ্যে দেখা দেন নি, বরং কিছু বাছাই করা প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে তিনি দর্শন দান করেছেন। শিষ্যরা তাঁকে গৌরব সহকারে পুনরুত্থিত হতে দেখেন নি, কারণ তাঁর পুনরুত্থান প্রমাণ করার একমাত্র উপায় ছিল পুনরুত্থানের পর তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখা। কিন্তু এখন তারা তাঁকে স্বর্গে আরোহণ করতে দেখলেন, কারণ তাঁরা এর পরে আর তাঁর স্বর্গে আরোহণের কোন দৃশ্যমান প্রমাণ দেখতে পাবেন না। তাঁদেরকে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ দেখানোর জন্যই জৈতুন পর্বতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যাতে করে তিনি যখন স্বর্গে আরোহণ করবেন তখন তাঁরা তাঁদের চোখ খ্রীষ্টের প্রতি নিবদ্ধ রাখতে পারেন এবং অন্য কোন দিকে তাঁদের দৃষ্টি না থাকে।

৩. তিনি তাঁদেরকে যে কথা বলে বিদায় জানালেন: *খ্রীষ্ট তাঁর হাত উঠালেন এবং তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন।* তিনি কোন দুঃখ বা অসন্তুষ্টি নিয়ে বিদায় নিলেন না, বরং ভালবাসা ও স্নেহ সহকারে বিদায় নিলেন। তিনি যাদেরকে পেছনে রেখে গেলেন তাদের

জন্য আশীর্বাদ রেখে গেলেন। তিনি তাঁর হাত উঠালেন, যেভাবে মহাপুরোহিত লোকদেরকে আশীর্বাদ করার সময় হাত উঠাতেন (লেবীয় ৯:২২)। তিনি এমন একজন হয়ে আশীর্বাদ করলেন যার সেই ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রয়েছে। তিনি সেই আশীর্বাদ শিষ্যদেরকে দান করলেন, যা তিনি ক্রয় করে নিয়েছেন। যাকোব যেভাবে তাঁর সন্তানদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন, সেভাবেই খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে আশীর্বাদ করলেন। এখানে শিষ্যরা সে সময় ইস্রায়েলের বারো বংশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তাই এই আ-শীর্বাদ করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট সমগ্র আত্মিক ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাদের উপরে তাঁর পিতার নাম অর্পণ করলেন। তিনি তাদেরকে সেভাবেই আশীর্বাদ করলেন, যেভাবে যাকোব তাঁর পুত্রদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন, যেভাবে মোশি বিদায়ের সময় ইস্রায়েল জাতিকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এই আশীর্বাদ করা হয়েছিল এটি দেখানোর জন্য যে, এই পৃথিবীতে তিনি তাঁর সমস্ত শিষ্য ও অনুসারীদেরকে কতটা ভালবেসেছিলেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাদেরকে ভালবেসে যাবেন।

৪. কিভাবে তিনি তাঁদেরকে রেখে গেলেন: যখন তিনি তাঁদেরকে আশীর্বাদ করছিলেন, এমন সময় আশীর্বাদ করতে করতেই তিনি তাদেরকে ছেড়ে গেলেন। এমন নয় যে, তাঁর যা যা বলার ছিল সে সব কথা বলা শেষ করার আগেই তাঁকে তুলে নেওয়া হল; বরং এখানে এটাই বলা হয়েছে যে, তাঁর বিদায় ঘটলেও তাদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদের কখনো শেষ হবে না, কারণ তিনি স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের সাথে তাঁদের জন্য মধ্যস্থতা করবেন ও আ-শীর্বাদ করবেন। তিনি পৃথিবীতে থাকতেই তাঁদের জন্য আশীর্বাদ করতে শুরু করলেন, কিন্তু তিনি স্বর্গে গিয়েও তাদের জন্য আশীর্বাদ করতে থাকবেন। খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতদেরকে সারা পৃথিবীতে তাঁর সুসমাচার প্রচার করার জন্য প্রেরণ করলেন এবং তিনি এই আশীর্বাদ তাঁদেরকে শুধুই তাঁদের জন্য দিলেন না, বরং সেই সাথে তাঁদের কথার মধ্য দিয়ে যারা যারা খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করবে, তাদের প্রত্যেকের জন্যই দিলেন। তাঁর মধ্য দিয়েই পৃথিবীর সমস্ত বংশ আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে।

৫. যেভাবে তাঁর স্বর্গারোহণের বর্ণনা দেওয়া হল:

(১) খ্রীষ্ট তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁকে তাদের কাছ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হল, যেভাবে ইলিশায়ের কাছ থেকে এলিয়কে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে অবশ্যই এক সময় বিদায় দিতে হয়। যারা আমাদেরকে ভালবাসেন এবং আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন এবং আমাদেরকে নির্দেশনা দেন, তাদেরকে এক সময় অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের নিজের শারীরিক উপস্থিতি সব সময় আকাঙ্খা করা হয় নি; যারা তাঁকে কেবলমাত্র রক্ত মাংসের একজন মানুষ হিসেবে জানতো, তারা এখন থেকে তাঁকে আর জানবে না ও দেখতে পাবে না।

(২) তাঁকে স্বর্গে তুলে নিয়ে যাওয়া হল; কোন জোর খাটিয়ে নয়, বরং তিনি আপন ইচ্ছায় এবং নিজেই স্বর্গে উঠে গেলেন। তিনি নিজেই উঠে গেলেন এবং তাঁর নিজ ক্ষমতা দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করলেন, যদিও তাঁর সাথে সাথে স্বর্গদূতরা ছিল। এখানে কোন আগুনের রথের প্রয়োজন ছিল না, কোন আগুনের ঘোড়ার প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু তিনি

আমাদের প্রভু হয়ে নিজেই স্বর্গ থেকে এসেছিলেন, তাই তিনি নিজেই ফিরে যেতে পারেন। তিনি মেঘের মধ্যে করে আরোহণ করলেন, যেভাবে মানোহের উৎসর্গের ধে সোর মধ্যে স্বর্গদূত ছিলেন (বিচার ১৩:২০)।

খ. কতটা আনন্দের সাথে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বিদায় জানালেন এবং তাঁর বিদায়ের পর থেকে এখন পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে:

১. তাঁরা তাঁর বিদায়ের সময় তাঁকে তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানালেন। এর অর্থ এই যে, তিনি এখন এক দূর দেশে চলে যাচ্ছেন, তবুও তাঁরা তাঁর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে যাবেন; কারণ তাঁরা চাইছিলেন যেন তিনি এখন পর্যন্ত তাঁদের উপরে রাজত্ব করেন: *তাঁরা উবুড় হয়ে তাঁকে প্রণিপাত করলেন*, পদ ৫২। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট তাদের কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার আশা করেন, যাদের প্রতি তিনি আশীর্বাদ করেন। তিনি তাঁদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং এর কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁরা তাঁকে প্রণিপাত করে সম্মান জানিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের কাছ থেকে যে সঞ্জীবনী আশীর্বাদ ও মহিমা বর্ষিত হয়েছিল তাঁরই কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ছিল এই সেজদা। তাঁরা জানতেন যে, যদিও তিনি তাঁদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছেন, তারপরও তিনি তাঁদের এই প্রণিপাত এবং কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন এবং তাঁদের এই সম্মান প্রদর্শনের কথা জানতে পারবেন। যে মেঘ খ্রীষ্টকে তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল, তা তাঁদের সেবা ও সম্মানকে খ্রীষ্টের দৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে দেয় নি।

২. তাঁরা আনন্দ করতে করতে যিরূশালেম শহরে ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁদের উপর পবিত্র আত্মা অবতরণ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল এবং সেই অনুসারেই তাঁরা সেখানে ফিরে গিয়েছিলেন; যদিও সেই স্থান অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ছিল। তাঁরা সেখানে ফিরে গেলেন এবং অত্যন্ত আনন্দ সহকারে সময় কাটালেন। এটি ছিল অত্যন্ত আনন্দময় এবং চমৎকার এক পরিবর্তন এবং এটি ছিল তাঁদের উপলব্ধির সূচনা। যখন খ্রীষ্ট তাঁদেরকে বললেন যে, তাঁকে অবশ্যই চলে যেতে হবে, তখন তাঁদের হৃদয় দুঃখে ভরে গিয়েছিল; কিন্তু তখন তাঁরা জানতেন না যে, তাঁদের এই দুঃখ ভারাক্রান্ত মন আনন্দে ভরে উঠবে। এখন তাঁদের মন আনন্দে বিহবল হওয়ার পর তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এই মুহূর্ত থেকে তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে খ্রীষ্টের জন্য মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করা এবং লোকদের জন্য সান্ত্বনা দানকারী হিসেবে কাজ করা। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের গৌরব হচ্ছে আনন্দ, বিপুল আনন্দ। এই আনন্দ সকল বিশ্বাসীদের জন্যই, এমন কি যখন তাঁরা এই পৃথিবীতে থাকবেন তখনও। তাঁদের এই আনন্দ বহু গুণ বেড়ে যাবে যখন তাঁরা সেই নতুন যিরূশালেমে যাবেন এবং সেখানে খ্রীষ্টকে গৌরব সহকারে খুঁজে পাবেন।

৩. তাঁরা নিজেদেরকে উপাসনার কাজে নিয়োজিত করলেন, কারণ সে সময় তাঁরা তাঁদের পিতার কাছ থেকে ওয়াদার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন, পদ ৫৩।

(১) তাঁরা প্রার্থনার সময় মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা ও উপাসনায় অংশ নিতেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুলে যান নি এবং তাঁরাও খ্রীষ্টের আদেশ অমান্য করেন নি। তাঁরা সব সময়

মন্দিরে উপস্থিত থেকে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন, যেভাবে তাঁদের প্রভু যিরূশালেমে অবস্থান করার সময় সব সময় ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। প্রভু সিয়োনের দ্বার ভালবাসেন এবং আমরাও তা ভালবাসি। অনেকে মনে করেন যে, খ্রীষ্টের শিষ্যরা একত্রে মিলিত হওয়ার জন্য মন্দিরের কোন কক্ষ ব্যবহার করতেন, যা তাঁদের প্রতি অনুরক্ত কয়েকজন লেবীয়ের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল। কিন্তু অন্যরা মনে করেন যে, আসলে তাঁরা এমনটা করেন নি; বরং তাঁরা নিজেদেরকে মহাপুরোহিত এবং মন্দিরের পরিচালকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতেন।

(২) তাঁরা জানতেন যে, খ্রীষ্টের উৎসর্গ বা উৎসর্গের দ্বারা মন্দিরের উৎসর্গের রীতির বিলোপ সাধন ঘটেছে; কিন্তু তাঁরা মন্দিরের উপাসনা সঙ্গীতে যোগ দিতেন। লক্ষ্য করুন, আমরা যখন ঈশ্বরের ওয়াদার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, তখন আমাদের অবশ্যই তাঁর জন্য প্রশংসা করা উচিত। কোন যুক্তির জন্যই ঈশ্বরের প্রশংসা এবং তাঁর প্রতি আশীর্বাদ করা থেকে বিরত হওয়া উচিত নয় এবং তাঁর প্রতি পবিত্র আনন্দ প্রকাশ এবং প্রশংসা করা ছাড়া আর কোন কিছুই আমাদের পবিত্র আত্মা গ্রহণ করার জন্য এত ভালভাবে প্রস্তুত করতে পারে না। এর মাধ্যমে ভয় প্রশমিত হয়, দুঃখ সহনীয় ও মোচনীয় হয় এবং আশা বজায় থাকে। প্রতিটি মণ্ডলী এবং প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সুসমাচারের শেষ অংশে এসে আমিন শব্দটি যোগ করেন, এর অর্থ হচ্ছে এই সুসমাচার যে সত্য, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা প্রদান এবং সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সাথে ও খ্রীষ্টের শিষ্যদের সাথে একাত্ম হয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা ও আশীর্বাদ প্রকাশ করা। আমিন। প্রভু সর্বদা প্রশংসিত এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত হোন। ■

BACIB
International Bible
CHURCH